

বঙ্গভাষা



সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল
সমিতির মুখপত্র

৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মার্চ, ১৩৬২



সরোজ নলিনী
স্মৃতি সংখ্যা

756.3

1002/26

কার্যালয় :

২০১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড
কলিকাতা-১২

সম্পাদক মণ্ডলীর সভানেত্রী :

হেমলতা ঠাকুর

সম্পাদিকা

আরতি দত্ত

কণপ্রভা ভাট্টা

P30213

বঙ্গলক্ষ্মী

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৬২

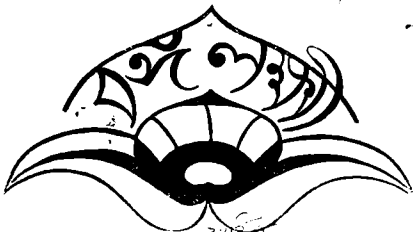
১। ডায়েরী হটতে	খগোলা সরোজ নলিনী দত্ত	১
২। তোমরা এগিয়ে চলো (কবিতা)	ঐহেমলতা ঠাকুর	২
৩। নিঃসঙ্গ	ঐআশাপূর্ণা দেবী	৩
৪। কৃষ্ণের পুটুহুঁমি শান্তিপূর	ঐঅন্নপূর্ণা গোস্বামী	৩
৫। কথকতা (কবিতা)	ঐপূর্ণা পাঠক	১১
৬। ভাবী মনের প্রতি	ডাঃ বেণুকণা বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
৭। ভারতে নারী শিক্ষা	ঐইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এ.	১৪
৮। বৈদেশিক প্রতি (কবিতা)	ঐহেনা হালদার	১৬
৯। পৃথিবী সঙ্কলন	ঐঅমৃতলালা দেবী	১৮
১০। রান্নিয়ার নারী	ঐঅশো দেবী	২০
১১। গুরুত্ব (২য় বহুভা)	ঐমুখালাতা দত্ত	২২
১২। রক্তকণার দেশ পূর্ণবঙ্গ	ঐশ্রীমা ভট্টাচার্য্য	২৪
১৩। জৈরাধাশ্রম স্বরূপ	ঐমতী চট্টোপাধ্যায়	২৭
১৪। নারী মঙ্গল ও অহচারা	ঐচরণাশ্রী গোল	২৮
১৫। পীপ নিভে গেলে	ঐআশা গঙ্গোপাধ্যায়	৩০
১৬। মটিল! সমাচার	ঐরমা মিত্র	৩৭
১৭। স্বদেশ ও বিদেশ	ঐমতী দেব	৩৬
১৮। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি		৩৮

মাসিকের আসর—পরিচালিকা—ঐকমলা দেবী

১৯। তারা ব্রত	ঐপ্রভাবতী ভট্টাচার্য্য	৪০
২০। রাহা ঘর	ঐঅমিতা কুহ	৪২

লেখক সৃষ্টি

[illegible]



৩১শ বর্ষ

মাসিক, ১৩৬২ খ্রিঃ

১ম সংখ্যা

ডায়েরী রইত

স্বর্গাঙ্গী মহোদয় নগিনী দত্ত

ইয়াকোহোমা,
জাপান।
৩রা জুলাই, ১৯২০

সেওতা চল! তারা সব কৃষি কার্যের অন্ত কোমাল হো
ইত্যাদি নিয়ে কৃষি কার্যের operate করতে লাগলো।
সে সেখানে বড় হুমক। Chaff cutter বসে চালিয়ে খড়

Nakano কৃষি স্কুল এখানেকার A Class কৃষি স্কুল,
Nakano Electric Railway ষ্টেশনের ১০০ গজ দূরে।
এখানে ১০০ ছেলে ও মেয়ে পড়ে, ছেলেদের ও মেয়েদের
পড়ার ঘর আলাদা আলাদা এবং লগাই Elementary
স্কুলে পড়ে এসেছে, সুতরাং বয়স ১৪ বৎসর যাবত।
এখানে তিন বৎসর পড়তে হয়, এই স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা
খতি আন্তর্জাতিক ও হুমক। স্কুলের compound-এ ২ বিধ
আখার জমির একখানি firm আছে। তাতে নানা
বসতীর ফল (ধান, গম, ইত্যাদি), ফলের গাছ
বেগুন—(pear ইত্যাদি) লাগি লাগি করে বসান হয়েছে।
ছেলে মেয়েরা নিয়ে এসে সব কাজ করে। আমাকে সেখানে
৩১শ বর্ষ ছেলে মেয়েকে কৃষিকার্য থেকে বের করে

কাটতে লাগল, একটা গায়েব তল কৃষির দ্বিধে পড়ে
গাছ থেকে গম চাড়াতে লাগল; আমাকে সিং ও পশু
উপহার ছিল। এখানে ছেলে মেয়েরা Elementary
Chemistry ও শিখে। ল্যাবর Laboratory ও
Museum রয়েছে। Museum-এ সব বসতীর জিনিস
এখন কি Gramophone, Telephone, ইত্যাদি
যত্নে। এগুলির কার্য প্রণালী তাদের দ্বিধে সেখা
হয়। খালি বই মেখে দেখা নয়; মেয়েরা কৃষিকার্য থেকে
সেলাই, বাগ, কাপড় খোলা ইত্যাদিও বেশ শিক্ষা করে।
এক ঘরে মাতুর (Tatami) বিছান আছে। এখানে
এক দুই শিক্ষা করে। চোট ছেলেটা হুমক শিক্ষা।
আমাকে মাননে দুঃখিত করে।

তোমরা এগিয়ে চালা

ঐহেমলতা ঠাকুর

তোমরা এসিয়ে হলো,

আমি দিবে সেবি

কায়ে পেরু রাপি, কায়ে তরে আমি

করে হলো ছলো ।

সে মোর পুণ্যগো-তেশ,

পুণ্যতন তার ভাবনা কামনা

পুণ্যতন পরিবেশ ।

কহিছে সে কণে কণে

পুণ্যতনে পথে কেসিয়া বেওনা

নৃতনের প্রয়োজনে ।

প্রপতিহিত মূল,

পুণ্যতনে যতি নাচি রাখে সাথে

মুদলে সে নিখিল ।

আমি পুণ্যতন প্রাণ

পুণ্যতন জল ফাটি ল'য়ে করে

নৃতনে জগ্ন মানি ।

আমি পুণ্যতন আলো

লুকাইবা রহি আঁখ্যবের কোলে

ছুটাইছে তার কালো ।

ছুটাইছে নব স্রষ্ট,

অপতের চেপে আনিয়া দিতেছে

নব আলোকের দৃষ্টি ।

বাহুবে আশ্রিল মন

ভাবনলে ভরা বাণী সন্ত-বধা

বয়সীতে আপদন ।

রাখারদী-নির্ভর,

হসমাধুরী কল। চাতুর্য

কথাগো খবরী পর ।

মহাভাবতের কথা

অথৈ তাবের বস্ত্রাভ তাল

গল্প কাহিনী বধা ।

আমাদের পিতামহ

লক্ষ অধে জড়া'রে আছেন

বে বেশে অহরহ ;

সে মোর অঙ্গকুমি

একযোগে তাবে প্রণমি লবাই

তুলে নাই আমি ছুমি

সাম্প্রদায়িক বাধা

বকে না ঐকে ভেবেছি চিহ্ন

চক্রে না লাগে বঁধা ।

নারী প্রপতির মূণে

অগ্রেয় বেন নাহি লাগে ককু,

নারী অগ্রেয় বুক ।

— — —

নিঃসম্বল

আশাপূর্ণা দেবী

নিকুণ্ডিনি আমার ভেঁকে পাঠিয়েছেন।

যাবার থেকে বাড়ী এসে দাঁড়াতেই মা খবরটা হিসেন, মুখটপে বেগে হলেন! আমি খনিটা হাত থেকে নামিয়েই সেই হাত মাথায় ঘিরে বলি "সেবেছে! আমার! এতুনি আমার কি হলো? এই তো দেখিন"—

মা বলেন "তা কি জানি! ভিটা বলে গেলো খাওয়া পাওয়া হলেই যেন বোনী খানিকটা সময় চাপ্তে নিয়ে যায় পালাবাহ! জরুরী ঘরকার! হুদু তো এখনই ভাত জিট?" মায় মুখে দুইখীৰ হাসি।

আমি বেগে উঠে বলি "তোমার আর কি! দিবি মজা বেখছো আর হাসছো! আমায় দুৰ্দ্ধপার কথাটা ভেবেছো? উঃ! রবিবারের দুপুরটা প্রেক্ষা মাটি!"

"তা আমার কি লেগে?" মা আরো মজা দেখা হাসি হাসেন আর বলেন "এ তো আর হাসি নয় বাপু যে আমার খোঁটা দিবি? ও হলে গিরে তোমার শাকাত শিনি, তার প্রতি একটা কর্তব্য নেই?"

কথাটা পরিচালনা। নিকুণ্ডিনির সঙ্গে আমায়ের বা সম্পর্ক তার হিসেব করতে হলে কাগজ পেলিল নিয়ে বসাব ব্যবহার, মুখে মুখে হিসেব হইবে। সৈবক্রমে একই পড়ার থাকার জ্বায়ে সম্পর্কের 'এমো' হওয়ার পক্ষেই আত্মীয়তার বন্ধন এতী।

নিকুণ্ডিনি নিঃসম্বল!

নিকুণ্ডিনির অনেক টাকা। অল্প লাখ দুলাখ নয়। বঙ্গালী ব্যবসায় শিল্প-পুথ-বাগিনী বিখ্যার পক্ষে অনেক, এই আর কি! 'উমতে পাই নিকুণ্ডিনে স্ত্রী হ'বার নয়, তরুণী নিকুণ্ডিনি বড়রের ভিত্তির নিজ অঙ্গ ভাস্কর্যের কাছে বিক্রী করে, হাজার বায়ে টাকা হাতে নিয়ে গাইয়েবের বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন। বলা বাহুল্য বিশেষ মনোবৃত্তি তখন পাননি। বাড়ি দুটোই ছিলেন বেঁচে, এতৎগণ লোক খাওয়া দিচ্ছেন না। তাছাড়া—ওই

টাকার সবলটি। ওর সাহায্যে নিঃসম্বল বিবধা বোনের চাইতে যে বোনী লম্বার পাবেন, এতো পড়েই আছে কথা।

অধিক্তি—এসব কথা তামাচি কথা।

আমরা জানাবি যেনে আসছে নিকুণ্ডিনির পয়গে একখানা আটহাত খেটে খেটে বৃত্তি, কখন ছাট করে ছাটা কাঁচা পাকা চুল, মাংশহীন খটখটে ঘেঁষ, আর বসহীন কটুকটে ব্যাকি।

তবে কেন জানিনা নিকুণ্ডিনি আমার প্রতি বতাবঃট বেহনীলা। তাঁর সন্তিকারে তাইলেগের চেয়েই আমাকে বিশ্বাসও করেন বোনী। নেমক হাংমী না; কথলে বলতেই হু, ছেলেবেলায় আর সবাইকে লুতিয়ে আচাটো, আমলখটা, কলটা, বাতাসটা ডের খাইয়েছেন আমার।

হাঃ! তখন কে জানতো, সেই চোখাই জ্বলার এতো খেসারাত নিতে হবে!

নিকুণ্ডিনির সেই টাকার এখন আমার "কাল" হয়েছে!

স্বাধীনপুত্রহীন বিবধা বৃত্তির বিশ্বাসভাঙন হওয়া যেতি বিপদ, সে কথা যে হয়েছে সেই জানে। দুকুচোপ্তি ব্যতীত বুঝে না কেউ। আমার সেই বাগো বন্ধন করল খেতে টাকা সক্রান্ত বাবতীর ব্যাপারে আখিই নিকুণ্ডিনির জ্ঞান হাত। যানে আর কি আমায়েরই জ্ঞান হাত হতে হয়েছে। কারণ নিকুণ্ডিনির হাতে তাঁর নিজেই তাইলেগো নাকি "জোয়ের বাগা!"

"সোপালের মৈবজ বাব এক পোয়া বাতাসা আনতে যিহেও তিনি ওবেই বিশ্বাস করতেন না। আমাকে মিনতি করে বলতেন "বিটু, বাবা আমায়! তুই একবার স্ত্রী চান কথা মাথার আদিশ দিবি। বাতাসা হ'বান; তোকে লিখেই আনিবে নেবে; রাখলে পাওকিন হবে।"

‘নীচসিন্ধি’টা নিকসিন্ধি বিনোদিত! একশোখা বাতাসায় পাঁচ চুপ্তে চলিত চালাবার কদমতা তাঁর আছে। পোশাক তো আর মাছেরে ছেলের মতো! ‘আবলেবে বসাই’ নয় যে, দু’খানা বাতাস পেরে আরও দু’খানার ভেত্রে আবরণ করবে! বাই হোক চলন অস্বস্তি আনাকে এক একবার সজ চান করা মাঝার ওয়াকী যেতে হতো—পলকালে হাত বুঝে বাতাসা এনে দিতে।

দিসির আলম জাছুসুন্দর্য যে একটির থেকেই চোখের হাঙ্গা, তাইতো নয়। হুটিক থেকেই অবিখ্যাসী। কে জানে চান না করেই তা’রা নিকচে সজ্ঞাত বলে ঘোষণা করবে কি না, কে জানে পলকালে চাত ঘোষার পর আর কোনো অশ্রুত বহুকে স্মরণ করে বলবে কিনা, কে জানে খালি পায়ে না গিরে লুটিয়ে জুতো পরে যায়ে কিনা। এতটা আছে অপর এবং প্রবল নিকটা। পুরো পলো দিগে পুরো তিনিস আনবে ‘কেন’ কে করতে পারে! ‘হোঁড়াকলোর কি বর্ষাবর্ষ জ্ঞান আছে?’

বাতাসা আলমায় লেগলোকে খেলার তেল জ্বলতে বলা কি কম কাজ একটা? একশোখা বাতাসার কলত্র হর নিকসিন্ধির তো অজান! মত? এতাল পর সজ্ঞাটর হাত এড়াতে নিকসিন্ধি আঘাতেই বেতে নিষেড়িলেন। বেতে নিলে আমায়েই, দুহর সেঁদালা সেট বরি প্রাপণে।—প্রাপণে এবং হাস্যহাসনেই সে কাম করে এসেছি বহাবর ভিত্ত এখন হয়েচে মতা কামেলা।

এখন আর বাতাসা পাটালীর ব্যাপার নয়। সে পর আর নিজে কেমনে জা নিকসিন্ধি, পেরত থেকে ঠাকুর দেবা বাবর বহাদুর করে দিয়েছে তিন দুটোকেই বলা আর মাসে আড়াই পোতা বাতাসা। কাবর নিজে কেনবার পরল আর এখন নিকসিন্ধির চোখে থাকে না। কেন থাকে না, সেই হচ্ছে কথা, আর সেই কথা নিয়েই আবার কামেলা।

বাগোহোজ টাকা হাতে নিয়ে যেদিন এরাড়ী এসে উঠেছিলে নিকসিন্ধি ঠিক তখন আটাল বহর কখন! আর এখন আটমট। এট ঠিক চরিত্রটি বহর একখানেক টাটলো মাতুলটাব। একে একে মতা সেহেন দুট সাত, দুট ভাত হাতা হাতলো—সেইদে রেগে সেদিন

নিকসিন্ধি কিছ অ’চেন হ’লোই। এট ‘জালা’ থাকার ভেত্রে মাকে মাকে হালি টিটকিৎ লম্ব করতে হর বৈকি, খেতে বহ মূখ নাড়া। পুরো: হিট! পৰ্বাভ ভাকলে মূখ খুঁবিয়ে চলে যায়। হোট ভাইপো বৌয়ের বৃষ্টি ঝাঁকুতে একটা ঘেয়ে মারা গেলো, পুরো: হি বিনু লতকখা তুলিয়ে গেলো নিকসিন্ধিকে। “আব কেন দিসিয়া এবার ঘরের বাড়ীর হাতটাটা খোঁজানো একটু! একে একে কি লম্বাইকে খেয়ে যাবে?”

চিরমূখা নিকসিন্ধি, এতদেবর আকরণে কেমন যেন হয়ে যান। মূখামূখ উত্তর দিতে পারেন না ঘোকার মতো ভাকিয়ে থাকেন। এ হুসলতা ওখা জানে বলেই হয়তো এই পথেই আকরণ চালাতে আসে। আগে এ সংসার নিকসিন্ধির মূখের মাঝে ছিলো কোন জোকে সে মূখো আলগা হয়ে গেছে—এখনকার লম্বায় খেন বেরোছাট। চরিত্রসংকট টে হটা চোখেছি। এখনকার লম্বায়ে বতোজলে: ভিত্ত বতোজলে: পেট সে হিলেবটাই চটকরে গিরে উঠতে পারেন না নিকসিন্ধি। বাগাবর ভাঁড়ার বর প’রার লম্বর কাগো: খেতে খেলতে খেলতে যেন নিকসিন্ধিকে এগো পুরো: খেতে নিকসিন্ধি দিয়েছে।

সংবাই বলে বাওনা দুপ্ত মালা ভপ কবোলে না? জোমার অতো দেখবার সবতার কি? জোমার সব খোঁজে সবতার কি? নিকসিন্ধি স্বাক হয়ে যান। শ্রুতির তাওর হাততে চাতকে খুঁবতে চেষ্টা করেন—সব দেখবার, সব খোঁজ তাববার হুকায়টা হুঁয় কোন মর বলে কখন শ্রুতে মিলিয়ে গেলো।...ভাবতে ভাবতে জারী বাগ এসে যায়, তখন খোঁজ করতে বলেন নিষেধ টাকায়। অকথা ভাবার পলোপাল বহেন তাইপোষের। আর বলেন “যে লজ্জাছাড়া, আবার পাই পরলটি পৰ্বাখ মিটিয়ে যে। হেবের লম্বায়ে বহু হুঁয় জেল দিবে আনি তীর্থবাগ করিলে।”

পালকমে বিবস্ত হয়ে বোরা বলে “দিয়ে জাওনা ঠিক টাকা! বেগানে খুশি বিগের কোন। এ অশান্তি তো আর লম্ব হর না।”

কিন্তু ভাইপোর পুরব মাতৃহ! আর পালম ও নত হাত

আলস কথা শোঁটাকা আর নেই।

বহুদিন আগেই সে টাকা শেষ করে দিয়েছিলেন নিকপিসির ছাত্ররা, যেহেতু বিয়ে বিয়ে আর এসবাকীর নেতৃত্বে ঘর তুলে। সবসময় অসুখান সালেখ পাড়ানতনী মাঝার হুঁইব সবাই জানে, কানেন না শুধু নিকপিসি তাই বুঝে আসলে টাকাতা। এখন কতোর মাতিয়েছে তার কিছুই হিসেব করে দিতে হয় আমাকে বহিষকারের দুপুর মাটি করে।

জুই হিসেব করে দিলেই হয় না, উইলও তৈরি করতে হয়। হাণ দুমান অস্বর উইল এখন কৈনা নিকপিসি। এখন হাণ তপস্ব হাণের মাথা চড়ে, তখনই তাকে বসিত করে নজুন উইল দেখান। পরোতা তাইশোর ছেলেদের কলে বেগুয়া খাতার একশিষ্ট দেখা পাতার দেখা হয় সে উইল। প্রথম প্রথম খুব মজা লাগতো। কিন্তু জাণাগত এ ছেলেবেলা আর ভালো লাগে না।

অস্বত কি জানি কেন তাকলে না শিরেও পাবিরা। সবাই থাকে অবহেলা করছে, তাকে তাই চিরদিনের আছা ভাঙ্গন আদি, অবহেলা করতে পেরে উঠিনা। কোথায় বেন বাবে।

অস্বতাই খেয়ে উঠে জামাতা নাখা, আর চটটা পারে। গলাতে গলাতে বেরিয়ে পড়ি। প্রসঙ্গমনে মন, অপ্রসঙ্গমনেই। জানি শুভাকীর চৌকাঠ ভিঃডোনার সঙ্গে সঙ্গেই গাঙ্গো ছুটবে কিন্তু বাঁকাফখা, কিছু ব্যকহাদি।

জাতি তাইয়েবা বলে “এটনী লাহেব”। বৌদিয়া বলেন “হুইতী”।

আমর তাই হলো। বহিষকারের দুপুরে বাড়ী আছে সকলেই, আমাকে যেখেই নিতেনো। বহিষহাতে বলে উঠলো “কি খবর, এটনী লাহেব যে। উইল বলাতে হুই, আমায় কয় কপাল পুড়লো?”

যাণোজিত্তে বিরক্তি প্রকাশ করা চলে না। সেটা ছেলেমানুষী। তাই আমিও হাসিকে ধাকা করবার চেষ্টা করে বলি “কপাল থাকে আছে তামেই পোড়ে। না খাবলে আর পুড়বে কি?”

“ভালো ভালো! বল এতো বেগার বাটতে ভালোও লাগে তোয়?” এখানে আমার হিঃতহী কৃমিক্য অ’ডন

করেন জিতেননা। আমিও অস্বাভিক বিনয়ে বলি “কেপেচ জিতুকা, বিনা মাখে কেউ বেগার পাটে? হুণিয়ে ভালিয়ে নিঃকর নামে কিছু লিখিয়ে নেবার ভালো আছি।”

“হু! আমার টাকাকি?” বলে রাগ করে চলে যান জিতুকা।

গলায় লাভা পেয়েই নিকপিসি তাক্তা তাক্তা গলায় ধাক পাতেন “কে বিষ্টী এলি নাকি? আর ইজিকে আর?”

এসিয়ে গিয়ে আসলোড়ে একটা প্রণাম গোছের করে বলি “কি হলো পিসি, আমার কি শাপলায়ীতে পেলো?”

“শাপলায়ী?” নিকপিসি উত্তোজিত ভাবে বলে জেনে

“পাবে না? একের সংসারে যে বাস করবে সেই শাপল হয়ে উঠবে! হুণি বিষ্টী, এবাড়ীর ছেলে হুড়া মেয়ে পুঞ্চ সব কটা পাছো! এক একজন এক একটি বিষ্টুর অবতার! ওকলখু জান নেই? ধ্যা! এতো অপমান সবে বাছবে থাকতে পারে? আর কেনই বা থাকবে? আমি কি নিঃসঙ্গ ভিবিয়ি? তাই তোমের হাত তোলায় পড়ে থাকবে ডিরকাল? সে আমার টাকা কেলে দে, আমি চলে যাই।”

আপেক্ষাপে ডাবিসিকে জুঁজ এবং ব্যক্তদ্বী বহুনা করে লক্ষ্যর আমাঃই মাখাটা কাটা যেতে চায়। তবু শক্তভাবে বলি “মাথা ত্য এতো রাগ করছে কেন? সেবে বৈ কি! ‘যেবে না’—একথা বলেছে কি?”

নিকপিসি শোবার বলেন “সেবে না বলবে? এতো মাশ্বর্দি হবে? একি ডিকের টাকা? এ হলো আমার শুক্কেত টাকা! এট বেখনা আম সব ব্যাটীয়ের ব্যাড ধরে লই করিয়ে নেবে। সেখি কেমন হুইহুই করে টাকাকি কেলে না বেয়।”

“সই! ককে দিয়ে কিলে লই করিয়ে নেবে?” আমি বিস্মিত প্রশ্ন করি।

নিকপিসি সঙ্গের বলেন “কেন, ছাওনোটে। এখানে আর কাঁজা কাক কহছি না, একেবারে শাকাফাজ। কেমন হুইটি ব্যাঃরিডি? নে হুই আগে শাকনার হিসেবটা করে দে।”

হত্যাণভাবে বলি “এই তো বিষ্টুগিন আগে সব হিসেব করে লিখে টিখে ডিয়েঃডাম পিঃিনা। সে কপার কোথা গেলো?”

নিকপিসি লগ্না কোকলা কীংগী ত্যাক একটু

বেলে বলেন "সে নন্দার কথা আর শুনাগে নেহা! তোরা নেহা সেই বিলোবের কাগজ আর উলখানা পাছে নই হয় বলে একেবারে পাট্টাটার ভেতরে তলাও লিকে রেখে দিবেছিলাম, আচায়েই ভেল পড়ে সব গোলাব পেছে। শু কী কাগজ? আমার তলও বান, মটকার চানক, িত্রি বকা গয়া।"

"পাট্টাটার মধ্যে আচায়েই তেল? আচায়েই লোতল পাগড়-জোপড়ের টাকে রাখো নাকি পিসিমা?"

নিকপিসি বিজ্ঞপ্তি বলে "তা ছাড়া আর কোন চুপের থাকে? কাকসনের জালায় বিজ্ঞ বাইরে রাখবার তো আছে? মেজবৌয়ার ঢেলে ছুটো আর মেজবৌয়ার মেটেটা একেবারে চোবের ঢাঙা বুঝি?"

নিকপিসি ভিত্তি অল্প অল্পে হাওয়াটা শুনে আবার হাসি পাচ্ছিলে, কিন্তু অস্থির কামান্নীনের জননী বুপলের হাসি পেতে পারে না, চুপে মেজবৌয়ার শানিয়ে গলা বেয়ে গুঠে কহিক থেকে "এমন চুপের কণা পড়েনি কাগজ ছেলেকোয়র, যে জনার কিসেসে মজব তেল বান?"

"না বাবে না!" পিসি লগ্না লিও কুপিয়ে বলে গুঠেন "ডেলোকেডলিকে তো চেয়ে না! মিঠামিট লুতান। তবে না কেন? আঘড়াসাচে কী আর বাতড়া কলবে?"

বলাবাহুল্য নিকপিসি এ প্রশ্নের সম্বন্ধ কথা যায় না। গভীরভাবে লগ্না বাটো করে বলি "তোমো পিসিমা, তোমার বাগটাপগুলো একটু কলক। এই ভল্টে তোমার লকে গয়ের বান না।

নিকপিসি কিছুমান্ন লয়ে না। বীরাবনার তকীতে বলেন "না কলকো তো জুইই গেলা! আমি গুঠের বাই না পহি? বিক না আমার টাকা কটা কেনে, একবুনি চলে যাছি। নিজেদের লমত নবাবী হচ্ছে, বাসি আমার টাকা কটা সেখান বেলাতেই বৈতরণ।"

আমার লমত লবিক থেকে একটা অগমান ধোখকুটি লহ হর না কিছুমান্ন। তাই এলিক ফেড়ে এসে কুতকণ্টে বলে "কেমো পিসিমা, কলকান ফল এতোদিন চের লয়েছি, কিন্তু আর লহ করবো না! বলি টাকা জুনি আমায়ের কাছে দাবী করো কী হিসেবে? আমরা তোমার কাছে লহ নিয়েছি টাকা? না, তোমো এসে কামান্নের কাছে?"

নিকপিসি এরবার লমত বান, তা'গলগেই পুগ বিক্রমে বলে গুঠেন—"তোমের কাছে না হাবি, তোমের বাগ কাচার কাছে দেখেছিলাম সে টাকা তো আর তাগা দাবার লম নিয়ে বার'ন?"

কিছুমান্ন বিজ্ঞপ্তি হুকিত হালো বলে—"গেছে কিনা সে হিসেব 'দেখানে' পিয়েই কোরো? কতোকাল আর এখানের মাটি কামতে পড়ে থাকবে?"

কিছুমান্ন ললললললললল ললললল লহ পাহি না। যনে হর নিকপিসি লমতের বাগ ভেঙে কামার লোত প্রবাহিত হবে বোব হর এবার। কিন্তু সে বাগা লুল। নিকপিসি লুতেজেই উত্তর যেন "খাকবো না যেন? যতোকাল ললললল ললললল যোগেছে ততোকালই থাকবে। তোমো যে যনে কলছলি হুকি ললক, টাকাটা আর বার করতে হবে না, সে আশা ছাড়। কড়ার লগতি লহ হুকি নিয়ে লমত লান লান করে যাথো। এক লগনা গেবোনা তোমের।" জামি বিটু, হুতগালাবা এমন চোবের চামড়াখোর যে লুগের টাকা কটা লমত মেবে মে, এক লগনা লে না আমাচ।"

কিছুমান্ন লগতি চাবে বলে—"আমরা তোমার টাকা বার করেছি—তাই লুল লেথো!

নিকপিসি হৈ হৈ করে গুঠেন "জননি বিটু, জননি আকল থেকেও কথা? তোমো লিতে বাবি কেন? ব্যাচে থেকেই তো লেবে। এক বতা টাকা কল আছে কোম্পানীর লরে অলনি নাকি? ললো ছোড়লো যতো দিন ছিলেন, লমান—ললে হুকি টাকা করে লেননি? তোমো এমন চপলললল, টাকা কটা একটু ডেরা করে লাক থেকে এনে লিতে পাহি না।"

কিছুমান্ন লুল একটু লানির আভাল লুটে গুঠে। আরো ললললল বলেন—"সে ব্যাচের টিকানাটা তোমার লললল। আমায়ের লানিরে লেবে লেতে লুলে লেছেন কী না?"

"না! টিকানা লানো না তোমরা। লোকা! ললল লেই তাই লল।"

"আল্লা বেল তা'ও বলি তোমার লললল না হর ললললক ডিলেন, তোমার লুগের টাকা তোমাকে চাত ললল লরতে লিহেন, আমরা কোলললল লেথো? লললল,

পরচে, ঠাকুরের বৈবিন্য শ্রদ্ধাঙ্ক, মাল্য কুড়িটা টাকা;
খরচ হয় না তোমার কত? ”

এই সব বিস্ত্রী কথাই সাক্ষী হয়ে বলে থাকার মতো।
বিশ্বনাথ অচলি আছে। উঠে ছাড়িয়ে বসি “মামা বাড়ি
শিমিমা, তোমার কাজ আত্মক আব হবার কোনো
আশা নেই। ”

নিকশিণি ছুঁইমার্গ ভুলে যখন আমাকে ঘরে বসিয়ে
দিয়ে বলেন—“হবে না মানে? আমা একটা হেতুমেত
কবে তবে ছাড়বে? আত্মসংকোচ কথা শুনলি?
বলি—আমাকে বখচের খোঁটা দিতে লজ্জা করলো না?
বিশ্বনাথ শ্রদ্ধা শিমিমাকে কে না ভাত দেয়? আমাকাল
তোমার সঙ্গারের ‘কল্যা’ করে এগায়, ভাত দিবি না?”

“সবাইয়ের ভাত আমাদের মতো লজ্জা নয়!” বলে
গম্ভীর হয়ে চলে যান জিতুলা।

আমি শান্ত অবস্থায় বিরক্তভাবে বলি—“কেন অমন
অনুরোধ বড়ো কথাগুলো বলে শিমিমা? এতে তোমার
মাত্র থাকে?”

শিমিমা পথম নিশ্চিতভাৱে বলেন—“নাঃ থাকবে না!
এই হুতভাগীর কথাই আমার মাত্র অমনি পাশিয়ে গেলাম!
ওটা হলো চিরকালে বগুটা। মাঝবেই বলেছে—“কটা
যেখান চটা। নে তুই তোমার কাজ কর। হিসেবটা
আগে দিবে কেন—ছোড়না হাবার পর থেকে হুত
তোলেমি এক পলা, আললের লকে লেগলো বোপে!
দিয়ে একটা ছাওনেটি লেখ।”

একখান পুরানো কালেক্টরের উন্টো পিটটা মেলে
ঘরেন নিকশিণি। “হায় কপাল! শেষে আমিই ছাওনেটি
কাটবো তোমার কাছে?”

শিমিমা আর একবার নিঃশব্দ হাসি হেসে বলেন—
“আহা! তুই কাটবি কেন? দিবে বিবি—লেখ।
আমাদের শিমিমা জীবন্তী নীলকামলা দেবী নগর বাহো
হাজার মায় হুত এতো টাকার মত আমায় বারীক আছি।
উক্ত টাকার আগামী মাসের পরমা তারিখের মধ্যে পরিণাম
করিয়া দিতে না পারিলে শিমিমাটা দেবীর কাছে আমাদের
ভিটামাটি বন্ধক পড়িবে—এই নিশ্চিন্দ না? ”

হেসে ফেলে বলি—“আমি লিখে কি হবে? যাও
পরিণাম করবে তামা লিখক?”

“লিখবে দুখপোড়ায়? কখনো না! বৌদলি যে
ভেতরে ভেতরে কলকটি নাড়তে। তুই লিখে দে, আমি
ওদের মাত ঘরে লই করিয়ে নেবো। ”

শেট পুরানো কালেক্টরের উন্টোপিটে জিতুলাদের
ভিটে মাটি চাটবি বাক্তা লিখে দিই—হাসি গোপন করতে
করতে।

নিকশিণি ছুইচিতে শেটি নিয়ে বলেন—“শায়ে কি
আর তোমার স্তন পাই। হোবে না সার্থক ফেলে গদে
হবেছিলো! নে এইবার উটলটা লিখে ফেল। ওপে
একটা পরমা দেবো না। শুধু লেখ খোঁজের সেজ ফেলো!
একটু “ঠাকুবা” “ঠাকুবা” করে, তার পৈত্তের খরচ বো-
পাটপো টাকা দিবে বাবো বাস। ”

“অতো টাকা তা’লে কববে কি?”

“শোমনো কাল্পার কথা! টাকার আবার কি করে
মাহুদ? পরকালের কাজ করবো: লেখ তুই—“বো:
আমি জীবন্তী নীলকামলা দেবী লজ্জান ও হুত মস্তিভ
এই উইল করিয়েছি—আমার মগর বাহো হাজার টাকা
ও উক্ত টাকার সাথে পাঁচ বছরের হুত চক্রবৃদ্ধি হাবে বাহো
হইমাজে, তুই দিলাইয়া সর্গসমেত টাকা নিরসিখিত হিসাবে
বাঁটোয়া হইবেক। বাহো—

“আমি অতঃপর নিকশিণি দেই বাসিক্ত টাকানিতু ল
অতঃপর বাহো হুত ভাগ করে ফেলে, গড়গড় করে বলে
চলবেন প্রবীত্যের নাম। লেখালিকার যেন দিত, জুত
পুঙ্ক, ফুলদেবতা, গ্রাম দেবতা, কানীর অগুণী,
তারকেশবের ‘বাবা’, হালপাতাল, হুঁতাজ, মেয়ে ইকল
ইত্যাদি থেকে বাড়ীর পুরানো পয়লানী, ‘বাবার আমলের
খোবা’ পর্যন্ত কাজ নাম যাব যাবে না। থাকবে না
বাদি বাড়ীর কয়েকটি লোকের নাম। কামর তার:
“মহাপাণী!” তাহাদের বক্তিত করবার অস্ত্রই নতুন
উইলের খুঁটি!

আত্মবা হিসাব!

এই হুত কৃত্ত খণ্ডনিতক অবলম্বে ‘বোপের’ বড়ো-
আবত কপেটে লেখা বাবে, নিঃশব্দ অগুণতটি মাল্য

করেচে। নিজের মাসুল যুখে যুখে এমন নিকুণ্ডিতসার
ক'রেন কি করে এই আশ্চর্য! হঠাৎ মনে মনে লজ
ব'ব করেছেন। জানইলে—

একটানা বলে চলেন 'মিকিশি'। বলতে বলতে
'টতি'র কাছে এসে পৌছল ক্রমশঃ "টহা ভাড়া বজ্রটাকা।
আমার দুজার পর আমার পারলৌকিক কাছারির ভক্ত
বাং কথা হইবেক"—

শিথিতে শিথিতে ক্রমশঃ খেঁচাঘ হয়ে বাই। হঠাৎ
নায়ে বলি "আজ্ঞা শিশি, তুমি তো হইবেক করিবেক লিখে
হলোজো এক মনে, তোমার জি বিখাল জিতুলগা করবে
এসব?"

"করবে না—নানে? ওদের আঁচ করবে। আরি তো
আর অমনি বলছি না? শুভঘমতো টাকার গালা ব'বে
'ক'য়ে এসুচি?"

এই বুঝা আফসান কোরে চালিক লাগে দুখের হয়।

হঠাৎ মনে হয় যাক্‌বটা মিথ্যা। আগের ভাল বুনে আর
কতোকাল দগ্ন রেখেবে। তার চাইতে আক ওর চৈতন্য
লক্ষ্যাকন করিয়ে দিই। তাইট মল; নাহিয়ে বলি "তুমি
তো তাই জেবে নিশ্চিত আছে। কিন্তু সে উকো কি আর
আছে? সে হ'ত তো ওরা কোনকালে শেব করে বলে
আছে।"

আমার জুহু হঠাৎ ২১ হাজার বাকী শুনে মিকিশি
কেমন খেন হকচকিয়ে যান মনে হয় কে খেন শুকে একটা
বাক্য যাচলো। তবু যুখে হঠাৎ বাকী হন না।
ফালফলে দুটি বেলে বলেন—"কাপার কথা বলছিল
কেন বিক্টি? শেব অমনি করলেই হলো? কাহ টাকী
কে শেব করে? এ কি মগের মুহুর? দুটো নয় পাঁচটা
নয় এক মোট টাকা ভল্লো একবার বৈ দুবার রেখলান না,
কোম্পানীর ঘরে তুলে গিয়া। সে অমনি কর্পুরের মতন
উবে ধাবো?"

ক্যালফলে চাউনির মধ্যে বালা করে আছে যেন
এক বিরাট সূক্ততা। মনে হয় টাকাকলো যে এখনো
কোথায় আছে এ বিশ্বাস নিশিয়ার ও আর নেই। শুধু
সে লম্বের প্রকাশ করে বলেন না। কে জানে লম্বের
প্রকাশের সেই দুখ ছিন্ন পথ ব'বে নিল'ল প্রথম সত্য
উক্তি ধেবে কি না।

সে সত্য প্রকাশ হবে শতলে যে একবারে নিশেঘল
হবে যাবেন মিকিশি, একেবারে ওদের মুখাশেকী। তার
চাইতে এর ভালো। সেই অলক্ষিত অর্ধের দাপটে যখন
তখন হায়েই ব'কিত করবার ভর দেখানো দাব, দাবা
নিম্বকন চাবে একনা করেছ মিকিশিকেই।

কথামালা

পুল পাঠক

তারপর কথা বলি আর কথা বলি
অজ্ঞান গান গাই ছবর মনের
আর তাবি মনে, এত যে কথা-কলি
মনে-মনে ধোরে; জায়ে হয় না তো
কেহাঙ্গীর মত? যখন তখন
জল হয়ে জুটে থাকে মনের শাখার।
তারপর করে যায় সুপূরের মত।
কুড়াই; বালা পীথি, পয়ই পলার।

তোমাকে যে ভালবাসি তাই এত ভালো
যোম করে, দুটি পড়ে, হুকুতো হাকো
আখির মনে এল তুমি কথা-মাস।

বেবেছে। শাঙ্গিপুত্র যতঃ তার ইচ্ছা তেমনি।
বৈকুণ্ঠের নিজস্ব স্পন্দন বন্দন প্রথম সন্তোষ বিদ্যমান।

অদ্বৈত বাণের বন্যাবহন সত্যীতকন গোপালী যোগেশ
শাঙ্গিপুত্রের পরিচয় দিতে সেই কথাই বলেছিলেন। তিনি
বসুলেন—“অদ্বৈত কন্য এখন অনেক ভাগ হয়ে উড়িয়ে
পড়েছে, কিন্তু বাণের সময়—আগে বড় গোপালীকে
ঠাকুর বেগ হবার পর অস্ত্রাঙ্গ ঠাকুর বেগ হবে। বর্তমান
পঞ্চম বড় গোপালীকে ঠাকুর না হবে হবে, অস্ত্রাঙ্গ কেউ
ঠাকুর বেগ করবেন না।”

কথালী শুনে ভারী ভালো লাগলো। এই যে বড়কে
সন্মান প্রদর্শন—এই মধ্যে সিরে মাকুষের মথোকার
আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহমিকা খুটে উঠতে পারে না। যা
কিনোবাংক ক্রমশঃ অবনতির দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বৈকুণ্ঠ আচাধ্যা অদ্বৈত যোগপ্রভুর প্রতি বিরক্তিত এই
শক্তিপুর। প্রায় পাঁচশ বছর আগে তিনি এখানে
বসবাস করতেন এশেছিলেন। ঠাকুর বাণের অনেক কীর্তি
গোপালী পাড়ায় পাড়ায় বিস্তৃত রয়েছে। তাঁর বাণের
বহুকেতন এখনও শাঙ্গিপুত্রের বাণ রয়েছে।

হাসপুর্নিমিত্ত সময় এখানে খুব সমাবেশেরও সজ্জা
কিরকোয় যান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহুদিন আগে থেকে
সংকলিতের লোকের লক্ষ্যে ঘটে যেমন সত্যীত সন্ধান
কৃতীর শিল্পের প্রদর্শনী ইত্যাদি। এখানকার ডাক্তার বাণের
শোভা বাজা দেখবার জন্য খুব দুঃখের থেকে বাড়তি
আসেন। এই ডাক্তার বাণে গোপালীকে নিজের নিজের
বাড়ীর বিগ্রহ নিয়ে সত্যীত নগর পরিদর্শন করেন।

এই ভাল উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হয়—সেখানে বেশী
পুল্লস প্রকৃতি লোক শিল্পের লক্ষ্যে লক্ষ্যে নিবন্ধিত
কিছু হয়।

ঐশ বেবে নেমে গাইকেল বিজ্ঞানে কবে ঐশন নগর
ডাক্তার অতিক্রম করে মিউনিসিপ্যালিটি সড়ক ধরে যেতে
লাগলেন। দুই ঘণ্টা হইল লক্ষ্যে হ্রদজিত ইচ্ছা,
কলেক এবং চিকিৎসার ও মিউনিসিপ্যালিটি নকশা।
দূরে দূরে সম্মার সৈনিক দেখা শাঙ্গিপুত্রের সৌকর্য্য কৃতি
করেছিল।

এবার আনন্দের স্রোত চাঙিয়ে পড়বে

করল। দুই ঘণ্টা পাতাল বন্দন। বাণের বড় বড় বাড়ী,
অনেক বাড়ী, তাঁর হয়ে এসেছে—খসে খসে পড়েছে তার
একদিনের ঐশ্বর্য্য সত্তা।

বড় গোপালী পাড়া, কৃতীর পাড়া, শাপলা গোপালী
পাড়া, তিনি ঠেঁকুপতলা প্রকৃতি চাঙিয়ে আনন্দের কলস
পাড়ায় এলেন। এই পাড়ারলির মধ্যে বড় প্রবেশ করলে
লাঙ্গলুয়—শাঙ্গিপুত্রের প্রতিষ্ঠা তাঁত প্রতি ঘরে ঘরেই
দেখতে পেলেন। প্রতি ঘরে তাঁত বহনের লক্ষী একটি
দ্রব্যের ঐক্যাতনের বড় চাঙি খিটু কনুতে লাগছিল।

শাঙ্গিপুত্রের শাক্তী বারগা দেশের অস্ত্রতম বিখ্যাত
শাক্তী। একদিন এখানকার লক্ষ্য হইল পাড়ায় শেখলিতে
প্রদান হয়ে যেতো। উই ইতিহাস কোশালীর এখানে
একটি বড় কৃতী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে
বহুর কোশালী প্রতি বহুর পাড়ায় বাইল লক্ষ টাকার
কৃতি কাপড় কিনতো। এখন থেকে ব্যাকটোরের লক্ষা
কাপড় আলুতে লক্ষ বহুর তখন থেকে এই শিল্পেরও লক্ষন
আনন্দের হোল।

এই পরে দ্বিতীয় শিল্প লক্ষ্যে সময় থেকে এই শিল্পকে যে
দুঃখবহুর লক্ষ্যে হইতে হোল আর তার পরিবর্তন হয়ে বলে
বিশ্বাস হয় না। কেননা এই শিল্পের পূর্ব লক্ষ্যে লক্ষ্য
কিন্তুতে যে লক্ষ্য ও অর্থ যায় হয়—তা কেউচোর কাছে
পাওয়া যায় না।

তা ছাড়া অস্ত্রাঙ্গ প্রবেশের বহু শিল্প বস্তুর বাজার
অধিকার করে নেবার ভরতঃ শাঙ্গিপুত্রের বহু শিল্পকে
শিল্পের পক্ষে হয়েছিল।

তবু তাঁত বহন অধিরাম সত্যিও চলেছে—, লক্ষ্যে
বাক পুত্রো ডাক্তার না ছুটলেও বেঁচে থাকে যায়।

শাঙ্গিপুত্রের তাঁতীয় সংকৃতি পণ্যমান। এঁদের
লক্ষী প্রাথমিক, যা চৌধুরী প্রকৃতি। পত্রাং উই বীচু
বাঁধা নিয়ে বিজ্ঞা চলছে—এবার দেখলেন—ঐশবে শোভা
অনি, এঁরা—পুত্র—আর ডাক্তার বাড়ীর পাঁচিলের পাশে
পাশে লক্ষ্যে পাড়ায় গারি।

চান আনন্দের নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্যে
পাঠাপত্রের বাৎসরিক লক্ষ্যে হইবে।

তিনি বসুলেন—“শাঙ্গিপুত্রের ‘না’ কেন কানেন।”

বলুল—“না জানিনা তে।”

রাম বলিলেন—“ঐহ, গোলাই আর লজ্জেন্দ্র—

এই তিন নিয়ে শাস্তিপুত্র—”

এই ছোট্ট ভট্টাচার্য্য আবার বেশ ভালো লাগলো।

“সক্কোর পর অক্ষর পাঠ্যগানের বাৎসরিক অধিবেশন হবে। বিকেলবেলা শাস্তিপুত্রের প্রধান ভট্টাচার্য্য স্থান সম্বন্ধে গুলি দেখতে যেই হয়ে পড়লুম।

অক্ষর পাঠ্যগানের সম্পাদক কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য বললেন—“শাস্তিচার্য্য সত্য আরও হলে, শাস্তি ভট্টাচার্য্য কিংবা আসবেন।”

অক্ষর পাঠ্যগানের কাছেই আচার্য্য অধিবেশনের বাড়ী। ঐই বৎসরগণ এ বাড়ীতে বাস করেন—, বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আমি সব ঘুরে ফিরে দেখলুম। ঐই পুরা পুঁতি বিকসিত—এই অধিবেশন আশ্রমকে—ভাট্টাই সংস্কৃত নাট্যমঞ্চকে আবার অক্ষরের প্রভা অর্থাৎ নিবেশন করলুম।

নাট্যমঞ্চের বিস্তারিত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অধিবেশন যোগাযোগ স্থাপিত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আমি ঘুরে ফিরে গাথাগমণ ভিত্তির সম্বন্ধে,—ভাট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে ও কলেজের সম্বন্ধে দেখলুম

গাথাগমণমণ্ডির বিস্তারিত শাস্তিপুত্রের নয়। যশোর বধন মানসিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হয়,—শেই সময় আচার্য্য অধিবেশনের ন্যূনতম গোষ্ঠীরা গাথাগমণমণ্ডির বিস্তারিত এখানে নিয়ে আসেন।

কলেজের সম্বন্ধেই যথার্থবেশের সম্বন্ধে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই সম্বন্ধে নবীয়ার মহাশয় রাম-

কৃষ্ণের জননী প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্বন্ধেই কাককাখ্য। অতি চমৎকার। শিল্প শাস্তিতে বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ল। প্রাচীর প্রান্তে উৎকীর্ণ গোষ্ঠীমণ্ডির চিত্রগুলি তারি স্মরণ। প্রাচীরের সম্বন্ধেই কাককাখ্য অতি চমৎকার। এই প্রকার সম্বন্ধে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে এখানেই অধিবাসী রামগোপাল খাঁ চৌধুরী মহাশয় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেন।

শাস্তিপুত্র সম্বন্ধে প্রথমে জ্ঞানগা। আরও কয়েকটি বিখ্যাত সম্বন্ধে ছিল—তা আর আরও দেখা হবে নি।

যদিও বিকে তাকিয়ে দেখলুম—শাস্তি ভট্টাচার্য্যকে ছে। এখান থেকেই পালা।

অক্ষর পাঠ্যগারটী বেশ ভালো লাগলো। গ্রন্থের লক্ষণ লক্ষণে দেখে যেন অনির্বচনীয় আনন্দস্বত্বের করলুম। শাস্তিপুত্রকে আবার শাস্তি বেশ ভালো লাগলো। সম্বন্ধে চিত্রচিত্রিত ‘আখ্যান’ এখানে নেই—‘না’ পেলুম—‘তা’ আবার মনের ভাট্টার পূর্ণ করে দিল।

একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর শাস্তিপুত্রকে পরিচায়ক করে রেখেছে—আর একদিকে নবীন সংস্কৃতি যুক্ত হয়েছে।

কষ্টির সঙ্গে অর্থাৎ অক্ষতপূর্ণ সময়ের ঘটনাই বলে শাস্তিপুত্র গৌরবের শিখরান অধিকার করেছে। জ্ঞান ও মনীষার ক্ষেত্রে শাস্তিপুত্র ধূসে ধূসে মাহুকে অগ্রপ্রাণিত করবে।

শাস্তিপুত্রকে আবার অক্ষরের আর একবার নমস্কার জানিয়ে গবেষক যিনি চোখের ট্রেনে উঠে বললুম।



ভাবী মায়ের প্রতি (Toxaemia)

ডাক্তার রেগুলা বাল্লোপাথার, এম, বি, (কলি:) এম, আর, সিও, ডি, (লণ্ডন) ।

আজকে আমি আপনাদের কাছে Toxaemia সম্বন্ধে কিছু বলবো। Toxaemia of pregnancy নামের পক্ষে খুবই জটিল যোগ। আপনারা হয়ত জানেন—কিছুদিন আগেও—তুচ্ছ জা কেন বলি এখনও গ্রামবাসীরা বলেন “ওকে পেটের পেয়েছে!” এ আর কিছুই নয় কিংবা—যুব কষ্টিন রক্তের toxaemiaকে আমরা বলি Eclampsia, Eclampsia হলে বোম্বের দায়: শরীরে এক অদৃষ্ট রক্তের থিউনী হয়—এ থিউনী কেন হয় তা এখন লোকেরা বুঝতে পারতেন না—তখনই তাকে বলতেন: “কুতে ভর করেছে” অর্থাৎ পেটের পেয়েছে। এই Eclampsia হে কত মারাত্মক যে প্রাণ হারিয়েছেন এবং লজ্জা লজ্জা কত সন্তানও মিনেই হয়েছে তাকি আপনারা বরং রাখেন? আপনারা—নারেরা যদি লোভা থেকে ডাক্তারের কথা মত চলেন তা হলে ততঃ এর হাত থেকে ঝাণেতে পারেন।

বলুন তা আপনারা কি করে জানবেন যে toxaemia হয়েছে অথবা হতে পারে? তার কি কোনও উপায় আছে—নিশ্চই আছে।

মেটাস্ট্রিডাবে ঘায়েদের যদি মাথা খরে, প্রস্রাব কঁম হয়, পা ফুলতে আরম্ভ করে—বেগীর ভাগ সময় দেখা যায় পা-ই কোলে আসে—তিন মাস পার হয়ে থাকার পরও যদি যদি হতে থাকে, ওপর পেটে শক্তগুলির ব্যর্থপার একটা বাধা, তাতে কিছুতেই খুব হয় না, চোখে কম দেখতে আরম্ভ করে কিবা চোখের সামনে ছোট ছোট কালো কালো বিন্দু দেখা যেতে পান—জানবেন এ যে কোনও একটা লক্ষণ টের পেলেই ডাক্তারের সন্ধানের আপনাদের সতর্কতা চলে। রোগের সুচনার যদি চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে যায় তা হলে এ রোগের কষ্টিন মারাত্মক আর ক্ষয়ক্ষতি থেকে চলে। এ রোগের প্রসার লক্ষ্য হচ্ছে রক্তের ভাগ বেড়ে যায়, প্রস্রাবে গ্লোব হয় এবং—সিমেট্রিক খুব কম হয়, শরীরে কম ভর হয় পেট সন্তান

সন্তানবার আগে এবং পরে ওমন মিলেই জানা যায়। এই তিনটিই প্রধান লক্ষণ—এর মধ্যে যে কোন একটা লক্ষণ থাকলেই আমরা বলে থাকি Toxaemia হয়েছে। চলুতি করার Toxaemia মানে হচ্ছে শরীরে বিষ চলাচল করা। এ বিষ কোন শরীরে চলাচল করে এবং কোথা থেকেই বা এ বিষের উৎপত্তি—তা কি কেউ সঠিক জানেন? এর উত্তরে আমি শুধু বলতে পারি—সমস্ত পৃথিবীতে অলখো বৈজ্ঞানিকেরা এর কারণ নির্ণয় করে চলেছেন—এবং যত কারণ আবারে পাঠা পুস্তকে লেখাও আছে—তবে কোন তাৎপর্যই সব প্রস্তাব উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু আমরা আপা যদি একদিন নিশ্চয়ই এর সত্যিকারের কারণও নির্ণয় হবে। সঠিক কারণ না জানা থাকলেও মোটামুটি কারণ আমরা জানি।

এবারে আমি বলবো কাদের বেশী করে সন্তানবা থাকে Toxaemia হবার? এই মতন বোম্বের সন্তান পেটে আসার আগে থেকে যদি রক্তের ভাগ বেশী থাকে, অথবা তাঁর পরিবারে কতক যদি রক্তের ভাগ বেশী পাওয়া যায়—তা হলে জানবেন সে বোম্বের খুবই সন্তানবা থাকে Toxaemia হবার। মাঝের যদি আগে কোনও দিন প্রস্রাবের মধ্যে যেমন Diabetes (বসন্ত), Nephritis, Pyelitis ইত্যাদি হয় তা হলে গোড়া থেকেই সাবধান হতে হয় যাতে করে Toxaemia তাঁর না হয়। বিশেষ করে যেন রাখবেন প্রথম প্রস্রাবের Toxaemia হবার খুবই সন্তানবা থাকে—হুতরা: তাঁদের প্রথম মাস থেকে শেষ মাস অবধি খুব ভালভাবে বন্ধ নেওয়া প্রয়োজন। তত্পর একবার চোলে হয়ে থাকার পর সাধারণত: আপনারা সবাই যেন করেন আর বৃদ্ধি Toxaemia হবার ভয় নেই—এটা কিন্তু একেবারেই ভুল ধারণা—আমরা লক্ষ্য করে দেখছি ওটা সন্তান হয়ে থাকার পর আবার Toxaemia হবার খুবই ভয় থাকে। একবার Toxaemia হয়েছে জানি: থাকলে সেট মাঝের গোড়া থেকে সাবধান হয়ে চলতে

৪৪ কারণ বিভিন্ন বার এবং বার বার Toxæmia হতে দেখা যায়।

এ কথাগুলো আপনাদের জামিরে কেতবা চরকারে—
হাতে করে আপনারা অনেক আগে থেকেই লক্ষ্যমান হতে
পারেন এবং নিজের আত্মীয় বন্ধন, বন্ধু বাস্তবধর্ম সাধন
করে দিতে পারেন।

Toxæmia হলে মাতের এবং সন্তানের অনেক রকম
রহ থাকে। যেমন পতকতা একজন কঠিন Pre-eclamps-
tic Toxæmia বোধিবে Eclampsia হয়; Eclam-
pesia মাতের এবং তার সন্তানের দু'জনের কারণে হয়।
একবার Eclampsia হ'লে প্রতিবারেই যে Eclam-
pesia হবে তা নয় তবে বারমুখা সন্তানরা থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রক্তের চাপ চিরদিনের মত
বেড়ে যায়। Toxæmia বোধিদের সন্তান বেঁচে গেলেও
খুব কষ্ট হয়—কারণ মাতের শরীর থেকে রক্ত ফুলেব তেজের
দিয়ে সন্তানের শরীরে আসে। এই Toxæmia হলে
ফুলটা নষ্ট হতে থাকে এবং ফুলের তেজের দিয়ে রক্ত চলাচল
করে যায়। তারপর Toxæmia বোধিও প্রসবের সময়ও
অনেক সোলমাল হ'লে শারে যেমন হাত তাল করে যথাই
উঠলো না, কিংবা ফুলটা পড়বার সময় খুব একজার চ'ল
ইত্যাদি। এ সব বোধিকে এবং সন্তানকে ঝাঁপাতে হ'লে
অনেক সখি আশাহের পেট কাটতে চ'ল তা হলেই বুলুন
এ কত অসীল লম্বা আপনাদের পক্ষে এবং ভাকারদেরও
পক্ষে। Toxæmia হতে যেহেঁদ না—তার উপায় আমি
এই একুনি আপনাদের বসুছি।

আপনারা নিশ্চয়ই এখন জানতে চাচ্ছেন কি কহলে
এ রোগের হাত থেকে যথাই পাওয়া যায় আর একটা পুষ্টি
সন্তান বেশকি দিতে পারেন। এটা আপনাদের একটা
প্রধান কর্তব্য নয় কি? গতাত্তরতিক ভাবে যা চওড়া,
সন্তান প্রসব করা, আর তপস্বানের ওপর লব তার ছেড়ে
বেওয়া এ শুধু আশাহের বেগেই চলে। লম্বত দারীদেব
তার আপনাদের হাতে তুলে দিন যেথেকে বান করতে হবে
বলমান ও বুদ্ধিমান সন্তান—জায়া হবে আশাহের সেপের
দৌরধ—জায়া পুখিরীও সাধনে তুলে রাখবে এক বিঘাট ও
নগান্ কারতবর্ণ—এই ত আশরা লম্বাই চাই। তা হ'লে

কি কহতে হবে বলুন? মাতেরের সন্তান সন্তানদের সঙ্গে
লম্বে নিজেদের ওপর বসু নিতে হবে প্রস্তুতি র্তা কা'কে
হলে—আপনারা ভাল করে জানেন কি? আমি
আপনাদের এক এক করে এখন বসুগো—খুব মনযোগ দিয়ে
ভনবেন।

সন্তান পেটে আসার ৬৮ সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক
মাতের ভাকারের কাছে বাওয়া একাক্ষ চরকার। ভাকার
আপনাদের তখন মাথা থেকে পা অবধি পরীক্ষা করে
দেখবেন। যদি কোথাও কোন ঘোষ পাওয়া যায় হা'তে
করে শুকুনি তার চিকিৎসা করা যায়। মাতের নিজের
ভাকারের কাছে বাবার মাথার নেই তাঁরা হাসপাতালে
অথবা বাস্তবল প্রতিষ্ঠানে যাবেন। সে সব কাহণ্য
ভাকাররা বিনা পরামর্শ আপনাদের মধ্যে লেবেন। এ সব
প্রতিষ্ঠানে বাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে থেকে খুব
নিখুঁত ভাবে ইতিহাস নেওয়া হয়—যেমন ধরুন আগেও
একবার আপনাদের বসেছি মাতের নিজের অথবা পরিবারে
কাকর রক্তের চাপ বেশী আছে কিনা কিংবা কোনও
প্রজাবের ঘোষ ছিল কিনা ইত্যাদি। তার থেকে ভাকাররা
বুঝতে পারেন—Toxæmia হবার সন্তানরা তার
ওতখানি? মাতেরের রক্তের চাপ পরীক্ষা করা হয়,
প্রজাব পরীক্ষা করা হয় ও ওজন নেওয়া হয়।
আমরা—ভাকাররা বিখাল কবি রোগ হয়ে গেলে তার
চিকিৎসা করার চাইতে রোগ হা'তে না হয় তারই ব্যবস্থা
করা উচিত নয় কি?

আমাদের সেপে খুব বিকিত এবং বড় লম্বের ঘেয়েগা
জানেন না—যা প্রয়োজন যেন করেন না—প্রস্তুতিদের
বার বার ভাকারের কাছে বাবার প্রয়োজনীয়তা। তাঁরা
হস্ত ভবেন ভাকার ice পাখার মত হলেম। এটা
আপনাদের কুল দায়গা—এ আপনাদের বিক থেকেই একাক্ষ
প্রয়োজন জানবেন। এবারে ভনন মাতেরের কি রকম
ভাবে ভাকারের সাহায্যের প্রয়োজন। প্রথম লাভ মনে
একবার করে নিশ্চর ভাকারের কাছে যাবেন—তারপর
লাভ মাল থেকে নয় মাল অবধি দু' সপ্তাহ পর পর আর
শেষ এক মাল প্রতি সপ্তাহেই বাওয়া চরকার। ষ্টিক এমন
ভাবে বসি আপনারা নিজেদের বসু নিতে পারেন

Toxamias আপনাদের হবে না অথবা খুব অল্পমাত্র হবেন—
হলেই সব সাবিরে সেওয়া যাবে।

আপনাদের একটু পা হুলে ভাকাতোকে ত বলবেনই—
‘নিষেধাও পা খুলিয়ে বলা বড় কংবো—কম খায়ে না।
মাংসের একটু তক্তে চাপ দেবেন, পা হুলে অথবা
প্রসাধে কোনও ঘোষ গেলে আঘা যদি বিছানার বতকণ
সত্ত্ব বিজ্ঞায় নেবেন। যদি অথবা জটিল দ্বিভা হলে একে-
বারে লতা সিনহাতেও জট বিছানায় তইয়ে রাখি। শারিরীক
ও মানসিক বিজ্ঞায় সব যোগেওই চিহ্নবদা আর Tox-
amiasতে ত বিজ্ঞায়ই একমাত্র উদ্বা। রাতে ভাল করে
ঘুম না হলে মানসিক বিজ্ঞায় হতে পারে না—হুতরায়
ঘুমের ওহু ঘাইয়ে মাংসের বিজ্ঞায় হিতে চর। বাজীতে
ভাল ভাবে বিজ্ঞায় অনেক সদৃষ্ট সত্ত্ববণের হয় না তখন
তাংয়ের হাসপাতালে গুণি থাকতে হে। আমি স্বীকার

করি মাংসের হেলে আরও হোপাতালে মাংসের জ-
বিছানায় বাবদা, আরও প্রসূতি-চর্চা প্রতীধান, আরও
মাতৃ-মহল প্রতীধান, আরও অনেক ভাকাত এবং বাজীতে
সিহে মাংসের হোবা-জনা করবার জন্ত আরও Health
visitors করবার। পাশ্চাত্যেও ১৯০১ সাল অবধি লোক
প্রসূতি-চর্চা সম্বন্ধে সচেতন ছিল না অথচ এই ৪০ বছরের
মধ্যে তারা কতটুকু পরিভ্রম করে এবং মাংসের শিকা দিয়ে
যেথেকে এমন করে তুলেছেন যে Eclampsia খুব কমই
হয়—তারে করে আঘাত বনে হয় আঘাতের মেগেও
আঘাত যদি সবাই মিলে আগ্রাণে চেষ্টা করি একদিন অল্প
হেলেও যত হতে পারবে।

Toxamias সম্বন্ধে বলবার এত বেশী আছে যে আমার
পক্ষে একদিনে এবং এক জল্প সময়ে বলা সম্ভব না—আশা
করি আপনারা আভাবের একথা শুনে কিছু অল্পতঃ জান
লাভ করেছেন।

• বেতারে পঠিত।

ভারত নারী-শিক্ষা

ইন্সপেক্টর ডাট্টাচার্য, এম্-এ, বি-টি.

অন্তরে বৈদ্যের ভাগ জাতির শক্তির ইতিহাস
পথ্যোপদেশ ক’লে দেখা যায় বড় কাচীনকালের দিকে
দৃষ্টিক্ষেপ করা থাকে, হীলোকের অবস্থার শোভনীয়তা
ততই প্রকাশিত হ’চ্ছে। হিন্দু-সত্যতা বিজ্ঞ এ বিষয়ে
অতুলনীয়। কেননা অজ্ঞাত দেশের লোকেরা নিয়ম এখানে
তারই অল্পতঃ বক্তব্য ব্যতিক্রম পরিদর্শিত হ’তে দেখা যায়।

ভারতের অভ্যন্তরীণের বহুদূরে আমরা দৃষ্টিক্ষেপ
করি, নারীজাতির অবস্থার ততই সম্ভাবনাময় ইতিহাস
আমাদের দৃষ্টিতে ও অভিব্যক্ত করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে
নারীর উৎকর্ষ অঙ্গগত বিচার থেকে বিশেষ ক’রে উল্লেখ-
যোগ্য।

কৃত্রিম জন্মের আটপনত বৎসর পূর্বে পর্যায় ভারতে যে কণ
ছিল তাকে প্রথমে বৈদিক শব্দে ভ্রামণ বৃন্দ বলা হয়। এটি
হ’ল নারীর সামাজিক হোপা ও বাসিন্দা হ’লে বৈদিক

যে আঘাত তা বলনাই করতে পারি না। যদি ব্যাপারে
পুরুষের সহিত নারীর অধিকারের কোনই পার্থক্য ছিল না,
এখনকি পুরুষের নিকট হ’তে নারী ধর্মবিষয়ে অধিকার
পর্যায় থেকে নিতে পারতেন। স্ত্রী ও স্বামী একই সম্ভার
গুণ অংশগণে বিবেচিত হ’তেন এবং অবিবাহিত পুরুষ বজ
ক’তে পারতেন না। পারিষদ যখন নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারে
এই অধিকার থেকেই ‘পত্নী’ শব্দের উদ্ভব হয়েছে।

অল্পতঃ সন্ধিৎস অংশ গ্রহণ করার জন্ত বৈদিক পাত্র ও
নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে থেকেই জানা থাকার প্রয়োজন হ’ত।
উপনয়ন গ্রহণ ও পাত্র অধ্যয়ন ব্যতীত তা সম্ভব হ’ত না।
অবধিকারের উল্লেখ আছে যে পুরুষের জায় নারীও বিবাহের
পূর্বে ওপনয়ন পুরুষের অঙ্গগত অঙ্গগত এ নিষ্ঠা অঙ্গীকরন
ক’তেন। এটি হ’ল ‘যোহা’ ও ‘লোপাদহা’ নাম পাত্র।
যদি হ’লে অঙ্গগত হ’লেও পুরুষ পাত্র বদন করেছেন

আসে অনেক যে অন্তত কুটী 'ছলেন' সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বৈদিক যুগের শেষের দিকে এই যজ্ঞ আনুগ্রহণ করাটা নিম্নক প্রকার পরিণত হ'য়ে গড়ে। এমনকি ক'রে-সংহিতায় পর্যন্ত দেখা যায় নারী একটু একটু ক'রে বর্ণাধার উচ্চশিক্ষার থেকে নিজে নেমে আসছে। ক্রমে ক্রমে নারী-শিক্ষার পরিণত সাক্ষীত্বের হ'তে হ'তে কেবল আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের মেয়েদের সাক্ষীত্ববিধা ও ব্রূচ্যর্কণের ব্যাপ্যবাসিত হয়।

ভারতীয় ব্রূতপূর্ণ আটপন্থ থেকে ব্রূতপূর্ণ ব্রূতপন্থ পর্যন্ত উপনিষদ ও মহাভারতের যুগ। এই সময়ে উচ্চশ্রেণী: মহিলাজা কাম্যকলা পোছ নিত্যকার বৈদিক এবং দ্বার্ত নিম্ন-তলির যজ্ঞ পাঠ করিতে পারতেন। নারীর সাহায্য ব্যতিরেকে হুই পূজারি ক'রতেন এবং কেশপূজা করবার সময় অমৃত-পাক খাটো শ্রোক তাঁকেই বলিতে হোত। হারিতের বর্ষযুগ হ'তে জানা যায় যে এই সময়ে মেয়েদের সাধারণতঃ হুই ক্রোড়িত বিভক্ত করা হ'ত—ব্রহ্মবাহিনী ও সাধোযাতি। ব্রহ্মবাহিনী হুই মিত হ'য়ে শিক্ষালাভ ক'রে বর্ষ, সাহিত্য ও বর্ণনে পারদর্শিনী হ'তেন—সাধোযাতি বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে বিবাহবিধি ক'রে লস্যাধার্য পালন করতেন। এই সমস্কার অনেক পিতা কন্যাকে গৃহের দুলা শিক-দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কাম্বৈ মৈত্রৌ ও দানীর যত বিদ্বদীশ্বরের আবির্ভাব লভ্য হ'য়েছিল। ব্যাক্যভোর হুই ছিলেন বৈত্রৌ—দ্বায়ীর নিকট হ'তে 'অমৃত' হবার হুইকি বিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন। অন্যকর সত্যের দানী পদে দার্পনিত রাজ-বধ্যকে পর্যন্ত বিশপাত ক'রে বিবেছিলেন অজ্ঞাত পরিচয়ের হোকা কথা। এই সময়কার আরেকজন বিদ্বদী আত্রৌ দ্বায়ীকি ও অর্গভোর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন ক'রে চিরমহর্ষী হ'য়েছিলেন।

কাম্যকুন্ডি যীমাংসাপাত্রে উপর এক গ্রহ রচনা করেন এবং অনেক মহিলা তাঁর অমৃতবাহিনী ছিলেন—তাদের বলা হ'ত কাম্যকুন্ডা।

ব্রহ্মবাহিনীকেই প্রায় যৌতবসনোপকরণ ও চিরব্রহ্মচার্য পালন ক'রে বিদ্যাচর্কণের নিয়ন্ত্র থাকতেন। এই সময়কার অনেক নারী যে 'শিক্ষারত্ন' হ'লেন তা 'উপাখ্যাগা' পঞ্চটির উত্তর

যেহেউ হোতা হ'ত। বিদ্বৎকোমরদামলয় ছিল কাম্যকুন্ডা নামা যাহে ন—শিত: বা 'নিকট আত্মীয়ের শিক্ষকতার নারীর শিক্ষাকাণ্ডা সন্ধান করা হ'ত।

ব্রূতপূর্ণ ব্রূতপন্থ পক্ষাণের শেষের দিকে নারীর উপনয়ন গ্রহণ এবং বৈদিক লাক্ষণ্যায়নের জনপ্রিয়তা কমে যায়। বর্ষ সময়ে এবং বিদ্যাশিক্ষা সময়ে নারীর নিকট হ'তে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেবার যজ্ঞ প্রথমে আশোপলন করেন 'ঐতিহ্যবোধ'। বহুযুগে ও মৈত্রিহি এই তীর প্রতিনিধি ক'রলেও কোন কল হ'র না। ব্রূতপূর্ণ তীরের পত্নীকো: যোগ্যদ্বিনয়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রাক্ষণের নিম্নেরক হুইতে শিক্ষার অঙ্গীকার ক'রতে নাগাজ। বিবরণের বয়সও কমিয়ে দেওয়া হ'র এবং অনাধ্যবের সহিত বিবরণের কলে নারীশিক্ষার ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে।

ব্রূতপন্থ ব্রূতপূর্ণ থেকে বারপন্থ ব্রূতপন্থ পর্যন্ত হ'ল পুত্র ও পুত্রবধের যুগ। এ সময়ে নারীর উপনীত গ্রহণ প্রথমে বিদ্যার থাকলেও এর গুরুত্ব কমে যায়। যজ্ঞ বেধেদের উপনয়ন গ্রহণের পক্ষপাতী থাকলেও এই সময়ে কোন বৈদিক যজ্ঞ উচ্চাধিত হ'য়ে ন' এই কথাটি ব'লেছেন। তিনি যোগেনে বৈদিকতত্ত্ব পর্যন্ত উচ্চতর করতে নিম্নের ক'লেছেন—সুতরাং শিক্ষাগ্রহণের কথা উঠেই পড়ে না।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ উপনয়ন গ্রহণের প্রথা একেবারেই উঠে যায়, এবং বিবাহকালে কন্যার দেহ যজ্ঞ বলা উচিত, শিক্ষাও অর্থাৎ হুইতেও অলপ হ'য়ে ওঠে।

এই সময়ের লেখা পুত্রিপাল্লকলিত হৌবীমানে যুগ। সময়ে অগমণ কথা হ'য়েছে। সুতরাং সাক বা আট বৎসরের মধ্যে বিবাহ হ'তে থাকার কলে নারীও শিক্ষার সুযোগ বা ক্রম সমাধিপাত করিতে বাধ্য হয়।

পুত্রী পত্নীকো আরও হবার প্রথম দিকে দক্ষিণ তীরে কবেকজন মহিলা কবির নাম পাওয়া যায়—এঁরা প্রাকৃত ভাষায় কবিতা রচনা ক'রেছিলেন—'গাধ্যাসম্বন্ধী' এঁদেরই কবিতা লভ্য। এঁদের নাম রেবা, কোটা, দ্বায়ী প্রকৃতি। শীলা উট্টারিকা চন্দ্রদামিন্যে ও রচনাচাচুর্বা অধিতায় ছিলেন। কলম্বক পত্নীচাচা ও যজ্ঞ নিম্নের তর্কের সময় বিচারকের আদর গ্রহণ ক'রেছিলেন, লেখোক্তকো: হুই উত্তরবাহিনী। এই ব্রূত অলপাধার পুত্রিত্তের ওপাত 'বিদ্যা

‘হি ক’রতে পাবেন তাঁর পুত্র’। কতখানি ব্যাক: সন্তব তা সহজেই অসম্ভব। চিরস্বপ্নীরা বনাব আবির্ভাবও হয় এট হুগে।

অপর পত্নীকে আরও ভাষার অক্ষত বাক্যবিশিষ্ট। ‘স্বয়ং পুত্রের চরিত্র’। এতকম মণিলা, তাঁর নাম কলা। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীক্ষান করা যে চিকিৎসা-বিদ্যায়ও সে হুগের নারী পারদর্শিনী ছিলেন। তাকচাচাচাও কত। নীলাবতী তাঁকে বৌদগ্নিতের চন্দ্রবাসী বঙ্গলও অত্যাভিমানী, এই কুণের কল্পরূপ করেন। সাধারণ মেয়েমা অস্ব-নিম্নর পুত্রকে পাঠ করতেন পারভেন ও প্রেমপত্র রচনা করতে পারতেন তা সম্ভাবনিক কাব্য ও নাটক পাঠে আস্থা কান্ডে পাঠ। বৃষ্টি চাতুর্য, ছন্দালা, অকম বিদ্যায় ও নৃত্যশিল্পে মেয়েমেয়ে প্রকৃত অভিকর্ষের বর্ণনা বিশদভাবেই দেওয়া আছে।

পরে হুগলরান হুগে ভারতীয় নারীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা, অসংখ্য প্রকৃতি প্রচলিত রচয়িত্র নারী-শিক্ষাগণের ঘন

সুসজ্জিত আচ্ছাদিত হয়। এট হুগে কোন নারীই যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ’তেন না তা নয়, কিন্তু ধরা হ’তেন তাঁদের সাধ্যা সুপ্রিয়।

ইংরেজ হুগে মনেক অসম্ভবের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও নারী-শিক্ষা বিবাহের দিকে অনেকটা বনোবোশ পড়ে কিন্তু আশ্চর্যজনক উন্নতি হ’তে পারেনি।

বর্তমান স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসারও বেড়ে চলছে বাট কিন্তু একে আরও বঙ্গল পরিধানে বাড়তে হবে। ভারতবর্ষ এখন উন্নতি চরমস্থিথির আরোহণ করেছিল এখন নারী-শিক্ষারও উন্নতি আশাতীতরূপে সাধিত হ’য়েছিল। আশাবের অতীতের সেই নৌচন্দ্র হুগে কিরিত পান্ডিত্যে বেলে অস্ত্রাভ অনেক কিন্তু বঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে নারী-শিক্ষার দিকেও একাক বনোবোশ বেওয়া বরকার। নারীর সমতা নারীকেই সমাধান কর’তে হবে। আত্মপ্রতিষ্ঠা হ’য়ে আবার আত্মচেতনা লাভ কর’তে হবে—পরকুৎ হ’য়ে কোকিলের স্বরবাহুর্বা নষ্ট হয় না কিন্তু মাগ্ধেরও স্রোত লম্পাৎ বহুদায় নষ্ট হয় একথা বুঝতে হবে।

বৈদেহীর প্রতি

তেনা হালদার

শোনো বৈদেহী শোনো :

বাসে ও বাবুগে তবায় ছিলনা কোনো :

সকলেই এক কী কুসুদ, ওবেলো ব : জাহলেটে অগাণ বিভা সঙ্কল্পলার স্বারস্বার মাথা হেঁট করাই করেছ : বিপুল সত্তার মাতে মাটিতেই তাই মিলেচ তোমরা মাতে।

শোনো ওকেলিয়া! : পারমিক কালবাসা— তোমরা সখাই আবুল-বন্যা বন্যার কলে তালো কখনো পেলেনা তীর—

তোমরা জুই আভর-পাখা করে—পড়া বন্যার।

হুগা যেহি প্রেমের সোনার

স্বয়ন্ত্রী বা ক্ষেত্রিয়েগার

আদৃত করেছ আভতি বসে নারীমেঘ তাকবে, বিবেক ছিল না কোথায় পাগবে।

যও অগমানি ভয়ে ছিল তবায় হুগে

হুগাসনেরায়, অথবা ভীমার্জনে

তবায় নেহাং ছিল না কোথাও তাই :

দ্বাক-পণে শুধু পদ্য হয়েছে বিপর নারীরাই।

তবু তবু দ্বিত ওদেরই কী হবে আভ ?

বাহীকে পীড়ন করেছিল যে সমাজ

সংসার মধ্যে চণীলাস-ও ত’ আছে,

অদৃত-বিষ তুলে খরছিল তোমার ঠোঁটের কাছে।

নিজেকে কত পদ্য করেছ খেয়ে—

প্রেমের কত প্রাণ দিলে চেপে, কত অনন্ত- মেহে।

যেহ বৈদেহী, বিধ বেধে যবে আতো কত জুলিয়েট,

না-খেয়েও যবে অমৃত মার্গারেট।

প্রেমের নামেতে শুধু নামলে নীচে,

বিখাস তুমি কোতনা বিহারিতে

কোনও হাতে কে। তান্ডে কি আছে বাকী ?

তোমার ওপর সবাই সমান : বেলায় পুতুল সাধী।

অনেক নালিশ অস্ত্র টেঁকেছে কবে :

চিন্তে পাহনি ঈশোরাম নিষ্ঠুর দৌতহে

বিলিয়েছে চের হীরক-প্রেমের স্মৃতি—

সাবান্ধিতে। বাধেনি লজ্জিত

তোমার কাছেই। প্রেমের বংশে তোমরা তাগের বাণ,

কক-হুহক চিরদিন তাই প্রতারণিত হয় রাখা।

প্রেমের প্রাণে অলেনি ত,আলা অবে ক্ষেপেছে কালি—

তুমি অগলা ? আর তুমি পাকানী ?

একই বদা সকলের !

কোথায় তবায় আগলেন—নকলের ?

ওদের প্রেমের শুধু লক্ষ্য, একতিল পদ্য না—

পদ্য বটে বঙ্গ অক “কদা কখনো করবনা :”

পাথর সজ্জান

শ্রীমতী স্মৃতি বালা দেবী

হাজি এগারোটা। বাপু জোপে তখনও ঘুম নেই, বসে আছে বাবীর প্রতীক্ষায়।

অতীতের স্মৃতিস্বপ্নগুলি যেন ঘনের আকাশে ছেঁচা মেঘের মত তেলে আলুঙ্গিত। নিভের ঘনে বললে—‘মা বাবা যে আমার কত শত্রু ছিলেন, এক দিনও দুখী হোতে পারতাম না—অর্থের অভাব নেই, অংশীদার কেউ নেই, জালা বহুগা বেবার কেউ নেই, আছে কেবল বাবী’—তার হৃদয় দুঃখী বর্ণিত। তেব কস্তার মত বিধানে পাত্তর, সেই তার বৌদন বেগুতার অন্তরঙ্গ মানে পরিশূরণে তব উঠেছে, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য এই যে, নেই তার মেঘের আবরণ ও আভরণের শব্দে এমন কিছু নেই যা নিয়ে সে লোকের মাঝে দাঁড়াতে পারে। কোন বকবে প্রদান করে, এই পর্যন্ত—প্রথম বর্ণনাই হৃদয়ী বাবীর সহজাত যে আকর্ষণী শক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ে, তা তার আছে তবুও তার পৌলক্যের তীব্রতম আঘাতেও তার বাবী লক্ষ্য সোমের ঘনে কখনোই কড় এঠোনা,—এটা কেন হয়? এই প্রশ্নই তার অম্বরে বহুবার জেগে উঠেছে।

হঠাৎ বড়ানাড়ার শব্দ গোতেই বাপু হঠাৎ ঘুম দিল। লক্ষ টলুতে টলুতে এসে ঘরে প্রবেশ করলো, অবিচিক পানালক্ষি ওকে বিস্মিত করেছে। কথা ভড়িয়ে আলুচে, বাপুকে ছুঁএকটা কথা বলেই প্রহার করতে আরম্ভ করলো। পানের ঘরে অম্বর ঘুমুছিল, তার ঘুম ভেঙে গেল লক্ষের হাততালি, টেডাটেডি আর তার ঘরের ওপর অত্যাচার ঘেবে—ডেরো বহুরের কিশোর ছুটে এসে বাপুকে তৎসনা করতে থাকে। লক্ষ ছেলেকে জুড় হয়ে বলে—‘তোমরাও পুয়াই বা বাচ্চা’—

অম্বর তখন মাঝে বললে—‘সাবাটা ভীষন কি তুমি এটি করেই ঘর পেয়ে ঘাবে? কেন? কিশোর অভাব আমায়ের? শত্রু তোমাকে বিশাল সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছেন—এক একটি পয়সা তোমার পলা থেকে হিনিয়ে

নিরে গেছে বাবা, নীরবে সজ করছ, বোম্ব ঘর বেবে বাচ্চা ঘর বুঝে কেন? কেন?—

বাপু বললে—‘ঘর কোন প্রতীকার নেই তা ঘর বুঝে লইতে হবে বৈকি!’

অম্বর বললে—‘অস্তায় যে করে, আর অস্তায় যে সজ করে তাও চুজনেই অপরাধ’—

—‘কিন্তু আমি যে হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার শব্দে—’ বাপু আর বলতে পারলো না, ঠেঁরে তেললে।

এদিকে লক্ষ পুত্রের তীব্র প্রতিহার আর তৎসনায় ভড়কে গিয়ে টিকিচোরাহে ওপর টলুতে টলুতে বসে পড়লো।

অম্বর কিশোর হোলেও সঃলঃের কিছু কিছু অভিভাব সজ করছে। চঃবঃতীন শিতঃ বঃমঃকে অভিনব কবুতে কবুতে এঃনঃনিঃ চিত্তঃবঃকঃ হঃং বঃং মেঘে পুঃলঃের কাচে প্রাঃতঃবঃবঃীঃ হোলেও লঃমঃকেও বঃপঃলঃের ব্যক্তি—এই ঘঃলঃাই ওঃ বঃবঃলঃ হঃংহঃ। ও বুঝেছে শিতঃর অঃস্তাঃর শেব অঃলোটিঃহঃও গেছে নিতে। অঃম্বঃ এঃবিন বেন সঃলঃেঃ নীঃমঃ অঃতিক্রম করে কেঃলঃলঃ। বললে—‘ভাঃতঃ কাঃপঃডেঃ কেউ নঃও, কিন্তু ঘঃরঃবঃর পৌঃলাই’—কেনন? তুমি বেরিয়ে ঘাও এঃবাজী থেকে, এ বাজীতে তোমঃর অঃধিঃকাঃ নেই, এ আমার মঃস্তাঃমঃহঃং সম্পত্তি’—

লক্ষের বেনা বেন ছুটে গেল। বললে—‘কি বল্দি থোকা! আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে?’—

—‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—যেতে হবে, লেবাপড়া শিবে তুমি যে মঃস্তঃম্বঃ হঃরঃবঃবে এঃকথা কোন দিন করনাও কহিনি—এঃবঃং মঃহঃংর গঃরে হঃস্তঃ তুললে, এঃবিন থাঃমঃংর খঃবঃং লেব জানো।’

—‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুঃশিঃপ টুলিঃপ তঃবঃ কহিনে, পুঃশিঃপের বাঃযঃঃ আমঃর হঃস্তঃর মূঃঠাঃর মঃহঃং’—

—‘তুমি বেরিয়ে ঘাবে কিনা’—

—‘বন্দি নঃ বাই’—

—‘সংযোয়ান গিরে বের কংর দেখে’—

শিখা পুন্ডের কলর ক্রমে ক্রমে চরবে উঠতেই বাণু বল্পে—‘খোকা! ভিঃ এদর কথা কি বলে, তোমার বাবা তো বটে, জলকন—তুমি ইচ্ছলেব ভালো ছেলে, আজ বলে কাল ব্যাটিকে অসাবধানি পাবে—তোমার বাবা পড় গোতে পারে, তুমি তো বাছুর’—

সঙ্গর বৈধা খাল না কনুতে গেলে বাণুর গলা টিপ্তে গেল, অজর প্রাণপনে বাবা গিরে সংযোয়ানকে জাকুলো। সংযোয়ান ছুটে এসে দেখলো তখন সঙ্গরের উগ্রমুখি। অজরকে বল্পে—‘বাণু তো বহুৎ লোক শিখা—উন্মোহে কুচ, কুশ নেহি খোকা বাণু’—

অজর বল্পে—‘বাবলে মা টাঙ্কিরে মার বাবে, আর অমঃ দেখে—তুমি বাবুতে টেনে নিরে নিরে তরিকের বাটীরে ঘেবে এসে’—

—‘এ কেন্দ্রাব্যাহার খোকা বাণু’—

—‘কোন কথা কনুতে চাইনে, নিরে বাবে কিনা’—

এই সব কথা শুনে সঙ্গর কোন কথা না বলে টলুতে টলুতে বেরিয়ে গেল। বাণু অজরকে তৎপন্ন কনুতে লগলো। তাহাপর অজর বল্পে—‘কেন এত বাড়া, কোন গিন বলে বাবে মার খেবে খেবে’—

—‘ভাঙার হোক বামী তো, ঘেবে মাজঘের কাছে বামীর মূল্য আছে খোকা, কিন্তু বামীকে কাছে ঘেবে মাজঘের মূল্য নেই, বড় হোলে বৃত্ততে পারবি বাকা’—

অজর নানাভাবে লাঞ্চার প্রলেপ গিরে মাঘের মনোর কহনানের যন্ত্রণা বুর কনুয়ার চোটা কনুলো। বাণুর মুটি ঘোবে টলুটলু কনুতে থাকে মুক্কা বিনুং হতো জল অজর।

কলুকাভার বাগশব্দগি তখন দুখিরে পড়েছে, মাঝে মাঝে দু’একটা চ্যাংগি আর মোটরের ঢলকেকা জলছে। খসিত পরে সঙ্গর একটা গ্যাল মোটর বাঘে দাঁড়িরে বাড়ীটার দিকে বাহেবাঘে বুকি দেয়। অতীত দুখিরে আলোড়ন ঘোড়ে থাকে। এই বাড়ীর মালিক বিনয় ঘোষ একদিন গুর সঙ্গর বিয়ে গিরেছিলেমন একবার ককা বাণুকে। সে আজ বিন বহুরের কথা। কত লোকেরই না আপত্তি করেছিল একটা হাড়বেহায়েনা গরীবেরে ডেলেরে ভবিষ্যতের ঘেথেকে লগে দিতে গেল—বনডি

ভবিষ্যতের ছেলে বিনয় ভেবে একতরে প্রকৃতিত, তাই কারো কোন কথা, কোন অতর বিনয়, কোন বিনতি কনুলেন না বনয় কি হুঁবও নহ। সঙ্গর তখন এখ, এ, পড়ে আর গর বাড়ীতে থাকে ও বাণুকে পড়ায়। ও মা ঘণের কনিষ্ঠ সন্তান,— অজর তাইখা লামাত কেহানিদিখি করে লগোর ঢালায়, কিন্তু তেমন ভাবে লেন না। ও খিরের পর ভয়ে গেল বাগাভার দীটের ওপর এই বাড়ীতে। এখ, এ, পাল করে গেবে খচির কনুয়ার দিকে কনুলো— বাণু আপত্তি কনুলো কিন্তু সে আপত্তি কাগিকরী হোলো না। বিনয়বাণু তখন জীকে নিরে কাগিবাগা হুয়েয়েন। বাণুর চিঠি গেলে গীরা মর্দারত হোলেন। অনেখ দুখিরে জকে বৈধা বহবার জন্তে গিললেন। এর পর গীরা কয়েক বার কলুকাভার এল সঙ্গরকে তৎপন্ন করে গেলেন, তরক দেখালেন কিন্তু ও তখন কথা কান না গিরে কনুকে নেবে গেল।

এই সংখার গেলে গীরা মজরে তীত্র মাঘাত গেলেন। বিনয়বাণুর স্ত্রী মলমাজী খামীক বল্পলেন—একটা অজরত কলপলি বুটে কুচনির ছেলের বাতে আহার সোনার প্রক্তিমাতে কুলে গিলে—চেরে দেখেন না পুতুংর আপনই বিনলনের বাড়না বাহুতে হুক করছে, এরপরে আশঙ্কবর ‘অতল কলে বনয় তুলিরে বাবে তখন’—

বুধ বিদিশিগি, প্রায়ক, ভবিষ্যৎ এই সব কথা তুলিরে বুঝাকে লাঞ্ছনা দিতে লাগলেন বটে কিন্তু ভিতরে অগ্নিবাহের জালা অজর কনুতে লাগলেন।

বাণুর বিয়ের পর গীরা দু বছর বেঁচে ছিলেন, অজরকে দেখে গেছেন মাজ কয়েক বাসে—ওঘরে বৃত্তায় পর সঙ্গরের উজ্জ্বলভা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে; নীতি দুর্নীতির বাহু বিচার না করে যৌবন পরিপুষ্ট বনীবের মেহের পানে লোপুদ কটাক হানুতে লাগলো। ও হয়ে উঠলো ভোগবিলাসের কীংকফোরা—প্রেমের মেনায় মাতাল হয়ে উঠলো শুধু হাফে মেনার নহ।

বাণুর অপবাস—সে আপত্তি করে। দুখিরে জল— ‘ছিঃ এ বকম করে মিতের সর্জনাপ নিখে জেকে এনোনা’—ও পোনো না, লমবে অপবাসে প্রচায করে বামীকে শাকপোক করে, এদিকে অজর ক্রমে বড়

চোখে থাকে, ও চোখের সামনে মাথের অভ্যাচার দিনের পর দিন বহু বেধুতে বেধুতে গেবে বিজ্ঞানী হয়ে ওঠে। মাতৃগণে বৈধেয়ও তো সীমা আছে! তারপর এলো সত্যকটিলের বৃন্দ, সত্য সহজেই নাম কিনে ফেললো চিন্মিত্যিকা হয়ে—কত হৃদয়ী হৃদয়ের হাসি, চোখের পুষ্টি আর আনন্দতা শুকে না উৎসাহ করে তুলেছে বহুসঙ্গের প্রেমের তপসিমে,—কত নারীর আশ-আলো-ঐশ্বর্যের লুকাচুবি খেলাও ও নিকটে সর্পণ করেছে, কত হৃদয়ীর স্নেহ পাত্রাবরণ ক্রাণার আচ্ছাদনের মত মনে হ'য়েছে, কত অতিমৈত্রী বহু ও মনের সমস্ত আবরণ বলে যাওয়া অপরিসীম দৌৰ্ভাগ্য সমাবেশ ও লজ্জাপ্রবণ হয়েছিল তবু কাম ও কামনা, সুখ আর আনন্দিক প্রগতি ওর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সম্প্রতি সত্যক বলে নিজে প্রমত্ত হয়েচে সে খনি সুরেশ্বর বৃন্দ, স্বামীস্বর অভ্যাচারে বেগিয়ে এসে নান পরিবর্তন করে চিত্তাভিনেত্রী হয়েছিল। ওর নানকরণ হয়েছে সানন্দ্য—এই হৃদয়ী বাবুর তুলনার লাগণা ও রটনপর্দাখীন। তবু কেন যে শুকে ভালো লেগেছে এ- উত্তর কোর কে? পরম্পরের মধ্যে অবৈধ বহুসঙ্গের প্রেমের চরম উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে সুখের মত উগ্র মাস্কতা। দুজনেই সংসারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ হারিয়েছে, প্রেম, পরিণয় ও পরিবারকে কোন মূল্য না দিতে। সানন্দ্যের সব কিছুই বেন সত্যের কাছে মধুর অথচ স্ত্রীর গোলাপ লাগড়ির মত বেহে মিলেছে বিলীন লাভা হৃদয়ের শেষ আলোক রেখা ও বেগেও বেগে, উপভোগ্য কবেমি স্ত্রীর নরনের বিমল কটাক আর বাণীর স্বাধুর্ধ্য। ও কি কবে বৃত্তবে ওর ঐশ্বর্যী স্ত্রীর মনে যে নিমল আখাত হানে তার তুলনার শারীরিক ধন্যতা ও অনেক গুণ ক্ষেত্র। আর কীভাবে একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবার আগে প্রেম অনেকগুলি বাস পেয়েছে আসে, বহু পরিবর্তনের কুণী অতিক্রম করে স্থাপিত পড়তে হয় অদীম ভাবসমুদ্রে—কীভাবে সমস্ত বৈজ্ঞানিক লুপ্ত হয়ে যায়।

সত্যক কিছুক্ষণ অগ্নিকার পর মত সত্য নিষেধ পকেট খুঁজে পেলোনা ওর মনবিষয়। হৃদয়েই পড়ে গেল, এ হায়ে ও কি কবুবে কিছু ঠিক পাও না' শেষে একখানি ট্যাঙ্কি

করে সানন্দ্যের বাড়ী এলো। মীচের সন্ধ্যায় কটা নাড়া দিতে সানন্দ্যের চাকর বেগিয়ে এসে বদমা খুললো। ও ভিতরে প্রবেশ করে সানন্দ্যকে ভাঝাঝি করে তুলে ট্যাঙ্কিওয়ালায় ভাড়া দিঠিয়ে দিল।

সানন্দ্য বললে—'তুমি এত হায়ে চলে এসে যে'—
ও বললে—'বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে এসছি।'
সানন্দ্য মেজাজটা কষ্ট করে বললে—'তোমার মত মাতাল লম্পটকে আমিও স্থান দিতে পারিনে'—

ও বললে—'তুমিও না—আমার অপরাধ!'
—মহাশয়কে তুমি ভলাভলি দিয়েছ, অভিনয় করে যা হোজগার করা তা বহু স্ট্রোলেফের কাছে অভিনয়ে নষ্ট করে, আর মেয়েদের সর্জনাল করে বেড়াও, তোমার লম্বা হেঁবে বেগেছি তোমাকে নিয়ে আর চলে না'—

ক্রমেই কথাকটাকটি চমুটে থাকে, শেষে পরম্পরের মধ্যে স্নাতপিত হবার উপক্রম হওয়াতে মীচ থেকে চাকর ছুটে এলো। সানন্দ্য বললে—'হায়েক লাড় খবে বেব করে লাও তো'—

এমন সময়ে সানন্দ্যের পাণের ঘর থেকে একটা হৃদক বেগিয়ে এসে বললে—'সেখন মল্লা! এখনও মনে মনে চলে যান, তা না হলে কিছু আদায়ের ডুয়েল কাইট হ'য়ে যাবে'—

সত্যক বললে—'আপনি কে?'
—'আমি—বুহতেই পাহুঁভেন, আপনি যার জন্তে পাগল, আমি তাকেই চায়েতের মৃত্যুর মধ্যে এনে বেগেছি'—
—'কটে, ভালো কথা, সানন্দ্য আপনাকে নিয়ে লুখী হোন্সু—চলুন'—

সত্যক বেগিয়ে পড়লো নিম্নে তাতে লম্পূর্ণ একা,—
কোণার বাবে তা ঠিক কবুতে পাহুঁছে না। ও কবুছে ওর মত বাহুবের সংসারে স্থান নেই।

সত্যক চলে যাবার পর বাবুর লম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। ও এককর্ত্ত উদাসিনী হয়েই রইলো, গেবে ওর মধ্যে বর্ণোদ্যমান এলো। ও লম্বায়ে বেনীকণ সময়েই কাটাতে লাগলো তপ মণ ধান বাগনা নিয়ে। অল্প বিববিয়ালর থেকে এম, এম্ সিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষে যাওয়ার পর ও অধ্যাস্ত শাখনার বিপেব কোর দিতে

লাগলো। ওর ইচ্ছে ছিল চেলেকে বিড়ে নিয়ে বিনেও পাঠাতে কিন্তু অজ্ঞান আশপিত করে বললে—‘স্বাধীনতা না হলে বিয়ে করবো না, বিলেত থেকে উকিলীভাষা শুনে আসি, তাহলে’—যুগ অজ্ঞান বলেই অজ্ঞান মানুষ পাঠে বিলাসিকার কত্তে চলে গেল। মানুষ তার বিদ্রাঘ বাধা মোকাবেলায় কৃত্রিম নিয়মই দিন কাটাতে থাকে। অজ্ঞান কয়েক বৎসর বহু চেষ্টা করেও শিকার কোন সন্ধান করতে পারেনি, ওর মনে এই ভজ্ঞে একটা প্রকৃত কৃত্রিম হ’লে উঠলো। বিলেত ফারার সময়ে ও ফারের পাঠের খুঁটা নিয়ে বললে—‘মা! আমি যে অস্ত্রার কতখিনি তার সংশোধন আর কোন ভিন হ’বে না’—

রাণু বললে—‘তোমার কি তোমার বাবা, এ আমার চাপোয় ঘোষ’—

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সত্তরে অভাব পূর্ণ হবেনা এমন অভিমত রাণু হরহরটি কানগেল পড়েছে—‘স্বামী ঠেচে আছে কি হবে পোঃ তা কে জানে! দেখতে দেখতে সাত আট বছর হ’বে গেল, একটা গভীর বেগুন রাণুর অস্ত্র হুড়ে খেতে যায়।

কয়েক দিন আগে রাণু হাঙ্গরাভাষের খাটে গঙ্গাভান করে বাড়ী কিংবদন্তী উপকৃত কৃত্রিম, চীৎসন করে পড়লো একটা সাধুকে। ও সাধুকে প্রশ্ন করতে গেল কিন্তু সাধু আশপিত কল্লো। তখন সংস্কার লক্ষ্য হযেছে, চলে গেছে।

লোকের ভিত্তিও নেই। সাধু খাটের পাশে বলে আছে চুপ করে, রাণু ওর কাছে বলে হুঁ একটা কথা আরম্ভ কল্লো। সংস্কারের প্রথম প্রবেশের কথা শুনিতে বললে—‘বাবা! কত দিন পরে আমার এ প্রথম প্রবেশ’—

সাধু কোন কথা বলতে চায় না। ওর অস্বস্তি অস্ত্রপাত হতে দেখে বললে—‘আবার যখন দেখা হবে তখন বলবো—ও নাচোভাষা হ’বে সাধুকে ঘরে পড়তেই সে এড়িয়ে বাবার চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হোলোনা। তখন সাধু বললে—‘তুমি আমাকে না চিনতে পারো, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি, তোমার প্রবেশের খুঁটা আমিই চিনি—তুমিও সত্যকে দেখেছ, আমাকেও সত্যের আলো দেখিয়েছ, তুমি নারী নও—মহাযাত্রা’—

এবার রাণুর পক্ষে আর কৃত্রিম বাকী উঠলো না। ওর বহু অস্ত্রের বিনা ও প্রাথমিক শেষ পর্যন্ত সাধুকে ঘরে কিছুতে হোলো কিন্তু এবার লক্ষ্য হোলো অস্ত্রের ভাগবত জীবন। সত্তা শিবানন্দ চরিত্র সত্য শিবহৃদয়ের ঘানে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে আর তার পাশে থাকে দৌরীর ঘর রাণু।

বিলেত থেকে ফিরে এসে যেদিন অজ্ঞান এই বৃত্ত দেখে সেদিন ওর মনে কত আনন্দই না হবে!

• অস্ত্র সংস্কার ইতিমধ্যে কোনেই বিলেতে ওর কাছে

রাশিয়ান নারী

আশা দেবী

সোভিয়েট যুদ্ধের সময়ের সময়ে শেখানকার মেয়েদের দ্বয় আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। রাষ্ট্রীরা ওয়েসের দ্বয় কাছেই অস্ত্রী। অস্ত্র ইটরানীর দ্বয় বেশেই মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সব কাজেই সমবোধিত। কল্লন কল্লন ওঝানকার সমবোধিত। যেন বেশী চোখে পড়ে।

বিমান থেকে নামবার আগেই কিছু দল রাশিয়ার মেয়েদের ওরা আবারের সরসীরা দেখতে দেখতে নিয়ে এলেন। মেয়েদের ঘাড়ের আঁচলকে কিছুদূর কটানো ওর তার রক্ত ওরা ‘সংস্কার’ ব্যবস্থা করেছিলেন। দেখলাম মেয়েদের মনে টান

করেছিল। পরিচয় করা সব কাজই হুঁতুলার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন।

অন্য টেনেদে মারা মেয়েদের মেয়েপুত্ররা আবারের অস্ত্রীরা করেছেন লক্ষ্যে। আবারের সঙ্গে বাঁধা স্ত্রীরাও কীম করেছেন ওরাও নারী। এবং অস্ত্রের প্রায়শ্চিন্দি এ বিষয়ে তা আঁচনা প্রতি গুলুওই অস্ত্রের করেছি। ওয়েসের লিট add humor-এর হস্ততা সত্যিই অপূর্ণ।

কোটের দ্বয়ান্ডার নারী। দুইভাষাও দেখেই ভাগ ভাগের দ্বয়রা দেখেছি পুরুষ এবং নারীর লক্ষ্যে লক্ষ্য

সমান সমান, কিংবা নারী ও পুরুষের তুলনায় কম।
এখানে কলে করিখানায়, কুলে হামগাংয়ে ৭৪ চাপই
মেয়ে। এঁরা এতো খোঁপাতার স্বে সবে কত করেন যে
সে কণ্ঠস্বরের সুচীর্ণ সঙ্গীতই কর্তৃপক্ষ কটো সও কর্তৃপক্ষের
সহই সহজায় টালিয়ে রেখেছেন। সামসিক ক্ষেত্রের নারী এসেলে
সঙ্গীতমিথি ; কিন্তু কারিক শ্রমের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তাঁদের লম্ব
কাম ফেনই, তাতে কিছু তাঁদের বেতন কম করা হয় না।

হামগাংয়ে করিন আশ্রমগারের ক্ষেত্রে নারীর
অপরিসীম সমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার অন্য বিধে
তাঁদের সামাজিক স্বতন্ত্রতাও মনে মনে খোঁপে বহুবার
কাতকাতকে লাগবে করবার ভয় সচেষ্ট হয়েছেন।

গ্রন্থতিলকনে দেখেছি ছোট ছোট শিশুদের কোলে
বিধে পুতুলের মতো লাগবে করতে। একটা গ্রন্থতিলকন সন্ধান
আমরা ভিজালা করেছি—

: তোমাদের এখানে শিশু-মৃত্যুর হার কেমন ?

: Nil—নেই !—শিশু হামগাং ভাঙারের মুখ ভরে গেছে।

: হার্য মাচ শেটে খেলে বিজ্ঞান করে আসে পৃথিবীতে
নেমে আসে—জীবের অবস্থা— ?

: কেন মরবে বলতে পারেন ? ডাক্তারদের কাজই তলী
বীচানো—কেউ মরে না এখানে। সাধনের বিধানার দিকে
হাত দেখিয়ে বললেন, এ খোকাটি চ' মাসে হয়েছে। এক
আমরা কীতের বায়ে তুলোর গুল শুষ্টের রেখেছি। মুখে
হ্রস্বের মত একটা বেন কি দেখলাম, চোটা, জলের মতো
দ্বিধা ভরে নিখা নিচ্ছে। তিনি আবার বললেন—খোকা দুব
তালো আছে। এখানকার ডাক্তারেরা হারেরের গ্রন্থ বহুবার
লাগবে করবার অন্তে চোটা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন।

যেহেঁত্রে অর্থাৎ আগ্রা-গ্রাউও বেলগেয়ে সির
বেলায় বর্ণী এবং কর্তৃত্বের গ্রন্থ সহাই নারী। কিন্তু
এখানে একটা বিশেষত্ব এই যে এঁদের পোষাক-আশাক এতো
সুন্দর ও অল্প যে জাতবস্ত্রই প্রচলিত করে।

হারেরা কিন্তু আমাদের দেশের মতই ছেলে মেয়েকে অন্তে
উপর হন। হারেরা বড় ছেলেকে বিশেষ পাঠ্যে হলেও
বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমাদের গল্পে বীরা বোতাবীর
কাম করতেন তাঁদের মধ্যে একটা ভ্রমহরিলা বললেন—
: আমি আজ সহবস্ত্রীতে মার কাছে গলে গছি। তিনি

আমার অন্তে বস্ত্র ব্যস্ত হয়েছেন। ডাক্তার কালো লালো
কথাটা শুনে। এঁদের এখানে একটা তিনি লক্ষ্য করেছি
এঁরা আমাদের দেশের মায়েদের মত বাঙালিতে ভালোবাসেন
: এটা খাও, ওটা খাও ; এটা চেয়েই দেখ কেন্দ্র লাগে—

: না—না—হুই হলি কিছুতেই তাঁরা ভয়বন না।

আমার টেবিলে বসলে আর রক্ত দেই। এঁরা তাঁরা ব্যস্ত
হয়ে পড়েন।

তাত, বণি আমু সেন্দ, কটী মাখন, মুশ ভিম, তরকারী
কলের রস মাছ মাংস হই এসব বিবেক তাঁদের সাধ মেটে না।
এক বছরের মাছের ভিম বাঙালীর অন্তে তাঁরা উৎসব।

বললাম, ওটা বাঙালীর ভিমের মতো খাব না—

হো—হো করে হেসে উঠলেন ভ্রমহরিলা : বললেন ওটা

মাছের ভিম। কি সুন্দর ম। একটু খাও গ্রিগ—গ্রিগ—

আমি ভয়ের চোটে বললাম, আমি নিরামিষ খাই।

এবার পাঠ কে ? চারটে ভিম আর একখোকা তরকারী
আর দুই এনে বললেন—খাও—গ্রিগ—। সমস্ত মুখ তাঁর
হারের মতো আঁধার।

: তোমরা কীটা চামচেতে খাও কেন ? তোমাদের দেশে

তো তোমরা হাত দিয়ে খাও—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

: তোমরা যে খাও—যে দেশের যে রীতি। আমি
বললাম : কীটা চামচেতে খাওয়া আর বোতাবীর মারক
কথা বলা প্রায় একই রকম।

: স্ত্রীতাই কি করবে বলে।—বলতে বলতেই তিনি
ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে আমি চকল হয়ে উঠলাম। আমার
দিকে লক্ষ্য করে ভিমের নানা রকম আবার ব্যস্তের ভাঙার
দাঁড়াই আর কল এগিয়ে আসছে—। নিরামিষ বাঙালীর
কথা বলে যে কি ভুল করেছি তাহলে তাহলেই তিনি
বললেন : এগুলো খেতেই হবে—সমস্ত রানি তার মুখে।

আমি বললাম, একটা গল্প বলি—“আমার মা বাঙালিতে
দুখ তাল বাসেন। আমি কিন্তু এতো বেতে পাই না,
একদিন আমাকে জোর করে খাইয়ে আমায় কি অসুখ—
কবে মাছবৎক টাংটাং ? শুনে দ্রুত চোখ তার ছল ছলিয়ে
উঠলো : না—না তবে আর খেয়ো না।

নারী নারীই তারা সাতাই পড়ন আর বাগুড়াই পড়—
এটা আর একবার উপলব্ধী করলাম।

শ্রবশ্রু

(রস রচনা)

জীবন্তী প্রবালতা দত্ত

তুমুল অগভ্য গুরু হয়ে গেছে ।

ছোট বৌ হাতে বেলুন নিয়ে তরুন করে উঠল । বলল—
—কেন আমার বাবী কি কিকিট ? বাড়ীর আখ্যানা
পেশার আদর্শবোধ ।

মেজ বৌ হাতে খুঁজি নিয়ে তেড়ে এল । পাটো জবাখ
দিয়ে বলল,—আখ্যানা পেশার অগ্রে তো ! ডাঙ্গাডালি করে
নে—না ! নিষেধ পায়ে দাঁড়াবার তো সুযোগ নেই,
আমার বেয়ে আমাকে চোখ বাঙাতে লজ্জা হবে না ?

ছোট বৌ বেলে বেঙনে জল উঠল । বাবী অস্বা-
বদ্ধকে সাক্ষী করে বলল,—তুলে কথা মেকবোএব ! বলল—
সুযোগ নেই, ওর সংসারের বাই হল কি মাথা কিনে
নিরেছে ? কাল থেকে আমায়ের সংসার যদি আলাদা করে
না নেবে ত আমার মাথা বাঁধে—বলে রাখলুম । চাকরী
তোমায় নেই তাতে শু কিসের ? ছেলে পড়ানোর
মাইনেতেই চল যাবে । হুড়ি ঠিড়ে খেয়ে থাকব—ছাত্ত
খাব—তবু ওখের সংসারে আর নয় । বড় তের হযেছে,
- হুটো খেতে ঘের বলে—বেন মাথা কিনে নিরেছে !

মেজ বৌও গলা চড়িয়ে দিল । বাবী অগভ্যকে উদ্দেশ
করে বলল,—আমিও তোমায় বলে রাখলুম—ওখের সংসার
যদি কাল থেকে আলাদা করে না দেবে—তো আমার বস
মুখ দেখবে, মাসীর কত তেল একবার দেখব ।

ছোট বৌ অধিশূন্য হয়ে উঠল, তরাত দিয়ে বলল,—
বুখ সাঙ্গল কথা বলা মেজ বৌ, মাসী মাসী করবে না বলে
কিন্দু, শিখনে শুভা লাগিয়ে দেব, আমি শিবপুত্রের যেরে
—বেনে রেখো ।

মেজ বৌও স্বাকাল হয়ে বলল, তুইও সামলে কথা
বলিস ছোট বৌ—চোখ বাঙালি, আমিও মেঝিনীপুত্রের
বেরে—শুভা আদর্শবোধ আছে ।

অতঃপর, বাড়ী ডাঙ্গাডালি হল, বিয়ে সম্পত্তি চাল

বাটোয়ায় করে, দু ভাবে লিখে বৌর সংসার থেকে এক
সুদূর্ভে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ।

ছোট বৌ মুখ ঠাণ্ডি করে অশ্রুতে প্রবেশ করে ঘরমা বস
করিল, বাঙার সব তিন সত্তা করে গেল,—শুভা
লাগাবেই সে ।

মেজ বৌও গোঘড়া মুখে প্রতিজ্ঞা করল,—রক্ত বর্শন
না করে ছাড়বে না সে ।

কয়েক মাস পরেও ঘটনা । তখন মধ্য রাত্রি, দুই নিমিষে
বিতর্ক হয়ে, দুটি আলাদা পরিবার পতীর নিশ্রাণ অচেতন ।
সহসা বাইরে থেকে কিসের কোলাহল ভেসে এল । অগভ্যের
মুম ছুটে গেল । কান বাড়া করে কত নিশ্বাসে বিছানার
তলর বড়মড়িয়ে উঠে বলল, পরিবার ভাবে কিছু পোনার
চোঁষ বার্থ হয়ে, হুঁকে ঠেলা দিয়ে লজ্জা ভাবে বলল,—
আলোটা জালো ত—বাইরে বেন কিসের হট্টোপোল
একে ।

মেজ বৌএর ঘুর তেলে গিয়েছিল । সে উঠে বলল,
চরচরিত হয়ে বলল,—আমি পারবোনা তুমি জালো ।
অগভ্যের আলো আলবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ।
বাইরের হট্টোপোল ক্রমশঃ বেড়ে উঠল ।

মেজ বৌ শুক গলায় প্রায় করল,—কিসের গোলবাল
বলত ?

অগভ্য কোন উত্তর দিল না । নাহলে ভয় করে পা
ডিগে টিপে জানলার বাহরে এল ঝড়াল, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের
নখ তার নাক মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে বাহের আবহাওয়াকে
আলোকিত করে তুলল ।

মেজ বৌ তার পাশে উঠে এল ।

অগভ্য ঠোটে তরুণী তুলে ইগারা করে জানাল—চুপ,
শব্দ করো না ।

মেজ বৌ বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখল—
চেলমেট ধারী কয়েক তরুন লোক কি বেন অতঃপর

করছে। তাতের ডাকী বুটের লম্বা স্ফীর্ণ অক্ষরাঙ্কর লম্বা গদির শাঙ্ক-সমাহিত অবস্থাকে বিশিষ্ট রকম লক্ষিত করে চলেছে। তার বুক টিপ্ টিপ্ করে উঠল।

স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে কিস্ কিস্ করে মিলোশ কলল,—ওরা কারা বলত ?

অগ্নবন্ধু গলা তুলিয়ে কাঠ ঘরে গেছে, অর্দ্ধমুঠ ঘরে বলল,—সেখো না ? বাড়ীটা বিরে কেলেকে, ঐ যেন ভিনাঘাইটের বাস—সরুনাগ !

সরুবেক বৌ মিলেগ বলল,—তাকাত না কি ?

পাতল মুখে—অগ্নবন্ধু উত্তর করল,—হতে পারে; হাতে ঘাইকেল রয়েছে, ঐ দেখ নল, বেশী মুখ বার করো না; তলি লেগে থাকে, শিবপুত্রের ভাকার সব !

মেজ বৌও ঠিক এটাই অস্বাদন করে, আকাশ পাতাল ভাবনা শুরু করে হিরেছিল। স্বামীর কথাই ভরে নিউরে উঠল, মুঠা সরিয়ে নিয়ে ঘোলালে হোলান দিয়ে হাফাতে লাগল।

অগ্নবন্ধু অর্দ্ধবৃত্ত অবস্থায় মেজের উপর বলে পড়ল।

বাইরের এই তীব্র কোলাহল অনাধবন্ধুও মর্মে এসে যা মিল। কর্পূরের মত তার চোখ বেতে মুখ অস্বস্তিত হল, বসুধে বিছানার ভরে ছোট বৌ ঠক ঠক করে কানতে লাগল, স্বামীকে ভগ্নাভ করে বলল,—সত্ভা সত্ভা শুভা লাগিয়ে দিল নাকি—ওর মনে এই ছিল ?

অনাধবন্ধু স্রোতে লোথালোপ করে বলল, তোমার অন্তেই ত এই হল, যেদিনপুত্রের ঘরে কাল কেটে, নতুন নির্মল করে ছাড়বে, ঠেলা এবার সামলাও !

বন্ধু বন্ধু করে সপ্তের কড়া নড়ে উঠল, অনাধবন্ধু কর্ণপটটাও খেন কে নজোরে কাঁকানি দিয়ে নেড়ে দিলো, কিব্ব মুখ বলল, কি করা বার এখন বলগিকি ? আলোটা আলো ?

ছোট বৌ কখন ভাবে বলল,—না—পো—না, অমন সন্ধান করো না, যেখতে গেলে হুচি হুচি করে বেবে, চূপ করে বলে থাকো বলে, সে স্বামীর কাপড়ের কোণ ধরে বলে বইল।

লম্বা টেলোটেবের সীরা আলো আলো দেব করে

তাতের ঘরের মধ্যে এসে পড়ল, উত্তরে সে বিছানার কোলে নেতিয়ে পড়ল।

ছা—ছা, এই বাড়ী,—বাইরে থেকে কার কঠবর তলে এস।

এই ত নবর মিলেছে—এই বাড়ী,—আর একজন বলে উঠল।

বন্ধু বন্ধু করে আবার সপ্তের কড়া নড়ে উঠল। ছোট বৌ ছুতরে কেঁপে উঠল।

অনাধবন্ধু কপিত হতে তার মুখ চেপে ধলল। তামা তামা গলা বলল,—এই; চূপ কর; টের পেসেই তলি হুড়বে, আমাঘের ভানালার নৌচই রয়েছে ওরা।

সবের এবার জোরে কড়াখাত হতে লাগল।

অনাধবন্ধু কাতর ভাবে বীজে বলল,—লম্বীটি—তুমি যাও একবার মেজবৌয়ের কাছে। ওরা বরতা তাকার আগেই তার পা ছড়িয়ে খরে কমা চেয়ে নাপ। তানা করলে, পথের ভিনারা হয়ে বার আমরা।

সবের প্রচণ্ড বেগে এক যাক্সা পড়ল।

বেগতিক হলে ছোট বৌ বাহা অড়ানো কঠে বলল, আমি একা যেতে পারব না। তুমিও চল।

অতঃপর ত্রায়াবা ঘরের সবতা স্থলে মেজ বৌয়ের উল্লেখে চলল।

অগ্নবন্ধুও দুর্জিত প্রায় হয়ে মেজ বৌকে ছোট বৌএর উল্লেখে পাঠাল। বলল, কমা চাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শিবপুত্রের ভাকাত জীঘ সাংঘাতিক। যাও ছোট বৌএর কাছে গিয়ে পড়গ।

মেজ বৌও অগত্যা বর ছেড়ে বার হল। ব্যাখানার উত্তরে লাফাত হল। সন্ধ্যানে উত্তরে উত্তরে পনপ্রান্তে বাটিতে আছাড় খেরে লুটিয়ে গড়ল।

গদিত্তে কে খেন বলে উঠল,—কাগায় আগুয়ান পাওয়া যাচ্ছে তার। খোপ দ্য, মত পুড়ে ছাখখায় হয়ে গেল। চটপট আশেন করন—বহমা কি ভাকব ?

অপর জন উত্তর করল,—উপায় নেই। আগুন না দেখতে গেলে আমরা কিছু করতে পারি না। আগুনার পাইল হেতি রাধুন—পালের বাড়ীও চাপ দিয়ে ভেতরে

বাগ্গার বা কিছু দেখাবেন নই। আর একবার শেষ
কড়া নৈকে দেখা যাক

হু'বো এবার স্নানভাবে তানের কথা শুনেতে পেল।

স্নান কন করে কড়ার দশ দশক বাড়ীটাকে কাপিরে
ভুলল।

হু'বো এবার হেলে উঠল।

কলো আলো জালো—এরা ভাঙাত নর—বদলের
লোক,—বলে, দুজনেই তর তর করে নীচে নেমে এসে,
যেহ বো দলকের হরকঃ খুলে দিল। বদল কন্দীদেও নেতা
তাহের—সাহাবো ছুটে এস। বলল,—এই যে—আপনারা
এসেছেন? কোন ঘরে আশুন লেগেছে বলুন। আমারে
সহ প্রস্তুত।

ছোট বো দিলু দিলু করে হেলে উঠল। বলল, আশুন
কোন ঘরে লেগেনি মশাই—আশুন লেগেছিল আমারে
সংসারে। এখন নিচে গেছে।

নেতা মশাই কেপে উঠল। বলল,—পরিশ্রম করবার
কায়দা লেগেন না। আমার কনকলের লোক, 'হিচ্চি মিচ্চি'
হাংগান করার ক্ষমতা ভবিষ্যদ্বাণীতে হবে।

যেহ বো কটিন হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল—
হাংগান আমার কটিনি—আপনারা করেছেন। এই গা-
রতে তর দোকের বাড়ীতে কড়া নাড়তে কে আসনারে

বলেছে? আমার আসনারে নামে নাশিল করব কেনে
রাখবেন।

নেতা বদলার পাঁজ নর। জাঁজাল স্বরে বলল,—আজ
দেখা যাচ্ছে, আপনাদের নাম বলুন দিকি,—বলে পরেই
যেহ নোট এই দ্বার করতে উত্তর হল।

সহসা বুঝে দেখা গেল একটা ছোট্ট ছোট্ট
আগছে। কাচে এসে স্বস্তির নিখাস কলে নেতাকে বিদিত
ভাবে বলল,—আপনারা তুল করেছেন মশাই। আশুন
এখানে লেগেনি, লেগেছিল ঐ দোকের লেনে। এটা কাট'
লেন। তবে এখন নিচে গেছে তবু আপনাদের একবার
বাগ্গা করক।

হলপতি আগছকের দুখের দিকে কিংবদন্তি হা করে
তাকিয়ে রইল, পরে সত্যম্যান দুই তর মহিলাকে উদ্বেশ
করে, নর ভাবে বলল, অজ্ঞান করে দাঁড়ানা করবেন—
আমাদের তুল হবে গেছে।

যেহ বো লম্ব বন্ধ করে ছোট বোএর গলা ভড়িয়ে
বলল। সহজে বলল, তাগো ওরা এসেছিল, নইলে
আমাদের সংসারে আশুন লেগেই থাকত,—নিচত কিনা
কে জানে।

ছোট বো দিলু দিলু করে হেলে উঠল।

ত্রত কথার দেশ পূর্ববঙ্গ

বীনা জাঁজাল

চোর হবার সাথে সাথেই বাজাঠানবি গোহাল হয়ে
দুক ভাঙাতাতি গোহাল পরিচার করতে লাগলেন, অতি
নিপুণ ভাবে পরিচার করলেন—গোহালের আনাচ কানোচ,
সকলদিকে খুলে দিলেন প্রথমেই, তার পর বহু ভড়িয়ে
নিরে তাহের-ক স্বাভাবিক স্বাবে যেহে আবার হাঁক দিলেন,
"অ মোনা বট, টেপী, খেঁচ তরা কি আটপানি নাকি?"

"দিনে দিনে কি যে অটপ"—এক বদল হাংগান

উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই আবার হাঁক ছাড়লেন, "বলি
অ'বুতি তরাও কি যেহ সাইব আইল নাকি?"

বাজাঠানবির এটা আশ্রয়ের স্বভাব। কোদ-ক্রিয়া-
কর্প, বাগ-বন্ধের ব্যাপার থাকলে তিনি সফলতার আগে
খুব থেকে উঠেন, বাগা বিজানা ছেড়ে উঠতে চায় না
এই পোতের ডোরে তাহের-ক ছোর করে ওঠাবেন—পৌষ
মাসের লাল পোতের ডোর এ নিষেধের ব্যতিক্রম নই।

আমি "গোন্ধর ব্রত", কোন কোন ভাগেই বলে—"গন্ধর ব্রত।" সে ঘাই হোক, তাকা ঠানবির ভাঙে ক্রমে ক্রমে হানির হতে থাকে বাড়ীর মেয়ে বউরা। পাতা প্রতিবেশীরাও কেউ কেউ আসেন, তবে প্রতিবেশীদেরও অনেক বাড়ীতেই গন্ধর পুজো বা গোন্ধর ব্রতের প্রচলন থাকার বেশী কেউ আসতে পারে না।

ঠানবি বলিলেন, "ছেদান কইরা আইছলুত ? একটু সহ্য কর, ততক্ষণ তারা এমিকে গুচাইতে থাক, আমি এটা জুই দিচ্ছি।"

পোও—পোও—যেহে গঠে শাঁখ! উল্লসনিও পোনা যায়, মেয়ে বউরা কেউ কেউ চন্দন—তিলক—খাঁক গন্ধর মাখায়, সন্ধ্যা পরিবে ঘে ঘুলের মালা। নৈবেদ্য মাটির ঘে গন্ধর মাখনে, দেবতার ঠানবির সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার বলতে থাকে :—

"গো গোবিন্দ হুংমনী

চাব খুঁবে দিবা পানি

মাখায়ে নৈবেদ্য সুবোধান

বতীরা গেল স্বর্ণবাস।"

গোন্ধর ব্রত বা গন্ধর পুজো শেষ করে সব ঘরে ঘাবার জল ছাড়া হলে ঠানবি বলেন, "তরা যে কি হইল, আমায়েও কালে—তরপো মত্তন অমন পাহেবী আনা ছেলনা, ঠাকুর দেবতার উপর এটুই তকি চেংখা" ডাঙতে তর—এতে ইহকাল—পরকালের কার হয়।"

তাকা ঠানবি বলতে শুরু করেন—ডাঙের সময়ে প্রচলিত প্যাঁচড়া পুজোর কথা, বেশে বধন খুব গোড়া প্যাঁচড়ার ঘুঘু গড়ে যেত তখন ওঁরা করতেন প্যাঁচড়া পুজো।

এই আয়োজন বিশেষ কিছু নেই, পাঁচের ভিত্তর সব চাইতে যে পুরোণে হিমল পাছ থাকত সেখানে পাড়ার সব মেয়েরা একছোট হয়ে বইত। পাড়ের জুল, হুতরার জুল, বুতরার জুল, ইলুদের মাটি প্রভৃতি একটা তাকার জুলায় মাটির নিচে বলে যেত প্যাঁচড়া দেবতার উদ্দেশ্যে।

পুজোর মত ও কিছু ছিল না। পুরোহিতের আবির্ভাবও কল্পনাভীত। পরিবর্তে এই সব মেয়ে বউদের একযোগে গুচ করে বলতে শোনা যেত :—

"গাচরা মাগুর পাঁচড়া চুল

ডাইতে লাগে বইরা জুল,

বইতার জুল না—লো—হুতরার জুল,

হুতরার জুল না—লো—লোহা পড়া জুল,

লোহা পড়া জুল না—লো—হুতরার জুল

হুতরার জুল না—লো—লাউয়ের জুল,

লাউয়ের জুল না—লো—বাশী আখার ছাই,

বাশী আখার ছাই না—লো—ইলুদের মাটি

ইলুদের মাটি না—লো—তাকার চাকা।"

এই ভাবে কতদিন ঘরে তারা প্যাঁচড়া পুজো করে নিত—সবুদ ঘিরে আন করে প্যাঁচড়া চুলকানির হাত থেকে পাতা-প্রতিবাদীকে রক্ষা করার চাহিদে নিত।

ঠানবি বলতে থাকেন, শুধু কি তাই—পহেলা বৈশাখ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত আখরা করতাম অগ্ন্যধ নাগাধনের ব্রত। তবে এর একটু বিশেষণ আছে।

বৈশাখের পহেলা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত ঘেয়ে বউরা একযোগে আন করত যেত নীচে। হাতে থাকত এক গোড়া করে অগ্ন্যধ শাক, আন পহেলা সময়ে এক একটা পাতা বাখার লিখে জুই লিখে টিঠেই জুই করে ছড়া বলতে থাকত :—

"শিব বলে পৌরীবে

এত লোক গম্বার ঘাটে কি ব্রত করে ?

পৌরী বলে মেয়েরা সব

অগ্ন্যধ নাগাধনের ব্রত করে।

শিব বলে, ঐ ব্রত কবলে কি হয় ?

পৌরী বলে "পাকা পাতাটি" মাখার দিলে

পাকা চুলে সিন্ধুর পরে,

কীচো পাতাটি মাখার দিলে

কীচো সোনার বর্ষ পায়,

তকনো পাতাটি মাখার দিলে

হীয়ে মুক্তর জুই পায়,

কচি পাতাটি মাখার দিলে

কোলে কোয়ল পুত্র পায়।

শিব বলে, 'ঐ' ব্রত করলে আর কি হয় ?

পৌরী বলে, এ ব্রত করলে,

মহাশয়ের মত স্বতঃ পাথ,

সৌরীর মত শান্তকী পাথ

বামের মত স্বামী পাথ

লক্ষ্যের মত দেওর পাথ

আর নীতার মতন ও পাথ।

চার বছর ধরে এ ব্রত করতে হয়। শেষ বছরে অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরেই হল এত উদ্‌যাপন, সেদিন পুরোহিত ডেকে ব্রতের সব ব্যবস্থা করতে হয়, সোনা ও রূপের অর্থ পাড়া গড়িয়ে পুজো দিতে হয়। শোকজন থাকলে ত' থাকেই।

বাকী ঠানদির কথা শেষ হতেই পাড়ার সোনা বৌদি বংশ উঠলেন, দিদিমা ভায়েচলার আগামী বৈশাখ দিকা টেকীয়ে পূজা পুজুরে বসি (ব্রত) লওয়া, ওর নিয়ম ক'জন বিজ্ঞ জানেন নি?

বাকী ঠানদি বেলে উঠলেন, "কানিনা মানে? পালা-পাল্ল, বাও ব্রত কানিনা না কানি? তোমাগো মতন ত' আর আঁখরা ইচ্ছলে কলেকে শক্তি নাট, মুখত, সব মুখত রাখতে আইত, পুণি পুহর, ভাব'র বর্ষ, থোম বৃদ্ধির বর্ষ এ সব না জানে কে?"

ঠানদি ক্রুদ্ধ করেন, "পালা-বৈশাখ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত বাড়ীর উঠানে ছোট একটি পুহর কাটতে হয়। পুহর পাড়ে পুহতে হবে বার কুলের ভাল, তুলসীর চাষা, বেলের ভাল, পুহুচট্টি দুখ ও ভাল মিশিয়ে তিলি করতে হয়। তার পর হাতে নেবে কতকগুলি ফুল, এই চড়া বনে ফুলগুলি সব পুহুরে ফেলে দেবে :—

"পূজা পুহুর পুশ মালা

কে পুজুরে চুপুচ বেল।

আমি সতী নীলাপতি (নীলাবতী)

ভাই বোম ভাগ্যবতী

হবে পুত্র মহাবে না

জোলের ভাল পড়বে না,

পুঁথিবীতে দুখ যাবে না!

খাকলে বাট পাট,

মরলে পক্ষার বাট।

পুত্র বিয়া স্বামীর কোলে

মরণ ঘেন হয়,

এক গলা পক্ষার জলে।

পুণ্য পুহুরে বিয়া ফুল

তরিয়া উঠুক ব্রই ফুল।

এ ব্রতও চার বছর ধরে করতে হয়। শেষ বছরেই উদ্‌যাপন। সেদিন পুরোহিত কাকিরে সোণার বেলপাড়া ভাণের মাছ গড়িয়ে পুজো দিতে হয়। জাখণ ভোজন আর নিমন্ত্রণ ত' আগাসের ঘরের একটা অর্ঘ্যই।

বেলা বাড়তে থাকে, তৃতীয়া সব যে ঘর কর্তার দিকে বসনা ঘেহ। সো মাতা ভগবতীকে প্রণাম জানিয়ে। ঠানদির কিছু উৎসাহের শেষ নেই, বলেন, "কি দেখল্যার আর কি আইল, তথা ত' কিছুই দেখগিনা, আর একদিন শুনিল 'ভাষণের ব্রত', "বাথ—মওল," "থোম বৃদ্ধি", "কালভার ব্রত," "কেতব বর্ষ (কেত ব্রত)" "পুত-পুথানীর অর্ঘ্যের কথা এ

ও এই প্রথম বসনার বিঘাত লোক লগৌত সংগ্রাহক ঐতিহ্যগতন ঘেবর সংগ্রহ হইতে কোন কোন ছড়া গ্রহণ করা হইয়াছে।



শ্রীরাধা-প্রথম স্বরূপ

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-সম্বন্ধী

‘কৃষ্ণকৈবল্য-পদ্যমণী’ শ্রীরাধার সহিত এই বইটির
প্রাথমিক-প্রসঙ্গিকার তুলনা করা হয়। কিন্তু পাণ্ডব প্রেম
অপারিধি প্রেমের সমান হইতে পারে না। কারণ শ্রীরাধার
প্রেমের মূল বহিরাগত—

‘আম্বোদ্রিগী শ্রীতি ইন্দ্রা তব নাম কাম।

কৃষ্ণজিহ্বা শ্রীতি ইন্দ্রা তব নাম প্রেমঃ’

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে পদম শ্রীতি তাহাই
প্রেম। তাহা কামনা-বাসনার বহু উর্ধ্বে। যে প্রেমের
পটীতভাষা—

‘কান্ত কান্ত করি বহই প্রসঙ্গী

হাকণ বিবর-জ্ঞতাপোঃ’

যে প্রেম তুলন্যক যথচাড়া করিয়া বাস্তবিক অসম
বস্তুকে ভোগ করাইয়া ক্রমাগতের সমন্বয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা
কোথায় বস্তুটির ভীত, বস্তুবৃত্ত, কোথায় সচেতনত্ব, কোথায়
মোচাষণ কৃষি প্রকৃতি স্থানে যুগাইয়া দেহবন্দক পরিচালিত
করাইয়াছে। যে প্রেমের অঙ্গ কি? সে কি শুধু বেগের
ভোগভোগ, ইন্দ্রিয়সম চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই?
শ্রীরাধা কোথায় বেগের মূল কিছুই পায় নাই। কারণ স্বামী-
কুলের ভক্তজনের পূজনা, লোকনাই তাঁহার নিত্যলক্ষী হইয়া
থাকাইয়াছিল।

‘কান্ত-অন্তরালে মনর ভেল কান্ত

বহই ন পাইই পের।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-ভব কিছু নাহি মানর

চীর নহি লবক বেহঃ’

অভিলাষে আসিতে শ্রীমতীর কিছু বিলম্ব হওয়ায়, তিনি
কারণ দেখাইতেছেন—

‘বরে গুণজন মনরী হাকণ

বিলম্বে ব্যতির বৈজয়।

আঃ মতি মতি সচেত বহিরা

কতনা বা-না দিতঃ’

প্রকৃতিসৌন্দর্য শ্রীরাধার মিলন পথে অনেক বাধার সৃষ্টি
করিয়াছেন—

‘হিমির দুঃখ পথ দেহই না পারিবে

পদযুগে বেদন কৃষ্ণঃ’

এক তুলকামিনী তাতে কৃষ্ণ যামিনী

বোঝে মনে অতি দুঃখ।

আর তাতে মলমল বরিষে কবচ

চাম বাণব কোন পুং।

এক পদ-পদক পথে বিকৃষিত

কটকে মল মল ভেল।

তুখা বসন আপে কল্প নাহি মানদুঃ

চির দুঃখ অম বুরে পেলঃ’

—বর্ণনাই শ্রীরাধা পরিতুষ্ট। তিনি আর কিছুই
চাছেন না। লম্বত রূপ, লাল-বসন কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের
বর্ণন পাইলেই দূর হয়। একদিন শ্রীমদৌলস ও ‘কোথা কৃষ্ণ
কোথা কৃষ্ণ’ বলিয়া কানিয়াছেন। কৃষ্ণ তুলসীদাস ও ‘হাম,
বাম’ করিয়া শ্রীমদের বর্ণন পাওয়ায় মন্ত ব্যাকুল হইয়া
উপ্তীর্ণাঙ্কিলেন। এই ব্যাকুলতার মধ্যে কি অপারিধি প্রেমের
নির্বর্ণন পাওয়া যায় না?

শ্রীরাধার উৎপত্তির ব্যাখ্যা নানাভাবে করা হইয়াছে।
যে ভাবেই হউক না কেন, আমরা শ্রীরাধাকে কৃষ্ণমাংস
বিশিষ্টা বুঝিয়া-হুঁকিয়া, আমরা যোথের যৌতপে বহিয়া
নইব। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যতনের পার্থক্য পরি-
লক্ষিত হয়। পূজন ও নায়ীর সম্বন্ধে মানস আকাঙ্ক্ষা
পরিচালিত উৎসাহে যে তথাকথিত ‘প্রেম’ তাহা শ্রীরাধা-
কৃষ্ণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলায় কথা আসে। কবিবার
লম্ব এই কথা শুনে রাখিতে চাইবে যে, তপস্বানের প্রতি
উৎসাহে যে শ্রীতি ও উপবাসকে বর্ণনের নিমিত্ত শুদ্ধ-মনে
যে আকাঙ্ক্ষা তাহাষ্ট রাধা-কৃষ্ণের লীলার মাধ্যমে প্রকাশিত
হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে উপবাস ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে

পবিত্র বসন্তে লেগেই থাকে উল্টো একপ্রকার
দুনিয়ার আকর্ষণ অকুণ্ঠ ক'লে। সেই আকর্ষণ লোক-
লক্ষ্য, লস্কর বর্ষ, বংশব্যাধি, দারিদ্র্য প্রবলভাবে চূর্ণ-
বিচূর্ণ পরমলিত্ত করিয়া পথের প্রান্তের নিকট পৌঁছাইয়া
দেয়। তখন তাঁহাকে বলিতে হয়—

“অন্তের আকর্ষণে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পথের হইতে পথ পথ ভাঙে
প্রিয়তম করি যানি।”

এক সেই সবে—

“দীর্ঘজীবনসেতে ঢালি তবু মন
মিলাই তোমার পাশ।
জুই মোর গতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি জান ভাঙে
কলহী বলিঃ ভাঙে সব লোকে
ভাঙতে নাহি কুণ্ঠ
তোমার লাগিয়া কলহের হাং
পলাই পড়িতে দুঃ।

সত্যি বা মনসে— তোমাকে বিজিত
ভালো লাগি জানি।”

তাহার পর—

“তোমার ভাঙে আমার পরাণে
বাণিল প্রেমের কামি।
সব সবসিধা একমনে বৈধা
নিম্বর হইলাম হালী।

.....
একুলে তবুলে দুকুলে পৌকুলে
আপনা বলিষ কাহ।

শ্রীমত বলিয়া পরণ লইল
ও দুটি কলম পাশ।”

আর কি বলিবার আছে? তবু-মনের লম্বা কথাই
তো বলা হইয়া গেল। “শ্রীমত বলিয়া” তবু তাঁহার পরম
আজ্ঞারূপকরণ ভগবানের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন।
তাহাতে তাঁহার যাগে রহে চাইবে। সে এখন নির্ভয়ে,
নিবিচারহিতে জিন অতিবাহিত করিতে পারিবে। ইহাই
তাঁহার পরম কাব্য।

নারীমঙ্গল ও ব্রতচারী

আত্মজীবনী

কথায় বলে “কেমন বাড়ীর মেয়ে! এ হ'তেই হ'বে।”
সত্যিই এক এক বাড়ীর বাবা মের সেই বাড়ীর লবলের
উপর এক একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন
নামকরা গায়কের বাড়ীর মেয়েদের সুবে সুবেই বেশ থাকে
বাঁজাবিক। আমারও চাতলাপে যে প্রোত বণে চলছে,
সেই ব্রতচারীকে কেন্দ্র করে এই সেবা উপস্থাপিত করছি।

নারীকল্যাণের বহির্ভূত সর্বোচ্চলিঙ্গের সঙ্গে কন-
কল্যাণের জাতির কলসের হস্তে মিলনের মতো, বালায়
নারী কলসের সঙ্গে ব্রতচারীর লম্বা সুবে বসিষ্ঠ।

বাঙালী মেয়ের ব্রতচারীর চক্রে আশ্রয় বহুই বেন
কই হলেও ব্রতচারীর চক্রে ব্রতচারীর আশ্রয়

কথা, আশ্রয়, ব্রতচারী প্রভৃতি নারী-লক্ষ্যকে অবলম্বন
করেই একদিন ব্রতচারীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

“প্রাণের কালের কণ গ” বইএ বস মশায় লিখেছিলেন
নারী যদি নাহি পায় মুক্তি ও শিল্প,

যত্নও লাভের লবে দিবে ক'রা বীজ।”

এই উপলক্ষ্যে মূল ছিলেন তাঁর লবলিঙ্গী। যাঁহ
পড়ায় শুক্লপে তাঁর বিকাশের সাহায্য করেছিলেন তিনিই।

“লবলিঙ্গলিঙ্গী” নামক বইএ বস মশায় লিখেছেন—“আমি
তখন বিলাত হ'তে স্ত্রীপ্রভাবের সিঁড়িগার; সাহেবিয়ানার
ক'টো আমাতে তখন পুরোহিত্যের বিস্তার।.....দেখা
আমাকে তিনি আমার বাড়ীতে বসে তুলেছিলেন

চরিত্রপূত বাবড়ীর ব্যাখ্যারে আমি তাঁর কাছেই শিক্ষালাভ করেছি।”

শাস্তিকারক পুণ্যকার হ'তে আরম্ভ করে পুণ্যের ওচনরে মখে নারীকে পুণ্য হ'তে বর্ষ করে সেখানোর বীড়িটাই বেন খেঁচি কোরে নতরে পড়ে। কিন্তু ছোট্ট খেকে আরম্ভ করে মেয়েদের মহিমাযিত্যন্তে দেবার পরিচয় তাঁর লেখা “ভক্তার বীড়ী”র ভক্তার মধ্যেও ছোট্ট উঠেছে দেখতে পাই—

“বপলা, চিনি, জুলো,

আর যা' কিছু ভালো—

তাই দিয়ে হয় ছোট্ট ছোট্ট বেয়েমা সব তৈরি।”

‘এই যা’ কিছু ভালো: তাই নিয়েই গুণ পলকপল এসিয়ে চলতে হ'বে বেয়েমের। আর তবেই সাথে সাথে পুণ্যবেরক মজলার-পথে নিয়ে যাবার সুবিধা হ'বে। ব্রতচারীর পন-মান্য-প্রণয়নের মধ্যে রয়েছে এট শিক্ষা—“বিশদ বাবার জবাব না”, “কোমল হয়েও গলিব না”; কারণ তা' না হ'লে সেই দুর্বলতার প্রযোগ নেবে দুঃখান্বিত। ব্রতচারীর গানেও পাই—

“লক্ষী বেবার চাকেন আনন,

দুর্নীতি কে করবে ধমন

অত্যাচারীর উগ্র প্রতাপ নিত্য সেবার

যায় যে বেড়ে।”

ব্রতচারী চায়—নারীকে সর্বগুণাধিত। বলাপনয়ীধনে বেখেতে। তাঁর মধ্যে যেমন থাকবে বিশ্বজোড়ক্লেশের ছটা তেমনই থাকবে মহাপ্রাণ। বহুপ্রাণ নারীর উত্তরবেই মদ্র ধরণ করেন মহাপুণ্য। অসুখমিনীওই হলেন, বেবসেনাপতি কার্তিকের জননী। তাই ব্রতচারী গায়—

“শক্তি বিহীন যাহেও ছেলে,

লবল কাজে যায় যে বেয়ে।”

এই কথাই মনে পড়ে চিতোরের উদ্ধারকারী রাণা হামির এর কথা। সেদিন আহেরিভা উৎসবে বা'র হয়েছেন চিতোরের বুঝাখ উজ্জিন: আর বাহুপুত যোদ্ধারা: একটা বহুত লুকিয়ে রয়েছে কেতের মধ্যে, তাঁকে কিছু-তেই ধব করতে না দেবে সকলে নিরুৎসাহ। এমন সময়

এক বাহুপুত বন্দী একটা ছোট পাখ উলড়ে তার এক মূখ দু'চোলাে করে, তাই দিয়ে সেট বহুহকে ধিবে সকলকে জয়িত করে গিলেন। যোদ্ধারা লম্বার সময় কেবোব মূখে বেগলেন যে সেই বন্দী মাঝার দুপের ওলদী আর দু'হাতে দুটো। দুর্ভাগ্য মহিষের মড়ি খবে নিয়ে মাচ্ছেন। তাঁর শক্তি শরীকার তত উজ্জিন: একজন যোদ্ধাকে তাঁর দিকে ছোবে যোদ্ধা দুটোরে খেতে বসেন। বন্দী বিশ্বাস্য খিচিলিত না হয়ে একটা মহিষকে সেই যোদ্ধ-লওঘায়েব উপর এসে গিলেন। দুহুর্ন্ত মধ্যে যোদ্ধা আর যোদ্ধ-লওঘার দু'জনই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ইনিই বাহুপুত বীরপ্র-গণ্য হামিরের জননী।

মেয়েদের হ'তে হ'বে এমন শক্তিভণ্ড। কিন্তু কর্তৃণা নয়; আচরণে নয়, চোরাগায়ও নয়। মাহুদের সৌন্দর্যের মূল কেন্দ্র তাঁর বাহ্যে। সাম লম্বার ভিত্তর দিয়ে আসে কল্পিততা। ছুয়া হয়ে জীবন বাস্তা নির্বাহ করতে হ'লে, পানীর শিকার বিষমকলি অবতটই যেনে চলা উচিত। ব্রত-চারীর নিম্নে রয়েছে—

“বেলাদুলা, ব্যায়ামে বা নৃত্য,

পারিতে কিছু প্রম নিত্য,

ব্রতচারীর অগ্র প্রত্য।”

আবার “বায়াম, ক্রীড়ার প্রবর্তনের” সাথে পাখে নারী-ব্রতচারীর পণ চল—“বিনে নয় আচরণ”।

বেবমখির পরিকার-পরিচয় করা হয় তাঁর বিগ্রহকে পূজা করবার ভ্রম। মাহু:বর শরীর পে'র বকস ভাল না রাখলে তাঁর মনও ভাল থাকে না। এই শরীর ভাল রাখার জন্তে মেয়েদের মধ্যে ছদ্মসর নৃত্য বেন অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সে নৃত্য পাখ লম্বার বক্তব্য হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের ভ্রম না হয়ে লবল ভাবে লবল সরল হরের সাথে সাধাসিধা বৈদম্বিন কাজের মতো হওয়াই প্রার্থনীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রচার এদেশের মেয়েদের খেলাধুলার অসুখিনের ব্যাখ্যা করা হয়। বেশ বিদেশের নারী গ্রন্থ করবার পূর্বে আমাংগের জাতীয়তার উপর ভিত্তি করে যেদেশের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই লবল বিশদ গুণে সযুক্ত হয়ে আছে ব্রতচারীর নৃত্য; আর তাঁর গুরুত

দেশের সকল কবির লগ্নি বহুদূরে, যাহাদের কাছে হইবে
মতি দ্রিয়।

স্বাম্যন্ত লেখিকা কণপ্রভা ভাট্টী “বাংলায় নক্তি”
পরিচায় “নক্তি চর্চা ও নারী” গ্রন্থে, বৈদিক ও মানসিক
দৃষ্টির ভিত্তিতে বহুবিধ নক্তি ব্রতচারী নিকা যে অতুলনীয়
—একথা স্বন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। “লোক দেবক”
নৈমিত্তিক প্রকাশিত “মেঘেরে শরীর চর্চা” গ্রন্থেও বিদ্যুৎ
ইন্দ্রজ্যোতি তটীচাৰ্য্যও মেঘেরে নিকাও ভিত্তি “ব্রতচারী
নিকা”র প্রয়োজনীয়তাও কথা বলেছেন।

আরওকথ্যানী নীলমণি গঙ্গা তাঁর মেঘেরে ব্যাখ্যায়,
‘বা’ ও পৌষ “বই-এ লিখেছেন”—নৃত্য মেঘেরে
নক্তি আনন্দময়ক ব্যাখ্যায়। তন্মধ্যে স্বর্গীয় গুরুস্বর স্বত
(গুরুভা) প্রবর্তিত ব্রতচারী নৃত্য আর কলা নৃত্য।
ব্রতচারী-নৃত্য আনন্দময়ক ও বাহ্যিক অঙ্গচালনা, যে

কোন বংশের মেঘের উপযোগী; ‘এক’ বলা নৃত্য
ব্যোমযুক্ত নয়।

“লগ্নোত্তমলিনী নারী স্বকল” প্রতিষ্ঠানের অন্ততম
পতিভালিকা এবং প্রচুর স্বত মহাপ্রবোধ পুস্তক প্রায়ই স্বত
সংগ্রহণ, মহিলাদের ভিত্তি প্রতি কলস এই প্রতিষ্ঠানে
ব্রতচারী নিকাও ব্যাখ্যা করে এক মহৎ কার্যই করে
চলেছেন।

ব্রতচারীর গানের সাথে সাথে আনন্দও তাই বলতে
চাই—

“নাথের ভাবের নৃতি দেবে,

নরতো, বাহ্য-পথের বিস্তার হবে

চক্র ভোগের ঠেলেবে কে রে?”

আনন্দময় বাদ্যলীলাভিত্তিক আনন্দপ্রতিষ্ঠিত করতে হ’লে
চাই আনন্দ জননী।

দীপ নিভে গেল

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

সিমান্তর নুকে মাথা বেধে উজ্জলিত করার ভেত্রে ভেত্রে
মুখেতে লাগল কুসল। কোলে তার মৃত শিশু।

ছমাসের ছুটি স্বপ্ন সন্ধান। চলে ও ঘরে।

সুখী, টাংগের কণার মত সুইস সুইসে। টানা টানা
চোখ, টুকটুকে কোমল টোট, মাথা-চর। টাক-টাকা
কৌকুদানো কালো চুলের রাগ।

হিমালয় স্বপ্ন নয়, বং তার কালোই বলা যায়।

ওবে চোখের মেঘের মত। সুখী, বসি গঠন,
কণাটিক, যাকে কল স্বপ্ন স্বপ্ন।

সেই আশ্রয়তে ধরতে গেল কুসল ছোট, মোঘের
পুস্তক একটি হিমালয়ের বিরাট শরীরের কাছে।

জ্যোৎস্নার মত নরম মোঘের তার পাএব, বাংলার
ভাল নুকে মেঘের মত বেড়ে ওঠা একটি লতের লক্ষ
ধানের শিব।

কীপ সেরেতাটি মুহূর্ত তার মত মোঘের নবীন ধানের
মতীর মতই কোমল হৃদয় কোমল স্নেহে উঠবে।

বিচানার দুই পাশে দুই শিশুর নিম্নে নিম্না স্বপ্ন কুসল
স্বপ্নে পাশের উপরে থাকে হিমালয়। পাছে কুসল
ঘোরের গড়িয়ে যাটিতে পড়ে লবণ হয় এই অপরিসৃত কণ-
প্রাণ স্বপ্ন সন্ধান ছুটি, তাই কুসল তার শয্যার স্বপ্ন
করেছে মেঘের উপর।

ভোয়ের বেলা অজান্তার মেঘেরি গায় হাত পড়তেই
চুকে উঠে কল।

স্বাশ শরীরের মধ্যে গিরে একটা কুসল-শিশুর স্বপ্নবোধ
হবে গেল। ছোট, একতাল বসকের টুকরা নেন।

ছোট শিশুরের বস।

হাতপাগুলি নেড়েফেড়ে, চোখ টেনে, টোট টেনে,
মাথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘুরিয়ে কীরে উঠল কুসল।

‘জো, একি হল আমার সুখ’—।

আর্তনাদ জ্ঞান ছুটে এল হিমালয়। এসে ব্যাখ্যায়
বেধে পাথর হতে গেল কুসল-কণের মত। ছোট শিশুর
স্বপ্ন-বোধের মত আশ্রয়ের মত নরম লাল পাশ।

টিক খেন কেউ খালিগেয়ে কোরে হত্যা কয়েচে ওই
মসহায নিয়ীহ পোনার পুখলীকে।

পানের বাড়ীতে থাকে অসহ্যং কাকার বড় নীলাগ্রি।

সে এনে যেখে শুনে শুধু বিস্মিতই হতে পারল, পারল
নাঃ বেগে বহুতে। খুঁজেই পেল না ওই লাল লাল ভোগা-
ভোগা হস্তাক্ষর হাসনে কোন প্রাণাধিকার জীবাবু
বালা বেঁবেছে—বাঁয়েছে ওই প্রাণাধিক পিত্তর জীবনের
পলিমাগ্নি।

শোকের খাড়া লালল নিতে হল খুশ পিত্তর অস্তিত্বটির
পজিয়ার অধিকতর মনোনিবেশ কোরে।

বীতে বীথে ধোঁকন বেড়ে উঠল।

যরায় বেড়ায় দুটো দুটি কোরে—বিত্ত তেমন সহল
বাহ্যাবলি হতে পারল না।

বোধকরি বয়স পিত্তর একটি হওবার ভগ্নট ও হয়ে বটল
চিহ্নদ্বয়, কীপয়েহ। বেগ নেই, কিন্তু হোপা-হোপা
চোঁহা—পায়ের হংএ অবদি সেই জোখটার জোলুখ নেই
আর।

মা-বাবার অত্যধিক আলগে আলগে ভ্রমারক বাহ্যিকতার
হয়ে উঠতে লাগল। ওর আঁখার বাক্য বাধতে গিয়ে
হিমাত্তকে আনতে হল কুহবডান, বিড়ালবাচ্চা, খাঁচা-জল
বকীল পাখী, লাগা খবংবে কানতোলা বগবোলা—এবনিতর
আরও কত কি।

কুহল্যা হাতে মাঝে বাগ করে, বলে—

তুমি বিন বিন মাথা বাচ্চ ছেলের। এবপর
আকাশের চাঁদ চাইবে—পারবে কি যেটাতে ওর এই
আছুরপনা?

পুঙ্খপৌষের হাসি হাসে হিমাত্ত; বলে—

ফেন, পারি না তাবছ। কত বহুরের সাধ আমারের
পূর্ণ হয়েছে ওই বাচ্চাদের কুক পেয়ে সেফি কুসে গেলে?
কত খয় মেখেছি ছুঁলে ছোট একটি প্রাণীকে ফিরে ফিরে।
ওর সাধ বেটাব না ত বেটাব কা'র?

অতীতের শোণালহিত বহনিকার ছবি ডেসে ওঠে
হুহনারই দ্রুতবেগ গজারে। গুহনই সঞ্চল করে নেয়
দীর্ঘবাল।

ছোট লালগেয়ে কেশবল এট কীলকোতি লংকমন-
নীলমণিকে নিয়ে আগার বেনা করে ভবিষ্যতের স্বপ্নশোধ।

সেদিন কুহবডান টিকলুর ঘরের কাছে গিয়ে পরিত্রাণ
চোঁতে লাগল বোঁকন। কে তার টিকলুর গলা টিপে
মেয়েছে।

জিহ্ব বেরিয়ে গেছে, চোখ দুটি টিকুর পড়ছে কোটর
থেকে—পালের পাশ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে তক্তিরে
উঠেছে।

সমস্ত মিলে ঠাণ্ডা শরু হতে গেছে বড় সাধের টিকলু।
ফেন কাঠের খেলনা।

বাঁটিতে আছতে পড়ে ঝাঁপতে লাগল বোঁকন।

তখনি তাকে শাস্য করবার ভক্ত আনা হল বকীল মা'কে
তরা হুত্বত জলাংহর।

চারিমিকে কাঠের পেছালে বাঁধা পড়ে গেছে ফেন
সহোবদের একটুখানি সজীব অংশ।

দলক উদ্ভিদে আর নানাকাতীর লকটমান মা'কে
চমৎকার রমণীর একটি ভিঁমি।

বোঁকার মুখে চাপি আরও ধরে না।

এটি ত সেগি আরও অনেক বেশী হুহর, আর বেশী
হংহাব। তাছাড়া কেমন স্বচ্ছ জল টলমূল করছে। পিত্ত-
মনের জ্বলের প্রতি একটি স্বাভাবিক আকর্ষণের ভক্ত খুঁজে
হুহলুকোরে উঠল বোঁকন।

দূরে সরে গেল টিকলুর বিতরকনিত শোকাংকণ।

হিমাত্ত আর কুহল্যা—হুহনের বিন কেটে যায় এক
হুহরকর আবেগের মধ্যে।

ফন হিমাত্তে বিপ্রহরে কাছে যায় বোঁকনকে গড়িয়ে
আন করিবে বাইরে, বেশিয়ে সয্য কাটিয়ে যের কুহল্যা।
কারো পানেই তাগের মনোযোগ বেঁধার আর অবলম্ব নেই।

দুটি কলোত-কলোতী তাগের শাবকটিকে সাধার
আঁতালে ঢেকে কুহন করে।

এখনি কোরে তাবা বীরে বীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
আত্মীয়-অননের পরিবেশ থেকে। তাগের জীবনায়ন তাগ-
নিভেয়া চিহ্নিত করে নানা রঙের কুপিল কুপিল, পটভূমিক-
ওর সনের গুহকোণ মা'র সেই অতাকোরে নাচক হং

মৃত আশ্রয়—তাহার নিজেদের একতালিকা পড়ে ওঠা অবস্থিত।

অতীতে আসে বড়। সব সহজায়, সাধনা তছনছ, কোরে বের। রায়ে যখন নীপ বাধ নিজে, সকলে বিজ্ঞানি নের শাস্ত্রিয় হুস্থির কোলে—অশ্রী দোতানি জনে অকস্মাৎ ওজা ছুটে যায় হুতলায়।

সরস্বতীর আবিষ্কার আলোতে লেগতে পার কে যেন তার বোঝনের দাসবোধ কোরে হত্যা করছে। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যায়।—

হুতলায় চেহারা সব রিমাক্সের বলিষ্ট লীষ চেহারা হাঙ্গরি সাদৃশ্য। হুতলায় তেরে চোখ দুটি মার্জনা করে—
একর মাথা আলোড়ন পড়ে—সারা গায়ে খেন অলংকারিক তার লেগে তার সাদৃশ্যলি অলঙ্কৃত হয়ে যায়।

তখন আচ্ছাদ্যেতে যেন হে অতীতটী স্বামীও মৃত সবার গিরে আশ্রয় নিল।

বলো, কোথায় তুমি? কে টুকেচে হবে, তোমার একতালিকা?—আচ্ছাদ্যিকি পাত্রেখান কোরে খেয়ে আসে। বলে দেব। বোঝনের কাছে ছুটে এসে—“মাগো” একি এসে, একি সজ্ঞান হলে অস্বাভাবিক—বলে তখন তারিখে লুটীর পড়ে বোঝনের প্রাণীনি ছোট্ট ছোট্ট উপরে।

জীবিত্যে যুগ তাকে রিমাক্সের। ছুটে নেমে আসে—তজিত সাদৃশ্য হয়ে তাকিয়ে থাকে নির্বোধের মত।

কিছু বেরিয়ে এলে, চোখদুটি উঠেচে উঠে, গল্লের গলে গিরে গড়িরে পড়েছে লাসা ছোট্ট উপাখানটিতে।

চাঁদ কি যেন পড়ে যায়। গলার মাথা গিরিয়ে লেগে লাল লাল রক্তের চাপ, চাপ, গাল—কে যেন কঠি গোথ কোরে হত্যা করেছে তাগের সিন রক্তের স্বপ্ন, লালের স্বপ্নবোধে।

স্বপ্নের তাকায় বড় নীলগিরি আসে। স্বপ্নায় কোনও সজ্ঞানবাক্য কারখানি বুঁজে যায় না। হুতলায় আসে শিঙটি যে কাবে গ্রাণ হারিয়েছিল—আম রক্তের তমলায় হুতলে তারই মোড়টি সেই একই বস্ত্র জনক ভাবে তার শাবীর কাছে কিয়ে যায়।

অতীত বটনার আঘাতে তাকায় নিজেও নিজেও কান লগছে মাথা তারিখে কেল।

এই বড়ো বস্ত্রের কোণে তখন কিয়ে আসে হুতলায়।

চোখ মেলে হুতলা দেখে স্বামীও দুটি বায় জীবিত হুকে আছে তার বুকের পরে

রিমাক্সের কোলে মাথা হেঁচকে তার মাথা।

এক ছটিকায় উঠে কেল দেব স্বামীকে—আচ্ছাদ্য কোরে ওঠে আশ্রয়—না না, তুমি আমাকে ছুঁয়োনা, তুমি—তুমিই করেছে তুমি। তুমি কোথায় ছিলে তখন। তুমি কেন ঘরেছিলে খোকার গলা টিপে—বোন?

তাকায় বুকের ওপর দেব। রিমাক্সের প্রস্তরীকৃত ঘরের দিকে চেয়ে সাধনা গিরে বলে—

যেচোখের পক্ষী বড় বেশী লেগেছে বে। তুমি কিছু যেন করিল না—অনেক লম্বা তীর আঘাতে সাদৃশ্যিকার ছটে, মাছের ওঠে পাগল হয়ে। কিছু সময়ের এলোপে সব ঠিক হয়ে যায়। তুমি কিছু অজানান কোরে থাকিল না। বুঝায় আর ছোট দিতে হবে। তীর কথায় কান না দিরে ভালবাসার ওপর গিরে হুহ কোরে তুলতে হলে ওঁর এই বিকল্প চেতনাকে।

একমাত্র লক্ষ্যের মত শোক করবার অবসর পায় না রিমাক্স। নিজের হুতলায় হুতলায় কোরে চেপে রাখে কঠিন মনোবল গিরে। পর ঘেঁহুর কাঠিরে লংগে যনের কাঠিরেও প্রবলভর হয়ে ওঠে। কিছু কিছু প্রকাশ করে না।

হুতলায় ক্রমশঃ বোঝের আচ্ছাদ্যের জালা কুলে যায়—ভোলে না সেই হুতলায় বস চাখ ছায়া আলোতে খোখা আততায়ীর লংগে স্বামীও আচ্ছাদ্য সাদৃশ্যটুকু—কিছুতেই তুলতে পারে না। স্বামীও মৃত সবার আততায়ীর সেই নিমেষ স্বস্তি আচ্ছাদ্য গ্রাণে। মাঝে মাঝে শোক অর্জিত ঘেঁহুর রিমাক্সের মুখে দিকে চেয়ে ওঁর সব গোলমাল হয়ে যায়।

স্বামী যখন কঠোর বিবলের শেষে পুঁহে কিয়ে বোঝনের পোখা পতঙ্গাশীর কাছে কাছে করে, বোঝনের পোখাক, বোঝনের বেলনাওনি নাড়া চাড়া কোতে, নিজেই আয় লংগে বোঝতে পারে না—তখন স্বামীও হুকে মাথা রেখে কৈছে কৈছে বলতে থাকে—কমা কর, কমা কর। আমি পাগল হয়ে পেরি। আমি কি যে বস্ত্র দেখলাম সেদিন। সে কথা কালের ওপর নয়, কালের কানারের নয়। অতীত কি কোরে যে দি হল,

কেউ বলতে পারল না : তাৎপর্যট সেই অশ্রুত কালরাত্রির ঘটনা তার স্মৃতির মধ্যে তোলে তুলল স্বতঃ, সেলে কেসে শেষ ঘামীকে—দুটে গিয়ে মূখ গুঁজতে পড়ে লম্বা-র উপর।

“হিম্মন্ত নিজেও চেয়ে পার না কি করে কি হল। ছোট ছোট দুটি গ্রাম একই বহুস্তর আয়তনে ঢাকা পড়ে গেল চিরদিনের ভিত্ত—তাদের লাকী টিক্‌মুকেও থাক দিল না। চিত্তা কোরে কোরে কোনই কিনারা গেল না হিম্মন্তে।

বছুর পরামর্শে কলম বাড়ী বসল। প্রথমে চলে গেল বিশেষে চাওয়া বসলাতে—পরে এসে উঠল নতুন গৃহে। আর একদিন পর মনে হল যেন ওই বাড়ীর হাট্টে হাট্টে যে অপসংসার নিঃশ্বাস লুকিয়ে ছিল তার ছোঁয়া থেকে নিশ্চিন্ত পেয়ে গেল ওরা।

কিছুদিন পর এসে বলল : ল'গে নিয়ে এসে আর একটি নতুন অভিজিৎ আরম্ভের ইংগিত।

সুখলায় কোলে আবার দেখা করে নবভাতক। পতীর মতভাবে নিজের প্রতি অভিমাত্রার বসন্ত হয়ে উঠল সুখলা। নিজেই নিজের পরিচয় কোঁচবে বাজকে কুঁতে চেয়েনা পতীর, কালকে তৈরী করতে চেয়ে না বাবার। নিজের তৈরী বাবার খেতে লাগল যখন কোঁচতে লাগল চির লম্বা। হিম্মন্তের আনা কোনও জিনিষ মূখে দেবে না, কোনও গুরু থাকবে না এ যেন ওর এক বাজিকে বাজিয়ে গেল।

পতীর হাতে মৃত বিভ্রান্য রাত্রি বাপন অসহনীয় হয়ে হিম্মন্ত যদি এগিয়ে আসে আনিংগনে উল্লুং হয়ে—লতবে সরে যায় সুখলা।

অনুহর ওই দুট বলিষ্ঠ কবচের চাপে ওর কর্ণকোষ হয়ে থাকে—জায় কীপ জীবন স্বতন্ত্র লম্বের পাগল কোঁচতে, ধরে রেখেছে ও আপন পটে, জা হয়ে বাবে দ্বির বিজিত।

সেই রাত্রির বিজীকিকার অগ্রে ক্রমে ক্রমে হীনপক্তি হুঁতে থাকল সুখলা।

আর অভিমানে আক্ষেপে তীব্র আলোর অন্তরে লাগল হিম্মন্তের পিতৃহৃদয়।

কেন এমন হল? কি ভাবের অগ্নি দেখল সুখলা যে বামীর প্রতি তার মূখ : সিনে সিনে তীব্রতর হয়ে উঠতে?

পরপর দুটি লম্বানের অতিক্রম সূত্রেতে যে আঘাত পেয়েছে ওনাই সুখলা, ভরক হয়ে হিম্মন্তকেও কি সেই আঘাতই বুক পেতে নিতে চর নি? হাতে হাতে তার প্রেমময়ী বীর হতাবা সহধর্মীণীর পার্শ্বপরিচয় কথা বলে বিস্তৃত হয়ে যায় সে। সুখলায় আত্মিক তার প্রকৃতির লম্বতে মনে মনে আলোচনা কোঁচবে এক এক সময়ে কঠিন তাবে আঘাত দিয়ে গর্ভাঘাত কোঁচবে হিটে ইচ্ছে করে তার কোঁচল আত্মনগ্ন হৃদয়টাকে।

সিন কেটে যায়। আকাংক্ষিত সময়টি ক্রমে কাঁচে আসতে থাকে। আর মাত্র দুই মাস বাকী আছে।

সুখলা পূর্বপাক তুলে গিয়ে নতুনই অভ্যর্থনাও তর সর্বস্বই নিজেও লচেনে রাখে।

কিছু পতীর বচ তুলল। দেখে সিনতুলি গ্রাহ করেই কানিয়ে দেয়। যাতে নিজের পরিচয় আর লুকি নেই।

যাও হয়েই দেখে তার তুলে নিতে চর হিম্মন্তের হাতে। এমন অশ্রু সে আর আগের মত লম্বিত-মনা নেই।

সত্যানন্দের আনন্দে সে বিমূর্ত হয়েই পূর্বস্মৃতি—
—কথা চেয়েছে বার বার হিম্মন্তের কাছে—তাকে অনবরত অপসংসার দেওয়ার ভিত্ত। লম্বার যাত্রা যানিকটা লম্ব হুঁ এসেছে—আবহাওয়ার গুহর তার কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে বসিনা বাতাল।……

সত্যার একজন্ম বজ্রীপদা ও বেলতুলের মালা নিয়ে মিতমূখ হয়ে চুল হিম্মন্তে।

বিভ্রান্য মিলে রয়েছে সুখলা। আগের মাতৃবেদা উল্লস আভার মূখনি তার উজ্জ্বলিত।

‘একি, এত মূল কেন হঠাৎ। যা, কি লম্বার মালা গলি।’ আনন্দে হাত বাড়িয়ে দিল সুখলা।

না যদি পরিবে দেয়।

পতীর লম্বা মালা পরিবে দিল, কবরীতে জড়িয়ে সিন কৃষ্ণকলিকার স্মৃতি আঁচল।

একটা গুটি মাদিক ২৪০, ৪৫০ দুই। শাখার ৩৩
পাইবাছেন।

কলিকাতার নৃত্য মহিলা লি, এচ, ডি,

শ্রীমতী যমুনী বার (যোবা) এম, এল-পি, যোগেশ্বর
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হস্টেলে বিজ্ঞানের সংবেদনায় লজ
পি, এচ, ডি, ডিগ্রী পাইবাছেন। তাঁহার সংবেদনায়
পরীক্ষকদের মধ্যে বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ জুবলজ কিং খুব
প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত ডাঃ বাবলারী বেলের
ঘোষের কণা ও এচ, এন, ডায় আই, সি, এল, এর পরী।

চীনে ছাত্র ও শিক্ষকদের সাংস্কৃতিক মিলনে যমুনী

ভারত যাবন হওয়াতে বাবীন দেশের শিক্ষা ও
সাংস্কৃতিক চারের আশান প্রদান উত্তর উত্তর গুটি পাইতেছে
এবং প্রতিবেশী বাটুলির সঠিত সাংস্কৃতিক সামাজিক
বন্ধন গুটি পাইতেছে। গত সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসে
১০০টি অধ্যাপক ও ২০০টি ছাত্রছাত্রী লইয়া গঠিত ছাত্র-
শিক্ষক সাংস্কৃতিক মিলন দিকিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গমন করেন।
ভারত সরকার এই সম্মেলন গঠিত করেন, যেখানে বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সি, সি, বামস্বামী নেতৃত্ব
করেন। বামস্বামী পেরী নামক ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ
হুমতি কুমার চাটাজি। এই সম্মেলন বিশ্বভারতীর ছাত্রী
শ্রীমতী এ, বাবুলু এম, এ, এবং কলিকাতার ছাত্রী কুমারী
সম্মা চট্টোপাধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিকিঃ,
কালটন, হংকং, হুকং, কানকিং, সাংগাই, হাংজাট,
বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রীদের মধ্যে খুব প্রভাব
বিতার করিয়াছে বিশেষতঃ ব্রীজী সাহিত্য ও শিল্পের।
দিকিঃ চীনের প্রধান মহতী এক বিরাট বাজ চোকে এবং
যাত্রার কান ইংরেজ সেন এক যথাক্রমে চোকে ছাত্রীদের
আপ্যায়ন ও প্রশংসা করেন। শ্রীমতী বাবুলু চীনা ভাষায়
বক্তৃতা দিয়া চীনাধারীদের চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন।

ভারতে ব্যাভাঙ্ক

চীনের বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের জাতীয় গণপরিষদের
তাইল মোহাম্মান শ্রীমতী জুং-চীং-লিং (তিনি ম্যাডাম
সাং ইয়াং সেন নামে পরিচিত) জিম্মার হায়ে ভায়র
সময়কালে কলিকাতার গভঃগমন করেন। ইংরেজ-চীন
ফেলোশিপ্-এসোসিয়েশন ভাষাতে সম্বন্ধনা করেন। সম্মান

তিনি বাংলা ও কলিকাতার যুবক ও যুবতীদের আয়োজনাৎ
লড়াইয়ের মুক্ততা ও নিখাতনেও প্রশংসা করেন। দিকিঃ-
চীনি ভাই ভাই বলিয়া তাকান করেন। সাং ইয়াং সেন
বালিকা অথবা চট্টে আয়েমিতোয় শিকিত ও যৌকিত
জ্ঞানপি তিনি যে হ্যাগ, মিথ্যাতন করে চীনের আনন্দতা
সংগ্রামে যুগে যুগে ইহন জুগিয়েছেন তাহা বিশ্বের নারী-
সমাজে চিত্রস্বপ্নী, বহুদী ও অসুখবদীর হইয়া থাকিবে।
তাঁহার ভবিষ্যতায় চ্যাং-কাই-সেক এক সময় জাপানের
বিরুদ্ধে আনন্দতা হকার লড়াইয়ে বিশেষ অগ্রগ্রেহণা
যোগাইয়া ছিলেন এবং ভারত ভ্রমণও করিয়া গিয়াছিলেন।
কলিকাতার লগোজমিনী নারী শিক্ষা সমিতি, ভারত
নারী সংঘ, আদি মহিলা প্রতিষ্ঠান, সাবানা প্রভা ইত্য
এম, এল, দিব নেতৃত্বে সম্বন্ধনা জানান।

ইংরেজী সাহিত্যে নৃত্য মহিলা ডি, কিল

ইংরেজদের বাটুলারের বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষ
দেশপ্রেমিকতার আওতে ইংরেজী শিক্ষার আদর যখন
করিয়া যাঁতেছে তখন বাটুলার মেয়ে শ্রীমতী গাহরী
জুং বার ডি, কিল উপাধি "সংস্কৃত মার্কিন বার" বিহ
ইংরেজিতে সংবেদনঃ লিখিতঃ কৃতিত্বের সঠিত উপাধি
লাভ করিয়া হস্ত পাইবাছেন। লিডারপুল ও লীডল
বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক তাঁহার সংবেদনা পরীক্ষা
করিয়া উচ্চশিত প্রশংসা করিয়াছেন।

বিশ্বমাতৃ সংশ্লেষণের বন্ধ মহিলা প্রতিমি

লোহান সময়ে এয়া বিশ্বমাতৃ সংশ্লেষণের বিরাট
অধিবেশন হয়। ভারত হস্টেলে বিভিন্ন গাটের ৩০টি মহিলা
তাঁহাতে যোগদান করেন। তাহ মধ্যে শ্রীমতী জুংবা সেন
গুপ্ত, ডাঃ বৈষ্ণবী দেবী, এ-এল-এ, শ্রীমতী মণিহুতলা
সেন এম, এল, এ বর্ণিতা সম্মেলন যান। বর্ণিতার ছেলে
মেয়েরা স্থলে ও চুখাতে ভারতের সাংসদকে জুলিয়ে
দিয়েছে সব ভেদ। মণিহুতলার নেতৃত্বে "বন বাজ
পুষ্পজা"—গান গাছিলেন লজজ হেননে লজল লল নারী,
ছেলে মেয়ে আনন্দে নাচিয়া উটিল—গাংবীর নারীর
কর্তে কপের ভাতীর লজা "মোমের লজাটো বোং"
গাথিতে গিয়া বিদিত হেননট উৎসব হইয়া উটিল।
এমনই করিয়া লজা বিদিত হইল।

কষ্টপূর্ণ পুজিকা বিতরণের ও ঘন ঘন মাইক দ্বারা অক্লান্তভাবে কোন কার্যনা করেন নাই। তথাপি আমাদের সামনেই যেরূপের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া রাখার শেষ দিন লাগিলোক ঝাঁকড়াইয়া যান। পুলিশ সহজ হাতবোঝা করিয়া যার যার অল্পবোধ করে ছুটপাথে উঠিতে। কিন্তু কোন কল হয় না। তবে পুলিশের সঙ্গে কৃত্তিগের কথা এট, যে, কোথাও একটুকু বল প্রয়োগ করা হয় নাই। পুলিশ বাৎসর্য জানাইয়াছে শুধু নাই! উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের মূলেও এই কথা। কার হুকুম নাই? তা বলে নাই কেহ। যারই হুকুম হোক, আমাদের মনে হয় প্রথম হইতেই যদি দৃঢ়তার সহিত শৃঙ্খলা বন্ধ করা হইত, কারোকেও শেখা নাহিত যেওনা না হইত, তা হইলে সমস্তই শেষ পর্যন্ত পোষণোষণ হইত না এবং শৃঙ্খলা বন্ধ পাইত। মুক্তাভাষ্যবাহু ক্রীট ও চিত্তব্রজন এতিনিউ সংযোগস্থল হইতে রূপ নেতাধরকে পুলিশের ঢাকা পাড়ীতে লইয়া বাইথার প্রয়োজন হইত না। বিশেষ প্যাবেজ গ্রাউন্ডে শৃঙ্খলা ছিল।

এটা বেশ বারিধের দিক বারিধের দিক হইতে আরও একটা জিনিষ অস্তর স্পর্শ করিবার মত। সেটা হইতেছে, বিশেষ প্যাবেজ গ্রাউন্ডের বিশুল জনতা। আমরা কোন্ ছাত্র, প্রিন্সেপের মত সহজমুগ্ধ, নেতাও জনতার বিশালতার স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং যৌকার করিয়াছিলেন, একজন ভীতি ভীতি আর বধনও দেখেন নাই। এই জনতার আচরণ সর্বত্রই উদ্ভব হইয়াছিল।

বিশেষ প্যাবেজ গ্রাউন্ডে বৃন্দামিন কোন ভাবও ঘেন নাই। বৃন্দা ঘনে মেঘের ঘরণের কর্তৃক প্রবৃত্ত হানপত্র-উপহারটি বৃন্দা বৃন্দা চারিদিকে বেধাইতেছিলেন ও নিম্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছিলেন। কিন্তু ক্রান্তে যে বক্তৃতা ঘেন, সমগ্র ভারতে-একম সঞ্চিত বক্তৃতা আর কোথাও ঘেন নাই। মুক্তাভাষ্যবাহু (মুক্তাভাষ্যবাহু) ও কলিকাতার অবস্থানেও কথা বিশেষ-কর্তৃক প্রবেশ করেন। তিনি এই আশাস তেন, বিশেষের দিনও হানিষা

ভারতের বক্তৃতা করিবে। অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সমস্যোত্তরকথাও বলেন। কিন্তু ভারতে অস্ত্রাভ্যাসে ঘেনন করিয়াছেন কোথাও কোন বিশেষী। শক্তিকে আক্রমণ করিয়া কথা বলেন নাই—বড়িও গোরা ও কান্ধীর চারতের অংশ বনিয়া ক্রান্তে অগ্রিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তথাপি এত লম্বতভাবে কথা বলা ক্রান্তেই থাকেই নয়।

অব্যবহিত পরে প্রিন্সেপ যে বক্তৃতা বলেন, তাও প্রদর্শনযোগ্য। কারণ, তাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, ভারত বিশ্বশক্তি চার এবং কোন জাতির বা দেশের প্রতিই তাঁর বিশ্বাস নাই; সহ-অভিযে বিশ্বালী বনিয়াই লে সকল দেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী।

এই কথা জোর দিয়া বনিয়ার বহুবার ছিল। কারণ, রূপ নেতাধরও পদার্পণ অবধি অনেক পাকাত্য। মহলে মনো-বিকারের কারণ ঘটাইয়াছিল এবং এমন কথাও প্রচাষিত হইতেছিল যে ভারত কমিউনিষ্ট বলে যোগ দিয়াছে। তাহা যে বিশ্বাস, প্রধান মন্ত্রীর মূখে উচ্চারিত হওয়ার ভাল হইয়াছে।

রূপ-নেতাধর ভারত পরিভ্রমণের-কল ভাল হইবে এ লইয়া নানা ভয়না কল্পনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চক্ষুমান ব্যক্তি মাঝেই বুঝিতে পারিবেন, শুধু লোক-বল বা অস্ত্রের সাহায্য দ্বারা কোন দেশ বড় হইতে পারে না। এর ভিতরে নিজের সম্পদ বা পার্শ্বকেন্দ্র, যন্ত্র শক্তিদানী দেশের বক্তৃতাও তার সঙ্গে নিম্নের। ভারতকে প্রমাণ করিতে হইবে, তার বক্তৃতা বাগ্মনই সকল দেশের সঙ্গে গাথা। গেলিন এখনও অনেক কিছু করা বাকী আছে।

যিতীয়তঃ, আভিকার পাকাত্য উদ্যোগের প্রীতি দীর্ঘকালের দ্বিগুণে বড় জিনিষ নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসহ্যুগারে শত্রু-মিত্র এবং মিত্র-শত্রু হয়। তবে মাথবা মূখে যে নিরপেক্ষ ব্যক্তিবার নীতি পর পর ঘোষণা করিতেছি, কাজে তা বন্ধা করা কোন কোন সময়ে কঠিন হইতে পারে। সেই সময়ের অস্ত্র আমাদের প্রকৃত বলাপকরাই বক্তৃতা বাড়িয়া লইবার শক্তির উপর আমাদের বানীভার দ্বাৰ্য্য নির্ভর করে।

ਸਰਾਭ ਨਲਿਨੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤਿ ਸਸਿਤਿ

একত্রিংশ বার্ষিক উৎসব, ১৯৫৬

[illegible][illegible]

সমাজ নবীরা নারী মঙ্গল সমিতির প্রায় সমাজ কল্যাণকর
 প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আবার বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করি—
 এবং এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভূতিও আমাদের কাষ। দেশের
 অবস্থামতো এই প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন বিভাগ খোঁসা
 হইতেছে এবং শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীরা ঘাঘাতে
 উপার্জন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণশ্রেণী খোলা
 হইয়াছে। অতঃপর প্রধান অতিথি, সভাপতি ও সববেত
 সবসঙ্গে তিনি প্রস্তাব প্রদান করেন। শ্রদ্ধাভঙ্গীর মাননীয়
 রাজ্যপাল জাঃ হুসেন মুবার মুবার্জি এই অশ্রুধানে
 সভাপতিত্ব ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী বকরালা মুবার্জি বিশ্র
 প্রেরণী উদ্বোধন করিবেন স্থির ছিল। কিন্তু মাননীয়
 রাজ্যপাল অসুস্থতার তত্ত্ব অশ্রুধানে যোগদান করিতে
 পারেন নাই। সেজ্জী প্রতিমা দিবা শেষ দুইটুকু শুক
 হাতিয় গ্রন্থে সমুদ্রি জানাইয়া এবং সভার কার্য পরিচালনা
 করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার যে অশ্রুবাণ প্রদর্শন
 করিয়াছেন, তৎপ্রতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে
 কৃতজ্ঞতা ও বক্তব্য প্রদান করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক। শ্রীমতী মলিকা গুপ্ত। মহোদয় মলিনী
সমিতির সংশ্লিষ্ট বাহ্যিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন।

প্রধান অতিথিঃ ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস
কমিটি'র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন,—“বঙ্গের
আন্দোলনের যুগে কর্মীরা যখন তৎকালীন সরকারের
আগাধ হানাহ কষ্ট ব্যাপ্ত হইল, তখন যুব কম লোককে
গড়ার কথা ভাবিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলিতেন, শুধু
ভালিলেই হইবে না, পড়িতেও হইবে, তখন অনেকেই
এ কথা বর্ণনাও করেন নাই; কিন্তু আজ আমরা
বুঝিতেছি—গড়ার কাজ কত গুরু কাজ। বঙ্গীরা সত্যের
নিনী বঙ্গের আন্দোলনের কাজে যোগদান করেন নাই
কিন্তু তাহার চাইতেও কঠিনতর কাজ গঠন করার কাজে
নিজেকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা
হেদের ও সমাজের পক্ষে আর্থিক স্থানীয়; কর্ণের প্রতি
নিষ্ঠা কর্মীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। লক্ষ্যকক্ষে কর্ণে নিষ্ঠা
আনিতে চাইবে, ইহা দ্রিষ্ট দেশ বা আশ্রিত উচিত লোক
এক সময়ে না। বঙ্গের গুরুতর কষ্ট ছিলেন যারই কর্মী

তিনি নিজের পরিচয় যেন—এক সম্প্রদায় কর্তৃক 'সর্বোচ্চ নলিনী' হইবেন। তিনি প্রত্যেক বছরে তিন বার একবার করে পড়াশোনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগঠিত পত্রী শির দ্বারা সচিব কার্যে পত্রী কখনোই পরিচয় দেয়। যে কখনো পূর্বে ছিল এবং বিদেশী শাসনে ও যোগে বিস্তৃত পত্রিকাগুলি আদৌ ভারতে তাহা পুনঃ প্রবর্তন করিতে হইবে। 'সর্বোচ্চ নলিনী' মাতা মঙ্গল সমিতির মার প্রতিনিধির বেশে ও সমাজের উন্নতি করে বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই প্রতিনিধির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।"

এই ক্ষেত্রের বহিরাব, অপরূপ ১০০ বটিকা পুরকার বিতরণ ও বার্ষিক "সর্বোচ্চ নলিনী বক্তৃতা" হয়। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প বিভাগের অধিকর্তা সিরোভক্ত চক্রে ভট্টাচার্য এই অঙ্গীকারে সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তৃতায় যোগদান করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ বিতরণ করেন।

বার্ষিক "সর্বোচ্চ নলিনী বক্তৃতা" শ্রীমতী বাখারি দেবী "বর্তমান কালের মাতা" লব্ধে এক তথ্যমূলক ও যথোক্ত ভাষণ দেন। "বর্তমানের" অপরূপ সংখ্যার প্রকাশকারে উক্ত বক্তৃতা প্রকাশ করা হইবে।

সভাপতির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প বিভাগের অধিকর্তা সিরোভক্ত ভট্টাচার্য বলেন যে, "সর্বোচ্চ নলিনী প্রতিনিধির মধ্যে প্রকাশিত আদায় সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ। এই প্রতিনিধির উন্নতি ও কার্যের প্রসারতা আদায়েরও কামনা।

বাংলাদেশ উন্নয়ন উপদেষ্টা অপরূপ ২ বটিকা প্রাক্তন হাজীরা এক প্রতিনিধির মতো ব্যবস্থা করা হয়। প্রাক্তন হাজীরা অনেক এই সম্মেলনে যোগদান করেন ও যোগাযোগের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করেন।

এই ক্ষেত্রের অপরূপ ৩ বটিকা বক্তৃতা মহিলা সমিতি প্রতিনিধির এক সম্মেলন অঙ্গীকার হয়। অঙ্গীকারে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী বিনা গুপ্তা। ২৪টি মহিলা সমিতির প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সমিতির কার্যাবলী ও সুবিধা অঙ্গীকার বিধির বিস্তারিত আলোচনা হয়।

১০ই ক্ষেত্রের পঞ্চাশ ৮ বটিকা হাজারি মাহাযোগে সিরোভক্ত পঞ্চাশ-সংখ্যার জীবনী ও সংগঠন মূলক কাজের অঙ্গীকার করি মাহাযোগে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা করেন কল্প সমিতির প্রচারক সিরোভক্ত লাল গোস্বামী।

শিল্প প্রদর্শনী

বাংলাদেশ উন্নয়ন উপদেষ্টা সমিতি ৩৭নং এক শিল্প প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়। সর্বোচ্চ নলিনী শিল্প ও ট্রেসিং বিভাগের প্রদত্ত পিত্তরূপ এই প্রদর্শনীতে যোগদান হয়। এতদতিরিক্ত নকশা মহিলা সমিতি হইতে নিম্নলিখিত ২০টি মহিলা সমিতি শিল্পরূপে ৪০ প্রদর্শনীতে যোগদান করে— ১। কাটিয়া, ২। কাচকাপা, ৩। কাচকাপা, ৪। নৈহাটী বেলগে, ৫। নৈহাটী সেন্ট্রাল ক্লাব, ৬। হাওড়া বেলগে, ৭। বাটগা, ৮। ময়মনসিংহ, ৯। গাজী কলোনি, ১০। মিমরা, ১১। হজি কলিকাতা, ১২। হাটুগু, ১৩। লাল বাগান, ১৪। শ্রীমতী, ১৫। চাচর, ১৬। লেনরিয়া, ১৭। শ্রীমতী, ১৮। রহতা, ১৯। কাটুগু, ২০। পুরী।

মহিলা সমিতি সমূহের প্রদত্ত পিত্তরূপের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩টি কাজের মত শ্রীমতী মহিলা সমিতির পিত্তরূপের কাজের মত শ্রীমতী ৪০০ মত প্রদত্ত "সর্বোচ্চ নলিনী বক্তৃতা" পুরকার দেওয়া হয়।

সমগ্র প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপের মত সর্বোচ্চ নলিনী শিল্প বিভাগের বাংলা কাজের মত সমিতির সভাপতি ও ভারতের আইন সচিব মাননীয় সিরোভক্ত বিলাস প্রসাদ পুরকার দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ নলিনী শিল্প বিভাগের পিত্তরূপ উপর নকশার কাজের মত শ্রীমতী ৪০০ মত প্রদত্ত "সর্বোচ্চ নলিনী বক্তৃতা" পুরকার দেওয়া হয়।

মাকুদল ও শিল্পমল কেন্দ্র

স্বাধীন প্রযুক্তি ও শিল্পের চিকিৎসার মত উপদেষ্টা কেন্দ্র পত সেন্ট্রাল মাসে খোলা হয়। এই কেন্দ্রে বিনামূল্যে প্রযুক্তি ও শিল্পের চিকিৎসা করা হয়। একজন এন্. বি. জি. বি. ও. মহিলা জাকার ও একজন এন্. বি. জাকার চিকিৎসার মত নিযুক্ত আছেন। এতদতিরিক্ত একজন কম্পাউটার, একজন নার্স ও একজন আর্থ ও কাম করিয়েছে। চিকিৎসার মত প্রযুক্তি ও শিল্পের মত উপদেষ্টার বৃদ্ধি পাইতেছে।

পত ৩০নং হাজারি মাহাযোগের বিলাস উপদেষ্টা কেন্দ্রের নিম্নলিখিত চিকিৎসার ৬০টি শিল্প ও অর্ধ ১২ বৎসর মাস ২, ১০টি শিল্প ও মাস ২ বিতরণ করা হয়।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীকমলা দেবী

তারা ব্রত

প্রভাবতী ভট্টাচার্য্য

আমি কাল হ'তে প্রকৃতির পূজা করে চলেছি
নাওতর্ক। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ, জল ও পুষ্কিমা
পাশে সবসময় ভাবভীরে মিশতে দেখতে-কাণে
শ্রবণেই তো। আবারে পৃথিবী পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে—জলে-কলে
ন পত্র সম্পর্কে। তাই :—

“মরিতে চাহিনা আমি এ ক্ষুদ্র-ভূমনি।”

আধুনিক যুগের মানুষ অতিমাত্রায় ব্যস্ত। হ'য়ে
পড়ে। মন ও বস্তুনিষ্ঠ সাহায্যে তাইরাত্তর আরেং
চেড়ে তারা দ্রুত গবেষণায় ব্যস্ত। তাই ব্রহ্ম-পুণ্য-
সংকল্প-আরাধনা, প্রাচীনকালে যা ছিলো ভারতের প্রাণ-
স্বাভাবিক প্রাণ নিঃশেষের পথে। এর কারণ গ্রামিনী
সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা। এতে ছেলেদের বিশেষ ক্ষতি
হয়। হলেও আমরা যেখানে বেশ কতিপয় হচ্ছি। বিশেষ
করে ভারতীয় নারীর আর্থ ও গুণগত হ'তে আমরা সঠিক
বাড়ি অনেক হুয়ে। যা' প্রাচীনায় প্রত্যেকটি মা-ভেতন
যেমন—আত্মনির্ভর, লোকস্বার্থ-উল্লসিত-পূজার আরোহণ
ইত্যাদি আরও অনেক তা। আধুনিক যুগের অবহেলা
করে জ্ঞান করেছে। তাইই লগ্নে লগ্নে তকি নিরা ও
পরিহ্রাস ইত্যাদি আমাদের ক্ষয়রতন জনক হ'য়ে যাচ্ছে
লগ্নে।

পল্লী-গ্রামের পুণ্য-পার্বণ ও মেয়েদি ব্রত ওলোই
ও'তৌর লক্ষ্যের বিশেষ পরিচায়ক। এর ভেতর দিয়ে
তপস্বিত হ'য়েছে নিরন্তর প্রাণবাহী প্রকৃতিগত কাব্য ও
শিল্পকলা। যাকে বলি আমরা লোকস্বার্থ ও লোক-
সংস্কৃতি। এগুলোর অর্থ ও আর্থ উন্নত ও সমৃদ্ধ।

এই একটি ব্রত তারা ব্রত। তাইই হ'য়েছে বিশেষ

ভেদ। করছি তাবার মাধ্যমে-জানিনা কতটুকু সফলতা লাভ
করবে। কারণ ব্রতে তাবার প্রকাশ করা বেশ স্পষ্ট।

এ ব্রতটি বিশেষ করে পূর্ণবয়সেই অধিক প্রচলিত। যখন
মাসের প্রথম সন্ধ্যাটি হ'তে শুরু করে শেষ সন্ধ্যাটি পর্যন্ত
এক মাস করতে হয় এ ব্রত। পাঁচ বৎসর বয়সেই মেয়েরা
করে এ ব্রতের উদ্‌ঘাটন-চার বৎসর পরে হয় সমাপন।

প্রতিদিন পিটুনি দিয়ে অতিবৃত্ত করা হয় চন্দ্র সূর্য ও
মৌরমণ্ডল। আর তাদের বিয়ে আশংকা তারিফাদি।
সোলাকতি সূর্য ও অর্দ্ধাকৃতি চন্দ্রের ভেতরটি পিটুনি দিয়ে
ক্ষেপে যেওয়া হয় কিন্তু দুমিকে যাকে দুটি কান বার মধ্যে
শিল্পী অতিবৃত্ত করে নিত্য নতুন নতুন ছুঁতল আর যত্নকে
কত প্রকারের কাকতালি ঘটন ঘটুই। কখনও বা নিঃশ্রাব
বা চুড়াক অতিবৃত্ত করা হয়। যত্নের কাকতালি ঘটুই
ওঠে নিত্য নব পরিচয়। চিত্রশিল্পীর মতোই আমরা
শিল্পকে তাঁরা তখন যেন নিত্য নব নব উপাধানে। এমন কি
ব্রতী যে আগুনটিতে ঝাঁকিয়ে ব্রত করবে সেটিও আমরা
মিয়েই হয় ঘটুই। তা' ছাড়া মণ্ডলের আগে-পাশে অতিবৃত্ত
করা হয় আত্ম, চিত্রনি, শি'দুর কৌট, শাখা শাক্তি, ছাড়া
লাঠি, হাতী, খোকা, মোলা ইত্যাদি।

প্রত্যাহ বাগবার পর ব্রতী এ ব্রতটি করে। কিন্তু
সংক্রান্ত দিন সাহায্যে উপোস থেকেই ব্রত করতে হয়
তাত্ত্বিকভাবে নয় এরশ্রমবাহ্য। ব্রতী প্রথমে একটি ফুল
আগনে দিয়ে বলবে:—“আমি পুঁকি পিটুনির আগুন আবার
যেন হয় সোনার আগুন।” তাপের সেই আগুনটিতে ঝাঁকিয়ে
ফুল হতে নিয়ে বলবে:—“এক তারা—দুই তারা—এমনি
করে যোগ তারা পঞ্চম বলে—এবং:—

বোল বোল ভাৱা ভোমৰা হটক লাগি
বুজ দিহে ৰুই আনন্দ পৰাশি।
বোলাৰ আদি খোজাৰ বাট—
বাপেৰ বাঙী এসে যি ভাত বাই।

—ভাৱা পুৰি ভাৱা বদী—
ভাৱা পুৰি কী বব শেলি ?

—মহাৰ হেন বাৰী পাইলাম
কান্তিক প্ৰণেপ পুৰ পাইলাম
লক্ষী দৰমতী কৰা পাইলাম
মহা বিজয়া শালী পাইলাম
একী ভুজী মকৰ পাইলাম
বোল ব্ৰতীৰ হাতে বোল সৰা দিহা
আমি বাব ইন্দ্ৰ পুৰেৰ নাটীয়া হইহা।
চন্দ্ৰ হুইয়ে চিহা কুল

ভায়ে নিলাস ভিন কুল "

এই ব্ৰত বলে চক্ৰ পুৰা ও মনলক কুল দিহে প্ৰণাম
কৰে। ভাৱণৰ এই পট্টলিৰ ঈশ্বৰা জিন্মিৰ গুলোহে এতে
একে কুল দিহে বলৰে—আমি পুৰি পিটুলিৰ আনন্দা-ভিক্ৰম
আহাৰ বেন হে শোনাৰ বাহা আনন্দা-ভিক্ৰম। আমি পুৰি
পিটুলিৰ হাতি—আহাৰ বেন হে ভাৱা হাতী। এম'ৰি
হাৰেৰ মেটা বাতৰ কীবনে বেনম কৰে পাণ্ডা লভৰ কামনা
কৰা হুৰ তেমনি মন্ত বলে। ভাৱণৰ আহাৰ প্ৰণাম কৰে
উলু বোৰে।

হাৰ আগের লাক্ষ্মি জিন্মিৰ আনন্দা-ভিক্ৰম
বকৰেৰ হুৰ তাই ভাৱ একটু বৰ্ণনা দিহি।

চাৰ ব্ৰত প্ৰতে ও চাৰ হুইয়ে বৈৰেণ্যে একটি বৰ অভিত
কৰা হুই। ভাৱ আৰ হাট হুৰ যিহে আৰাৰ একটি কৰে
বেধা বেধা হুই—সেই হুই বেধাৰ বৰো অৰ্ঘ বৰ্গ হুই
পৰিমাণ কৰে ক্ৰিষ্ট ছোট ছোট বৰ হুই। ভাৱ প্ৰত্যেক-
টি ও একটু কৰে চক্ৰ ও পুৰা এৰে কিছু সংখ্যক ভাৱকা যিহে
বে জাৰগাইহু থাকে-ভা পুৰি কৰা হুৰ নানা বকৰেৰ লতা
পাতা ও কুল দিহে। বেতবেৰ কাককাৰ ভো অশুৰ্ভ! আট
আজুল পাৰ পৰ একটি কৰে গোলাক্ৰিষ্ট বেধা টেনে ভাৱ
হুইয়ে কৰা হুৰ কৰ বেধেৰ লতা ও কুলেৰ সমাৰেণ মাক

পানে থাকে একটি পত্ৰ। আৰ সেই মন্ত অকৰেৰ ঠাঁকে
ঠাঁকে থাকে অশাৰা ভাৱকা।

সেই চৌকো বৰিৰ ঠিক মাঝামাঝি উপৰে অভিত কৰা
হুৰ পুৰা আৰ মীচে চক্ৰ। কৰ্ত্তা হাৰা মণ্ডলেৰ লগে তাৰেৰ
বোৰ কৰে বেধা হুৰ। মণ্ডলটি বেন মনে হুৰ তাৰেৰ কেৰ।
মণ্ডলেৰ লগে সাধকত বেগেই ঈশ্বৰা হুৰ চক্ৰ-পুৰা। সেই
বিলাল বেধেৰ ব্ৰহ্ম মন্তকৰিতে খোজা পায় অশুৰ্ভ কাককাৰ
পতিত তেমনি একটি হুৰেৰ মুকুট-বৰ্ণে বক বক কুল।
ভাৱণৰ লম্বা মণ্ডলটি চাৰেপাৰে ঈশ্বৰা হুৰ মণ্ডল কলী।
চাৰ কোনে বেধা হুৰ চাৰিটি ব্ৰহ্ম কলী পৰেৰ গুলো
অশেৰা ছোট। লক্ষী নিহে ঈশ্বৰা হুৰে একটি অশৰ-পুৰা
আনন্দ। অশুৰ্ভ এৰ অশৰ কৌশল অশুৰ্ভ ভাৱ শৌৰ্য।
ভা' ছাৰা মনোবিধ অলকাৰ-আলকাৰ শৰ-লাছপালা-বান
বাহন (বাৰ একটু মনুনা দিহেছি পুৰ্কে) এসব ভো ঈশ্বৰা
হুইয়ে।

বেধা হিমটী বাবতেই প্ৰত্যেকে একটি কৰে পিটুলি
হাটী নিহে চক্ৰ বাৰ কৰ বেধা মনিলি বুলে বান আৰ-
দিত্তে। জিন লেৰ হুই বাৰ—হুৰ তাৰেৰ আনন্দা শেৰ হুৰ
না—সাৰি সাৰি চাৰিবেক মণ্ডল উঠানে। হাত লাট-
আটীয়া অশৰি চক্ৰ হুইয়ে চিহা-কুল। কোন দিকে এসটু
শৌৰ্যেৰ ক্ৰিষ্ট আৰা হাৰেৰ না। প্ৰাৰেৰ বিৰাট উঠানে
জৰে বাৰ আনন্দাৰ। দ্ৰুতিকাৰ বেধে আলে বেন বৰ্ণ
লাহা লগেৰে অশনিত মন্ত চৌৰে থাকে অশলক বেধে—
চাৰেৰ হাৰি উঠলে শড়ে শত বাৰাৰ। পবিত্ৰ আনন্দে পুৰ
হুইয়ে উঠে কিশোৰী-ব্ৰতীৰ মন।

মণ্ডলেৰ লগে মাৰেৰ লিগা বসিহে পুৰো কৰেৰ
পুৰোহিত। নানা উপচাৰে নৈবেদ্য ভো বেধা হুইয়ে আৰ
এ ছোট বৰঙলাকে শাৰিহে বেধা হুইয়ে—প্ৰথম বদলৰ বৈ
কুল পুৰি চাৰিটি মেটে সৰা। দ্বিতীয় বদলৰ মুকুট পুৰি আটটি
সৰা। তৃতীয় বদলৰ বৈ বৈ পুৰি বাৰোটি সৰা। চতুৰ্থ বদলৰ
বৈ কীৰ পুৰ বোলটি সৰা।

পুৰো শেৰে হাৰা এ ব্ৰত লাক কৰেছে ভাৱেৰ হাতে
হাতে ব্ৰতী সৰা দিহে প্ৰণাম কৰে। ভাৱণৰ আনন্দা
আনন্দ পুৰে ভাৱেৰ ঠাঙিহে লম্বা মণ্ডল ও ভাৱ উপ-
নীচেৰে পুৰা চক্ৰ পুৰোহিত ব্ৰত কৰাটি বলে পুৰে। আনন্দ :

সেই চৌকো ঘরের ভেতরে অদ্বিত কোট কোট হিগটি
যতক প্রান্তের দূর সেই ব্রত কথটি বলে শুনবে। আর
শুনবে তার শাশুরে অদ্বিত হাতী-খোড়া-সাদ-পাল-সলহা
ও তৈজসপত্র। প্রায় একঘণ্টা লাগে যেদিন ব্রত শেষ
করবে। সারাদিন উপাস করে তৃপ্তিনী উমার মতোই

শীর্ণবেশে লম্বা চেনা মানব কায়না করে নবীন কিশোরী
যেখেনি।

কিশোরীটি ক্রমে বড় হ'য়ে উঠে—সেই আন্ননা
বল্লভাই তার জীবনে তপাধিত হ'য়ে উঠে নানা বকস স্তূর্ধব
বর্ণাভাষায়।

রান্না ঘর

অমিতা গুহ

মিষ্টি আঙ্গুর গজা—

উপকরণ—আঙ্গুর ১১, ময়দা ১ পোয়া, চিনি ১১, বি
১১

প্রণালী—প্রথমে আঙ্গুর ভালভাবে সিদ্ধ করিয়া ছুটিয়া
নিম্ন। তারপর ময়দাতে ও গান্ধক বি সিদ্ধ ময়দা বিয়া এই সিদ্ধ
আঙ্গুর সহিত মিশ্রিত নিম্ন। আঙ্গুর ময়দা ভালভাবে মাখা
হলে, লুটিয়ে চেয়ে একটু বড় স্ফটিক করিয়া রাখুন। তারপর
এ ১১ সের চিনি আর জল সিদ্ধ সিদ্ধ উনানে ঢালায়।
সিদ্ধটা ঘূষ ঘনত্ব হইবে না বা পাতলাও হইবে না। মাঝে
মাঝি হইলে মাখাইয়া রাখুন। তারপর এই স্ফটিকগুলি ছোট
করিয়া নখা আকারে বেগুন এবং উমার 'এম'কর মত ছুটি
করা ছুটি করুন। এখন দুই স্ফটিক দিয়ে তাকিয়া বাগানী
এ হইলে উঠিয়া সিদ্ধায়ে ফেলুন। একটু ঠাণ্ডা হইলে
পরিবেশন করুন।

(২) গাউকটীর গজা—১১০ গাউকটী, সের ১ পোয়া
ময়দা ময়দার কীব, চিনি ১১ সের, বি ১ পোয়া, আর
বাগানী ১১০।

প্রণালী—গাউকটী গাউকটীর মত করিয়া কাটিয়া
নিম্ন। চিনি আর জল বিয়া উনানে বসান। সিদ্ধটা
মাখানি হইলে রাখুন। বহুটা মাখানি মত জল বিয়া
বেগুন মত পাউকা করিয়া গুলিয়া নিম্ন। এখন এই কাটা
কীটগুলি দুইদিকে স্তীর্ণ মাখাইয়া গোলা ময়দার ডুবাইয়া বড়
কাঁচের ভাঙলু ও পরে শিখর ফেলুন। তারপর বাইতে দিল।

(৩) বই মাল—

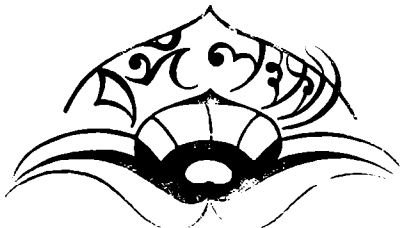
উপকরণ—মাংস ১১ সের, বই মেল ১ পোয়া, আদা,
শিঙা, আর ময়দা, লুটিয়ে ছোট এলাচ, ২১ টুকরা লবঙ্গচিনি,
৪১০ টুকরা তেজপাতা, কাঁচা লতা এক ছটাক, বি মাংস পোয়া ও
আঙ্গুর ১ পোয়া।

প্রণালী—মাংস—মাংস বড় বড় টুকরা করিয়া দুই ১১ ও
২২০০ বটা বিয়া ছোট মাংসের মাংস রাখুন।

পোঁদ, আদা সব ভেটে নিম্ন। কাটা শিঙাও আর্ডেটকা বট
মাখা মাংসের সহিত মাখিয়া নিম্ন। বাকি আর্ডেটকা শিঙাও
একটি ভেঙে দিতে বি বসাইয়া উমারে ছাড়িয়া নিম্ন।
শিঙাওগুলি বেশ বানানী হ'বে হইলে একটি পাতে উঠাইয়া
রাখুন। তারপর এই বিয়া মাখাইয়া ও তেজপাতা ও বট মাখা
মাংসগুলি ভেঙে দিতে হাড়ির নিম্ন। মাংসটা বড় কাঁচ
বসাইবেন। মাংসের ওল শুকায়ে আর জল দিবেন।
আঙ্গুরগুলি হইলে করিয়া নিম্ন। মাংস সিদ্ধ হইলে বটা
আঙ্গুর ও বাগচিনি এলাচ বেতো করিতে দিবেন। আঙ্গুর একটু
সিদ্ধ হইলে মাখাইয়া এই ভাঙা শিঙাওগুলি মাংসের উপর
ছড়াইয়া নিম্ন। ছোল খুব বহু থাকিবে। ছোলের কটা
বাগানী হইবে। কোন বাটন (বসলা) না গিলেও ইহা
সুখানু হ'বে।

(৪) জিহের ভেঙল—জিহ ১২০টা, আদা, শিঙা, কাঁচা
লতা, তেজপাতা, লবঙ্গ বাগচিনি, এলাচের গুড়া, বড়
পোঁদ, টুকরা মাংসপোয়া, কিছু বিহুটের গুড়া। আর
কিছু কিনিসিল

প্রণালী—১০টা জিহ সিদ্ধ করিয়া ছুটিয়া নিম্ন। তারপর
উমার ময়দা ভাবে কাটিয়া ছিতর হইতে সুখানু। বাহির
করুন। পোঁদা মাংসের টুকরাগুলি সিদ্ধ করিয়া কাঁচা
বাছিয়া নিম্ন। এখন কড়াতে একটু বি দিল, তার ভিতর
বাগানীটা শিঙাও কাটিয়া ছাড়িয়া নিম্ন। শিঙাওগুলি একটু
জ্বালা হইলে, একটু বাটা আদা, লতা, তেজপাতা, সিদ্ধ
বাছ ও জিহের সুখানুগুলি কড়াতে ছাড়িয়া বিয়া ভাল করিয়া
মাখিয়া বিনাইয়া নিম্ন। এখন কিনিসিল ও গুহর ময়দার
কড়া ছাড়িয়া বিয়া রাখুন। এই জিহের কটা মাখা মাংসের
ভিতর পুটকা করিয়া ছুটা বাটি একমুখে একটু ময়দা বিয়া
ছাড়িয়া নিম্ন। এখন কাঁচা জিহ গুলি একটি পাতে কাটিয়া
ছেড়িয়া নিম্ন। এখন এই পুটকা গোটা জিহটা বিহুটের
গুড়া মাখাইয়া (সেই) জিহের দুইকাটা বিয়া তাকিয়া নিম্ন।
উমার মাংসের শিঙাও বসাইতে রাখুন।



৩১শ বর্ষ.]

বৈশাখ-১৩৩০

[২য় সংখ্যা]

কবি প্রণাম

অমার প্রণাম আকাশ আলো উৎসাহিত
সবক শোনালী সুনীল বেত ও পিঃ ।
নৈঃসর্গের বর্ণিতা সুসমার,
অমার কথা বন্ধন। করে প্রতি মুহূর্ত তোমার ।
হে সুই তোমার পরিক্রম। শাখিত অপেক্ষ,
হে সুই তোমার অবির্ভাব। মাতৃহর নিঃসঙ্গ লক্ষ্য বিপেক ।
ওরু ভূমি পরলৈব অনাজীত সুঃ স্পর্শাতীত :
অগ্নি মর্ত পাতালেব আত্মস্থিত প্রজা। পারমিত :
তোমার অস্ত্র নৈই প্রত্যহ নতুন তোমার অবির্ভাব,
মাতৃহর লক্ষ লক্ষ প্রহর প্রত্যহ জবাব,
প্রত্যাপিত পূর্বশব্দ সুবর্ণ প্রবাহে
অকণন অকুণ্ড আগ্রহে
ইথারে ইথারে প্রবল প্রগাঢ় ত্রেহে
পত্র পুষ্পে, তৃণ শুক্ল প্রাণ সমাবেশে ।
হে সুই তোমার প্রেম অনন্ত অক্ষর অজ্ঞান,
মাতৃহর হৃদলোকে নিত্য জ্যোতিজ্ঞান ।
পৃথিবী সন্দোহেব সুরিছে তোমার নাম,
তোমাকে প্রণাম করি সর্বত্র প্রণাম ।

— — —

কবি কথা

স্বাধীনতা দৈবী

কল্যাণীয়া ভট্টী ক্ষণপ্রভা ভাষ্করী,

বঙ্গলক্ষ্মী সম্পাদিকা

কবির সম্বন্ধে লিখবার অজুহাদ বহুতর বহুরে আসে।
লিখতে পুণই ইচ্ছাঃ যঃ লিখতে পারিনি। একবারেই
পারি না।

নিজের পক্ষি যে করে। বেশি লামাজ, তখনই অহুত
করতে পারি। এখন কবি সম্বন্ধে লেখার ক্ষেত্রে বঙ্গলক্ষ্মী
চেষ্টা করি।

বঙ্গবন্ধুসঙ্গে ভাবকে প্রকাশ করার চেষ্টাই ভাষার
কুস্তি। এখনও সো-ভাষা আন্তর করতে পারিনি, সো-ভাষা
সিঁহে কবির কথা ঘোড়চিত্তভাবে প্রকাশ করতে পারি

এমন কথাও মনে হয়, আমরা বোম্বের তাঁর সম্বন্ধে
বলার বা লেখার ঠিক যোগ্যও নই। কারণ, যে নিরপেক্ষ
ও নিরবিচ্ছিন্ন মন থাকলে কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ বা
আলোচনা করার স্বাধীন অধিকার নেই। আমরা বোম্বের
ভাষে বঞ্চিত।

যাকি-স্বাধীনতা যে স্বাধীন স্মৃতিতোষাই মত বিরাট ও
বহু বিচিত্র ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। বহু সাহস তাঁকে

বহুতর স্বেচ্ছা বহু তর স্বেচ্ছা বহু তাই উপলব্ধি
করেছে। তাঁর বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য এবং
মূল একটি অখণ্ড কাব্যরূপ বা চরিত্র সাধারণ সাহসের চেয়ে
যথেষ্ট পূরক ছিল। এত কথা, ঠিক তাঁর মতন সাহস
আমরা জীবনে কুণ্ঠি দেখিনি। কেউই দেখেননি। 'তাঁর
মতন' মানে, তাঁর স্বপ্নের বা তাঁর দ্যাবুত্বের সাহস।

এইখানে তাঁর জীবনের যাকি-স্বাধীনতা এবং চরিত্রের সঙ্গে
তাঁর নিজের শিল্পকলায় অদ্বৈত সাংগতি মনে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে লিখবার লোক আমরা নই তোমরা
নও লিখবে পরবর্তীকালের নিদুঃসমন সমালোচকেরা।
আমরা তাঁকে বড়ো করে তুলতে গিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলি,
স্বাধীন করে প্রকাশ করতে গিয়ে আমাধের পরানো
অলঙ্কারের বোঝা তাঁর স্বাভাবিক অশ্রুত গৌরব ঢেকে
ফেলি। তাঁর চারি দানের পূর্ণা মূল মিতে গিয়ে আরও
নতুন বস্ত্রের বস্ত্রমারি পূর্ণা স্থিতির গিরে আসি।

তবুও, ধারা তাঁকে যেমনভাবে স্বেচ্ছা-স্বাধীন
অহুত করেছেন, প্রকাশ করছেন বৈকি। কিন্তু আমাধ
মতন অযোগ্যতা নয়। নব বৈশাখের বঙ্গলক্ষ্মীকে আমাধ
পটিলে বৈশাখের প্রণাম পাঠ্যমুখ।

স্বাধীন স্মৃতি কথা

ঐতিহাসিক বালা দৈবী চৌধুরাণী

পূর্ববর্তী কবির বঙ্গ তখন তেজস্বী,—তখন আমাধ অজ
হয়। উভয়েই বীণা বাণি এ অস্ত্র বালাকালের বাহুবলীলায়
গায় সবে আমাধ কিছু কিছু মিল আছে (পরবর্তী কালের
অস্ত্র বাহুবলীলা বার মিল,—তা। বলাই বাহুল্য) আমাধ
বঙ্গ বঙ্গন হয়, পাত, তখন থেকেই মাসিক পত্রিকাতে
তাঁর ও তাঁদের লঙ্কায় চবি আমি দেখি আর লেখা পড়ি।
তাঁর বঙ্গন প্রৌঢ় বঙ্গ, তখন আমাধ মনে কই রেছিল

ছবিতে তাঁর পোষাকের পরিবর্তন দেখে। তাঁর 'গোরা',
'শারদোৎসব', 'হাফিজ', 'পান' আমি আমাধের গুরুকর্তার
নিকট থেকে উপহার পাই, পরে 'নোকাফি' ও 'শিখ'
পাই; কলা বাহুল্য এগুলি আমাধ ভাল লেগেছিল। বর
জীবনে তাঁর 'পান' বইখানি থেকে প্রেরণাও পেয়েছিলাম
তখন। পরে সংসার চোড়ে শিল্পক্ষেত্রে এসে শ্রীআম্রের
শিল্পরূপে কিছুদিন শিল্পরূপে চাড়া অস্ত্র বই পড়া কবি

নিত, এবং যখন তাঁর 'অচলায়তন' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর মতামত আমার ভাল লাগেনি। তিনি যখন বিশেষে বান, তাঁর পরে যখন বাংলা পোষাকের সঙ্গে টুপি ও শীর্ষ অঙ্গাবরণ পেরেন, তখন আমার ভাল লাগেনি। আমি একটু আধটু লিখতাম এবং মনে মনে নিজের লেখার জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর লেখাকে অবজ্ঞা করবার আঁড়িও রাখতাম। অনেক দিন গেল, সে সব ইতিহাস এখানে অব্যক্ত। আমি যখন কলকাতার পতিবৃদ্ধ, তখন নানাবিধ অশাস্তিতে কাতর হয়ে সাহিত্যের আশ্রয় নিই। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' ও 'সঙ্গ' পড়ি, এবং তাঁর কবিতা ও গান কিছু কিছু পড়া ছিল। অকস্মৎ তাঁর একটি নূতন পরিচয় আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়, এবং আমার মানসিক অশান্তির সময় আমি তাঁর প্রতি ধ্যান ও কৃতজ্ঞতার উদ্দেশে হয়ে তাঁকে একবার পোষ্টকার্ড লিখি,—

"যোগাযোগের গ্রন্থকারকে অল্প নমস্কার।" নিজের নাম টিকানা বিহীন পত্রখানি তাঁর নামে ভাঙে ফেলে দিই। তার পর একটি শীর্ষ কবিতার তাঁর ছুটি করে তাঁর প্রতি পূর্ব অবজ্ঞার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিজের নাম 'খজোতিক' বা 'খজোতখালা' দিয়ে আরেক পত্র লিখি। (এটা উক্ত পোষ্টকার্ডের আগে কি পরে ভুলে গেছি) তারপর তাঁর আশীর্বাদ চেয়ে 'জোনাকি' নাম দিয়ে একটা অল্প টিকানা দিয়ে পত্র লিখে উত্তর পাই—“কল্যাণীয়া জোনাকি, তুমি আমার অন্তরে আশীর্বাদ গ্রহণ কর।” চিঠিখানি সেই টিকানার ৭৮ দিন পড়েছিল, পরে আমি পাই এবং একজন স্বকথা করেন যে ও তাঁর নিজের লেখা কখনোই নয়, তাঁর ৭৮ জন সেক্রেটারী আছেন, তাঁরা অবিকল তাঁর লেখারই নকল করে লিখতে পারেন, এ তাঁদেরই কাজো লেখা। এ কথাই আমি মনে কই পাই এবং মনে করি, যে করেই হোক, তাঁর লেখা আমার করবই। তারপর থেকে তাঁর কাছে আমার চিঠি লেখা দ্রুত হয়, এবং প্রথমতঃ এই প্রথ করি যে আপনি ক'র উদ্দেশে এত আবেগপূর্ণ

কবিতা লিখে যাবেন, তিনি কি, মর বা মারী, বা যম ভঙ্গবান? এবং একটি কবিতা প্রার্থনা করি। আর একটি প্রার্থনা—আপনি এমন কবি ও ভাবুক হইতে বৈকল্প্য স্বর্গকে কেন সন্ধান করেন নি, এবং সাধারণ উপাসনার বিক্ষেপে বলেন কেন? এই থেকে আমার কাছে তাঁর চিঠি দেখার পূর্ব আশঙ্ক হয়। “নীহারিকা” নামক কবিতা এবং একখানা চিঠি পাই। ১০০৭ চৈত্র মাসে চিঠি পাই আমি। এ পর্য্যন্ত ছন্দ নামে ও প্রতিবেশীর টিকানার চিঠি লিখি ও পাই। ১০০৮ চৈত্র মাসে তাঁর অল্প হয়। আমি নিজের কণ্ঠস্বর জন্য অসন্তুষ্ট হই এবং প্রকৃত পরিচয় দিই (প্রতিবেশীর টিকানাই) পত্র লিখি। ১০০৮ আষাঢ় মাসে কলকাতার আমার ভাই শ্রীমান বীরেন্দ্র-কিশোরের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তখন আমার কথা বলেন ও আমাকে দেখতে চান। ভাই আমাকে ধরেন। আমি ছেলেকে বসি। ছেলে ব্যাক্তি মল্লের অপোচয়ে (মল্লের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাছে বিপর্য্যে) আমাকে নিয়ে জোড়াসাঁকোর ঘান ১৭ই আষাঢ় সন্ধ্যার পরে। তিনি 'বিচিত্র' হলে একা বসেছিলেন ইন্ডিয়ানে। উপরের উপর রাখা ছিল সমালোচনার জন্য পাওয়া বান করেক নূতন বই। নীল শেড জাক; টেবিল ল্যাম্প আর সমস্ত আড়াল করে কেবলমাত্র তাঁর নিকে উদ্ভূত করে রাখা। নীলবস্ত্রের পেডট বেল লাগলো ঘেঘতে। আমি গিয়ে কবিকে প্রণাম করলাম। তাঁর পা দুটি একটি পাটিনের তৈরী তাকিয়ার উপর রাখা ছিল। আমি কীণ বৃষ্টি নিবন্ধন প্রণাম করতে যেতেই তাঁর বাম পায়ে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে মাথা ঠেকে গেল। কানে ভাল শুনে পাই না বলে তাঁর অতি সুস্থবস্ত্রের প্রথ পুনরায় দ্রুত একটু কাছে এগিয়ে বসতে হয়েছিল। ছেলে ইন্ডিয়ানে, ছেলের পরিচয় মিলায় যখন, বললেন “আমি কেবল চিনতে পেরেছি।”

তারপর আরো অনেকবার দেখা সাফল্য হয়েছিল জোড়াসাঁকোতে, বরানগরে, অড়গরে, বেলঘড়িয়ায়। সর্বশেষ অস্বাস্থ্যকালে এই জোড়াসাঁকোতেই পাখরের পরে।

আবার এসেছে ফির ঐচিশে বৈশাখ !

ঐশ্বর্যপূর্ণ কলকাতা

১

আবার এসেছে ফিরে পড়িলে বৈশাখ !

স্বপ্নের প্রান্ত হতে বিশাখা নক্ষত্র এসে গিয়ে যায় ডাক

পূর্ণাবধি আবরণ তেরে করি স্বপ্নে শুভ্র প্রভাবের সাথে ;

হলে ওঠে জনারোলা বিশাল, মালা তব তরুণীখি পাঁখে

পরাতে আভিষেক ধোয়া প্রভাতিধি তপে ।

তানি এ যিনের ঘারে লক্ষ্মিনী তুমি তব সত্যীতের সনে,

তোমাঘে প্রণাম করি ! তোমাঘে প্রণাম ।

ভারতের সংস্কৃতির সাধনার নির্যাসী তুমি অবিচল

তব কর্তৃ হ'তে

অনন্তের রাজ্যপথে ।

সেবতার রূপ মাতে যে মুকুট ! সেবেত যে মাহুতের চায়া

মানব প্রকৃতি প্রেমে আনন্দোলা হতে নিতি রচিয়াছে মায়া ।

গভীর অন্ধকূতি কল্পনা ঐশ্বর্য মন করেছে বিস্তার

নিখিল অন্ধবে তাগা চিত্তবল্লব রূপে বহে পূর্ণা প্রভিভার

পবন স্বাক্ষর তব । প্রাণ প্রবাহের পতি বিচিত্রত লগ্নে

ভাব ভাবনার কাব্য কোয়ার বাহিনী বাগা সেপে সেপে বহে

করেছে উর্জর মানবের স্বপ্নের অক্ষর চিত্রকূষি ।

হুঃখ হুঃখ হাদি অক্ষ আশা নিরাশার ভাব দূর্ভ করে ভূমি

সংসারের সারস্বত সিদ্ধ বল চেতনার এনেছ অশ্বন,

লক্ষ্মীমণ্ডলে আভো আভিধি লজ্জাতে তুমি তব আরাধন ।

মাহুতের মাতে চেয়েছ বাঁচিতে করি !

মাহুতের গিলে ভালোবাসা । মতীপ্রিয় তব তব কত ছবি

করেছ অঙ্কিত । লক্ষ ইন্দ্রিয়লীল জেলে নিখা আভিজিৎ

করে গেছে খচিত্রিত,

আবার এসেছে আভি অশ্রুতিবি লম্বাবোহ লম্বাবোহ ভীবে ।

এই বন জননীয়ে বিতে তব স্বীকৃতির আনন্দ অতলি

সিদ্ধুর কল্লোল সনে জনিতেছে দিকে দিকে সূতন কাওলি ।

ভারতের শাস্ত্র আশ্রয় হে মুকুট লোকোত্তর বর্তাবহ

প্রাণের প্রণাম লই ।

লাগে লক্ষ্য মন জগৎ জীবন তুমি করেছ উজ্জল

কথার গৌরবে মালা, ছন্দের বৈচিত্র্যে পত করেছে উজ্জল

পত পত মানবের প্রাণ মন । ভারতীয় কাংতর রূপে

অঙ্গের তত্ত্ব ব্যাকবেছ তাকণের অঙ্গরূপ লক্ষ্যে

প্রতীচোর রূপতর সনে । বিশ্বপ্রেম কল্যাণের কথা

লতা প্রাণ চিত্তবল জীবন মর্শন মননের ঘনিষ্ঠতা

তোমাতে প্রকাশ । লক্ষ্যসিদ্ধ বহনীর তারকার আভিনয়

কে যেন তোমাঘে খোঁজে, বাজিয়েছে পূর্ণাশ্রয়

তব পানে চায় !

স্বপ্নাব অতীত করি ! তব লক্ষ্মীপ্রিয়

পড়িলে বৈশাখ । কত কথা গড়ে মনে হে আভিবি ! কত স্মৃতি

জন্ম হয়ে রহিয়াছে লজ্জাতীর্থ তালে ;

দীনের প্রণাম লই উল্লস পৈলের গবে দিক্‌চক্রবালে ।



লোক সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ

চিত্তবল্লভ ঘোষ

যেদিন বাঙালার অস্বাভাবিক লোকসাহিত্য সাধারণের
সহযোগে চুকাবার ভাঙপত্র পাচ্ছিল না, সেদিন বঙ্গলোকের
মোটাকারী পাশে বলে থাকাতা ভাবে ভোলা লোকসাহিত্যকে
হুঁহুতে জড়িয়ে ধরে একেবারে আগেরে বাত্বাননে এনে
বলাগেল রবীন্দ্রনাথ। এক কথার রবীন্দ্রনাথের মতবোটে সব
প্রথম বরাগেছিল বাঙালার খাটি কবিতুলব্ধ—বাঙা অক্ষর
জান বহিত তথাকথিত সভ্যতার আলোকসম্মিলিত পটী
ছাড়িয়ে অনেক দূরে বাস করেও নিজেদের কবিত্বম্বাক্তে তথ্য
বাত্বানর গ্রাণের বনকে লুপ্ত হতে দেখেনি।

একদিনের ঘটনার কথা বেশ দৃঢ় বজ্জ—রবীন্দ্রনাথ
তখন পদ্মায় উপর জলতরীতে করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন।
এমন সময় তাঁর কানে এলো লালন কবিত্বের কণ্ঠস্বর:—

“লায় একদিন না ফেরিলাম ত্যারে

আমার বাড়ির পাশে। আশীশবৎ

এক পংখী বলত করে।”

বলাবাহুল্য কবি আকর্ষিত হলেন লালনের বাউলে। কবি
যেন খুঁজে পেলেন বাঙালার পঞ্চাশেরের সত্যিকারের
কবিত্ব।

সুখ লালনই নহ। কিসকটাব, পপন চরকা, মদন
বাউল, পঞ্চলোভন, ঈশান দৃষ্ট, রূপা কৈবর্ত প্রভৃতি
অনেকের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে মনে উঠল কবিত্ব পরিচয়।
কবিত্ব বাংলায় বসন্তকুন্ত কবিপ্রতিভাকে ধরে রাখবার চেষ্টা
করলেন তাঁর অমর লেখনী ও অশুর হৃদয় ও হৃদয়ের মাঝখানে।
পটীকাক্ষা বলতে কি রবীন্দ্র-সংস্কৃতি বাউল গানগুলিই
বোঝায় তাঁর প্রেত রবাবী গান। বাংলার পটী অঞ্চলে পথ
ঘেঁষতে এই বাউলের গল পথে ঘেঁষে হা। জায়গার জায়গার
শোনা যায় তাদের একতরফা কিংবা বহুতরফা পথ। কবি
এই নিরাকর পটীকবিশেষ অধ্যায় গানের মধ্যে শুভে
পেলেন বাংলার প্রাণস্পন্দন। বাংলার প্রাণাত্মকত্ব ও
প্রকৃতির পাশে কবির অকালের প্রগতির যোগ ছিল। অতঃ
সময়ে প্রাণের কবিত্বের পটীক রবীন্দ্রনাথের গান।

করতেন তাদের দূরে “গ্রাম ছাড়া ঐ রাস্তা মাটির পথ”।
শুনতেন মাঠে হাল চরা কৃষকের গান। তাদের দূরে
বাঁধতেন, “আমার সোনার বাংলা”। পথে পথে ডিকামাল
বৈরাগী-বোঠিদের দূরে বসে। করতেন, “নিজা তোমার যে
তুল কোটে”। পৃথকভাবে শাখা শিল্পস্রব পুষ্করের আকর্ষণ
বহু গান শুনে তিনি বসে করতেন, “আমার চিয়ার হাংক”
“মালা হতে বলে পড়া একটি ফুলের গল”, “কোথাও আমার
চাষিরে বাবার নেই মালা” ইত্যাদি।

বাউল গানের দূর এ ভাব আমাদের অন্তরে একটি
সাদ্কা জাগে। এ গান অতি সহজ দূরে আমাদের
সংস্কৃতির কুঁচনা না মেটালেও পুষ্কর চরিত্রতুলিকে জামিয়ে
দেয়। কেবল বাউল নয়, অধিকাংশ পটীকবিশেষ দূরের
পথকে এইটেই পথকে বড় করে। কারও কারও মতে
হয়ত এসব গানের দূরে ঐশ্বর্য নেই, চাক্ষুণ্যও নেই। কিন্তু
একথা যে কতদূর তুল আকর্ষণে গিয়ে আসা কবি তা’ অ’
বোঝে করে বলা বরকার হবে না। বাউলের গানের মাথায়
অস্বাভাবিক করবার সিন চলে গেছে। সব জায়গাতে বড় করে।
এর পাশে আছে বাঙালী প্রাণের সুপতীর সংযোগ। এ
মাথায়ই গানগুলিকে আবুমান করে বেঁধেছে।

সহজ ও সরল কথার ঠ’ল বাউল গানের বৈশিষ্ট্য।
অনেক সময়ই কাথালগার অথবা পঞ্চাশতাবের আবহ এখানে
বিশেষ নেই। গুচ্ছিত, ভগ্নবহুতি, অধ্যাত্মিকতার সন্ধান
কণিকে অনবহিত কবিত্ব বঙ্গপ্রবাহের লব্ধি জেয়। এ লব্ধিকে
অন্তর বিকৃত আলোচনা করেছি (“পটীকবিশেষ ও পুষ্কর”
গ্রন্থ প্রভৃতি)। রবীন্দ্রনাথের মত মাঝিত কবির কবিত্ব
পক্ষে গ্রাম্য বাউলের সহজ প্রকাশভাবী বজায় রাখা যেন হই
শক্ত কাজই হয়েছিল। তাই যে অধ্যাত্মিক প্রকৃতির
শক্ত প্রাণস্পন্দন চুটল, প্রকাশভাবী অধ্যাত্মের ভক্ত বহুতর
চল ছিল যে সেরেবের পটীক রবীন্দ্রনাথের, তাই বহুতর
স্পন্দন

তখন এই হৃদ, মূগ ও ভাষা, এই হৃদ-সজীত আশ্রয়ের
অতি আশ্রয় বলে মান হতে লাগল।

কবির যশস্বী গানের অধিকাংশই রচিত জনপ্রিয়
বাউলের দ্বারা। বিজ্ঞতন্ত্রায় অধ্যাতি সেই সকলই বাউল
গানের কিছু কিছু কবি তাঁর চরিত্রায় স্থান দিয়েছিলেন
তাদের কয়েকটি মনুনা :-

(১) আমি কোথায় পাব তাকে

আমার মনের মানুষ যে যে,
হাওয়ায় সেই হাওয়ায় সেই উৎসবে
দেশ বিদেশে বেড়াই যুরে।

লাগি সেই ছত্র নদী,
সদা ক্রান্ত ও উদাসী
গেলে মন হত খুন্সী
দেশভাষা মরন ভাবে।

আমি প্রেমামলে মরছি মলে
নিভাই কেমন করে।
মরি হার হার রে।

(গগন হরকব)

গগনের এই বাউলের 'আমার মনের মানুষ' ও 'আমার
'ম'র হার হারতে' এবং এই শ্রেণীর বহু বিশিষ্ট বাণী তবী
ও কবির বহু গানে পাওয়া যাবে।

"আমার সোনার বাংলা

আমি তোমার ভালবাসি" কবিতা

"শৌখ তোমার ভাক দিয়েছে,

আমের চলে, আর আর আর।

ভালা যে তার ভয়েছে আত

পাকা কদলে, মরি হার হার হার।"

গানের দ্বারা 'মরি হার হার' আঁধারটি তিনি পেয়ে-
ছিলেন গগন হরকবীর ঐ প্রসিদ্ধ বাউল গানটি থেকেই।

(২) নদী, কদমে বল আমার বল রে

ক্রেম তরঙ্গে তুমি কত টল মল রে

তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও

(মরি হার হার নদী)

হারে নিভতে লাও তবু নাচাও."

(কির্ত্তন)

গানের 'মরি হার হার' বাউলের আঁত প্রদানিত
আঁধার। কাঙাল কীর্ত্তনকার উল্লিখিত হৃদয়প্রিয় বাউলের
সে আঁধারটি রয়েছে।

হরীন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তিও একটি বাউলপুস্তক চিত্রিত
গেয়েছে, "তাইই নাইই নাইই নাইই না"। সাংসারিক বন্ধন
তাকে কখনও ছাড়তে পারেনি। খ্যাতির জ্বলন্ত মালাও
তাকে বাঁধতে পারেনি। সেখান থেকে তিনি যেন কবিতার
দ্বারা ছাড়িয়েছিলেন। সকল বাঁধন, সকল সংসার থেকে
হাসিক আত্মার মুক্তিই ছিল তাঁর সাহিত্যরচনা-সাধনার যারত
আশ্রয়। অনেক ভাষায় তাঁই তিনি নিজেই 'কবি-
বাউল' আখ্যা দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাউল গানগুলির সুব-পর্বাতে সম্মেলনের
গান পূর্ববঙ্গের সাহিগান। পূর্ববঙ্গ জলের দেশ। তার
স্বভাবত বৈরাগ্যও তাই অঙ্গুরণের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। তাই
কবির পল্লীগানে পশ্চিমবঙ্গের বাউলের স্তায় পূর্ববঙ্গের সাহি-
গানের আনুভূতি ও ব্যাকুলতার অনুরূপিতও তপ পেয়েছে।
বাংলার পল্লীগীতনে দুঃখ ও বৈরাগ্যই সবচেয়ে। তাই বাউল
কীর্ত্তন, সাহি কোন গানেই উন্নাদের বিশেষ অভিযুক্তি
নেই।

পূর্ববঙ্গের অন্ততম শ্রেষ্ঠ পল্লীগীতি ভাটিয়া গান একক
কণ্ঠের। আর সাহিগান Chorus বা সাহিবক যাক্টিমালা-
গানের মিলিত কণ্ঠের গান। ডাঃ আর্নল্ড বার্ক সাহেব
তাঁর হরীন্দ্র-সঙ্গীতের পণ্ডিত প্রবন্ধে লেখেন,— "Tagore
has absorbed the age-long tradition of
mystic songs from the Kirtans, Bauls and
this popular tunes of Saigan. In them
he found nourishment and help as well as
a metrical which he has stamped with his
strong personality. He is thus at once
more than an isolated creative artist."

কবির সাহিগানের সুবের গানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে
উল্লেখযোগ্য :-

(১) গ্রাম চাড়া ঐ বাঙাল্যটি পথ।

২) বসন্তে কি শুভু কেবল কোটা জলের মেলায়।

তোমার খোলা চোখের লালিমে লাল।

(৪) আমি কান পেতে বসি।

(৫) এখন পাঠের বা যাব পাঠের চিহ্ন এই বাটে।

(৬) পর বাহু বর ভেগে চারিদিক ছায়ে দেখে।

কবির যে বাউলগুলি প্রচলিত বাউলগানের অঙ্গরূপে চিহ্নিত আছে, যথা—এই কবিতার স্তব বাংলায় নানা অংশে আলগা প্রচলিত হয়েছে :—

(১) আমার প্রাণের হাকে হুবা আছে, চাক কি

(বর্জমান কোলার কাটোরা অকলেশ—‘মা বশোদা
তোমার কোলে বসে থাকি—’ পানটির অঙ্গরূপে সৃষ্ট স্তব)

(২) আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি
(পূজন হরকথা বড়ি “আমি কোবার পাব ভারে)

(৩) যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলবে।

(‘হরিনাম দিয়ে জগৎ যাভালে’ মল্লীয়ার টংল বাউল
বাউলের আখ্যায় ‘একলা নিভাট’ রূপায়িত হয়েছে ‘৬
অভাগার’।)

হরিনাম দিয়ে জগৎ যাভালে আমার একলা নিভাট

আমার নিভাট যদি মনে করে

(নিভাট প্রেমধাতা শিখোমণির)

নামে পাবান পলাটেতে পারে।

একলা নিভাট (যদি কোন ব্যক্তি কি না চিন্তে।)

আমার নিভাট ঘরে চরা করে

নাহে মচাপাতকী উদ্ভায়ে

(৪) এবার কোর মরা পাঠে যান এসেছে,

(‘মন’ ব্যক্তি মাঘাল, মাঘাল, ডুলা তরী তবনীর
তুলান ভারী—হরলীর গভাতীরে বাউলের গায়।)

গভাতীর আন্দোলনের প্রত্যয়, বহুতল এবং বঙ্গের
আন্দোলনের সময় (১৩১২) তাঁর অধিকাংশ বেশপ্রদোষী ও
পানগুলি রচিত হয় এই বাউলের দ্বারা। কবি যখন
‘আন্দোলনের সঙ্গে বাউল হৃদয়ে দৃঢ় করে তাঁর
রসকে চারণ করি এবং হৃদয়ে উদাত্ত গভীর
উদীপনার পর্যায়ে নিয়ে পেলেন। এই প্রেমের গান
—‘ও আমার মনের মাটি’, ‘যদি তোমার ডাক শুনে
কেউ না আসে, তবে একলা চলবে’,

এক কথার তীব্র প্রকৃতির মধ্যে একজন বৈরাগী বাউল

সংগোপনে বাংলা বৈরাগী জন্ম হয়। তাই তাঁর গানে
যে বাউল স্তব থাকবে তাতে আর বিভিন্ন কিংবা বাক্যকে
কবি ‘বাউল বাউল’ বলে সম্বোধন করেছেন। শুধু-সংগীত-
গুলির মধ্যে বাউলিভা ভাবে প্রত্যয়িত গান :—

(১) পবিত্র মেঘের মল কোটে ওই

প্রাণ পূর্ণ-অমণ, পোশ পোনের।

(২) মেঘের কোলে কোলে ঘাবরে এসে।

(৩) বাউল-বাউল বাঙালি যে একতারা।

(৪) আমারে ডাক গিল কে ভিতর পানে।

(৫) কোন্‌ বেশে প্রাণ ছুটে এসে।

(৬) সে কিভাবে গোপন হবে।

(৭) কাকুন, গাঙার হাটায় করেছি যে গান।

(৮) ওবে বহুল, ওবে পাকল।

প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য যে যখন শেষেরটিতে
সুস্থের হৃৎ ও হাঃ

কিছু কবির রূপ বাউলী সত্য সত্য সৃষ্টি তার সৃষ্ট বাউল
গানের অলঙ্কারেই বৈরাগী রূপ সজ্জা করতে পারেন।
তাঁর তাঁর বাউলগানেও গভীর হৃদয়বাহী প্রাণের সঙ্গীত
বাউলী সঙ্গীত করা হয়েছে। অস্পষ্ট বহু গানেও বাউলের
একটি স্তব বিশেষ আছে। কবি নিজের একটা
ধারণায় স্বীকার করেছেন, “বাউল গানের স্তব আমার
অনেক গানে গ্রহণ করেছি। অনেক গানে স্তব রূপ
বাউলীর সঙ্গে আমার জাত বা অজাতগারে বাউল
হৃৎ মিলেছে। এত থেকে বোঝা যায় বাউলের স্তব ও
বাউল কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সজ্জা হয়ে
গেছে।”

কবির অধিকাংশ গীতিমালা এবং রূপকমালা বাউল,
বৈরাগী অথবা ঠাঁহুরা প্রেমের একজন মাঘকের চরিত্র
আছে। সে চরিত্রের প্রধান পরিচয় গানের মধ্যেই। সে
গানগুলির অধিকাংশই বাউল গানের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী
এবং সুরভাষার প্রতিফলিত সঙ্গীত করা যায়।

লোক-সঙ্গীতের প্রেম শাখা চ’ল বাউল। একথা আমার
পুঁথি উল্লেখ করেছে। এটি বাউল গান কবিকে কল্পনা

সংসারবিত্ত ভরোঁল অশ্রুস্রাবের মাধ্যমে তার স্বর্গোৎকর্ষ
সংসারের সেবার চেষ্টা করেছিল। হাউসের কথা বললে বলে
কবি মিজেই পেয়েছেন—

‘পূর্বের অশ্রুতলার, পুঁতিব কবীবাণি পলায়ে
হাউসে গাড়িয়ে কেন মাচা।’

সামনে দাঁড়িয়ে, সোনার একতলাটি হাতে
তুমি হুগ লাগিয়ে নাচ।
কত ত আমায় ভাট্টে তোমার ক্ষতমণ্ডি নাই ?
আমি এখন যেবি কোথেকে,
বুঝতে পারি খাটি, তোমার হৃৎকর একতলায়
তোমার ঐ তাক পড়া বেধে।’

রবীন্দ্রনাথের সাক্ষত

ঐশ্বর্যশক্তি মিত্র

যদি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে চারতিকে যে উৎসব হাউসে
হাওর মূলকথা চক্ৰকাটীর আশ্রিততামের অগ্রদূতকে
হাওর হাউস-এর দিল্লি বলা হলে সেটা সৃষ্টির পরিচায়িকা।
স্বাভাবিকভাবে থেকে নেওয়া এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিত-প্রতি-
ফলনের ভাষা-মধ্য হটি ধরি তা’ হাউসে এটি পড়িলে
বৈশাখের উপলক্ষকে বিচার করতে হবে। তিনি আমায়ের
হাউস আর জীবনের ব্যাখ্যার উপলক্ষ্য। বিশেষতঃ
একটি অতিক্রান্ত কিছু নয়। এমন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির
অস্তিত্ব যে সাময়িক নতি-বস্তা তা’র সত্য উচ্চাঙ্গকে
অস্বীকার করতে পারি না, যেহেতু সমাজতন্ত্রের বৃত্তান্তিও
কল একে সার্থক পরিচিতির কারণে কবি।

কল গ্রন্থের অধ্যায়ের তাল, লর প্রতি দুইটে।
কলগ্রন্থ অতিথের হেথানি তপাথের কথা অধ্যায় নয়।
সে বিবেক জন্মের দৃষ্টান্ত পলে, বিশলে। তবু ব্যক্তির ল-তর
ভালোবাসার শেষ নেই। তাই বাস্তবে দেখেছে জীবনকে,
অবস্থা বক্তব্যের প্রতিবাদ নয়। সেখান দিয়ে এর
প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন কেন অর্থ-সেব কাছ ?

বিশেষতঃ আমায়ের অনেক কতি ক’রেও তাঁর পথে চলি
না জীবনে যেখানে তিনি আমায় বেঁচে আছেন। তবু
একটা মরণাঙ্কিত আতিশয়া, তা’ তিনি মিজেই নিবারণ
ক’রে গেছেন। তাঁর লবঙ্গী যেখানে অযৌক্তিক নয়
সেখানে আমায় তা’ মান্দি না কেন ? কারণ মান্দি
কাজের লক্ষ্যপ্রাপ্ত ক’রেছে। আমায় জানি নি’ তাই। সে
নিষ্ঠা-অর্থ আমায় কাঁপিয়ে পড়ি নি’। তাই রবীন্দ্রনাথের
বিজ্ঞান-বর্নন, তাঁর কবিতা-মাপুর্বে বিশ্বত-প্রাপ্ত। তাঁকে
জিজ্ঞাস্য পথে বাওয়া, তাঁর পথ তাঁর চোখ দিয়ে জানা,
তাঁর বুদ্ধি দিয়ে জানা, জানে যে সত্যের মনে বর্নন-
অতীতকে তিনি অলোকন ক’রে গেছেন, সর্প-মুখকে
বিয়েছেন বন-আয়েষ, তাঁর জীবনেরো পথে থাকা জন্মেছেন
অন্তর্যম, তাঁর দিয়েছেন তাঁর কালান্তরের সাক্ষ্য,
কালান্তরের প্রশ্ন-ব্যাকুলতা।

আমায় কি সেই বিবেক, সেই আত্মজাতিক যন্ত্রণাটির
বন্ধ হ’তে পারেনি ?

শান্তি নিকেতান রবীন্দ্রনাথ

ঐন্দ্রবাক্ত সেব

শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে বেশি বেধবার দৌড়াগা
আমার হয়নি। একবারের কথা বলি।

তখন আমতা কলকাতা গড়ি। তটিন চার্ট কলেজের
হট্টলে থাকি। সে সময়ে একদিন আমতা স্থির করলাম,
খোলপুথ শান্তি নিকেতনের চেলেপের সঙ্গে ছুটবল মাচ
বেলতে হবে। ঐদেব লিখবামাত্র ঐরা আবারেব লগর
আহ্বান জানালেন। আমতা বিস্তর প্রেয়ী প্রায় ২৫ জন
বকনা চলাব। মাচ বেলটা উপলক্ষ্য দ্বারা। আসল
উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথকে দেখা ও তাঁর মূখের কথা শোনা।

যথা সময়ে পৌঁছান গেল। বহু-আপ্যায়নের সীমা
হইল না। স্থির চল, পথনিম্নে তুপুং বেলো বাওরা বাওরা
পর আমতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করব। তুপুং বেলী
হীনেস্ত্র নাথ ঠাকুর আমতাের নিয়ে চলেব কবির সঙ্গে দেখা
করাবার দ্বন্দ্ব। তাঁর বাড়ীর কাছে আসতেই দৌড় বাতুর গতি
গ্রহ হল, তিনি আমতাের খাখিরে পা টিপে টিপে কটক
পেড়িয়ে ভিতরে গেলেন। একটু পরেই মূখ কাঁচু বাচু করে
কিরে এসে বলেন, 'গুরুবেব লিখছেন' বা ঐ বকম কিছু।
পরে শুনলাম, আগে না জানিয়ে আমতাের লকলকে নিয়ে
আসার দ্বন্দ্ব তিনি বহুনিও খেয়েছেন। বংব তিনি
লিখতেব বা জাবতেব তখন তাঁকে বিহক করাবার পক্ষে
বিশেষ নিষেধ ছিল। আমতা তখন সবাই অল্প বয়স।
একটুও পুর বা নিয়ান হলাম না। চানিমূখে চলে এসাম।
এবং বীজবাক্তকেও কুর না হতে বলাহ।

পরের দিন, বতস্ব মনে পড়ে, ১০টা কি ১১টার সময়
আমতাের ডাক পড়ল। কি কি কথাবার্তা হয়েছিল, সব
মনে নেই। কিন্তু সবটী দ্বিধারে আছে, কবির মূখের
উজ্জ্বল মূর্তি, তাঁর হাস্যবদন, অপরূপ কথা বলার তত্ত্ব।
বতের মধ্যে একতলায় বসেই দ্বন্দ্ব ছিল। কবি বসেছিলেন
উচ্চ ভাবনার আর আমতা তাঁর চারিদিক ঘিরে বসেছিলেন
হাটের আর কেউ ছিলেন না বোধ হয়।

কবি অল্পদিন আগে ইরোবোণ লকর করে এসেছেন।
কথাবার্তার ডাকে ডাকে দেখানকার কথা বলছেন।
প্রথমেই জেনে নিলেন, আমতা কোথা থেকে আসছি।
আমতা তটিন চার্ট কলেজের ডাক, হট্টলে থাকি, বেলতে
এলেছি, কিন্তু আসল কার তাঁকে দেখা ও তাঁর কথা
শোনা, একথা আমতা বলান। তিনি প্রেমমূখে হাসলেন।
শান্তি নিকেতনে লকর লকরে দুইকটি কথা বলবার পর
বলেন, এখানকার লোক এত অনগ্রসর, এদের নিয়
ভাঙাতাড়ি এসেবার কো নেই। জানারকম সংস্কারের
ধ্বনি দ্বিধারে বেখেতে। তাই বহু প্রমোদ আপ্যায়ন
কল কলকো না। সেই কারণে এক এক সময়ে তাঁর মনে
হয় অতঃপর পবিত্র পথে আরও অনেক কাম করা যেন।
আমতাের কেউ কেউ বলেন, পূর্ববঙ্গের কোথাও তিনি
যদি এই প্রতিষ্ঠান করতেন, তাহলে বেশী কল পেতেন।

কবি হাসলেন। বলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোক—বলে
ধামলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এরা কারা? জিজ্ঞাসা
করলেন, তোমাদের দেশ কোথায়?
প্রতিজ্ঞা দিয়ে জানলেন, উনিশ কুড়িজন পূর্ব বাংলায়।
পূর্ব বাংলা শিক্ষার ব্যাপারে যে মূখ দ্বন্দ্ব এগিয়ে থাকে, তা
যীকার করলেন।

পূর্ববঙ্গের লোক লকর তিনি কি বক্তব্য করতে চাই-
ছিলেন, আমতা জানতে চাইল।

তিনি যেন হঠাৎ কথটা মূখে গেয়ে বলেন, বামালতা
কিছু উগ্র। কথটা তোমরা ব্যাপণ অর্থে নিও না।
জাতির জীবনে উগ্রতাও প্রয়োজন আছে বৈ কি। জীবন-
সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের লোক বেশী অলসতা বহন, এটা ভাবের
পক্ষে প্রশংসার কথা। তারপর খানিকটা অন্তর্যনত চলে
গেলেন। বলেন, মাঝে মাঝে আমি ভাবি, আমি বহি
পদ্ম-পায়ে আমার এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতাম, তবে
বেশী লাভ পেতাম এবং এতদিনে এটি একটা প্রগতি
কিনিব হয়ে থাকত। এমন মনে হয় কল হতে পেতে।

বল্যম, কিন্তু এখনও তো আপনি দেখেনে এই একটা শাখা বা জুলা প্রভিষ্টান পড়তে পারেন। বলতে পারি আপনি পূর্বসহযোগিতা পাবেন এবং আপনায় প্রব সাধক হবে।

কবি বলেন, এ বললে আর আমার নতুন করে চেষ্টার সময় নেই। এখানে অনেক কাজ। তাই শেষ করতে চাই।

আজ তাহি, ভাগিন্দ কবি পূর্ববক্তের কোথাক পাকি-নিকতনের অলম্ব স্থাপন করেন নি। তা না হলে, আর কোথায় থাকত বিশ্বভারতী, কোথায় থাকত তার মরা গিরে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ।

২

কবি বলেন, তোমাদের একটা সমস্যা কথা বলছি।

আমি বোঝাইতে ভাড়াও থেকে পরিশ্রম করা দ্বারা এক চিঠি পেশাম। তাতে আমারকে শাসন হয়েছে। আমি বিশ্বাসে যে হত কথা বলেছি, তা হত মনঃপূত হবনি। কিন্তু শাসনানি সেক্ষত নয়। পরলেশক বা লেখকেরা জানতে চেয়েছে, বহেনী ও গাভী আন্দোলন সম্বন্ধে আমার মতামত কি। আমারকে জানাতে হবে, আমি বন্দহ সম্বন্ধে কহি না, অলম্বযোগ সম্বন্ধে কহি কিনা ইত্যাদি।

কবি তাঁর সরল বসিকতার বলেন, এই সব বিষয়ে আমার মতামত জানাতে আমি যে কেন ব্যস্ত হুক্তে পারলাম না।

ভাগিন্দ কবি সেদিন তাঁর কলম ছেড়ে চমকা করেন নি। তাতে তাঁর মধ্যে আমার মতামত পাকীকেও পেতাম না,

মহাকবিকেও চাণ্ডাঘি।

পঁচিশ বৈশাখ

ঔশৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

কল্প ও মৃত্যুর মাঝে

কবিকের দ্বারা বহু শুধু;

সদীতের দুর্ভিক্ষ তুমি এই অবলম্ব

লিখে তাহি অনেকের নাম

হারা বলে গেছে—এ জীবন বিখ্যা নয়,

তবেই কবেছি প্রণাম।

কিন্তু জীবন প্রাণে মৃত্যুর সবইহু ভয়

দুগার লুটিয়ে পড়ে, বৈরাগ্যের শেষ প্রহসনে

নবনিগন্ত হতে উদ্ধৃত্ত কার আশ্রয়ে

কেনেছি প্রাণম—

এ জীবন বিখ্যা নয়, বিখ্যা নয় লোকশে জনের আশ্রয়,

বিখ্যা নয় কবির বহন।

পেরেছি উত্তর এক শাখত আশ্রয়

কল্প ও মৃত্যু সেবা এক হয়ে গেছে—লক্ষ্যান্তি ভিখাঃসাধে।

সহযোগীতা

শান্তিনতা মল্লিক

গাৰনীতি, সহযোগীতা, সংনীতি প্রকৃতিতে যেমন একতা অথবা সহযোগীতা একান্ত অপরিহার্য। শিক্কা : ক্রমেই সহযোগীতার একান্ত প্রয়োজন।

এই যেমন শুল্কের শিক্কা। শিল্পমনকে সর্জকশ্রমের ওরে সৃষ্টি কুলিয়ার হাতিব যেমন শিক্কা বা শিক্কাভার। অভিতাৎকর গাতিব ততোধিক।

আমি এল প্রত্যেক মাত্রেই বলিতে শোনা যায়, “চেনে এক দুইত, পড়া চটক না হটক কুলে আটকাইয়া রাখিবার চুইই ভুলি করা।”

স্বার্থের এই যে মনোভাব এটা অত্যন্ত সাধারণ।

যে বা নিছকের স্ব স্ববিচারে মন্ত সন্তানকে অপরের হাতে ভাড়িয়া দিতে বিধা থেব করেন না, তার সন্তান সন্তান হইবে একজন আপা করা সন্তান।

শিল্পের প্রথম শিক্কা স্বার্থের নিকট হইতেই আসে।

স্বার্থের স্বাধা ও স্বার্থের অনন্যবাদি সন্তানের মধ্যে বেধিতে পাওয়া যায়। স্বার্থকাল স্বার্থের চক্কা কাটাই সন্তান পাড় হইবে এটা আপা করা সন্তান। স্বার্থেরা সন্তান পাড় হইবে এটা আপা করা সন্তান। স্বার্থেরা সন্তান পাড় হইবে এটা আপা করা সন্তান। স্বার্থেরা সন্তান পাড় হইবে এটা আপা করা সন্তান।

শিল্প বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের কর্তব্যও বাড়িয়া যায়। সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাকে বীণ, দ্বিত, বাবুদারী, সন্তানবাহী হইতে হইবে।

যে বাড়ীর বড়রা সন্তান বেগন আলাপ-আলোচনা করিবে শিল্পের উপর তাহার প্রভাব পড়িতে বাধ্য। যেমন শিল্পের কথা, পরিমিত, মানসজন মিথ্যা আচরণ, রাগ হইলে পাল্লাপালি দেওয়া। ছেলে কুলিয়ার মন্ত বিধা করা বলা। শিল্পের অধিকরণের যে কোন স্তরন কথা ভুলিলেই ‘পরিমিত’ ছেলে। কাটাই বাতারা সন্তানের তবিত্ব উচ্চল তেধিতে চান তাহার এলব বিধেই সংকে ওয়া মন্তকঃ

যে বাড়ীর স্বার্থেরা পড়েন সে বাড়ীর ছেলেমেয়েও ভাল হইতে বাধ্য। তিত্, যদি ভাল হয় বড় চাইয়া ছেলেমেয়েও সহজে বিশেষ হইতে পারে না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের নিয়মাবলী, বাধ্যতা, শৃঙ্খলাবোধ, পরিবার পরিচ্ছন্নতা শিক্কা বেওয়া উচিত।

সমাজ, রাষ্ট্র, শুল্ক কলেজ, পথে ঘাটে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই যে অনন্যবাদি মনোভাব, এর থেকে শিল্পমনকে বাঁচাতে হলে কি করা উচিত সেটাই আমি বিশেষ করে তাবহার বিধা। শিল্প—স্বাধা জাতির তবিত্ব তাবের ধর্মে, ধর্মের কাছে যাওয়া কুলে পাড়তে হলে চাই শ্রুতার সঙ্গে তাবের শিক্কা ব্যবস্থা। এ বাড়ির শুধু শুল্কের নয়; বা, স্বাধা, শুল্ক এবং স্বার্থেরা সন্তানের প্রথম করা উচিত। বা, স্বাধা ও শিক্কা শিক্কাতে হতে হবে সংনীতি জাতি, নির্ভীক, সন্তানবাহী ও বিশ্বপ্রকৃতি।

কোন কাজই সহযোগীতা তির শ্রুতাবে সম্পন্ন করা যায় না; সে সংকাজই হটক আর অনসংকাজই হটক।

এই কুলের শিক্কা করাই ধরা যাক।

কুলের শৃঙ্খলা স্বার্থের তাবতে হ’লে সকলের সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন। শুধু হুজুম দিবে এ কাজ সম্ভব নয়। চাই প্রধান শিক্কা হইতে স্বার্থের করিয়া ব্যবস্থান, জি, যেমন সকলের স্বার্থের আন্তরিক সহযোগীতা। কেবল নৌশিল্পের বাতারা নৌশিল্প মিথ্যা অথবা কড়া হুজুম চালাইয়া শৃঙ্খলা স্বার্থের তাবা সম্ভব নয়। স্বার্থ প্রতি যে কাজের তাব সে কাজ তাবাকে আন্তরিকতার সহিত করিতে হইবে। চাহুদীর্ঘ মনোভাব নইয়া কাজ করিলে সে কাজ শ্রুতাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। সন্তান মনে রাখিতে হইবে এটা শিল্পের শিক্কা-মন্দির। এখানে শিল্প সর্জকশ্রমের হইয়া পঠিত হইবে বাহাতে কলতের কাছে সে সর্জক সন্তান লাভ করিতে পারে।

শিক্কা শিক্কাের হাতিব মন্তজন শিল্প বিভাগেই পঠিত হইবে তাবতে। শুল্ক স্বার্থেরা এমন শ্রমের

আত্মবীর্য আশ্রয়কারী করিয়া তুলিতে হইবে যাতেই
শিক্ষা বাড়ী গিয়াও নিজের শিক্ষকের উপদেশ তুলিয়া
না যায়।

শিক্ষিকাকে হইতে হইবে প্রাপক, (মষ্টাধিকী, মনো)।

শ্রেণীর পুঙ্খানুপুঙ্খ করিতে হইলে প্রত্যেক শিক্ষক বা
শিক্ষিকার সহযোগিতা প্রয়োজন। ক্লাসের ঘটা পড়ার
পাঠ যিনিটের মধ্যে সব শিক্ষক বা শিক্ষিকার একসঙ্গে
ক্লাসে চোকা উঠত। প্রত্যেকেই সমভাবে শ্রেণীর
পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখা উচিত। একজন শিক্ষক
ক্লাসে গিয়া বেঞ্চ সোজা করিয়া পাতিলেন, ঘরের চুইয়া
কান্দা, নোংরা পরিষ্কার করাইলেন, ঘরের জানালা কপাট
তুলিয়া দিলেন। স্বত্বের পরিষ্কার করে শিশু ঘর সোজা
হইয়া বসিতে উপদেশ দিলেন। পরের ঘন্টার যিনি
আসিলেন তিনি আশিয়াই সবজা জানালা বন্ধ করিয়া
দিলেন, কাপড় কাটিয়া ঘর নোংরা করিলেন; তটিক দাক্তিও
হাত সাফিয়া চলিয়া গেলেন। আবার যিনি আসিলেন
তিনি শিশুদের নাগিল ভসিভেই যাত্র। স্বভাবতঃই
শিশুদের নাগিল করিবার প্রবৃত্তি খুব বেশী। কারণে
যকারণে শিশুরা নাগিল করে। একজন আসিয়া বলিলেন
সামান্য কারণে নাগিল করা উচিত নয়। আর একজন
ক্লাসে আসিয়া ভাল করিয়া না ভনিতাই পাতিয়া দিলিলেন
এইরূপ বিপরীত ব্যবহার শিশুদেরকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়।
সকলের সহযোগিতা থাকিলে এসব অসুবিধা ঘূর্ণ হইতে
পারে।

আবার প্রায় প্রত্যেক কুলেট শোনা যায় নান্যরকম
ত্রিকুলাদিলি। যেত বিস্ট্রাইনয় একটা বল, অস্ত্রাৎ শিক্ষক
শিক্ষিকারের একটা বল। হালী প্রভাবও শিশুদেরকে
বিচলিত করে। জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে সকলেই যদি একই
ভাবে জাতি হইয়া কালে অঙ্গুর বন তবেই এই বৃহৎ
পরিচলনীয় কাজ সহজ ও সুন্দর হওয়া সম্ভব।

আজকাল খুব কম বয়সের মেয়েরাই ট্রেনিং লইয়া
শিক্ষকতা করিতে বাইতেছেন তাহাদের সঙ্গে যৌন, স্থির,
সংযতভাবে পিত্তর মেজাজ সুবিধা শিক্ষা দেওয়া খুবই
গঠন। তাহাৎতে উচিত অভিজ্ঞ বয়স শিক্ষিকার নির্দেশ

ক্লাসের ক্ষেত্রে যেমন সকলে নিয়ম পুঙ্খলা মানিয়া না
চলিলে ক্লাসেরে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। একটা প্রতিষ্ঠানের
শিক্ষক শ্রেণী কথায় খাটে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে
বেধাওষি প্রাণেই শোনা যায়। একজন অপরজনকে কি
ভাবে চমক করা হাৎ সেই চিন্তাই মন অবিকার করে থাকে
নিজের কাঁতেও স্তম্ভ উপলভি করিতে পারেন না।

প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বহুদূর ছুইবার অভিভাবকদের
সঙ্গে শিক্ষিকারের বেধা হয়, তাও সকলের সঙ্গে নয়।
কেবল প্রাণী শিক্ষিকারের সঙ্গে। একবার তটিক করাইবার
সময় তাড়াতাড়ি লোক মাংস করিতে পাতিলে নিজে
ছাইবার প্রয়োজন বোধ করেন না। আর একবার ছেলে
মেয়ে কোল করিলে ক্লাসে তুলিয়া দিবার স্তম্ভ অসুযোগ
করিতে। কুলের সঙ্গে সব সময়ই অভিভাবকদের সহ-
যোগিতা করা উচিত।

শিক্ষকতা ব্যতীতের জীবনের আর তাহাৎতেই এ লাইনে
আসা উচিত। শিশুদেরকে আকৃষ্ট করিতে হইলে চাট
মটী, কর্তামিষ্ট, পাড়, স্তম্ভ, কর্তা শিক্ষক। প্রত্যেক
শিক্ষক বা শিক্ষিকা পরস্পরের সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন
প্রত্যেক অভিভাবকের সহযোগিতা ততোধিক
প্রয়োজন।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাড়ীতে অভিভাবকরা
ছেলেমেয়ের সামনেই কুলের বা শিক্ষকের নিদ্রা করেন;
তাহাদের সঙ্গে নান্যরকম কটুক্তি করেন। ইহাতে ছেলে-
মেয়েদের স্বভাবতঃই কুলের বা শিক্ষিকার প্রতি একটা
অশ্রদ্ধা আশিয়া যায়। কলে ক্লাসে ছেলেরা পড়ার মন ঘেঁ
না রাখা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অভি-
ভাবকরা কুলে কোন পাতি দিলে ছেলে কিদ্বা বেয়ে সহ
কুলে আসিয়া জামির হন শিক্ষিকার বিচার করিতে। ইহা
বে কত বড় অস্ত্রাৎ তাহা অভিভাবকরা চিন্তা করিয়া বেধেন
না। ইহাতে ছাত্রের প্রতি শিক্ষিকার ভালবাসা থাকে না।
ছাত্রীও অস্ত্রাৎ করিতে ভয় পায় না। শিক্ষিকার বরি
ভাজছাত্রীও প্রতি প্রায় অস্ত্রাৎ বলিবার শাসন করিবার
অধিকার বা আইনহা না থাকে তবে শিক্ষকতা করা সম্ভব
নয়।

গাংবায়ে এটাই শিখাইতে হইবে যে তাহারা স্বামীকে যেন
 ছেলেবেলা, তাহাড়াই আঁতরি করিয়া। অপর যেন
 বাবা ভাল তাহাই প্রচণ্ড করিবে; সকল যেনের সকল
 নিতুণে লগ্নে সহযোগিতা করি। ভাল ও এক হইতে চেষ্টা।

করিবে। নিজের বাবা, মা, আত্মীয় পরিজনকে প্রভা
 করিতে শিখিবে। নিজের স্কুলকে ভালবাসিতে শিখিবে।
 নিজের দেশকে সম্মান দিতে শিখিবে। ইহাতেও চাই
 নিকটবর্তী লোক অভিভাবকদের সহযোগিতা।

— — —

ভালবাসা ও বিবাহ

ঐক্যবদ্ধ মস্তিষ্ক

নারী-কীৰ্ত্তনের প্রেমে বিকাশ বিবাহের পর। তখন
 একই পরিধি আর থাকে না। বিবাহের বন্ধনে সীমাবদ্ধ
 হ'য়ে পড়ে। আগে উঠে অন্ধরের যুগ অন্ধর। তার
 শিরদণ্ডে ভালবাসা ও প্রেমাত্মক মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। অতঃ
 পূর্ব্বানন্দ অন্ধকৃতির তারে তারে স্তম্ভিত চিত্তে যায়। যন ও
 প্রাণ সকল তত্ত্বের যোগসূত্রে আবেশপূর্ণ যন্ত্রোক্তের মত
 সীমায় উৎসিদ্ধ হ'তে থাকে। এই উৎসাহ নারীকে
 সাক্ষীর সাথে পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে সংযুক্ত করে।
 এমন সংযুক্তনায় নারী তার সাক্ষীর পরিচয় পায়। তার
 অলসন করেই এলিয়ে চলে দে তার সঙ্গের মধ্যে।

এর পর আসে প্রকৃত জীবন। কত কষ্ট ও দুঃখ একের
 পর একটা বিষ জীবনকে প্রাণেতে করে তোলে। কিন্তু
 সবই অতিক্রম করে যায় সে প্রেমের বন্ধনে এবং কালক্রমে
 তা গুড়তর হ'তে থাকে। প্রকৃত ভালবাসার পত্নীত্ব এতে
 একটুও স্নান হয় না। আত্মার গবেষণে বন্দীকৃত হ'তে
 থাকে। তার বনোদয় ও হৃদয় রূপ অন্ধকৃতিপূর্ণ বিকাশে
 কলীর হ'য়ে যায়। সেখানে বার্ষিক কিছু নেই। আছে
 কেবল স্মিত্যার্ণব অলসন। সেখানে আণবিক চাহিদার
 কতই পরিমিত সম্পূর্ণ নুনা। সেখানে বাতায় কোন হান
 নেই। কেবল ত্যাগের অস্থানানে পরিপূর্ণ করে তোলে
 নারী তার প্রেমিককে। তার লগ্নই যত্ন ও হৃদয় হ'য়ে
 গুটি অন্ধরের আবেশে কিসের হোলার বেন হুগতে থাকে।
 হৃৎকনের পরস্পর অন্ধরের বিনিময়ে প্রেতত্ব নৌতাপ্রা এনে
 দেয়। ত্রিভুত, নিঃস্বাভার বাবা। আত্মা স্বর্গ
 হ্রিভুত ও'র গবেষণার বিনিময়ে। সংবিৎ প্রম

প্রেম হৃৎকনকে পরস্পর জানার মধ্যে এলিয়ে আসে, তার
 আনন্দ যিনি না পেয়েছেন, তিনি কিছুই উপলব্ধি করতে
 পারবেন না।

প্রেম, শ্রীতি, প্রণয় ও প্রেম প্রমুখ ভালবাসার ভিত্তি
 বিবাহ করেন, তার আত্মাই যে কেবল উন্নততর হয় তা
 নয়। পরস্পর নর ও নারীর পূর্ণ মিলন জীবন্ত সম্প্রদায়ের উচ্চ
 সীমায় পুত পতিত সংস্কার মূর্ত্ত হ'য়ে পড়ে। তখন তার
 আর থাকে না। উপলব্ধির পথে সূক্ষ্মান হ'য়ে পড়ে এবং
 অবিচ্ছেদ্য প্রেম সত্যের নিয়ে অলিয়ে বিলুপ্ত হয়।

কেন বেন যেন না করেন যে কিছু বিবাহে ভালবাসা
 দুয়ার নামাধিক কত। তাহ'লে তিনি একটু মূল করবেন।
 কারণ কিছু বিবাহের সময় শুভাগে সামাজিক পরাক্রম
 বীণা নয়। কিছু বিবাহে ভালবাসাই মিলন প্রমুগবে ইচ্ছা
 মহিমা জানিয়ে দেয়। সেটুকু ঐশ্বরিক প্রেম উন্নত।
 কারণ ভালবাসার প্রকৃত রূপেই ঐশ্বরিক প্রেম পরিমিত।
 সেটুকু অন্ধরের তত্ত্বীতে তত্ত্বীতে উপলব্ধি করা যায়। এহ'লে
 ভালবাসা অন্ধরিত হয় প্রথম লগ্নেই বা সামান্য বেলানেণ্ড
 মাধ্যমে। এই দুই পথেই, কিছু বিবাহ প্রবাহবাহী, নয় ও
 নারী পরস্পর যে বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে, তা' সত্যই
 অক্ষুণ্ণীয়। বিবাহের পূর্বে হৃৎকনাই অপরিমিত থাকে,
 কিন্তু পরে তার যে, কি পরিমিতিতে আপন আপন স্বার্থের
 পূর্ণাঙ্গলী বিনিময়ে একের কাছে অপর নিজের সব কিছু
 উন্মীলিত করে দেয়, তার প্রকৃত বিবাহ ত্যাগের উদ্দেশ্যে
 চেষ্টা করলেও সত্যের ভগ্নের প্রকাশ পায় না। এহ'লে
 বিনা বিবেচনায় প্রতীতি স্বপ্নেরে মূলভূমি পরস্পর নিবেদন

কিঁচের বেড়া। এ বেড়ের কত খুঁট, কত ঘুরে কত পুত
ন পরিয়া। অথচ বিবাহের আগে ভালবেসে বিবাহ হ'লে
মথেরে যে ফুলগুলি প্রস্তুতি হ'য়ে থাকে, সেগুলি
সাধারণতঃ সব সুষ্ঠুর শালীনতার ও বিবেচনার গন্ধ ধরে
যায়ে। সেখানে কত বাহার সুস্বাদু হ'য়ে থাকে যে
জানে। সেজন্য বিবাহের পূর্বে যে ভালবাসা, প্রবোধই
প্রকৃতির নিয়মে সোজা গন্ধ আসা উচিত তার পতি একটু
সুস্থিত বা বিস্তৃত হ'য়ে থাকে। তবে এর মতোক যে
বৈরক্রম নেই তা' অব্যাকার কালে চলবে না।

যে আকর্ষণের বর্ণনা শব্দিক বলা যায় না, সেই আকর্ষণ
শব্দের মাধ্যমে বহন নয় ও নারী একত্রিত হয়, সেই
পরিধিতি যে কেবল কামনারিলাসেই পূর্ণ থাকে তা' মনে
করা অসম্ভব নয়। বিবাহের পূর্বে যে ভালবাসার প্রেম
অকৃত্রিম হয় তা' সাধারণতঃ কামনার আশ্রয় থাকে না।
যদি কামনার প্রভাবতা নীরবেই নিয়ে ভালবাসার সন্ধিযুক্ত
হয়, তাহ'লে সেখানে প্রকৃত ভালবাসা বা প্রেমের অভাব
অর্থাৎ বলেই জানতে হ'বে। কারণ কামনার আকর্ষণ
এমনঃ কালের প্রতিবে যিস্থিত হ'য়ে যায়। সেইসু পার্থক্য
বিবেচনার ওজনই হোক আর যে কোন কারণেই হোক।
একতঃ কামনার ভালবাসার অভাব আছে বলেই জানতে
হ'বে।

কামনার প্রতিফল ভালবাসা যন্ত্রণকে সুস্থগা কর করে
তা'লে, যে সুস্থগের মাধ্যমে পার্থক্য, মানসিক ও ঐশ্বরিক
অনুভূতি বিভবান। আকর্ষণ প্রকৃত প্রেম, ভালবাসার
কামনার প্রবাহিত হ'লে তা' স্থাতি আশ্রয় একীভূত হ'তে
পারে। যদি তাই হয় তাহ'লে আকর্ষণের অর্থ নিয়ে
ঐতি আশ্রয় স্বয়ং পরিবৃত্ত সোপানে, ঐহিক
কাতরতায় নিয়ে বেথে, উপরে আরোহণ করে।

নয় ও নারীর কীধন মায়ায় পূর্ণ। সেজন্য কখন কখন
তারিণের অস্বাভাবিকতা পক্ষিগত বিভিন্ন হয়। কত কুল যে
হ'য়ে যায় তার সীমা থাকে না। সে কুলের মধ্যে সর্বাঙ্গেকা
দ্রব্যবিহারক ঘটনা—অনুভবের বিবাহিত কীধন যখন।
এমন ঘটনাক্রমে যেখানে বাহ্য প্রেমাত্মক হ'য়ে বিবাহের
কত পাপল হ'য়েছে, কিন্তু স্থানীয় মিলনের পর, পরস্পর
কোনোই ভেদ অংশ পড়তে পারেনি। ক্রোধের নিম্ন

সীমায় তার কেটে গেছে। একজন অপরকে যোথারোপ
করেছে। ঐক্যেই অস্তিত্ব ও লক্ষণ মনে ভটকট করেছে।
কিন্তু কেন? বিবাহের পূর্বে যে প্রস্তুতি একের মতো
অপরের জন্য প্রেমাত্মক করেছিল, তা'কে এ পরিণতি কেন।
নৈতিক অবনতি বা চরিত্রের ঠিক একের কাছে অপরের
পরস্পর প্রাণল হ'য়ে পড়েছে বলেই না এই ক্ষুধা। সুখের
বীজনে এমন হাচাচার। কামনার যথোক্ত দ্রব্য পরস্পর
সংহতির অভাব হ'তে থাকতে পারে,—কারণ মন ও স্বপ্নের
পরিবৃত্তি একের নিকট অপরের প্রতিফলিত্য সমাধারে
আপ্যায়িত হ'য়ে থাকবে। বাই হ'য়ে যাস্তু না কেন,
স্থানা বহন তা'দের কীধনের আনন্দ বরণার মনে নির্মজিত
হ'য়ে সুখভোগের গন্ধ হ'তে বহিত, তখন তা'দের পরস্পর
পরিচয়্য করা কি প্রায় নয়? অতঃপর অকৃত্রিম অস্বাভাব
ঐহিক মায়ায় স্থানীয় আশ্রয়কর মত অবস্থানের চেয়ে
সুখকর আর কি থাকতে পারে? ভালবাসার অভাবে
একজন অবস্থিত অকৃত্রিমতা হইত তপাত্তর।

এখানে কীধনের সাথে মিলান মধ্য প্রায় ভীয়ে
পারে। বিবাহের পূর্বে আপন সাথীকে মনোনিয়ন করা
সত্যই এক সমস্তার ব্যাপার। কণিকের বেধা, বা কীধির
বিনিময়ে, উৎসর্গপূর্ণ দ্রব্যে যদি বলা যায়—“ওগো তোমার
মনে মনে বহন করেছি”—তাহ'লে কি সাথী নির্জান সম্পূর্ণ
হ'বে? পরস্পর সাম্য উপলব্ধির মাধ্যম নিজ চরিত্রমত,
উভয়ের কণাকণের মূল্য নির্ধারণ না হ'লে প্রণয় বহন বাধ
বহুধাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে নীর মিলান চলে না,
নিভাতা বা অপর ভাগে উপরে মনোনিয়ন তার নির্ভর
করে, সেখানেও সমস্তার উত্থান হয়। কিন্তু উপস্থিত
অভিভাবক তার মাধ্যমত সর্বপ্রকার পার্থক্য ও বিবেচনার
পর সাথী মনোনিয়ন পূর্ণ শেষ করেন। তা'দের কীধনের
মূল্যবান অভিজ্ঞতা অনুভবণ ক'রে সজ্ঞানতঃ উপর নির্জান-
করণের আর কেহ কেহ ক্ষেত্র মেন। সাধারণতঃ ভাল বহন,
বহন ও সংহতির পরই নানাবিক মাধ্যম হ'য়ে থাকে।
কিন্তু ভালবাসার মত বিবাহ-বন্ধনে যে ফুলগুলি মনোনিয়ন
বিশেষ প্রয়োজন সেগুলি প্রায় অমান্য হয়ে যায়।

একবার যেখানে অনুভবক বিবাহের ওজন আপন স্বামীকে
ভাগ্য ক'রে, সেখানে তার পুনঃবিবাহ প্রণয় হ'য়ে কি না।

যিতীয় যারে সর্গপ্রকার সাংবাদ্যতা অবলম্বন করার পর যদি অঙ্গুর হ'তে পাখা বায়, তাহ'লে অঙ্গুরের বিবাহ নগে হ'তে পারে। কিন্তু বিবাহে ইতিপূর্বে আইনতঃ বিবাহ শুদ্ধ করার প্রচলন ছিল না। এখন তা' সম্ভব হ'য়েছে। কিন্তু হিন্দু সমাজে এক্ষণে সত্যীত্বের প্রায় উঠে। অনেকের মত, যে যখন নারী তার প্রথম বিবাহে যিদি নিয়মে কোন দায় শুদ্ধ কর্তব্যগুলিই পালন ক'রেছে এবং তার শারীরিক ও মানসিক সুখাকাখ্যার কিছুই পরিহৃত হয় নি, তখন নিকীক বিবাহভঙ্গ কাণ্ডের ঘট, তার প্রকৃত সত্যটুকু সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নমান আছে। এমত ব্যাপার যতকতকর সমাধানের সম্ভা। তবুও হিন্দু সমাজে যে নারী স্বামী পরিত্যগ্ন করে, তার জীবন ছাঃবে বিঘ্নের হ'য়ে উঠে। সমাজের কটাক্ষ চাহনির জালা জীবনকে তিক্ততার পূর্ণ করে দেয়। সে যে কি দুঃস্বাদ জীবন বাপন তা সভ্যই বর্ণনাভীত। বস্তুতঃ এই আধুনিক রূপে, যে নারী তার স্বামীকে যেনে-প্রাণে চায় না, থাকে সে বিশেষ কারণবশতঃ বুঝা ক'রে, তার সহস্রমানে আত্মত্যাগ পর্ষা জীবন বাপন সভ্যই এক নিষ্ঠুর পরিতাপ।

সকল সমাজের বিবাহে ঈশ্বরের তিত্তি ক'রে অঙ্গুর হওয়া সম্ভবই একমাত্র কাহাঃ বলেই যেন হয়। কিন্তু তবুও আপন বর্ষপ্রসূত নারীর স্বাকাখ্য থাকে ভালবাসার

প্রতি। সে চায় না যে তাকে ঘেবীর মত কেউ পূতা করুক। সে চায় ভালবাসার মিলনে যেতে, আর নিঃশেষে একজনার কাছে মিলিয়ে দিতে।

অনেকগুলে দেখা যায় বর্ষবিবাহের পর নারী সকল সময়ে তার স্বামীকে সেবতার মত সকল প্রকার তত্কির অবর্ণণ করে থাকে। কর্তব্যত একটী জীব ছাড়া সে যেন আর কিছু নয়। প্রকটনই যেন তার একমাত্র কাজ। এসব ক্ষেত্রে যেন এর ভালবাসার সুবতোপ চরতো থাকে না।

ভালবাসার প্রকৃত বিনিময় পরস্পরকে অতি উচ্চে নিঃখায়। যত্নের বন্ধনে সুন্দর হয়ে উঠে। সে সৌখণ্যের তপ মনোরম শোভায় ঢাকা। আনন্দের স্বপ্নায় পূর্ণ। অতঃকৃত্তির জ্বরে জ্বরেই যথো বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। কঃ সুমধুর সান আপন বর্ষমায় যন ও প্রাণকে দৃঢ় করে তোলে। এইটুকুই বিবাহের প্রকৃত সুখ। এমন সুখের মিলনে পৃথিবীর সকল সম্পদ যেন তুচ্ছ যেন হয়। পরি-তৃপ্তির সুখতোলে অজানা পুলকের স্রষ্টী করে। কিন্তু যীঃ যীঃ সেটুকু সাকারে এনে উপস্থিত হ'লে, আপন আপন পথের প্রতিভে সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। কে জানে তার কাছে কেমন আবর্তনে সেটুকু উপাধিত হয়।

তাজমহল

জীবতীক্ষ্ণ প্রেমাস ভট্টাচার্য্য

যমতায় জাতপুত্রী ছিল বটে নৃমহাধানেব,

সাজাচান বিয়ে করে সুদুঃর সৌখণ্যে জাহার :

যমতায় যবে যবে যমতৌরী গঠে হাঃফায়,

অঙ্গুর যনি' সেবে ছপ যবে যেত যমতৌর।

তাজমহলের অভ্যে সমাধিস্থির মগতের

নারি আর কোনো ঠাঁই, কোথা যেন কাজকাণ্ড যঃ

একদিনে বর্ষ যনি' বাটে মোক বিপত্তি হাজার !

নয় কোটি অর্থব্যয় নিশ্চিন্তায়ে সুতি বিঘ্নেব !

কোথা মুক্ততঃ যান ? কোথা যীর আবহুল তবির ?

তদ্ব্যবহার এয়াঃ কী অলুপ্ত পক্তি পংগটনী !

ইতিহাস ঘোষে আজো এয়া বত মংব যমি।—

প্রাণপণ প্রচেষ্টায় পড়ে থকা আনন্দের যনি !

আমি শুধু ভাবিতেছি—কেন মিলে অতীব মহান !

বিরাঃ প্রেমের চেরে কোটি গুণে পাট পটীমান।

ବାଦିମିଶ୍ର ୩ ତାର ପ୍ରାସାଦନୀୟତା

अेरिछा मित्र

আপনারা যদিও চরকা কংগ্রেসের মধ্যে
 আছেন। বহুদিন ধরেই আমাদের দেশে চরকার প্রচলন
 আছে। আমাদের জাতিও নারক মহাত্মা, চরকা ও
 যদিও আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় বেরিয়েছেন, তাই
 যদিও চরকা আন্দোলনকে বাণক করে তুলেছিলেন।

১৯২১ সালে টাংরাঙের সচিব আলফ্রেড জ্যাকোবসনের সমর্থন প্রদান করেছিলেন। জ্যাকোবসনের দ্বারা আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কিছু কাটনি ও তীতীসের অর্থাভাষের ভঙ্গ, ঠাঙা এ
কালে যনোযোগ দিবে পারেন না। গ্রামে অর্থসংগ্রহ করা
সম্ভব নয়। তীতের অগ্রিম টাকা বিতে সাহায্য করতে গোল
লাগন প্রথা প্রচলন করা সহকার। বাড়ি হুতি আর কিছুই
নয়, বাড়ি বাড়ি উৎপাদন করবেন, তীতের অগ্রিম টাকা দিবে
সাহায্য করা। বেসরকারী তীতের অনেকদিন থেকে বাড়ি
ওড়ির প্রচলন হোয়েছে। বর্তমান দু'বছর সহকার এভাবে
বিশেষ যনোযোগ দিবেছেন। গত বছর ১০ লক টাকার
বাড়ি হুতি বিক্রী হোয়েছিল। এবছর ১৪টি সেক্টর থেকে
৪০ হাজার পোই অর্ধস মারফত সহকার বাড়ি হুতির বিক্রী
ব্যবস্থা করেছেন। এই হুতি বাস বিশেষ নয়। চুটাকা,
পাচ টাকা, মন টাকা, পচিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ইত্যাদি
টাকা। বসী নির্ধন প্রত্যেকেই এ হুতি কিনতে পারেন।
এই হুতি মিনিমমে যে কোন বাড়ি হোয়ার্ড অফিসে
সোকারে বাড়ি কেনা হেতে পারে।

বাধি হস্তি কোনাৰ দুইটী থিও আছে। একটী থিও
গোছে থিবি বাধকাৰ কৰুৱেন বা কিসুৱেন, তিহি কুটীৰথিওকে
উপহাতি কৰুৱেন বাধি প্ৰসাৰেৰ বিশেষ ভাবে চোৱা
কৰুৱেন।

বাধি ও কুটিংশিল্পের বহুবিধ থেকে আয়ানের মেল
 প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সেই মিলের কাগজ ও বিলাতি
 কাগজ চালু হওয়াতে শৈল্পী বাহিনীর মিলেণ করার উপক্রম
 হইল। গ্রাহকের লোকেরা যখন মিলেণ করিতে পারিতেন

বেশা বেষ। জাতির এই দুঃখের দিনে জাতির শিখা দুঃ-
খাময় স্বাভাবিক জাতিকে সার্বিক সড়ট হইতে ত্রাণের অঙ্গ,
প্রতিটি করে চরকা প্রদলনের নির্দেশ দেন। তিনি বুঝে-
ছিলেন, অসুস্থত্ব করেছিলেন, ভাবত্বকালীকে স্বাধীনতা পেতে
হোসে শুধু উৎসাহের শাসন তোতে দৃষ্টি লাগাই নয়,
বেশের অর্থনৈতিক অসুস্থত্বও পরিচালন হওয়া চাই। জাতি
স্বদেশের সহায়তা। যত বা প্রতিটি ভারতবাসীর ব্যবস্থা
তোতে পারে, সেই জিনিষের প্রদলন হওয়াই প্রয়োজন।
চরকাই একমাত্র জিনিষ যা দ্বিতীয় ভারতবাসীর অর্থনৈতিক
সমস্যার সমাধান করতে পারে। গ্রামবাসীর দুঃখ দুর্ভিক্ষ।
যোচনের অঙ্গ, সহকারী আঁক কুটিরশিল্পের পুনঃ প্রদলন
ও অর্থের বঙ্গ প্রদলনের প্রতি বনোবনো বিবেচন।
অসুস্থত্বের নিমিত্ত চরকা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যেক
বঙ্গ। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবনেন বেশের পুনর্নির্মাণ
কমতে হোসে, কিংবা জাতিকে পুনর্বাসন করতে
হোসে, প্রায়শিষ্ট একমাত্র পথ। যদি গ্রামবাসীর
প্রাপ্তবঙ্গ।

আমাদের প্রাণভঙ্গিত বৈশী তাপ লোকই কৃষিকারী।
বহুতে প্রায় চর হাসি গীতের অঙ্গন থাকে। বৈশী তাপ
জাণপতেই চর হাসি গীত অঙ্গনভাবে বিন কাটান। এই
লগ্ন বহি গীতা চরকা কাটেন, কিবা গীত বুনে, মিশ্রই
কিছু টংকা উপাধীন কর্ত্তে পায়ন। যেথা গেছে একটী
লোক বহি গিবে ১০ টকা কাটেন তা হোলো তিনি ১০০
আরা থেকে ২০ টকা রোগণার কর্ত্তে পায়ন।

মনেও মনে করেন, পাণ্ডিত্যী ব্যস্তের জীবিত্যই ছিলেন। তিনি যথেষ্ট বিবোধী নন। মাহুবেব খান লাহোরের জজ যে যন্ত্র তার ব্যবহারের জন্ত তিনি গন্ধপাতীই ছিলেন। যে যন্ত্র মাহুবেব লাহোর পণ্ডিত কবে, তাইই তিনি বিলম্বশীল ছিলেন।

ପ୍ରାୟାଶିତ୍ତ ଖୁଦେ ଉଠିଲେ ଫାଲେର ନରମା ଏକଟିର ବାଟିର
 ବାବ ନା । ଫାଲେର ଟା'ର ଫାଲେଟି ବାଟେ କାଳିଡ଼ ଗ୍ରହୋକେଟେ

প্রয়োজন। কাগজ যদি প্রাপ্তি বৈধতা হই, এর লক্ষ্য বুঝা
গ্রামের লোকেরাই পারে।

কোন লোক একই সব জিনিষ উৎপাদন করিতে পারে
না। গ্রামের চাষী, তাঁতী, কার্কার, প্রয়োজন অল্পখারী
জিনিষ উৎপাদন করবে। গ্রামের বিভিন্ন লোক একই হস্তে
পাঁচা থাকবে, কাটকেই বাহ বেওয়া চলবে না। একটা
গ্রামের বাহলবী কর্তৃক বেলে, তার প্রয়োজনীয় সব জিনিষই
সেখানে উৎপাদন কর্তৃক হবে।

চরকা বাতা গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে কামে
লাগাতে পারে। ছুতোর, কার্কার, চাষী, তাঁতী
প্রত্যেকেরই সাহায্য লাগিবে। পরস্পরের সহযোগিতার
প্রয়োজন হবে। যদি প্রচলনের খারি বহু লোককে কাজ
দিতে পারে। চরকার কাজ সব বছরের লোকেরাই
করিতে পারেন। আট বছরের শিশু হোলে ৬০ বছরের বৃদ্ধ
পঞ্চাৎ এই কাজ করিতে পারেন।

বিশেষতঃ ঘেরেরের সিক দিবে বলা যেতে পারে এটা
একটা সহজ ও উপযোগী শিল্প। কারও তাঁরা তাঁদের গৃহ-
কাজের অবসর সময় বেলে হস্ত কাটতে পারেন। পুর্বে
গ্রামের মহিলারা ছুপুর বেলায় বৈধীর তাল সময়ই হস্ত
কাটতেন। তাঁরা চরকা কাটতে চানতেন। ঘেরেরের
হাতে হস্ত ভালই হয়। হস্ত কাটতে বেলে বৈধীর
প্রয়োজন। নারীর বৈধি অসীম।

অনেক ভাবেন যদি মাঘহার বহু বায়না। কিন্তু
প্রত্যেকে যদি ১ বটা হস্ত কাটেন তা হোলে বছরে ১২ লক্ষ
কাগজ পেতে পারেন। যদি মাঘহার বহু বেওয়া বাহ,
বাহি কাগজ কত কম লাগে। বছরে তিনখানা কাগজ
হোলেই চলে যায়। বাহা নিয়ে বাড়ীতে কাগজ কাটেন,
ওঁদের একখানি কাগজ গ্রাম ছই বহু টেকে। যদি
কাগজ কাটা ছই সব, বটাবানেক কাগজ সাধন থাকিবে
হাথের হয় পরে একই খুন্সে নিলে পরিষ্কার হোয়ে যায়।
তাহার নীল দিবে ফিলে একেবারে পরিষ্কার হোয়ে যায়।
ইন্দ্রি ফরা প্রয়োজন হয় না। একই চাপ দিবে হাথের

ইন্দ্রি মতন হোয়ে যায়। এ হাভাও যদি মাঘহারে ছুটি-
শিল্পকে সাহায্য করা হেবে। পাচ্চাকা বেলে বেওয়া বাহ
হাথের কাজের জিনিষের দ্বারা অনেক খেণী।

জাই আত বাড়ীর লোকের বহন বাহি প্রচলনের ভাব
নিবেছেন, তখন মাঘহারে বিবাস বে একটি গ্রামে খেণী
তাল জাহায্যেই বাহিনিশ পক্ষে উঠবে। সরকার জন-
সাধারণকে বৈদখিন জাহানে বাহি মাঘহারের মধ্যে উৎসাহ
দিবেন। বাহি কাগজ কিনলে টাকা প্রতি ১০ ডিন আন।
embroidy পাওয়া যাবে। এছাড়া বাহা কাটনি তাল লক্ষ
প্রতি ১০ আন। দিলে কাগজ বোনাতে পারেন।

মাঘনারা জানেন গত বছর ৭০ লক্ষ টাকার বাহি হাতি
বিক্রয় হোয়েছিল। এবছর হস্ত তার খেণী হবে।

ভারতের অনেক জাহায্যেই বাহি কেন্দ্র আছে।
মাঘহারে বাহলা বেপার ও বাহুড়া, বীরহুহ, মেহিনীপুর
মুনিয়াবান ও হুলনী মেলায় কয়েকটি বাহি কেন্দ্র আছে।
১৯৪৪ ও ৪৫ লালের বাহলার এই বাহি কেন্দ্রের উৎপাদিত
কাগজের পরিমাণ এক লক্ষ ত্রিশানকই হাজার ছয়শত আট
বর্গপদ। বাহ লায় ৪'৬" ছুট লক্ষ নকই হাজার চারশত ছুট
টাকা। এত মধ্যে বহুটা বাহে খেণী হোয়েছে এক লক্ষ
তেরিশ হাজার দুশো চতুশ টাকা। এর বাহা বোকা বাহ
এই টাকা তার শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেওয়া হোয়েছে।
তুলা উৎপাদন করছেন বাহা তাঁরা পাচ্ছেন টাকা প্রতি ১০
আন। বাহা তুলা প্রায় করছেন তাঁরা পাচ্ছেন টাকা প্রতি
৫ পয়সা। বাহা চরকা কাটছেন তাঁরা পাচ্ছেন ১০/১০ আন।
এক বাহা বুনছেন তাঁরা টাকা প্রতি তার আন।
পাচ্ছেন।

বিছায়ে লগরে খেণী বাহি উৎপাদন হয়। অল্প
বাহি উৎপাদনের হস্ত গ্রহিত। অল্পবাহি লগরে হস্ত ও
লক্ষ। এটি বহুদিন বাড়ীর কাগজের হস্ত। অল্প
মহিলারা এই হস্ত কাটেন ও বুনেন। গ্রাম উন্নয়নের পক্ষে
ও গ্রামাশিল্পের উপযুক্ত শিল্প হিসাবে বাহিই লগরে
উপযোগী।

একটা বাজ গল্প

শ্রীমদ্ভিতা গণোপাখ্যায়

প্রত্যন্ত লাল। বাড়ীটার ছতিনী বাড়ীর পথে তাহার প্যাটানের লাল বাড়ীটা। আসে কোন খোশ ছিলনা এই চই বাড়ীর মধ্যে, হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেলো লাল বাড়ীর একটি ঘরের লম্বা ওখাড়ির দুটি ঘরের।

লম্বা আস্তে হয়ে গেছে—হঠাৎ একটি ঘরে এসিবে এসে লাল বাড়ীর ঘরেরটিকে ভিজেল করলো, “এটা কি তোমাদের বাড়ী?”

হ্যাঁ, লাল বাড়ীর ঘরে টুটল বললো।

“ক? তোমার নামের বসে তাই?”

“বাবো! বলতো না কেন! আমার নাম অনিন্দিতা! শ্রীমদ্ভিতা হার চৌহুরী। টুটল কথায় বেশ একটু গর্বের বেশ ছুটতে বের।

“চমৎকার!” তোমার উপস্থিত নামই বটে। যিনি নাম বেবেছিলেন, তাঁর চরিত্র প্রশংসা না করে পাড়া যায় না আর চুরচুরিতও তাঁর অসম্ভব বক্তব্যের। তা বাই হোক কে যিরেছিলেন তাই তোমার নামটা? ওঃ হ্যাঁ, আর একটা আমি তোমাকে প্রথম থেকেই “তুমি” বলছি, বলে রাস করছে। না ত? বয়েল আমি অনেক বড় তাই—

“যাক্ আপনার যখন যবে কেলছেন তখন ত উপায় নেই কয়েই আপনাকে শান্তি দিলাম আর কোনদিনই ‘তুমি’ হাফা ‘হুই’ বলতে পারেন ত? ‘আপনি’ বলতে পারবেন না।”

“লজা এতো ভালে। তুমি যে কি বলতো, কিন্তু কই বললেন না ত কে নাম বেবেছেন তোমার—

টুটল বুজতে পারে নিশ্চয়ই এর কিছু প্রণোদন আছে তাই আস্বানের এক ঘটা, ওতুও সে তাই গোপন রেখে বলে—

“কিহা বেবেছিলেন নামটা। কিন্তু আমার কথা ত লই তেনে নিলেন, আপনার পরিচয় ত গোপনই বইল?”

“আমাদের বুদ্ধি চেন না?”

না ত! আমি ত শাড়ির বেহাট না, তাই আমার এই চোখের বজ্রের এখানে কাটলেও অনেককেই ত চিনি না।”

“আমি কিন্তু তোমাকে সেই ছোট বেলার থেকে থেকে আনুভি, ভ্রম থেকেও বলতে পারো! বাবে? কোথা থেকে বেবেলেন?”

“তা বুদ্ধি জানেনা! আমার বাড়ী থেকে ত তোমাদের বাড়ীর প্রায় সবখানিই দেখা যায়, আর আমার লম্বাও একটু বেঁধে। বিশেষ তোমাকে লম্বা করতে আমি ভালোবাসি, কারও তোমাকে ভালোবাসে কিনা! সকালী আত্মরিক ভাবে বললো: কথাকলো।

টুটল খুব খুশি হয়ে আর কৌতুকে তার মনে লাগে। বলে, “চলুন এক ভাংগার বলে বলে শুনি আপনার কথা।

সকালীর উদ্বেগ ছিল তাই। আলাপ করে রাখলে অনেক সুবিধে। প্রায়ই ত অনেক অক্লান্ত হয় এদের বাড়ী, আলাপ থাকলে লোকের তাকে ঠাড়াতে হবে না, তাছাড়া টুটলের লগ্নে পরিচিত হবার ইচ্ছা বহুদিন থেকেই মনে ছিলো, আজ তার সুযোগ পেরে বসে হয়ে গেলো। লহরের বিখ্যাত শ্রদ্ধা “গার চৌহুরী” পরিবারের একটি বাক্ত লালগী অনিন্দিতা, যে কোনদিন কাকর লগ্নে যেনে না, সে কিনা এভাবে তাকে গ্রহণ করলো? দৌড়গো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। টুটলের লগ্নে বেতে বেতে সকালী বললো, “আমার আর এক বোন এসেছে এখানে।

“কই বেবেলেন না ত?”

“জাকি, ঠাড়াও, এট ম’ল, আমি এখানে—

ছুটে আসে একটা ভালে বদলী ঘেমে। “আরে তুমি এখানে? আমি ত বেহাট লাল।”

"বেবছিন্ ক'র ল'গে আলাপ ক'রেছি। এট বে এ
৪ক্ষে আমায়ের নতুন বন্ধু ঐ অনিচ্ছিতা ব্যাং চৌরুই আর
এ আমায়ের বোন ঐ পায়লী বহু।"

চুজনের নমস্কার বিনিময়ের পরে টুটল জিজ্ঞেস ক'বে
"ক'রে আপনি কি বহু? তখন থেকে যে জিজ্ঞেস ক'রছি—
হাণে টুটল। ও কুলে পেছি—আমি চম্ছি ঐ পায়লী
বহু। তারপর ভিন্নজনে এনে বহু বিংশে একটি আপনি
যেওলি টুটলসের ভক্ত সাক্ষিত ছিলো।

গ্রায় লাফে ভিনটেও সম্বরে জলসা শেষ হ'ল। সব
শেষে ছিলো বেগম মুবাশাখায়ের পান, পান শেষ হ'তেই
টুটল জিজ্ঞেস ক'বে, চেমচ কুমারের পান আপনায়ের কি
বক'র লাগে।

ও ভাতী চমৎকার! আমি তারি কি ক'রে কোথা
থেকে এমন পলা গেলো। বলে পায়লী। কিন্তু পায়লী
বলে "আমি হেমন্তর পান খুই পছন্দ করি তবে বিজেন
মুবাশ্বির পান আরও ভালো লাগে। তোমার জিজ্ঞেসের
পান কি বক'র লাগে।

ও ও গ্রায় একই কথা! হেমন্তর অল্পস্বস্থিতে
জিজ্ঞেসের উপস্থিতি একাক্ষই প্রাণবীর তাতে কোনা
লক্ষ্য নেই। টুটলসের মন্তব্য পূর্ণ সমর্থন গেলো পায়লী,
কিন্তু পায়লী কল্লো "তোমরা হাই ব'লো, হেমন্তের থেকেও
জিজ্ঞেসের পলা অনেক ভালো, বেশ ভাল-পছন্দ।"

আজ্ঞা সে হাই বোঙ্, আপনি কি প্রথম পরিচয়ের
স্বয়ং এতাই ছি'র করতে চান? গ্রায় ক'বে টুটল।
"না—না, আমাকে এতটা অলস্য তাববেন না যে,
লম্বাক্ত ক'বার ভক্ত বহুই বিলম্বন দেখো। ও এমনি
ক'বার কথা বলছিলাম।"

পায়লী বলে "আমি এখানেই বিহার নিচ্ছি ভাতও
অনেক হয়েছে, আর পাড়ীও থাকিবে আছে বহুখন!
আবার দেখা হবে কেমন?"

আবার ক'বে সে সৌভাগ্যের আশা করতে পারি?
খুব ভাতাভাঙি ত? "তা হতে পারে—জুনিও একদিন
এগুলো না যোন? ক'ছেই ত থাকি।

আপনি জানেন বোধ হয় আমি কোথাও খেতেই না
ত'রে না ব'হি রাজী হ'ন ত'বে ক'বো নিশ্চয়।"

"বহুখান—চলি, কেমন?"

মাথা হেলান টুটল!

তারপর বটী বহুত খেটে গেছে। পেরিয়ে টুটল
অনেক বড় হ'বে গেছে। এম, এমনি পড়ে। পায়লী
আর পায়লী এসে পেছে অনেকবার কিন্তু টুটলসের একটি
দিনেরও অঙ্গুর খটনি।

"এবারে জুনি ব'হি না থাকে তবে এই আমায়ের শেষ
আশা কেনে রেখো—আর কখনও তোমায়ের বাকী আসবে
না।" পায়লী আর পায়লী বললো।"

"না, কেবলম এবারে নিশ্চয়ই যাখো, কি ক'বো বলন
যা যে কোথাও যেতে যেন না।"

"আজ্ঞা আর বলো না। যেমনি হাবে সেমনি বিদায়
ক'বো তোমার কথা। হতে পারি পরী ব তুও এতটা
অবহেলা ল'ব করতে পারা বার।"

আজ্ঞা—যামুন ত! আর বলতে হবে না, যখো
হয়েছে। বাবা এত বাজে কথাও বলতে পারেন—

এ খটনার দিন চার পরেই টুটল একদিন বিকেলে,
বারিটার এ, কে, বহুও বাকী গেলো। নিজি বিয়ে
উঠে এমন সময় পায়লী তাকে দেখতে গেলো—

"আরে—অবাক ক'ত্ত! এসে, এসে, কি সৌভাগ্য!
ভাগ্যে সেমনি অত বাগ ক'লোম তাইত?" আনন্দে,
কলকটে অভ্যর্থনা জানালো পায়লী। কিন্তু এই অভ্যর্থনার
জ্ঞানক অগ্রসৃত, বোধ ক'বে টুটল। একা একা কোথাও
যেতে সে অত্যন্তই ক'তেই কোন উত্তরই সে দিতে
পারে না। শুধু একটু হেসে ভাইতারের উদ্দেশ্যে বলে—
টিক পনের'মিনিট বাজে এসো বাম দি।

"আরে! না—না সে কি কথা! জুনি থাকে তাহা
আমায়ের কারে আমি তোমার বিবাহনিক পৌছে দিবে
আমায়ো।"

পায়লীর ক'বার আওহাছে পায়লী এসে বিড়ান, তার-
পরই টুটল ওন্ডে গেলো, কে যেন পায়লীকে জিজ্ঞেস
ক'রছেন "কে এসে যে সেমনি?"

"আমায়ের অনিচ্ছিতা মো অর্থাৎ টুটল।" তারপর
টুটলসের তিকে ক'বে বলে "হতে চ'লো চ'ট।"

টুটল শুধুই লাগে বড় একটা 'হল'এ এসে। সকালো পরিচয় করিয়ে দেয় "এই আমার বড় ভাই শ্রীচন্দ্র বহু। আর প্রায় চার বছর হলো ইনি শব্দাশ্রমী, ইন্ডিনিয়ানি গড়ছিলেন। হঠাৎ একদিন ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে পাথর আর বুকোর হাড় তোকে ধাক্কা—তাহাই শেষ আঘাত চলেছে।" চকলের মনভারে প্রতিদন্দ্বিতায় জানায় টুটল, কিন্তু মনটা তার অত্যন্ত দুঃখে পড়লো চোখের সামনে একজনের এই নিরাশ্রয় বসে থেকে।

চকল অজ্ঞানত কবলো, "বলো না বোন, দাঁড়িয়ে কেন?"

"এই যে বসুন্ধি।" কিন্তু আলম নেবার আগে পাতলা লম্বা কাপড়ের মোড়ক খুলে একগুচ্ছ গোলাপ চকলের চোখে গিয়ে বসলো, "এসব আমার গাছের ফল। শেলিদি আর বলিদির জন্যে এনেছিলাম, কিন্তু আগনি, বড়দাদা এখন উপস্থিত হয়েছেন তখন এগুলো আগনারই দ্রাব্য।"

চকল এত খুশী হলো ফুলগুলি পেয়ে আর টুটলে 'মাগনকথা' কথা শুনে, যে তা বলা যায় না। ফুলগুলোর গন্ধ নিয়ে বসলো, "বো কি চমৎকার! ঠিক তোমার মত।"

লজ্জায় লাল হয়ে টুটল বসলো, "মোটের না, ফুলের মত সুন্দর হতে হচ্ছে না।"

"কেন ফুলের চেয়ে তুমি বিশেষ অসুন্দর তুমি?" কোন সময়ে যে মা এসে দাঁড়িয়েছেন, কেউ টের পারিনি। "এই যে আমারই মা।" বলি জানালো। প্রথম করতাই কমলাধেবী টুটলের চিবুক চুমো দিয়ে বসলেন, "কি সুন্দর মেয়ে। আমি শেলি দিলির কাছে তোমার কত কথাই শুনেছি, আজ ঘেঁষে বড় আনন্দ হলো। বলো মা বলো।"

"মা—ওমা, যেমো? আমার নতুন পাওরা বোন কি সুন্দর জিনিষ দিয়েছে আমার—এমন উপহার কিন্তু সহজে ঘিলে না—"

"সত্যি! খুব সুন্দর ফুলগুলো, কিনেছ নাকি?"

"না, আমার গাছের ফল। শুধু একটু কোক খাচ্ছে কিনা—"

"এই ঘিঘো কথা বলো না। একটু কোক কি ওকে বলে? তান মা টুটল অবলম্বন বিনোদন করে গাঢ়শব্দে পরিচয় করে। কত সাহস দে করেছে তা বলা যায় না।

আমরা ত বেবেচি গোলাপই আছে প্রায় আগি বকনের। জবলু আর শিহলে যাচ্ কতঃ এজন্যকার বাড়গুলো যদি বেবেচে—সে প্রায় গোলাপই যায় না। আর আছে বাঁচির সুখাশ্রমী, হানবাহের টিকুমা জেলমিন, তারপর বেশ, দুই আর নানান বকনের নাম-না-জানা গাছ আর অন্ত্যায়ত সুখাশ্রমী। খুব সুন্দর বাগান তৈরী করেছে নিজের হাতে।" ভ্রাম্যদীর কথা শুনে উত্তরে কমলাধেবী বসলেন, "তা বেশ ভালো সব তোমার। আশাও খুব পাছের দিকে নজর ছিল তবে আজকাল মোটেও সময় পাই না।"

"বাগনি আহুন না একদিন আমারের বাড়ী। তা হলে খুব মজা হবে।" মার সংগেও আলাপ হয়ে যাবে আর আমার বাগানও দেখা হবে।"

"এ খুবই আনন্দের কথা। তবে আমি কোথাও যাই না কিন্তু তোমার কোন চিন্তাও কারণ নেই। তোমার আহ্বান করবই অথচ কয়েক পারবে না, কেননা প্রথম দর্শনেই তোমার ভালো বেবেচি। আজ্ঞা তুমি এদের সংগে গল্প করো আমি আসছি।" কমলাধেবী কিছুক্ষণের ওপর আসার থেকে বিদায় নেন।

কথার কথার ফুলের আলোচনাই চলতে থাকে। "জাচ্ছা এই ফুলের তোড়ার মধ্যে ক'কেন ফুল আছে বলো ত?" চকলের প্রশ্নের উত্তরে টুটল বসলো, "ওর মধ্যে আছে ব্র্যাক্সিল, আইরিগ মোরী, গোল্ডেন স্কোয়ারী আর শেলি হিলিংডন।"

"ও—কালচে লাল আর গোলাপীগুলো ব্র্যাক্সিল আর আইরিগ মোরী। হলুদ এবং লালগুলো হচ্ছে শেলি হিলিংডন আর গোল্ডেন স্কোয়ারী, কেমন ত?"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। তবে আগনি যা জেয়েছিলেন তা হলো না চকল, তা হলো না।" হাসিতে কেটে পড়ে টুটল। ওর এইরকমই স্বভাব সব তাতেই হাসি।

"আরে কি হলো? কি তেবেছিলাম আমি?"

"জাচ্ছা তা হলে বসুন্ধি দাঁড়ান। আগনি জেয়েছিলেন আমি খুব অস্বাভাবিক হয়ে থাকো, চমক যেতামও। কিন্তু মাগনি যে এই নাম বলে গেলেন তাঁরও খুব পাছের সব ছিল। কাকেই অনেক ফুল এবং গাছের সঙ্গে আগনারা যে পরিচিত তাও কোন সম্ভবত নেই। কেমন মজা হবে

ফেলছি ত আপনার মতলবটা? হাতে থাকে টুটুল।
চকল সে হাসিতে যোগ দিবে বলে, "তুমি কিছ ব্ব বটু
যেবে। মনে মনে যা ভাবছি তাও বলে দিচ্ছ? ও
ভাবনিক ব্যাপার হলো ত? হ্যাঁ যেহেতু একটা কথা মনে
পড়ছে, আমি যে তোমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলে
কথা বলছি তাতে আপ কহেছো না ত?"

"না চকলদা, 'আপনি' বলে ডাকলেই আমি আপ
কবতুম। আমি আপনার ছোট বোন আমারকে আমার
'আপনি' বলবেন কি?" "তবে এতো ভালো লাগছে কি
বলুণো। তুমি সুন্দর বিনা তাই তোমার সবই সুন্দর—
অন্তরে বাহিরে কোথাও ভেদ নেই। আচ্ছা এখন এসব
থাকু, ঐ যেন যা তোমার অন্তরে আনুচ্ছেন।"

টুটুল চকলের নিচেনে তাকিয়ে দেখল কন্যাতোষী
আসুচ্ছেন, তাঁর পেছনে বোঝা চাখের শরতাস প্রকৃতি
এনেছে। টুটুল কিছু সজলীকে বললো—

"এসব আমার কেন ভাট? শেলিদি তুমি ত জানো
এসব আমি কিছুই খাই না—"

"তা বলুন কি হয় মা-মনি? কোনদিনও আলো না,
ঘরিক বা এলে মিস্ট্রর না করিবে কি ছেড়ে দিতে আছে?"

"কিছ আমি.....শেলিদি, আচ্ছা। তুমি কিছ বলবে
না তো?"

"আরে আমি এখনো কি কথা কইতে পারি? না,
গালা উপস্থিত; কিছু বললেই বলবে 'চুপ কর', কান্ন কি
কথা বলে? কি বল মনি।"

"নিচ্ছই।" ছোট উত্তর সেখ পাশনি।

"ও: কি ভীষণ চুই! হুঁড়ির লাফী মাতাল ত হবেই,
এ ত জানা কথা....."

".....যদি জানাই হয় তবে যিহো সময় নষ্ট না করে
ওগুলোই সম্ব্যবহার করে দেখি?"

টুটুল চককে পেছন কিবে যা দেখলো তাতে তার শ্রিত্তি
জালা করে উঠল। সব জুজ্বলের মাঝে এই অসুখের
আবির্ভাবে সে তার মনের স্বিত্তা হারিয়ে ফেললো। কিছু
বাহিরে সে তার মোটেও প্রকাশ পেলো না।

সজলী তার দিকে ফিরে বললো, "তুমি আপনই আপান
করে ফেলি যে?" তাৎপর্ষ টুটুলকে বললো এট আমার

ছোট ভাই শ্রিত্তবল বহু, এ বছর 'বলেত থেকে ব্যাবিত্তী
পাল করে কিহেছে। আর.....

"...ইনি হচ্ছেন শ্রীঅনিমিত্ত: বাগেটুটুলী, এম্, এম্-পি
পড়ছেন এবং মাগেলে কলেজে হিসাব করেন, এই ত?"

লোকটার বোঝাপণিতে টুটুল ভীষণ অবাক হয়ে যায়।
সোজা তার দিকে তাকিয়ে যেন একটু স্বীকার সপে
জিজ্ঞাস করলো—

"আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?"

"আমি আমার আমার নাম জানি না! এই যে দেখে
না, দিদি আর মনি—অষ্টপ্রব তোমার কথা আসলো!
কতুছ। আর সেই বর্ণনার মাঝে তোমার 'মিল' দেখে,
আর...আর..."

"আর কি করে বুঝে এই অনিশ্চিত্য তা তো বললে
না ছোটুণা?"

"আঃ। মনি—তুমি যা চয়েচিস না..."

একবত্রে কাহারো মগি, তাই না? আর তুমি?
অবস্ত জানা দিবে টুটুলকে দেখা মোটেও ব্যাপণ কান নয়
তবুও স্বীকার কতুছো না যে? তাতে তোমাকে কি বলা
যায় বলো ত?"

"যা—যা, বেশী ওস্তাদি করিস না। আমি যা হই
তোমার তাতে কি রে? নাঃ—আমকালকার যেহেঁরা যা
হয়েছে।" হ্যাঁ, তুমি খেয়ে নাও মনি।"

"আমার নাম মনি নয়।"

"আরে একই ব্যাপার, অনিশ্চিত্য আর মনি। সকেপ
করলে 'মনি' হয় নাকি।"

"আমার নামের সকেপ করার ও প্রয়োজন দেখি না—
সকিণ্ড নাম 'টুটুল' ও রয়েইছে।"

"না হয় ডাক নামই 'মনি' বলে?"

"না—না, মনি আমার নামই নয় অথচ ডাকনাম
কি আচ্ছা।" একগাশ বিয়ক্তি করে পড়ে টুটুলের
কথাগুলো। চকল ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সজলী পাশলীও
যেতে ভর পেয়ে যায়। কারণ তারা 'মোজলী টুটুলকে
জানো। কমলা বেবীও অন্তর অন্তরিত বোধ করেন।
তিনি জানেন তার চেলের মনের কথা, তবু তিনি নন
তাঁদের বাড়ি। সকেলেই জানে শতশতের মনের সব

কিছু পরিবৃদ্ধি যে এ বকর হাঁকা মোড় নেবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তিনি বললেন।

“প্রথমই বললো হুক করনি? আগে মিষ্টি হুক কথা তবে শুণ্ড।”

“কিছু মিষ্টি যে বাজে না যা?” শতবল জান হানির দায়ে বললো। টুটল আবার চমক লো, “আরে ছেলে বাজবেও হুক কথা বলে নাকি ও?”

“হাবে বৈ কি! খেয়ে নাও ত লক্ষী।”

টুটল দেখল তারই মিকে চেয়ে আছে শতবল বাধা ভরা পুষ্টি নিয়ে, আর অমন দূঙ্গের লোকটিকে কেন চাইবে মত ক্যাকাণে লাগছে। মনে মনে জারী লজ্জা পেয়ে বার টুটল। কেন কে জানে। তারল মনে মচটা বিরক্তি না জানালেই ভালো ছিলো। এরা কি ভাবছেন তাকে কে জানে?

চকলের কথাই তার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ে—“কটু কল্ল নাও টুটল?”

“হাবে? আমি বৃদ্ধি একলা খাবো? তা হবে না, শতবলকে খেতে হবে একসঙ্গে। আর আমি চা উড়ি বরোবা কিছু। এগিয়ে আহ্নন পেলিচি আর মলিচি, শতবললা আপনি ঝিড়িয়ে..কেন? এইখানে আহ্নন, এ টেবিলে না বললে চকলদার অহুবিধা হবে যে? মাসীমনি আপনিও আমাধের সঙ্গে নিচ্ছই বোজ খেবেন?”

টুটলের পরিবর্তনে সবাই ছুঁ আনন্দিত হয়ে উঠে, শকলেই তার নির্দেশ মত আপন নিজে কেতল কমলা ঘেবী বললেন, কিছু মনে করো না যা, আমি দ্ব্যাপুত্রার আগে কিছুই খাই না।”

“না না, এতে মনে করার কি আছে.....বাচ্চ এখন সব কথা, চা মিই কেনন?”

“নিচ্ছই” শতবল বললো। আপনার চায়ে একটু বেশী তিনি মিই যদি আগের কাল কবে যায়, কি বলুন?”

শতবল বুঝতে পারলো না কি করবে। আনন্দে আর কোন কথা বলতে পারছে না—তবুও কোন বকমে জানালো “আহা তোমার আর বোধ কি হলো, আমার মোমেই..... বাচ্চ গুরানো কথা, এখন বিজ্ঞেস করি চা’এর পর গান শোনাও ত?”

“আর আপনি বাহ বাবেন নাকি? আচ্চ সবাই গান শোনাবো—

“সবাই মানে? আমরা নহ নিচ্ছই?” কেন তিনি?”

“অর্থাৎ আর আমাধের শোনার পালা শোনানোর পালা নহ।” বেশি আর বলি বললো।

ওগল চালাকি চলবে না, তা হলে আমি এখনই উঠে যাব। তাকাত্তে বহি চান তবে যা ইচ্ছে করুন।

“আচ্ছা মা-মনি হলো, কে গান করবে?” চকলের কথাই কমলা ঘেবী বললেন।

“আজ টুটল আমাধের এখানে প্রথম এলো এবং ও হচ্ছে আমাধের সম্মানিত অতিথি তাই ওর কথাইই সমর্থন করছি, তোমরা শকলেই গান গাও। টুটল তুমি গিয়ারোর হলো, বেশি আর বলি বীণ আর তানপুয়া নাও, চকল বেহালা বাজাক, শতবল তবলা সংগত করক আর আমি অর্গানে বলছি।”

টুটল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, “আপনি অর্গান বাজাতে পারেন?”

একটু একটু, বি, এ, পণ করার পর এক বছর-মাত্র চর্চা করেছে। আচ্ছা এখন একটু গান কর ত।

শকলে এখন গান শেষ করলো, লক্ষী ঘনিষে এসেছে আর টুটলের পাকীও এসে পৌঁচেচে ওকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে। আবার আগার প্রতিজ্ঞা নিয়ে টুটল বিদায় নিলো।

ছুটি বছর পরে—

এখন শতবল অনিষিতার দ্বারে মোটেও অসহ্যব নেই বহু যে স্ত্রীতি মেঘতে পাই ত। থেকে অনায়াসেই একটি মধুর স্পর্শ আপা করতে পারি।

পাকী বারান্দার নীচে মোটোটা ধামতেই শতবল ছুটে নীচে নেমে গেলো।

“হা।” “কি রে?” “টুটলের বাহার হত পেয়েছি।

টুটলের বাবা আগবেন আজ, দ্ব্যাপা লাউটার সময় সব ঠিক করতো। বাহার লড়েই কথা বলতে অহুতোষ করছি, তুমি ত আবার কাকর সামনে বেরোও না। তবে কি জানো, টুটলের অমতে এ কাক ওগার আশা নেই।”

"জেন খব জানক হচ্ছে যে, তোর এতদিনের আপা মরল হলো, তা, টুটল জানে না?"

"না—ওকে ভিজেন করতে সাহস হলুনি। বা খেয়াল। চরত আর কথাই বলবে না। জুনি একটু ওকে বলবে?"

"তোমার কি মনে হয় এ বিয়েতে তার মত নেই?"

"কি জানি?" আমি ওকে এতদিনের একটু বুঝতে পারলাম না।"

"আমি জানি তার অমত হবে না। এখন তাকে কিছু না বলাই ভালো, যে রকম খোশালি কি করে বলবে জানি না। তবে একথা ঠিকই অমত তার কিছুতেই হবে না, কারণ আমার অভিজ্ঞতার ওত একটা সূচ্য আছে।"

"সত্যি মা তুমি কি লজো?" ছড়িয়ে ধরে শতবল কদমাসেবীকে। "সব বাপু—মট এলে ত এই বুড়ী মাকে মনেও থাকবে না—নে চাচ্, এখন।" ক্রিয় বিক্রি প্রকাশ করেন কদমাসেবী।

"নাঃ, জুনি মা হয়ে এখন কথাটা মনে পড়বে?"

"আবে বাপু হলুদ ত হেলি।" মাঝে মাঝে হাসি দেবে আশ্রয় হয় সে।

সত্যার পক্ষে—

"এই মজি"—"কি, ইলু তারি স্ক্রী যে, কিন্তু তার বাহাছর মত বেননি তা মনো? টুটলের মত নেই কিনা? তাই! নেহাৎ গোবেচারাও চলে বল্গো মজি। শতবল ভীষণ ভাবে চম্কায়ে।" তাই নাকি? টুটল কি বললো? "বল্গে আবার কি? বল্গো যে ও রকম শতবল বিত্তর আছে, ওকে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না।" "সত্যি?"

"বাবো মিথ্যা বলে আমার লাভ?" "টুটল তা বলে এতদিন আমার প্রস্তাবণা করে এসেছে—কিন্তু অত সূক্ষ্ম যে সে কি এভাবে প্রস্তাবণা করতে পারে—কি করে এমন হলো? এখন তার আচি, কটো। সব কি করে চাইবে, কি করবো, বা পাবো না উপায় নেই লজ করতাই হবে কিন্তু তার কিছু সাধারণ অধিকারইলুও পাবো না? উঃ ভগবান! "সর্বস্বত্ব হব আমি!"

"আবে; তোমাদের খাণ্ডী বলল করে পেছে নাকি? আরও কিছু তোমার: 'মনি'র কটো পুজোর কথাই

জানলু। তবে তার নেই সে কিছুই কিংবে নেবে না। জান করে সে তা কেবল নেবে না, তেমন বেয়ে টুটল নয় বুঝে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শতবল বলে, "হ্যাঁ, বুঝছি অনেক আগেই, তার সবটা না বুঝলেও এইরু বুঝছি—সে অলজ্ঞ! তাই ত মনে লাগে এর কল পাছে লজই হারাই খোশালির খোশালি... .."

"খামো ছোটকা! লাংখোজাসটা একটু কমাও যিবি। আমি পারল হয়ে যাবো মনে হচ্ছে!"

তোমার কি বুঝি? কাউকে কখনও আত্মিক ভালো হেসেছিল? তাই এই না পাওয়ার বেয়না উপলব্ধি করতে পারবি?

"খাক তাই, ভালোবেসে আমার চরকার নেই। একে তোমার বুঝে প্রাণ খেঁচিয়ে যাচ্ছে কোনরকমে ধরে রেখেছি এর পরে আমি যদি ভালোবাসতে আরম্ভ করি তাহলে... ...খাক আর বর্ণনা দেব না।"

"বেশ, সব সময় জালাতন করিস না। টুটল আর আসবে কিনা তাই বল?" "কেন তোমার ত জানল হিড়ে হচ্ছে যেহা হার আর কোন ও লাগে করার মত্রে. আর কি চাই?"

"জানল হিড়ে বেশলে, আর কোন কথা বললেই হয়ে গেল?" "তবে?" ওঃ হুঃ পেছি. আরও গভীর প্রবন্ধে ভেগে চলেছে তোমরা।"

"পালা দেখি এখন থেকে, হোহাই একটু একা থাকতে যে।" "তা পালাজি—কিন্তু এতো ভালো অভিনয় করবে উঠতে ইচ্ছে করছে না।" "এই তোমার কাছে অভিনয় হলো? জালাসনে আর বোহাই যে একটুখানি।" মজি শেলির কাছে উপস্থিত হলো।

"বিবিরে—উঃ বা একখানু কেতেছি না, ছোটকা, তার ঠেলা কিছুতেই মাফাতে পারছে না।"

তাই নাকি? খিখাস করলো তোমার কথা?

"আহা! কেন করবে না তুমি? ছোটকার ও বিবন সম্বন্ধ ছিলো টুটলের মতের উপর, কাছেই বুঝিলু ত কি রকম জমকালো হবে ব্যাপারটা?"

টুটল যদি বলে দেব? না কিন্তু মাঝে মাঝে বাহল কং

সিবেছেন ওকে এ লম্বা চাঁট: কবচ'নি শেষে আর হরত হাটাই
হবে না। সত্যি জাই ওর মত খেয়ালী আমি দেখিনি।”

“ওর নেই টুটল বিয়ে আরে এখানে আগছে না।”

“বেশন বোকা ছুই—আর কি কথা হবার উপায় নেই ?
!শেনেয়ার কি ইন্ডেন পার্কেল'এ, আর অতদূর নিয়ে কাজ
কি এখনি একটা কোন করে যদি পড়ল

“জা বটে। তবু কিছুকল ত ছোড়ল: আমার হা-হুজাপ
করবে। সত্যি জাই, কি কাব'লা শ্যাটার'এর লাগছে
চোড়লাকে, কি বলবো! বত হাদি পেট ঠেলে বেবিবে
আগছে! বাসি দীর্ঘবাস আর.....

“হুপ! হাট্ট বা কবচ'র ছুট্টে কবচি বেগতে পাচ্ছি।

আরে ঐ যেখ' চেয়ে, লজ্জল বিল জাঁট'ছে, কোন করবে

নিশ্চয়ই! চল পলাই এখান থেকে—”

এখিকে টুটলকে লজ্জল ভেতকে—

“হ্যাঁশো। কে তুমি? কি আশ্চর্য সব ঠিক হবে
পেছে, আর এখন কোন করছ! আমার বেন এতটুকু
লক্ষ্য নেই না ?” টুটলের লক্ষ্যকণ করে বিস্মী অস্ত্রযাণে
দূর করে পড়লো। সে সূরে মাতন ভাগল লজ্জলের মনে,
তবে কি টুটল যাকি হয়েছে তার ঘরে আসতে? কিন্তু
চিন্তি, যদি কি যাছে কথা বলো? নিশ্চয়ই, নইলে আর
কাজে পোনা যেত। এত শুণো কথা ভাবতে ওর এক
মিনিটের বেনী লাগলো—

ওখিকে টুটল জিজ্ঞেস করলো “কি? অমনি ঠাপ
লগে ত, আর আমি বুঝি রাগ করতে জানি না ?”

“কি ছুই! আমি কোনদিন তোমার কথার রাগ

করেছি ? আর তুমি রাগ করোনা টুটল, তোমার রাগ
কত সাংখ্যাতিক আমি তা জানি—তুমি রাগ করলে আমি
বড় কষ্ট পাবো কেন?”

“তবে কথার উত্তর দিলে না কেন ?”

“আমি জাবছিদায় আমার মত দৌতাপাবান আর
কেউ নেই.....যাক বেনী বাড়াবাড়ি করতে হবে না।”
আজ্ঞা অত কথাই বলি, সত্যি এভাবে তোমার জাকা
উচিত জানি। আর কোনোর ত দরকারই হবে না তুমি
পরেই ত আমার কাছে আগছো।”

“যাক গো মশাই, এখন উচিত অসুচিত নিয়ে মাথা না
ঝামিয়ে যা বলবার বলে ফেলো। বাবা এসে যেখানে সে
ডারী লজ্জার কথা।”

“আজ্ঞা আক তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো টুটল,
আমাকে নিয়ে তুমি খুশী হবে ?” “জানি না খাও” “না
বলো লক্ষীটী জীবন জন্মেই ইচ্ছে করছে” “তা হলেও বল'হো
না বড় ছুই হয়েছে আজকাল। আমি যদি উটেট জিজ্ঞেস
করি তুমি কি বলবে তুমি ?”

“আমি কি বলব, বৃত্ততে পারছ না তুমি? মনে মনে
হুকে নাও টুটল, কথার প্রকাশ করতে আমি লক্ষম
কথার প্রকাশ করে, আমার মনের ভাবকে ছোট্ট করতে
‘জাই না।”

“আজ্ঞা! তোমার মন যা বলে, আমার মনও তাই!

কিন্তু আজ আর নয় বাবা ভাকছেন তাই এখানেই
কিছুকণের অত বিবাহে নিজি—আবার সময় হলেই গাফা
যেবো।”

মম ফলক

ঐনিকার্ষ গঙ্গোপাধ্যায়

পৃথিবী ভাঙের কাজে পুণ্যতন নয়,
লক্ষ্যকরে—অবিদ্যার কেন্দ্র মানবশিশু কৃষি হই,
মূল্যহীন তার কাছে তোমার এ কথা,—
চিরজীবী জীবনের সবায় মানতা।

কবচের নবুদয়, কলের হাকব ছিঁড়ে-জগৎ-ওটা জ্ঞান,
হুগট্টন বর্ণনের, যিনে-কথা গোবুদির মানি,
তোমার আমার মতো সবধরনের কাছে পরাধীন,
ভগ্নের হরনি তাই জীবনের উত্তম বিষয়;

তাঁদের স্মৃতিত মনে রাখা ভুলে কোরে দিতে চায়,

আমাদের তরু সত্য, যিনে যাক খুলায় বুলায়।

পঁচিশে বৈশাখ

ঐশ্বর্যাবতী উপাচার্য

পঁচিশে বৈশাখ—

চির নতুনবে কুঁহি বিয়েছিলে ভাক...

আবার বাজাত 'পাক৩৩' তব

হোক উত্তর পূর্বাচলে আদিত। নব।

একদিন তব পতীর নিম্নায়ে—

বে শবিতু কোণেছিলো পূর্ব দিনায়ে,

আলোক ভটাৱ তার বিশ্ব আলোকিত

তব তারতেরে করিল জাগ্রত।

মাহিল ভগ্নোথনের মৃগ সাথ পান—

বিশ পতায় বাগী পেলো শ্রেষ্ঠ মান

'ভারত-ভাৰে' বিশ্বমানীবে আছান করি,

মিলন ময়ে মাকু-পুঙ্কর সুখ নিলো তবি।

বুপে বুপে পতখারে জ্যোতিঃকণা তার

বিকীরিবে গ্রাণে গ্রাণে বুঢ়ারে আঁখার।

কাধা-গগণের বহু গ্রহ উপগ্রহ—

সাজায়েছে শ্রুতি-অর্থী লও বরি লহ।

মহিলা সমাচার

জ্যোতিষ চন্দ্র বোম

বিশ্বভারতীয় উপাচার্য্য ইন্দিরা দেবী

ভারতের শিক্ষা-নীতির এর বিশেষ ধারা প্রবর্তন,

কল্পিত। মানব-মানবীকে বিশ্বগ্রন্থের উপাসক করিয়া

তুলিবার চক্ৰ কবি বীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডিত্যিকতায়

"বিশ্বভারতী" মহা বিদ্যাশীল স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার আচার্য্য বহু। সত্যমেব বরীন্দ্রনাথ ছিলেন

তাঁর বোহাগে শিলাচালা অমলিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার

জ্যোতিষ ইহা ছিলেন। তাঁহার পর কবিপুত্র বীরেন্দ্র নাথ

দায়ীম ভারত সরকার হইতে ইউনিভার্সিটি পদ্যার সন

পাইবার পর ইহার প্রধান কার্য পরিচালক আইনচ্যাংলার

হন। এই ছিন জনই কবিগ আদর্শ বৃত্ত করিবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহাঙ্গর পদভাগ্য করিবার পরই

পুণমতাহুলায়ে অতিক্রম ভোটে আত্মজাতিক ম্যাপি

সম্পন্ন জা: গ্রন্থাধি কৃষার বাসীরা এই আত্মজাতিক

ইন্দিরাবিনীত আইনচ্যাংলার হন। তাঁহার অকাল

মৃত্যুতে এই দাবিদুর্গ পদ সঙ্কলনবিধানে পদম প্রবেশ

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী আইনচ্যাংলার আইনচ্যাংলার আইনচ্যাংলার

হইয়াছেন

তাঁহার নিম্নিত্তে বিশ্বভারতী বহু, বাংলার নারী

সমাজে পদম পৌরষাধিত।

পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল হইতে আমরা ইকিৎ

দেবীর পাণ্ডিত্য, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, লক্ষ্যে, সাহিত্য-

সেবার, বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি প্রকাশে, সকল সামাজিক

পরিচ্ছিন্নে, সৌভাগ্যে সুখ ও দুঃখ। এ হেন মহিলা

মহিলার পবিত্র জামের আলোকে বিশ্বভারতীর

অভিনিবিত্ত মূল আদর্শ সমগ্র বিশ্ব বিচ্ছিন্নিত করিয়া এই

বহু-মহিলার বহুতা সত্যকে বিশ্বিত করিবে—কবি

উদাহ সত্য হইবে যেন উপলব্ধ হইবে।

বোম্বাইয়ের মহিলা মেমর

বর্তমান বর্ষে শ্রীমতী মুলোচনা দেবী প্রথম

প্রতিদ্বন্দ্বীতার বহু বিধা বোম্বাই মহানগরীর মেমর

নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনিই ভারতের মহানগরীর

প্রথম মহিলা মেমর। তাঁহার বহু, জাগ্রা বিশালা

অভিজ্ঞতা বোম্বাই-লক্ষ উপলব্ধ হইবে।

বাল্মীকী বৈদ্য ব্যাক্তিগত

১৯৪৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার পত্র-চট্টাঙ্গিক হোস্টেলের বিখ্যাত আইন শিক্ষক কে.এ. রোজ ইন্সটিটিউট ব্যাক্তিগত নাম করিয়া জনক স্মরণেছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইতে কিংস পাশ করিয়া লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হাইতে এল, এল, বি পাশ করেন। ১৯৪৪ সালে বাও-আইনেন-টেই-পতীকায় পাশ করিয়া ব্যাক্তিগত হইয়াছেন। তিনি জাঃ এস, সি, চট্টাঙ্গিক বক্তা।

বঙ্গ বিহার সংযুক্ত বিরোধিতার মহিলাদের আংশ গ্রহণ

উক্ত প্রচারাৎ বাল্মীকী সেন ও ভাবার বন্দীরা সহিত পুত্রি আশ্রয় গ্রহণ প্রতিষ্ঠা করি বাল্মীকী উগ্রিয়াছেন। কলিকাতার ও মক্কেলে যে প্রতিষ্ঠান আয়োজন চলিয়াছে তাহাতে নারী সমাজ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কলিকাতায় আইন সমাজ করিয়া প্রতিদিনই মেয়ে-সভাপতি করিয়া বৃত্ত ও হঠিত হইয়াছেন। ইংরেজ প্রথম ভাগে হামিলা বন্দী, অমিতা চান্দার, শ্রীমতী সেনগুপ্ত, কিশোরীণী ও নেতৃত্ব করিয়া দৈত্য একদিন কেবল মহিলা সভাপতি ৮১ জন হেস্তার হন। তাহার মধ্যে বাবা গাঙ্গুলী (৭০) ও চাকরানা বহু বয়স (৬০) ছিলেন।

কলিকাতা বার এনোলিয়েশনে মহিলা সভ্য

কলিকাতা হাইকোর্টে বার এনোলিয়েশনে বর্তমান বৈ পরিচালন সমিতি পঠন শ্রীমতী দিলীপা বহু এবং এ এল, এল, বি সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি প্রথম মহিলা সভ্য। এইজগৎ স্মারক বহু সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

ডাঃ কমা নিরোপিত শিক্ শোক

১৯৪৬ সালের ২৮শে জানুয়ারী সমাজ-সেবাকার্যে ডাঃ কমা কালে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ডাঃ কমা নিরোপিত শিক্ জ্ঞানাতন নিরোপিত মহাপ্রাণের অকাল মৃত্যু হয়। তিনি হঠিত ভবন ও মেনের প্রথম বর্তনী ব্যক্তি—তাঁহার মৃত্যুতে কেবল কমা সৌর্য কতি চরমাই, আবারের সকলেই ও মেনের কতি হইল।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতি ছাত্রী

শ্রীমতী মঞ্জুলা বিহ বি-এ-স্বাক্ষর উত্তীর্ণ হইয়া ৬ষ্ঠ স্থানবান লক পাঠিয়াছেন।

শ্রীমতী সুনন্দিনী দেবী কতিবেক সহিত এন্স ডি পাশ করিয়াছেন। তিনি প্রথম মহিলা এম, ডি, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হাইতে পাশ করিলেন।

শ্রীমতী সীমা বার ও শ্রীমতী হুমিলা সিন্ধ কতিবেক সহিত এন্স-এন্স-সি, পাশ করিয়াছেন।

পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে বিশেষ সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০ জন গ্র্যাজুয়েট ডাঃ-ছাত্রীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শিক্ষা করিবার ৬ষ্ঠ মাসিক ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তিঃ যাবৎ করিয়াছেন তাহার মধ্যে—

১৯৪৪ সালের ৬ষ্ঠ শ্রীমতী ইন্দ্রাবী ওর (ইংলান্ড) লেডী রোবর্স কলেজের শ্রীমতী মংগলি মুখারি (সংস্কৃত—বেধুন কলেজের), শ্রীমতী উমা ভট্টাচার্য (বর্ন—কলকাতা কলেজের), রত্না সেন (কুলাল—লেডী রোবর্স কলেজের) এই বৃত্তি পাঠিয়াছেন।

বাহুবল্লব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট

বর্তমান বর্ষে ১৮ই মার্চ বাঙ্গালার কাতীর পরিষদের টেকনলজিক্যাল কলেজী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবার পর তাহার প্রথম সমাধর্জন উৎসব (কনভোকেশন) হুং হুম্বায়ের মধ্যে অচর্চিত হয় তাহতে রাষ্ট্রের উপ-সভাপতি শ্রী জাঃ গাংককন্স সমাধর্জন ভাষণ দেন। জাঃ বিধান স্রা বার সভাপতিও করেন—শ্রীমতী জোতি বোদী কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীঃ কি-এন্স-সি ডিগ্রী জাঃ হাংএর হুং হাইতে প্রণয় করেন।

রুমী বীরকে ভারত সরকারের পুরস্কার

পূর্ববঙ্গের সীমানায় জিন্দা বাকো একজন পাকিস্তানী ডাকাতদের বিপুল লাহের সহিত বাবা বিদ্য বিতাক্তিত করার অসীম বিবদ বোঝাইয়া দত্ত ও করিয়া হইয়াছেন শ্রীমতী আবদার উল্লাহ। তাঁহাকে তাহত সরকার বিশেষ জাঃ পুরস্কার দিয়াছেন।

সারাজনলিনী নারী মঞ্চল সমিতি

বঙ্গভূমারী বিবাহ আশ্রম রক্ষণ কমিটি উৎসব

১৯৪৬ সালের ৮ই এপ্রিল, রবিবার ১০৩০ সালের ২৪শে চৈত্র, পূর্তীমাসে বঙ্গ ভূমারী বিবাহ আশ্রমের রক্ষণ কমিটি উৎসব সঞ্চালনার সহিত সম্পাদিত হয়। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে ১৯১৮ তারিখে সেরোজ নলিনী এলো-নিবেশনের নির্দেশে ও শ্রীমুখা হেমলতা দেবীর আশ্রমানে শ্রীমোক্তির চন্দ্র বোম পুতীতে গমন করেন। তিনি পুতী কমিটির সভাপতি, পুতী বাক্য সভা সভাপতি বার বারোয় লোকনাথ মিত্র, সম্পাদক শ্রীমোক্তির বাব মুনাসি, শ্রীমুখা অটল বিহারী চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হইয়া একট উৎসবের কার্য তালিকা ও বহুতর হিসাব করিয়া আনেন। সেরোজ নলিনী এলোনিবেশন এই উৎসবে পুতী কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য একটা উপলক্ষিত গঠন করিয়া দেন, তাহার সভাপতি শ্রীমোক্তির চন্দ্র বোম ও সম্পাদক শ্রীমোক্তির চন্দ্র বোম নির্ধারিত হন। এই সমিতির অধিবেশনে পুতীর কার্য-পুতী বাজেট পুতীতে হয় এবং যামোক্তির কমিটিকে ০০০০ পাঠ্য্য করিতে অনুরোধ জানান। কর্তৃপক্ষ ও তাহা রক্ষণ করেন এবং সে টাকা প্রদান করা হয়। কয়েকটা অধিবেশনে উৎসবের ব্যবস্থা ও বাবলায় 'মহানিকা' মুদ্রিত করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। একটা "মহানিকা"ও মুদ্রিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে উক্তিয়া বাংলা ও বোম্বাই-এর বাবলাপালগর যে উৎসাহপূর্ণ ও প্রদর্শনাত্মক বসী দিয়া-ছেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতের আইন মন্ত্রী মাননীয় শ্রীমুখা বিলাস, প্রতিবেদ্য মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ কট্ট, উপ-সভাপতি শ্রী বাবলাপাল, বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর আশীর্বাদ ও সংযোজিত হইয়াছে। ডাঃ কানীয়াস নাপ, শ্রীমোক্তির প্রদান যথোপায্য্যেয় বসন, হেমলতা দেবী, চারনকবি মেসেজ বাব ও উক্তিয়া কবি মন্ত্রীনাগাথ সাউব কবিতা ইংরাজ শ্রীমুখা মখন করিয়াছে।

সেরোজ নলিনী বিলাসের দিল্লীযতন হইতে কতকগুলি গ্রন্থ পুতী প্রদর্শনীতে প্রদর্শনিত করা গঠন হইয়াছিল। তাহা উক্তিয়ায় মন্ত্রী ও মেসেজ মাসে বিলাস উৎসাহ

কর্ত্তিমাছিল—এক কিছু প্রদান বিলাস হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে যে সব পুতী আশ্রমে প্রদত্ত নানাপ্রকার প্রদান ছিল তাহাও সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্রীমোক্তির চন্দ্র বোম এখানে হইতে এই এপ্রিল পুতী বান এবং সেখানে ১০ই পর্যন্ত অবস্থান করেন। দিলাই সভাপতি, অতিথি মন্ত্রী, প্রদর্শনী পুতী সম্পাদি ব্যবস্থার আশ্রম কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন। এই হেমলতা দেবীর সহযোগিতায় পুতীর ম্যাগিষ্ট্রেট এন. সি. বোম মধ্যপরের সহিত দেখা করেন। শ্রীমোক্তির বাবলাপালগর সহিত দেখা করিয়া কার্য-পুতী টিক করেন। বাবলাপাল মধ্যপর ইচ্ছা করেন যে এই উৎসবে বহন প্রদান সকলেই উক্তিয়া ও বাবলায় বোমবান করিবেন তখন তাহার অভিভাব্য বাবলা ভাষার প্রদান করাই সমীচীন। তিনি উক্তিয়া বা বাবলা জানেন না বলিয়া দুই প্রকাশ করেন এবং সেসময় তাহা বাবলা ভাষায় অল্পব্যয় করিতে বলেন। তাহার ইচ্ছা আদানী কাল সেই অল্পব্যয় উৎসবক্ষেত্র গঠিত হয়।

কলিকাতা হইতে সেরোজ নলিনী সমিতির সভাপতি শ্রীমোক্তির চন্দ্র বোম মধ্যপর মন্ত্রী এই এপ্রিল পুতী বান। কলিকাতা হইতে আরও বেশ বিশেষতঃ ১০১২ জন মহিলাদের পুতী বাইবার দেখা থাকে এবং না বাবলায় 'বঙ্গ' মুদ্রিত হয় এবং পুতীমন্ত্রী সকলেই নিত্যমাসী হন।

৮ই রবিবার উত্তর সব প্রভাতের বাক্য বর্ণের বেলা মীলাব্রাহ্মণী অশীম অকলের উপর, ঢলার সহিত আশ্রম বাসীদেব কঠে "ডেজেল জ্যোতিষ" বঙ্গ জলি উঠিল। মন্ত্রী, মধ্যপ মধ্যপ প্রভাত কঠোর বল সাগর তটে অন্তরে গুলিতে প্রদিয়া অপরূপ আনন্দের দিল্লীল তুলিল। কিছু পক্ষম হুড়িয়া এই কঠোর মধ্যপ হুড় অলোকিত করিয়া জট্টাইল কঠোরের হুড়না। প্রভাত কঠোর পুতীমন্ত্রী মীলিকা মুনাসি ও বাক্য মিত্র প্রদান বিলাসিতা ও কঠোর কঠোর অতিমি ছিল। প্রাতে ১ ঘটিকার উক্তিয়া বাবলাপাল শ্রীমুখা হুম্বা বানী বাক্য মধ্যপ

আশ্রম ধায়ে উপনীত হইলেন, সচ-পুত্রীও প্রাপ্তবয়স্ক ও পুণ্ড্র প্রবাহবাণে আসিলেন। পঞ্চাঙ্গনি ও ব্রহ্মচারী নামক লোকাল জগত যে আতি গুরু অতিথি গানে রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। যাহে পুত্রী কমিটির সভাপতি, নিবারণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় রাজ্যপালকে অভিবাদন জানান এবং লোকনাথ মিল্ল হাথ বাহাদুর উপস্থিত ব্যক্তিরের সহিত রাজ্যপালের পরিচয় করিয়া দেন।

রাজ্যপাল মহাশয় প্রসঙ্গী বক্তৃতা বাও উল্লেখ্যচেন করিবার লগে “বন্ধে বাতরম” জাতীয় সনৌতটী পীত হইল রমা ও সৌন্দর্য্য কর্তে। রাজ্যপালকে আশ্রম বাসীসেহে যাহা প্রথিত “পক পত্রে” এক সুবৃদ্ধ দালা ও চকন তিলক বাহা বরণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার উদ্যত কণ্ঠে সাধুগুরু বাহো বক্তে জগতী উৎসবের উদ্বোধন ও আশ্রমের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীমতী সুন্দরতা তাও আশ্রমের ২৪ বৎসরের ইতিহাস বর্ণনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বক্তৃত্ত্রনাথ বুধোপাধ্যায় নাম। প্রদেশ ও দিল্লী হইতে প্রাপ্ত বৈষ্ণবায়ক ও জনসেবায়ের গুরুজ্ঞানেশী পাঠ করেন। সত্বেবাকীতেই আশ্রমের অর্থাভাবী তেবী হেদলতা ঠাকুরের গুণগানের ও আশ্রমটিকে উদ্ভিবার এক আশ্রম নারী কল্যাণ আশ্রমে পরিণত করার অবগান উল্লেখ আছে। মহামাত্ত রাজ্যপাল অতি সহযোগবোধী, জনকল্যাণকারী; বিবাহ নারীও মহতী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার বক্তৃত্তার পক্ষে তিনি শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষকে তাহার বক্তৃত্তার বাংলা অর্থবাদ পাঠ করিতে অহুরোধ করেন। বাংলা অর্থবাদ জমিদার বহিলাগণ খুবই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ লোকনাথ মিল্ল মহাশয় রাজ্যপালকে বক্তব্য বেন। জাতীয় সনৌতের সহিত উৎসব স্থাপিত হইল। সভায় অল্প জন উপস্থিত ছিলেন। কটক হইতেও অনেক আসিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীতিভোজ ও সাপরেব সিদ্ধ পীতল বায়ু বেহের তৃপ্তি প্রদানের সহিত রমনার তৃপ্তি ঘে। আশ্রমের পাণ্ডা অটল চন্দ্রবতী মহাশয়ের বাবদ্যায় অতি প্রবাহ শ্রীতিভোজের আশ্রমবাসী, বিভাগলের চাক-চাকী ও অর্থাভাবকরণ, কমিটির সভা সকলে পরিতৃপ্ত

হন। উদ্ভিবা, বংশালী, আশিবাণী, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেশ্বর জন মিলিত হইয়া ভোজন করে। সনৌক নিবারণ ঘোষ ও লোকনাথ মিল্ল, যাহ বাহাদুরের এই ভোজনের প্রধান অতিথি।

রাধানাথ রথ পাঠশালা—অপরাক্ষ টাওয়ার পথর প্রোট ফেলোবেবেরে দৌখিক বিদ্যা-নৃত্য পীত-ছড়া আদি বাহা শিক্ষা বিহার মন্ত এক অভিনব “ছুটিং পাঠশালা” বক্তব্য পরিত্রলনা প্রস্তুত প্রতীষ্টা হয়। যাহ বাহাদুর নিবারণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইহাও উদ্বোধন করেন। উদ্ভিবার শিক্ষাবতী বাহানাথ রথ মহাশয় এই অভিনব পাঠশালার পথর পৃষ্ঠপোষক। অর্থহতা বশতঃ উপস্থিত হইতে না পরিয়াও ২৪০ পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই পাঠশালার নাম “রাধানাথ রথ ছুটিং পাঠশালা” রূপে হইল। বানিকাগুণ বক্তব্য হইতে অতি সুন্দরিত পান রাখিয়া, নাচিয়া, খুসিয়া আনন্দের সহিত ছুটিং পাঠশালার কার্য আরম্ভ করিল।

সাত্য সন্তোষল

সভায় আশ্রম ও বিভাগলের চাক-চাকীপন মিলিত হইয়া একটি বিভিন্ন অহুঠান করিয়াছিল। সন্তোষল ক্ষেত্রে বহু দানীয় পুণ্ড্র ও নারী সমবেত হইয়া আনন্দ পায়। শ্রীমতী নীশিমা বুধাণি, শ্রীমতী উমা বামানাথির যত্নে ও হৃদয়তার শ্রীতি অহুঠান শ্রীতি ব্যয়ক হয়। নৃত্য ও পান কোন অংশে কলিকাতার অহুঠানের অংশেকা কম নিপুণ নয়। ৭টা হইতে ২.০০ পর্যন্ত উদ্ভিবা পরকাবেব শিক্ষা ও প্রচার বিভাগের উদ্বোধনে “কলিঙ্গ নারী সন্ধ্যা” বাহা “কুল বহু” নারীক উদ্ভিবা তাহার পরিবেশিত হয়। প্রতিটি লগাপ, নৃত্য ও পীত লগলের বোধকরা এবং শ্রীতি ব্যয়ক হয়।

প্রাক্তন ছাক-ছাকী সন্তোষল

পথ বিন সন্ত্য প্রাক্তন চাক ও ছাকীসেহে সন্তোষল ও বিভিন্ন অহুঠান হয়। সন্তোষেহে রাণী নীলা যাহ কৌবুরী সভাভোজীর আসন গ্রহণ করেন। পরোহ মনিনী হইতে প্রমত্ত সার্টফিকেট বিভরণ করেন বাংলা বিনয়ে নাম বাহা কৌবুরী। তিনি অতিতায়ণে আশ্রমের কাজের প্রদ্যোগ করেন এবং কলিকাতা হইতে কিছু অর্থ সাহায্য যোগাড় করিয়া বিতে লম্বত হন। শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ নৃত্য ও গানের গুরু নীশাদী বামানাথকে রোশা লগক দেন।

হাওড়া (ইষ্টার্ন) রেলওয়ে মহিলা সমিতি

গোলন্দাহর এডিনিউহ (ইষ্টার্ন) রেলওয়ে মহিলা সমিতির পঞ্চম বিস্তারিত ছাত্রীসম্মেলন এক জীভা ও কৌতুক প্রতিযোগিতা পূর্ণ করা। বার্ষিক অধিবেশন হয়, শারীর চর্চা ও কৌতুক প্রদর্শন উপস্থিত সকলের আনন্দ ও বিশ্বাস বর্ধন করে। তেপুটি চীক্‌ বৈকানিকাল মহাপ্রবোধিত্রী শ্রীমতী মাহারানী মুখার্জী পতান্নেত্রি এবং সখোজ নলিনী মাতী-মঙ্গল সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মণিকা গুপ্তা প্রাণনা অতিথি হিসাবে যোগদান করেন, ভিত্তিমানাল হুপারিটেকেন্ট শ্রী এন্‌ চক্রবর্তী, এবং রেলওয়ের আরও অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন।

সমিতির পক্ষ হইতে সম্পাদিকা শ্রীমতী সুরমা ঘোষ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। অধিবেশনের প্রাণনা অতিথি শ্রীমতী মণিকা গুপ্তা মহিলাদের ভিতরে সংগঠন মূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং অধিবেশনের ক্ষত্র সন্তোষ প্রকাশ করেন। হাওড়া সমিতির পতান্নেত্রী শ্রীমতী মাহারানী বলেন সমিতির এই অধিবেশনে তিনি শুভ্র প্রীত হই হন নাই, সর্বত্র যোগ্য কথিত্বছেন, সমিতির উন্নতি কামনা করিয়া তিনি গুহার তখন সমাপ্ত করেন।

ভিত্তিমানাল হুপারিটেকেন্ট শ্রীচক্রবর্তী বলেন, তিনি আশা করিয়াছিলেন কলোনীর সকলেই এই মনোজ্ঞ অধিবেশনে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্ধন করিবেন। কার্যতঃ তাহা না হওয়াতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন, বাহা সত্যি ভাল বলাবলির ক্ষত্র তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাক। বোকারীই নান্যত্ব, এই মহিলা সমিতির দ্বারা প্রত্যেক মহিলাই দ্বারা, তিনি আশা করেন, যখন আবেশের ক্ষত্র প্রত্যেক মহিলা এই মহিলা সমিতির কৃষ্ণর প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবেন।

সমিতির পক্ষ হইতে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করা হয়, প্রাণনা অতিথি শ্রীমতী মণিকা গুপ্তা মহিলাদের ভিতরে সংগঠনমূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

প্রতিযোগিতার কতী চারীনের পুরস্কৃত করা হয়।

সেনসকোয়া মাতী-মঙ্গল সমিতি

১০০০ সনের ৪টি বৈশাখ, ইংরাজী ১৯৩২ সনের ১৮ই এপ্রিল সেনসকোয়া মাতী-মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সভ্যসংখ্যা ১৬ জন। প্রথমাবধি একটি অবৈতনিক পাঠশালা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইত। নানা অসুবিধার ক্ষত্র আদানিগকে এই বিভাগ ও বঙ্গবরের ক্ষত্র বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। পুনরায় ১০৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি একটি অবৈতনিক পাঠশালা খোলা হইয়াছে। ইংরাজী ১৯৩২ সন। তদন্তোষ ব জনের দ্বিতীয় জৈষ্ঠী শিকা সমাপ্ত হইয়াছে এবং ৩ জন বাধে সকলেরই স্বাক্ষরকান হইয়াছে।

এ বঙ্গবর সমিতির দ্বাক্ষরমঙ্গল বিভাগ হইতে চারজন মহিলার সন্ধান প্রদত্ত করেন হইয়াছে এবং প্রস্তুতি ও শিশুর তত্ত্বাবধান করা ও লম্বোচিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সমিতির শিল্প বিভাগে একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন; তিনিই শিল্প শিক্ষা দেন। এই বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা ১৬ জন। আলোচ্য বঙ্গবর নানা ভিত্তিমানের ক্রক ও ড্রাউং, পাট, পাটাবী, ইকায়, শেটিকোট প্রকৃতির কাট্রি ও পেলাই, নানা প্রকার এম্ব্রয়ডারী, হুতা তোলার কাজ, পশমের যোতা, ড্রাউং, ক্রক, ত্রিপুলাত, বানের নানা প্রকার কাজ, নারিকেল পলাব কাজ, আলপনা, ত্রুইং, চিত্রবিজ্ঞা, হস্তদ্বিত প্রকৃতি শিকা দেওয়া হইয়াছে।

তদন্তোষ-আলদ্বর সমিতির সন্তা ও ছাত্রিগণ একত্রে একটি ছোট পুস্তক কাট্রিয়াছেন এবং সেই মাটি দ্বারা অনেকটা নীচু কাগর বাধাইয়াছেন। তাহারা অল্পমান ২০০০ টাকার মাটি কাট্রিয়াছেন। তাহাড়া ইংরাজী কৃষি ও শিল্প দ্বারা এ বঙ্গবর ২০০০ টাকা উপার্জন করিয়াছেন ও অল্পমান ২৫০ টাকার শাক-সবজী বিক্রয় করিয়াছেন।

আলোচ্য বঙ্গবর আমতা সবজী বাগান হইতে নিরনিবৃত্ত শাক ও সবজী পাইয়াছি:—

খুই, ভাটা, মুখা শাক, প্যাঙ্গ কলি, মুখড়া শাক, লাউ শাক, কচু শাক, বনে শাক, লম্বো শাক প্রকৃতি শাক এবং মুখড়া, কাঁচাকলা, লাউ, চালমুখড়া, কচু, লতা, বেগুন, প্যাঙ্গ, তোমাটা, পেঁপে, শিম, ডেঁড়ল, গুলকশি, মুখা, লম্বা প্রকৃতি সবজী

বর্তমান বঙ্গদেশের আর বায়ের সাক্ষর হিসাব :-

মোট আর্থ—১০৪১০ মোট ব্যয়—১৮১১

উপর ভরহিসাব—৩০১০

সম্পাদিতঃ

বিনোদী ঐশ্বর্যচৌধুরী

বাইনান মহিলা সমিতি

বাইনান মহিলা সমিতি (হাওড়া) সংগঠন বলিনী বসু নারী-মঙ্গল সমিতির সহিত প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট ইংগোষ্ঠী ১৯৪৯ সাল হইতে মহিলা সমিতি বাইনান অদিকরন বহুত্বা শিক। পরিচালন করিতেছে, বহুত্ব প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ বলিনী বসু নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচাৰিকা। বর্তমানে শিকাকেক্ষত্রি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য-সরকারের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। ৩০টি মহিলা অক্ষজ্ঞান লাভ করিতেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় শুনান হয়। সাংবাদিকতার সাংবাদ শুনিবার উদ্দেশ্যে টাংগারের বহুত্ব আশ্রয় আছে। সাংবাদ শিকার সহিত মহিলাপণ সেলাই বুনন, জামা কাটা, এম্ব্রয়েডারী, নৈতা কাটা, প্রভৃতি শিল্প কাণ্ডও শিক্য করেন।

উক্ত প্রণালীতে গৃহপরিচর্য বসনা শিক ও পুষ্কোদ্ধান করেন করিয়া সভাপণ গঠীজীবনকে প্রাপবহু করিতে সক্ষম হইতেছেন।

বালিকাবিক্রমকও পাঠে অধিক আগ্রহবল বেধা যায়। অদিকরন বালিকা বিভাগগঠী হাওড়া, কেমার নহে অধিকতর বাংলায় একটি প্রাচীন বিভাগ, উৎস বঙ্গীয় ভূকলমর বহু ও বঙ্গীয় সভ্যত্ব চক্র শিল্প মহাশয়ের অক্ষবহ বহু বঙ্গীয় অদিকরন চট্টোপাধ্যায় এম. এ, এম. এল, মহোদয় ইং ১৯১৬ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বিভাগগঠী প্রথম হইতেই অধিকশিক। সত্ত বহুদয় হইতে বালিকাবিশেষের বহু উচ্চ প্রেী খেলা হইয়াছে।

সমিতি ত বিদ্যালয়ের বহু একতর তমি কয় কয় আছে। সত্ত ১২ই জাভ্যগঠী হাওড়া মেলা বিদ্যালয় সূত্রের পরিমর্শক মহোদয় স্থান পরিচালন করেন, বিদ্যালয় সমিতি হইলে সমিতির কয় দ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান

কাণ্ড অধিকতর সূত্রগাথে সম্পাদিত হইবে আশা করা যায়।

সমিতির দ্বারা সভ্যদেরী শ্রীকৃত্য আরতি চট্টোপাধ্যায় এম.এ, (সুবর্ণপদক প্রাপ্ত) তাঁহার দ্বারা ভাক্যর শ্রীকৃত্য বাস্তব বিম্ব চট্টোপাধ্যায় এম.এ, মহোদয়ের সহিত শিক্য-কৃত্য "সেইক" লইয়া লগুনে অবস্থান করিতেছেন। সেখানের মহিলাপণের বহুত্বপণতর ও অগ্রগতির কথা পত্রাণে জানাইয়া থাকেন। উৎসে সভাপণ দ্বারীন মেলে নারীতর দ্বারিব উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি লগুন হইতে প্রত্যাপনন করিলে সমিতি সভ্যসমি তাঁহার বিশেষ অবশের অধিকতর লাভে সক্ষম হইবে।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিকা

চাকবহ মহিলা সমিতি

বারিক কাণ্ড বিবরণী—১৯৪৪

চাকবহ মহিলা সমিতির দ্বিতীয় বারিক কাণ্ডবিবরণী জানের পূর্বেই আত্মক বহুদয় জানাই, বাংলায় একতর নিম্নতর নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ বলিনী নারী-মঙ্গল সমিতিরেক। সেই সার্বক নামা প্রতিষ্ঠানের বহু বহুত্ব আযাহের এই শিক্য প্রতিষ্ঠানগঠী তাঁহার দ্বিতীয় বর্ষ অধিকতর করিল। উক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও যে লব মহিলা কপি ইহার দ্বাভাপণকে সক্ষম করিয়াছেন তাহারের বহুদয় জানাইতেছি।

আলোচ্য বর্ষে বহুদয় মহিলা লইয়া আযাহের কাণ্ডকরী সমিতি গঠিত। বহুদয়ে মোট ৫ দিন সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। লগুনা মহিলাদের উৎসাহ ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে বোণা।

সমিতি স্থাপনের পর হইতেই আযাহ সমিতির একতর নিম্নতর বহু নির্ধানের তত্ত্ব উৎসহ ছিলাম। আলোচ্য বর্ষে আযাহের সেই আশা কলবতী হইতে চলিয়াছে। চাকবহ টেবনের নিকটবর্তী একতর প্রশস্ত ভূমি সমিতি নিম্ন নামে পাঠিয়াছে। ভূমিগঠী বর্তমান দ্বারা ১২০০ টাকা। শ্রীকৃত্য বহুদয়ে নাম চলনের এই স্থান সমিতি চিরকাল প্রত্যয় লগুণে রাখিবে। বর্তমানে ঐ ভূমির উপর একতর গৃহ

লেখা ও লেখা—ছোটের কবিতার বই। প্রদীপ চক্রবর্তী। দুলা বাগের আনি।

প্রকাশিকা—ঐকীনা চক্রবর্তী। নৈহাটী, ২৪ পরগণা। ছোটের কবিতার বই ছড়া পান, ইত্যাদি এখন অনেকই হাতে আসে ও চোখে পড়ে। কিন্তু সে সময়ই যে শিল্পের মনে রাখার মত বা মনে হং বরাবর মত চেনা বলে আহার মনে হয় না। এ বিষয়ে ঐ প্রদীপ চক্রবর্তীঃ সরল ও সুন্দর কবিতাগুলি প্রকৃতই শিল্পের তাব ভাবনার অল্পবিকৃত হয়ে তাহেই নিজস্ব সামগ্রী বহন করেছে। বড় হয়ে ছোটের মত লেখনীচাপনা করতে বলে কতটা চিত্রের সংঘন সংহতি ও সংবেদনশীলতা থাকে আবশ্যিক প্রদীপবাসু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তার কবিতাগুলি পাঠ ও আবৃত্তি করে শিল্পা বর্ষা আনন্দ পাবে।

শিল্পের মন স্বভাবতই কোমল কল্পনা-প্রবণ ও অত্যধিক অল্পকবণগ্রহ। তাই সেই মনের দৃষ্টির সঙ্গে সমতা রেখে যে কবি গীতা রচনা শৈলী প্রকৃতির বেওয়া সেই মরমী মনের মধু মধুনা চিত্রিত করেন তিনিই শিল্পের গ্রন্থ কবি। বাস্তব ও কল্পনার মাদুরীতে তারা শিল্পের মনোমগ্ন অতি বিচিত্র। কবি “যিহে কথা নয়” কবিতায় সেই কথাটি বলেছেন—

“যিহে কথা নয়, যুহুং পুতুল হোত, লাখ কথা বহ।

কুলের হুপুং পার, যিন্ যিন্ নাচে পার

সীম কোম যুং যাহ, যুহুং বেগে ডহ”—

—ঐকগপ্রভা ভাট্টী

আমাদের আসর

পরিচালিকা—ঐকমলা দেবী

রান্নাঘর

ঐশিকালী চৌধুরী

“ফ্রাঙ্গী ফ্রি ফ্রি”

নিয়মের পরে অনেক সময়ই দু-একটা সব অভিরিক্ত বেঁচে যায়। সেজন্যই পরের দিন অল্প প্রকারের মাল-মসলা দিয়ে বেশ সুবাসচক বাত করে তোলা যায়। নিয়-নিয়িত “ফ্রাঙ্গী ফ্রি ফ্রি” কবিতার মত ভাত ও মাছের প্রয়োজন। ফ্রিমাছের বৈ মাছ কিংবা কালিয়ার মাছের টুকরা বেঁচে গেলে একটু ভাত বিশিষ্ট এই ফ্রি ফ্রি এক-প্রকার কাউন্সেলের মতনই উপাস্যে রাখার বস। মাছের টুকরাগুলি কালিয়া খেবে তুলে বুকে নেবেন।

১ বাটি কাঁচা ছাড়ান মাছ

১ বাটি ভাত

২৪ আদার মত, ২৪নোয়াটা ১৪৮৮

আব চামচ লবঙ্গ শুভা, গোলমরিচের শুভা ১ চামচ, আব চামচ মাস্টার্ড (সবুজ শুভা করে ছেকে মিলেও চলেবে)।

উপরোক্ত সব বিনিয়োগগুলি একটা ভিন্ন বিয়া একত্রে মেখে ইচ্ছামত আকারে গড়ে নিব। খুব সরল ফ্রি-এ বাগানী করে ভেঙে নেবেন। পরম পরম বেশ ভাল লাগিবে।

ফ্রি পাউন্ডের লবঙ্গমাছ

“Fried Bread Fingers”

বহুকালে কি ক্রীষকালে প্রায়ই পাউন্ডের মাছ পাবে হয়। গীয়ে প্রায়ই শুভা, বর্ষা বাসি হলে জঁয়ে পড় দেখা যায়। সনোজ মাছ পড়েছে মনে হলে এই ধরনের

কটী ভাঙা করে বোতলে রেখে দিবে। ডেসেয়েয়েই বড়ই গ্লিষ জিনিষ।

পাউকটীকে সাইন্স করে কাটুন, যেমন টোয়েটর ওর কাটা হয়, আবার লম্বাভাবে চার টুকরা করুন আঙ্গুলের বড় লম্বা থাকা টুকরা হলো চাই। আধ পেয়ালা চিনি খুব ঘিহি করে গুড়া করে নিন, তার সঙ্গে ১ চামচ পুরম মশলার গুড়া মিশিয়ে একটী কাগজের উপর চিনি ঢাকিয়ে রাখুন। খুব পুরম হাঁকা দিয়ে কটীর টুকরাগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে চিনি গুড়ার উপর কেলে চিনিটা মাখিয়ে নিন, ঠাণ্ডা হলে বোতলে তুলে রাখবেন। পুরম মশলার গুড়া অগচ্চ হলে মাঝকসের গুড়া ব্যবহার করতে পারেন।

উপকরণ—৪ সাইন্স কটী, ঘি

আধ পেয়ালা চিনি

১ চা চামচ পুরম মশলা গুড়া কিংবা ভায়কল গুড়া।

টুকি-টাকি

ঐশিকালী চৌধুরী

মাছা রাউক বোকা—মালা শিঙের রাউক ০.৩ বাণ খুলে গ্রায়ে মালা থাকে না, হাল্ধে মাছা দেখা দেয়। যে

জলে মালা শিঙের কাগজ খোদেন, উঠাতে Mathilated Spirits মিশাইয়া লইবেন। ইচ্ছাতে কাগজের হা নই হইবে না। ১ চা চামচ spirit ১টী বড় পেলাস জলে এই আখ্যাজে spirit মিশাইবেন।

ককির বাণ—ককির বাণ শাড়ীতে পড়িলে বড় বিজী বাণের খুই হয়, কিন্তু বড় সহজ উপায়ে এ বাণ উত্তীয়া যাইতে পারে। বাণের উপর Glycerine বীরে বীরে মলিবেন, তারপর পর পুরম জলে দুইয়া ডিমা অবস্থায় কাগজটীকে উন্টাইয়া ইহি করিবেন। তাহলে আপনাব শাড়ীতে আর বাণের চিহ্ন থাকবে না।

চামড়ার বাণ জুতা প্রাকৃতিক—বর্ষা ও পরমে গ্রায়ে নই হইয়া যায়। গোহেতের জুতা বা বাগে চকচকে তাহে দেখা দিলে খুব শক ব্রাস্ দিয়ে মলিবেন, মধ্যে মধ্যে এইরূপে মলিলে, গোহেতের জুতা ও বাগ ভাল থাকে।

চামড়ার জুতা বা বাগে বর্ষার জুতা পড়িলে, ভিক্স প্রাকৃতিক দিয়ে খুব মলিয়া বোত্রে দিবে, কিছুক্ষণ পরে জুতার মাথা ক্রীম দিয়ে খুব পালিশ করিবেন। বর্ষার সময়ে মাঝে মাঝে এইরূপ তাহে চামড়ার ব্রহ্ম পরিচাল্য করিলে অনেক জিনিষ নই হয় না।

অমপূর্ণা গোপাখীর প্রকাশিত নৃতন বই

১। নয়্য ইতিহাস

ভারত সরকার কর্তৃক পণ সাহিত্যের অস্ত নির্বাচিত

২। তুমি শুধু ছবি

লেখিকার এই নৃতন পণ সংগ্রহে সেই বিখ্যাত

“বদ” পণ সম্বোধিত হয়েছে।

এশিয়া পাবলিশিং হাউস

১৬ ১, ভায়াচরণ বে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

কৃষ্ণপ্রভা ভাদ্রদ্বী প্রণীত

১। দ্রাক্ষালতা

(কবিতার বই)

মূল্য-২০

২। কম্বোল

(উপন্যাস)

মূল্য ২৫০

প্রকাশক—

দেব দত্ত এণ্ড কোং

৪৬৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী,

কলিকাতা-৫২

স্থাপিত ১৮৮২

টেলিফোন ২২-২২৭০

বিনোদ বিহারী দত্ত

হেড অফিস :

১এ বেস্টিক ফ্রীট (মার্কেটাইল বিল্ডিংস)

ব্রাঞ্চ :

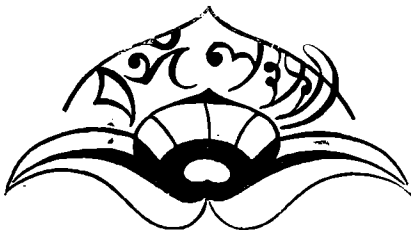
জহর হাউস ৮৪ আশুতোষ মুখার্জি রোড

ভবানীপুর, কলিকাতা।



আমাদের স্বর্ণ-অলংকার আর হীরা-জহরতের অলংকারের দীপ্তি ভারতের
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অভিজাত ও রাজন্যবর্গের
অন্তঃপুরকে আলোকিত করে রেখেছে।

সকল রকম গ্রহণযোগ্য প্রচুর মজুত থাকে



সৈনিক

ঐশ্বর্যশীল রায়

সৌর্যম বুকের যত পবন সৈন্য আনি নহি,
 আনি সূর্য ঘোড়া, আনি সৈন্যে বিজোহী।
 সশি নাট পবাকর, এ জীনে দানি নাট চাব—
 অগ্নেভুজ বরনার ছাড়াই সেনার সংসার।
 বলে ভক্ত গিট'নি তো, পাট'নি তো পবাকর দানি,
 লক্ষ বরপুত্র বিধে জ্বরে ব'তছি ব্যাঘ্রানী।
 লগে লগে তাই মোর থেকে ওঠে সৌর্য'নি গাপট,
 বিপুল বিক্রমে পাও হয়ে ব'ই অলপা লংকট।
 যাকিল্লু লসান দু'লিগাং আনি ক'রেছি জুবকায়ে—
 স্মৃতি বন্ধে যদি, 'বেশি এট' হুঙ্কে কে খেতে কে হারে।
 অধিকা: অসু, আর অহংকার আমায় পাখের,
 অজ্ঞানি গুরুত্ব তবে কারো কাছে চাই নাই হের।
 যদিও নিতীক, অদৃ'তর করি শুধু পথভায়ে—
 যেখানে চারের পদ, সেই স্থান মোর লাগি নহে।
 'পারেনি' 'পারেনি' হবে বেছেছিল একদিন হার মানিয়া
 সেই হেতু গান ছাড়িলাম

কাড়ের অভিসার

(কব)

ঐ অপরূপ কল্পকাব্য

‘—বীণা বরি আনতে পারবে—হিঃ হিঃ—’

সখা সকলটা ধরে অল্পক্ষণে নিজেই দিবার দিকে
নিত অল্পক্ষণ করে আর ভাবতে থাকে বীণার বামী
দৌলান সামগ্র্য কথা। দুগা, লক্ষ্য, বেহনায় ওর
অন্তরটা একবারেই ভেঙে পড়েছে। এই কি শিকিত
পুরুষের চরিত্র!—নিজের সম্বন্ধে পরীক্ষাচেনা
আরও কল্পে।...

যৌবনের প্রাণে ও পুণ্যবীট্যে যে চোখে দেখেছিল,
আর পূর্ব যৌবনের উচ্চাঃ প্রাণেই পড়ে প্রাণ
ভিগ্ন বহুরের কাছাকাছি হলে এসে, ওর সেই চোখে
পুণ্যবীট্যে তল খেন স্পৃহা ভিন্ন হয়ে গেছে। হৃদয়ের
ওপর ওর আঁকা নেই, ও নিজেই বোধ করছে স্পৃহা
অপোহা নারী।

কিছুদিন আগে ও অর্থ, বিদ্যা ও তপের উত্তম্য নিয়ে
অল্পটা স্বামী সংসারে হাঃ হাঃস্বামী মতই ছিল।
ওর স্বামীকে সম্বোধিত করে বোধেছিল ওর মেহের বিভিন্ন
প্রত্যক্ষের হইপথ্য। ও যেন ছিল তাঁর কাছে ভীষণ
কথিত। তাঁর ভোগ ও কথের ভীষণ আকর্ষণ ওর মনে
প্রাণে এনে দিত আনন্দ লক্ষন। অতঃপর এমনই পরিণাম
যে, ঘটনাক্রমে সেই স্বামীর মন পরিবর্তিত হয়ে গেল।
সখা সঙ্গার আর মতল চরিত্র ওর কাছে যেন নতুন ভাবে
লোকা ছিল—ও স্বামীকে কেলে নিজের মনে বসে—‘কম
দুঃখে সৌভাগ্য পাতাল প্রাণে কর্তে হয়েছে—’ নৈবে
এলো ওর সর্বকথ্য বিবাহের ছায়া।

হৃদয়গোচর আকর্ষণ ওকে ঢাকা থেকে দিকাবস্থা
লেলে আসতে হয়েছে। আশ্রয় নিতে হয়েছে স্বামী
পরিভাষা অল্পক্ষণে ওর সখী স্বামী বীণার কাছে
লেক্টলে এটিন্টের ধারে এই নতুন দৌল। এসেও কি
গেছে দ্বিগ্ন! কি করে পা ব?—আকর্ষণ অল্পক্ষণে
কুসংস্কৃত ঘটনায় পরিণত ও বিন্দু—নিজের মনে মনে

থাকে—‘ভাগ্যবিধাতার একি চক্রাঙ্ক! অল্পক্ষণে
কি এমন অপরাধ করেছে!’ ভাগ্যবিধাতার কাণে একথা
পৌছায় কি না তা কে জানে?—হাতো উনি অল্পক্ষণে
দাঁড়িয়ে হালেন। ওর অল্পে ওঠে অল্প প্রাণ—সখ্যান
হয় না। ও কখন হালে, কখন কানে দোবরকুর অল্পক্ষণে
নিজের বকে।...

ওর শক্তিতে একটি জীবনের উত্তীর্ণ্য আছে, সেই
বখাটাই বস্টি। পাতিস্থান হওয়ার কিছু পূর্বে যে
সাম্প্রদায়িক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ হয়ে গেল, তার সোচনীয়
পরিণতি বর পরিবারের ভালো খটিয়েছে বিপর্যয়
পরিণতি আর এমন কিয়ৎক্ষে আশ্রয়না ও চারাকার
অল্পক্ষণে বাণের স্বাক্ষর লক্কে এ সংকটে নিহত হয়েছে
আর স্বস্তর স্বাক্ষর দিক নিয়ে প্রাণ লখাইকে বধন হওয়া
করা হয়ে গেছে, স্বাক্ষর মাত্র নিজে আর স্বামী, তখন স্বাক্ষর
কাপুরুষতা লক্ষ্য করে ও নিশ্চেষ্ট হইলো না। ‘ওমন’
হয়ে স্বামীকে বস্টি—‘তুমি কি স্বাক্ষর?’

তারপর ও স্বাক্ষর নিয়ে দাঁড়ালে স্বাক্ষর
স্বাক্ষর মত—স্বাক্ষর ওর সর্বকথ্য বোধে হুটে উঠলো
স্বাক্ষর ভাষকের সৌভাগ্য ঐতিহ্য! ওর সখ্যের স্বাক্ষর
আকর্ষণ স্বাক্ষর হাতে থাকে ওর এক একটি কুলটের নিশ্বাস
ক্রিয়াপতিতে! ওর সখ্যের স্বাক্ষর ওই একমাত্র
স্বাক্ষর হইলো। স্বাক্ষর এই যে, স্বাক্ষর স্বাক্ষর
স্বাক্ষর তল হইলো স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর হইলেন—ওকে
স্বাক্ষর ওর একটি স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর
করে স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর। স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর
স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর

স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর
স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর
স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর
স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর স্বাক্ষর

নিশ্চয় নির্ভর্য। অতঃপর স্বর্গে যাই উঠিলে, জুড়াত কই হয়নি, কিন্তু হাতেতে হবে তো ? ওর অদ্বিত্য দিকের গুণের হলের পরামর্শ দাঁটো, ব্যক্তিমতীরের মনেকেই নিহত হোলো। বারিদের প্রকাশ্যে থেমে পেল বটে, কিন্তু বৈরাগ্যের হারিয়ে এল পাঠ্যভাষে।

সাধারণতঃ বাংলার নারীর ভাগ্যে যা হয়ে থাকে, অহুতাগ ভাগ্যেও তার পুনরাবর্তন হুক হোলো। এবারও নিজের জীবনের ঘটনা থেকেই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করুলো যে, বাংলার সংস্কৃতিতে কিছু সমাজের ভাবাবিভিন্ন পুঙ্খ পুঙ্খবশে বসে কিছু এক নাগরিকের সার্বভৌম আত্মালাভ হবে,—বাইরে নয়।

পুণ্য অহুতার অস্তর বিধিগে উঠিলো। এ দিকে ওর শৌখিনীর্ঘের পরিচয় ব্যাপ্ত হোলো সমগ্র ঢাকা সহরে আর তার পার্শ্ববর্তী সহরগুলিতে। তখনও চলছে চতুর্ভুজ শাস্ত্রাধিক দাখা প্রকাশ্যে, তারই ভিতরে নানা দিক থেকে অহুতার প্রতি অভিনন্দন জারিগে সংবাদ প্রেরিত হোতে লাগলো। কিন্তু অহুতা স্বামীর কাছে থেকে পেলেনা প্রণাম—পেলো তৎপরিণাম আর কখনো দস্তাবেজ।

জালোবালা মানেই নিজে থেকে হারিয়ে ফেলা, জীবনের সমস্ত সাধ আত্মার আর হৃৎকের সন্তানবশত নিজ হাতে বিসর্জন দেওয়া। নিজের মনে বলল—‘আমার ও তাই হয়েছে, ফলে আম আমাতে আমি নেই, এবে চেয়ে আমার হরণী ছিল ভালো—’ ও বিরলে অশ্রুবর্ষণ করুতে লাগলো। ওর বিকল্পে হত্যাশ্রমেণে অভিযোগ এনে পুলিশ করেক দিন পরে ওকে প্রেস্তার করে নিয়ে গেল। ও জামিনে মুক্তি না পাওয়ার হাফত বাল করুতে লাগলো। ও যা আশা করেছিল, তা পূর্ণ হোলো না। ওর কাছে হরকালী গুর দেলেন না কোনদিন, যা ওকে আত্মশুদ্ধি সমর্থনের সুযোগ দেবার জন্যে একটা উকিল ও নিয়োগ করুসেন না।

অহুতা একাই আশ্রমেতে আসামীর কার্শ্মন্যুর ঠিকিগে পরকর্তী উকিলের ঘোষার উত্তর দিয়ে বেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ওর মামলাটা এলে উপস্থিত হোলো ঢাকার দায়রা জজের এজলাসে, আর মামলার চূড়ান্ত নিশ্চয় হোতেও বেশ কিছুদিন পেল। জুরিগ ও একমত হয়ে রায় দিলেন—‘মই গিস্টি’ বিভাগে জুরিগের মত প্রেরণ করে

বার দেবার সময় বললেন—‘আমারো বেকদুর খালি, নারী দর্শনকার ভাষে আসামী যে দুঃসাহসিকতা নিয়ে আক্রমণকারিগের সঙ্গে ‘সংঘর্ষ’ করেছেন, তাতে তাঁকে অভিযুক্ত না করে পুঙ্খভুক্ত করাই পরকর্তার পক্ষে উচিত ছিল—এরূপ মহীরলী ছিলো দেশের দৌরভ, লম্বাঘের কল্যাণশ্রী—আশা করি এর আশ্রম প্রেরণ করে খর হয়ে বাংলার মেধেগো—’

দর্শনকারের অজ্ঞানি গুণ্ডে গুণ্ডে অভিযোগবৃত্ত। অহুতা আলোচন থেকে যবে ফিরে এলো, কিন্তু যবে আর স্থান হোলো না,—এ যেন বিনাযেবে বহুপাত। হরকালী গুর বললেন—‘তোমার মত যুনে মেয়ে রাজসেব স্থান এ ব্যক্তিতে হোতে পারে না—’

ও প্রত্যয়ের মত কটিন হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—‘তো কি কথা ? এতদিনের বহুর সম্পর্ক এক মুহুর্তে উকিগে দিতে চাও ?’

বক্রোক্তি করে হরকালী বললেন—‘হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই, তাই—’

‘—আমার অপরাধটা কি গুনি ?—আলোচন থেকে তো এক অপরাধের মার মুক্ত হলো—’

‘—কোনদিন আমাকেই—’

হরকালীও কথা শেষ না করুতে গিয়ে ও উৎকণ্ঠ প্রেস্তার মত হয়ে বলল—‘এত বড় কথা বলতে পারুনে ?’

‘—আজ্ঞা—’

ও আর বরের ভেতর ঢুকলো না, এক কাগজে এক পত্রা না নিয়ে পাথে বাহির হোলো। স্বামীর ভিটের অস্ত্র বর্ধন করুশোনা, পক্ষেই হুক করুশো। গ্রাম ছাড়া বেশ ছাড়া স্বয় ছাড়া বহু পরিবারের সঙ্গে হোলো ওর মেধা—ওর স্বামীকে চেনে না এমন লোক বুঝ করই আছে ঢাকার। ওর কথা চতুর্ভুজ হুকিয়ে গড়েছে,—অব্যাক হয়ে গুনেছে অনেক, ভালো বন্দ মন্তর সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর বিশয়ভাষ ও শোয়েছে বহুলোকের মৌখিক সহজবুদ্ধি, এতে তো ওর কোন আসলে লাভ হয়নি।

স্বামীর-কুলগজী বাতপথ গিয়ে চললো বিক্রা আঃ কৃষ্ণার কাতর হয়ে, তবু নানাসিক দাখা কোনক্রমেই ‘তবু

স্বপ্নে ছিল না, অবশেষে অবলম্বন হিসেবে শেগল একজন
দমী পরিবারকে বৃত্তিকার্যে ধরে—স্বাপাওটা দেবলতা ছাড়া
আর কোন বৃত্তির ব্যাখ্যা আসে না। এই পরিবার চলে
আল্ফ্রেড বসুভাচার বেশ বয়সেই নিজেদের প্রবাসপুত্র।
এই বীথনের চুকুতো ঠিক পাতা এঁদের ঘন ভিত্তি
ছিল। এঁরা গুকে লাই করে নিলেন। এঁদের লাক্ষ্মী
পেরে গর নাকে সুগন্ধ পথের কোনোও কই পেতে হানি।

বিদ্যালয় টেনে নেমে ও এঁদের যত্নবান জানিয়ে ওর
সত্যি বাস্তবী বাস্তবে বাধ্য স্বল্প বসুলো। এঁরা
কিন্তুই গুকে অল্প বয়ে পেয়ে ন। ও বৃত্তির
বল্লে—‘আপনার জন্ম এ বীথনে লোপ হবার নয়, এক
সঙ্গে আবার ইতিহাসটি বসলেই হয়, এ, পড়েছি, বীথার
টিকানা আছে আমার কাছে—বসুভাচার আদ্যবাব
জন্মে ও অনেক বারই আমার লিপেচ মন্তন বাড়ী করায়
সব, আমার লুপেচ তবিনা হইল—এঁদের বসে গুকে
অনেক চিঠিই লিখেছি প্রত্যেক চিঠির উত্তরে ও জানিয়েছি
ওর আর্থিক সমস্যা—তুই তাই নয়, দারুণ চাকানোর
টাকা পর্যন্ত লিখে চেয়েছিল, আমি নেই নি—এর পর কি
আর কথা চলে? ডাকার বিখ্যাত বাবদারী পৌরীন্দর
সার ঠিকার বীথর বিদ্যুৎ হয়ে ওর মুখেও চিকিৎসা
হইলেন। ও বীথর লেগে বসুলে—‘এবার হয় তো
অনেক কিছুই নিতে হবে—’ সাধা বৃত্তি বসুলে—অলুবি
হোলে জুনি আমাশের বাসিনদের বাড়ীতে এলো, ডুব
যেবে মত থাকবে, এঁতে খেদ কিছু বোধ করোনা—’

পৌরীন্দর ওঁদের বাসিনদের বাড়ীর টিকানা লিখে ওর
হাতে দিলেন। কথাগুলো বসুলে—‘বাঙালী’ লাত
উল্লে পেল তার ঘরে বা বোন বউয়ের ওপর অত্যাচার
ওয়ে আর করিয়ে, ভাগিন্দু তোমার বা দত্তানাদি হয় নি,
তা হোলে কি অলুবি হোতো বলাতো?’

ও এই উত্তরে কিছু বসুলো না।

সাধা পরিবার বাড়ীতে উঠলেন আর গুকে একটা
চাক্ষুস্তে জুগে নিয়ে বস টাকার পাচ বানা বোট দিলেন।
আগতির ঘরে ও বসুলে—‘এসব আবার কেন?’

সাধা বৃত্তি বসুলে—‘আমিও দত্তানের বা, তিনি
তোমার দত্তানের চরিত্র, তুই এই ক’টি টাকা নিয়ে

উপস্থিত চলতে পারবে, ২৩৩০ হোলে আমারে লিখো
টাকা পাঠিয়ে দেবে—’ বৃত্তি বসু বহুরে ঘেবে, বসু পৌকের
বট, দুঃখ করে বলে কোন দিন তো মা জানতে পারো নি,
এইবার সোনার মত খাটি হয়ে উঠবে পুড়ে পুড়ে—’

ওর কোন আগতি সাধা বৃত্তি শুনে ন, বাধ্য হয়ে
গুকে টাকা নিতে হোলো।

চাক্ষুস্তানি এসে বিভন্ন টীট ছাড়িয়ে সেটান
এতিমিউর বানমিকের একখানি মন্তন বাড়ীর কাছে
দাড়ােলো। ডাক: মিটিয়ে ঘিরে অলুতা ভিতরে প্রবেশ
করলো। বীচে একটি চাকর দাড়িরেছিল, দিচ্চাল
বসুতেই সে অলুতাকে উপরে নিয়ে গেল। আকক্ষিতভাবে
গুকে ঘেবে বীথ আনন্দোচ্ছ্বল হোলো, ভড়িয়ে ধরে গুকে
বসুলে—‘তুই ভালো, তুই এলো’ বসি ভোব অস্ত্রে
দুষ্টিতার মধ্যই ছিলো—’

ও বসুলে—‘আবার তোকে আমার জন্মে দুষ্টিতার
সড়তে হবে—এবার এলায় একবারে সকল বসবে কাতাল
হবে তোরা গুলগুর হোতে—’

এ কথা বীথ চকল হয়ে বসুলেন—‘ছিঃ ছিঃ, এসব
কথা মুখে আসতে আছে—তোরা আমার ভাবনা কি, তোরা
মত বিদ্যুৎ ঘেরের কখন তাতেব অতাব হয়, তোকে সাধা
তো ভাগ্যের কাজ—নে, হাত দুখ হয়ে নে, পরে বাড়ী
দেওয়া দেবে কথা হবে’—

মহার্ণা প্রুপল্লার বীথর স্বকচিথ পরিচয় পাওয়া
হাছিল। প্রত্যেকখানি ঘর একটি বিশেষ জরীতে
লাগানো, লগন কন্ডের লম্বে একখানি বড় বসুদেব পর্দা
জুড়ে, ঐকর্ষের সারোহের বাত্বানে এসে ওর ফেলে
লাগা ঐকর্ষের স্মৃতি মনে উদিত হোলো।

বীথ গুকে একটি উচ্চতর কণ্ঠে নিয়ে গিয়ে বসুলে—
‘আমি গুকে এই বসী তুই বাবদার বসুবি এর লাগোয়া
বাসকম আয় সাহনে লাইজ—বীথর আদর আদ্যানে
অলুতা আনন্দ বোধ করুলো।

দ্বিতীয় মহাপ্রবন্ধের সময়ে ওনটাকটাতের কাজ করে
বীথর বামী সৌম্যমান সন্ধ্যা ও টাকার মালিক চায়েছেন—

শীতের লগে সৌম্যোদেব বিয়ে হয়েচে নাকি পাঁচ বছর।
আর এ বিয়েও নাকি প্রথম গড়িত, দ্বিতী থেকে কেবল
পথে ট্রেনে উঠবার আগল পরিচয়-জারপর যা হয়ে থাকে ;
নিষিদ্ধভাবে যোগদত্ত ভাব ভালোনা আর প্রেম, পবিত্র
ও পুণ্ডরিক বসনা করে একটা যৌথাতিক আবেগাভ্যাস যথ
মিরে জীবন খাড়া হুক কথা। বীণার স্বামী তবু কনট্রাক্টার
নয়, একজন প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারও হটে। অজ্ঞ বঙ্গ
উনি বিলাত ফেরত হয়ে এসে বড় বড় কারখানার ঘোড়া
বেতনে কাজ করে দুইদশ অর্জন করেছেন। তারপর
পানাপান্ডের একোজ্জ্বল কনট্রাক্টরের সময়ে পৌজাপান্ডী
ওর অক্ষপাতিনী হোলেন। ২০ বছর হয়ে উনি নিজেই
একটি কারখানা খুলে শিল্পপতি হয়ে বসলেন। এত গুণ
খাকা সত্ত্বেও যে সেসময় লম্বাভেব শকে মারাত্মক, সে ঘোষা
কেন ওকে আচ্ছন্ন করেছে এইটাই ভেবে দেখবার বিষয়।

এই লম্বাভেব প্রবেশ করে অসুখ হেলেনা, যে প্রেম
মাজের কাহনা বলিতে মিঃবাস্তে পারে তার লগে সৌম্যোদেব
সামন্তর কোন পবিত্র বটেমি—তবে কি বৈহিক লাস্য
লক্ষ্য করেই উনি পদোচ্ছন্ননী মোদিনী বীণাকে ভালো-
বেসেছিলেন আর তাকে নিয়ে সব লম্বাভী হয়েছেন ? এ
প্রশ্নের উত্তর হয় তো ও পেতো না, এ সত্যটা হয় তো ওর
কাছে উদ্ঘাটিত হোতো না, যদি উনি কয়েক দিন আলস্য
পরিচয়ের পর অসুখকে অসংকী জানাবার ভজ্ঞে নান-
প্রকার কোললেব ভাল বিচার না করতেন, ওর বকে
অসুখের পরিচিতি না আওণ ধরিয়ে দিত, কিন্তু যে দুঃ
বারে বারে নানা শিকারীর স্বরূপ ঘেবে সে কি সহজে
কাঁদে পড়ে ?

অসুখ ইতিপূর্বেই এই গিছাতে উপনীত হয়েচে
যে, বাহুবের জীবনে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়,
তারের অস্ত্র প্রেম হোক সবচেয়ে লাখ্যগুণ লক্ষ্য, আবার
লজভাবে বুদ্ধি প্রসাধিত করে ও বিচার করে বেগেছে এর
যত বিলম্ব ও কিছু নৌ কিছু বৈহিক কাহনার উগ্র উত্তাপ
তা পূর্ণতা লাভ করে না, বরং অকালেই করে যায়। তবু
বৌধনের জোয়ার চলে গেলে, সব দিক দিয়েই অসুখে
ঘাবিয়ে চড়া পড়ে যায়। তখন আর সে ভালোবাসা
থাকে না, নারী হয়ে পাড়তে নানা বানি ফুলেও নয়,

থাকে না কোন সমাপ্ত। নীর্ণবাস ফলে ও বলে গঠি—
'এই তো লজ ! এই তো বশ !'

কথাপ্রসঙ্গে ও বীণাকে বলল—'একটা কাজ যোগাড়
না করে নিলে আর চলে না,—বলে বলে খেয়ে পড়ব যে
বসে থাকে—'

বীণা বলল—'আমি থাকতে, তোকে কাজ করে
থেকে হবে—'

ও হাসতে হাসতে বলল—'বিত্তেই অর্জন করে'চি,
ওর কতখানি বৌদ্ধ সেতো দেখা হযনি—

'—আর দেখে কাজ নৌ, যেমন আছি তেঁমি থাক—
তোমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে এখানে ? তা যদি হয়
তো খুলেই বসুন—'

'—কোন অসুবিধে হচ্ছে না তাই, তবে কি জানিস,
নিজের স্বাধীন নিকেকেই রাখতে হয়—একবারে তোদের
হাত তোলার ওপরই বা থাকবে কেন ? তুই ও
যেহেতুছ, পরানীন—আজ না হয় স্বামী'র কাছ থেকে
অধিকার পেয়ে নিজের কর্মতা চালিয়ে পাবু'ছিস—কিন্তু
যদি স্বামী তোকে অধিকারচ্যুত করে, তা হোলে তো ও
অবস্থা আনবাই মত হোতে পারে তো ?—'

বীণা মুখখানি বেঁধে বলল—'তোমার মত আমি অ :
যোকা নই, আমার নামে ব্যাকের বড় টাকা আছে—জা'ল
তো, স্ত্রী-পনের ওপর স্বামীর তৎকেন্দ্র কন্যার কর্মতা
নৌ—'

'—সবই বুঝি তাই ! তবু কি জানিস ব্যবসায়ী
হওয়া সবারই উচিত—'

'—এরপর আর কি বলবে তোকে, যা ভালো বুঝিস
তাঁই কর—'

'—কাজ একটা আমাকে নিতে হবে, তা খুল কসে'কেই
হোক আর মোকের বাড়ী বা অকসেই হোক—'

বীণা লজা বসলো অসুখা উপাসীত ভরই কথা ওলো
বললো, এর পর আর কথা চলে না। অসুখের দর থেকে
ও নিজের ঘরে চলে গেল।

সেদিন বোধ হয় শোল পুদিনা—জা, মোস পুদিনা
হবে।...

বীণাকে দেখে ওর বালকের বাড়ীতে বাবা'রো'রো

সোমী বেলুয়ার ভগ্নে আর হোল বেলুয়ার ভগ্নে—ও
 যতদূর যাবে এসে বস্বে—‘বাগের বাড়ী বাড়ি, যেন
 ‘ওচু করিসনে, আশুতে যোগ হে বাস বিবেলট হেবে—
 গেল না সত্বে চাক্কেত চান্না—ভোর হাতে বইলো
 সোমার—’

অহতা প্রবেশ একটু আপত্তি জানিয়ে বস্বে—‘এক
 ‘এক আবার পকেত খুঁজি খুঁজি হেবে কি ?—তুই না
 ‘একপে লব কীকো মনে হই, মন বলে না—’

বীণা বল্লে—‘কেন তা হেবে ? কি চাওর বাধুন
 ‘বাই বইলো—কতঃ ও বাধুবেন—’

‘—তাতো বুক্লাম, যে দাঙ্গব একাই একশো পে না
 ‘চাক্কে—’

‘—তোকে নিয়ে যেতে পাহুতাম কিছু নিয়ে গেলে,
 ‘ভেবে বেলুয়াম, তোহই মুখ হেট হেবে, এটা চাইনে, কেন
 ‘জানিস ? বা সেবে পেচেন তোকে, বলে যেতে পাহুতেন
 ‘তা, একেত্রে বুকে জাবে—’

এর পর আর কথা চলে না। বীণা অশ্রু ভরিতে
 ‘এবা শেষ করে কর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওর প্রস্থানের পর অহতার অবস্থার ভাবনা পড়োত্তর
 ‘হোতে থাকে। তাবতে থাকে নিঃশব্দ ভবিষ্যৎ, কোথাও
 ‘একটা কিছু অবলম্বন না গোলে পরিণাম চহতো। ভাবার
 ‘হোতে পারে। ভাবী জীবনে ও যে কল্কাতা দেখিল,
 ‘সে কল্কাতা আর নেই—ওর কাছে যেন হরে ইন্ডিয়েক্স
 ‘এই সেরটা পরিচিতির মধ্যে অপরচিত, তাই ওকে যেন
 ‘নাখিরে জ্বলেছে। নিঃশব্দ যেন প্রব ওঠে—‘নারীপুরুষের
 ‘জীবিকা অথবা কোলাহল সুবিরত ক্ষেত্রে ও কি আর
 ‘সংসারের উপায় জুছে বের বের নিতে পাহুবে ? বাহনকী
 ‘না হোতে পাহুলে তো। অবস্থা বিপর্যাস সাংসারিকভাবেই
 ‘বুটবে—গাফা জীবন করে মরে যেতে হবে বার্ষ জীবনের
 ‘অপরিসীম বেয়া। নিঃশব্দ যেন বল্লে—‘জীবনীশক্তির
 ‘অপর্যায়ের করে কি তুলেই না কল্লাম—‘সেভাবে চীৎকার
 ‘বেরিয়ে এসে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। নানা ভিড়ার ভাবাকাজ হলে
 ‘যতদূর কি বস্বে কিছুই ঠিক পাজিল না। নীলাভ
 ‘সেতর তলার বিবলীবাতির আলোও ও একগাফা বট

নিষে মনঃসংযোগ কর্লে। সৌম্যোম কখন এসে পাপের
 ‘চোখটা টেনে নিয়ে বস্বেচেন ও তা লক্ষ্য করেনি।
 ‘সৌম্যোম লক্ষ্য কর্তে থাকেন ওকে, কোটা ফুলের মত
 ‘সৌন্দর্যের ডেউ তুলে কি তাহে সৌম্যের গর দর্শকে ছড়িয়ে
 ‘পড়্কে তাই অস্তর হয়ে সেহতে সেহতে ভাবাবিট্র হয়ে
 ‘পড়্লে। কিছুক্ষণ পরে বল্লে—‘কি পড়্লে—’

হঠাৎ তাঁর ঘিমে চেয়ে অহতার গুহ মন যেন লক্ষ্য
 ‘আখাতে বজ্রি হয়ে উঠলো। ও আতঙ্কিত হয়েও মনে
 ‘বল সকার কর্লে। ও বল্লে—‘ম্যান এও ছুপার ম্যান—’

সৌম্যোম হেসে বল্লে—‘এনে তত্পূর্ব বই পড়্কেই বা
 ‘কি হবে ? আমি বুজি, তেলে খেলে দিন কাটানো, আমা
 ‘আপনার গান আসে—’

ও পড়্কেভাবে বল্লে—‘না—ও তীত হয়ে উঠলো,
 ‘সামান্য করেকটা মুহুর্তের মধ্যে কিছু না বটে বাহ,
 ‘সৌম্যোমের দ্বিধা দ্বিধা ওপর চোখ পড়্কেই ওর সদত
 ‘উজ্জ্বল যেন নিঃশব্দে মিঃপেবে মুছে গেল, নিঃশব্দ যেন
 ‘বল্লে—‘আজ্ঞারত্যাঁই ছিল ভালো—‘ক্রমে একথা সে কবার
 ‘পর সৌম্যোম অপরত উজ্জ্বলে বলে উঠ্লে—‘বইবানা
 ‘মুড় কেলুন, দ্বিগুণ পুরত কর্বেন না—’

ও বল্লে—‘পড়্কেই ভালো লাগ্ছে—’

ও ওর কঠিন পাখীরা বেখে উনি অনবরত সংগ্রাম কর্তে
 ‘লাগ্লে। এই হৃদয় তরঙ্গের উবাণীতের প্রাচীর ভাবতে,
 ‘ক্রমে তাঁর মুখ থেকে একটার পর একটা প্রশংসার বাণী
 ‘নির্গত হোতে লাগ্লে, একেত্রে সাধারণ যে কোন তরঙ্গী
 ‘আত্মপ্রকাশ লাভ করে লাগিয়া উপভোগের সুযোগ করে
 ‘হুতো বিত, কিছু ও না নিয়ে বর থেকে বেরিয়ে গেল।
 ‘সৌম্যোম ও অহতার পক্ষা অপরত করে চলে। আর
 ‘বল্লে—‘ভাল, ভাল, কোথা চলে—’

এ রাত্রে সৌম্যোম যে বড় স্তম্ভ কর্লে, তা আর কোন
 ‘মতে থাক্বে চায় না। পাপের ঘরে গিয়েও অহতা পাতি
 ‘গেল না—ভিতরে বাহিরে দুঃখ দুঃখ প্রত্যক্ষ করে
 ‘চক্কে উঠলো দুঃখের তাড়নার। অপারের দাপের
 ‘মধ্যে সৌম্যোম লামত কেবলই ওকে আতর্কণ কর্তে
 ‘লাগ্লে—ও সন্তুষ্ট হয়ে পড়্লে—ওর মনে প্রব
 ‘উঠলো—তবে কি সত্য মস্তক পুরত তরে নেমে গেছে ?

সকালবেলা ও যখন দুয় বেড়ে উঠিলো তখন ওর ঘরে ঘেন লম্বা স্বপ্নাভাৱে ফুটে উঠিলে, অস্বপ্নেত বেগমান কোনরকমে সোজায়েনো করে ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বললে—‘এর চেয়ে ঘরশই ছিল ভালো—’

বীণা বৈকালে এলো। অল্পভাৱে প্রথমেই মিজেস কলো—
—তোমি কোন অনুবিদ্যা হয়নি তো—ও বললে—‘না—, স্বাধীন মূৰ্খ থেকে বীণা অল্পভাৱে অল্প প্রকাশ্যে তখন যেন কি ভাবলো তা কে জানে! অল্পভাৱে কখন এক মিনি বীণায় জীবনেও আসতে পারে ওরই মত অল্প বৰ্ণ মূৰ্খ তাই আরও গুঢ় প্রতিজ্ঞা হোলো যেমন করে হোক শাস্ত পৰিচায় থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন হোতে হবে নতুবা জীবন পৰিগতি ঘটবে।

হাতে অল্পভাৱে আবার কথাপ্রসঙ্গে বললে—‘বীণা! আমাকে কোথাও একটা কাম করে হেনা তাই! বীণা বিচ্ছিন্ন নলে বললে—‘আবার সেই কথা! এখানে বেশ আছিল যোনের মত, কি দুঃখে কাম কৰ্ত্তে যাবি—’

‘—না তাই! আমারে আৰ ভালো লাগছে না, এম, এ, পাল করে কোন মেয়েই উচিত কি পৰম্পৰাগত হয়ে থাক।’

‘—এ তোমার অভিমতের কথা, লব আমি আপন হু হেন তা হবে না।’—

‘—প্রবোধ করে মাতৃয়ের কখন কি হয় বলা তো যায় না।’

‘—আমি তোকে কিছুতেই কাম কৰ্ত্তে যোবো না—’

কয়েই ওয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্কের মাজাদিকা দেখা গেল। হঠাৎ কথার বিচ্ছিন্ন ঘটিলো টেনিলেকনে বীণায় ভাৰ আগতে। ও চলে যেতেই অল্পভাৱে আৰ কোন কথা না বলে ওর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

পৰ্য্যন্ত সকালে সন্ধ্যাপত্ৰের বিধিব্যবহার লম্বাটো অল্পভাৱে হাতে এসে প্রথম পড়তেই ও বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটা গুলে পড়তে লাগলো। চা পান কৰ্ত্তে কৰ্ত্তে হঠাৎ ওর নজরে পড়লো—‘কৃষিক্ষেত্রী চাই। আবার ও হাসখান বেওরা চাইবে। বোম্বাটা অল্পভাৱে যেওন। উক্ত ইংলান্ড বিলাতেরে অইম প্রেমের ছাত্রীকে পড়াইতে

চাইবে। নিরলিখিত টিকানাঃ বাকসকারীৰ বনিকট আবেশন করুন। এ বার পোঃ বক্স ১১৮০ কলিকাতা।’

ও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। কোন কথা কটিকে না বলে হঠাৎ নিজে চাকিরের হাত দিয়ে ভাৰ হাতে কেলে বেগার বাবুয়া করলো।

বীণায় অসোচনে নিরলিখিত সৌম্য সন্ধ্যা অনুভব করে আসেন, পল্লভব কখন আৰ ওর পাঠ্যই মূৰ করবার চেষ্টা করেন, নানা বকম উপহার নিয়ে আসেন ওর কাছে, এ প্রত্যাহ্বান করে তবু ওর মনে কেহে যান লেক্সি, এমন কি মোটেই ভাঙা পথ। ও হঠাৎকিন্টে পড়ে গেল—প্রতিদিন বীণ ওর মত লুপ করে বেবার চেষ্টা করে ততই সৌম্য তাকে শিখিল করে কেহে দিতে এগিয়ে আসেন। বীণাকে যদি ও সময় কথা বলে বলে, তাহলে পারিবারিক অশান্তিৰ আওন জলে উঠবে, আর বীণাও ওর কথা লুপের চোখে দেখে না—এ তো ভাবেই এর কোন শেষ নেই? স্বাধীন বোধ করুন বা দেখে? লম্বা। জিলি পরিচয়ের মধ্যে ও কেমন করে থাকবে! এই ভাবনার ও ভাবক্রান্ত হোলো।

কয়েক দিন পরে ওর নামে একখানি পত্র এসে—
কাল বিলম্ব না করে লকলের অগ্ন্যস্তরে ও লকালবেল চলে গেল জীবনভাৱের পাঁচ মাঘের দিকে—পথে ওরই জ্ঞান দিকে লাল হতেই বাতীটার ফটকের কাছে এসে পরোক্ষানকে কিজাশা কৰ্ত্তেই সে বললে—‘হেতুঃ আত্মন, এই বাতীতে’—

হঠাৎকিন্টে লকে পোতলার ওপর বেগানে পুহকটী ঠান্ডাবী বলে রয়েছে ও দেখানে গেল। ও প্রত্যক্ষ কলো যেবীমুখি—শাৰ সৌম্য অল্পভাৱে কল জরহেন—ওর কখন লুপ তখনও তার মাধ্যমিক পদ্ধতিয়া শেষ করেন নি, তখনও ওর জ্ঞানের উজ্জ্বল চক্ৰদিকে বিচ্ছিন্ন হোলে পল্লভানি বেগাতেই উনি অল্পভাৱে আৰ আগ্ন্যস্তরের লকে বসিয়ে কথাবার্তা লুপ করলেন—আজিআজিক মধ্যমা অল্পভাৱে বেখে। উনিও যে শিকিরা, তা অল্পভাৱে ওর কথাবার্তা লুপতে পাবলো।

পেয়ে প্রচুটি উঠলো অল্পভাৱে কেন এ বকম ভাবে চাকুরী নিতে থাকে! তাই উনি বললেন—‘তোমারও

কেছে তো মনে হচ্ছে তুমি অবস্থাপন্ন ঘরে ঘরে, এম, বিজ্ঞান—এম সবই দিয়ে ভগবান তোমাকে সম্বোধন করে পড়েছেন—এখানে কেন এত বই ক'টার করে থাকবে? আমার সঙ্গে বুদ্ধি ভগড়া করে এসেছ তু?

ও অশ্রুপূর্ণ চোখ দুহুতে দুহুতে বললে—‘ঠিক তা নয়, তিনি আমাকে তাকিয়ে দিয়েছেন—

‘—কি অপরাধ?’

ও শুধন ওঁকে আভ্যাস্যন্ত সব ঘটনা বললে। এর উত্তরে অমিয়া হার বললেন—‘সাম্রাজ্যের দেশের পুরুষেরা কতখানি হীনজনে নেমে গেছে, ডাবলেও গ্রাম পিঠের তেঁ—’ ‘কলকাল চূপ করে থেকে উনি চৌরনিবাস ফেলে অস্ত্রভাষা বুঝে দিকে তাকিয়ে বইলেন তারপর বললেন— ‘আমার ঐ একমাত্র ঘোরে টুল, তাকে নিয়ে বালবিধবা রেছি—বিশাল সম্পত্তির মালিক সত্য কিছু এক দিনের মস্ত্রও হুখ পাচ্ছি পেলাম না—লস্কারে চিরেই পেলান নিমিত্ত পেলাম কি? কিছুই নয়! যেরে বাহুর হয়ে চম্বানোই কিছুনা তোপ বিবেচনা আমাদের দেশে—’ ‘মি খাফা মা এখানে আমার ঘরের মত, কোন ভাবনা নেই—এম, এ, পাপ করেছ তোমার আবার পেটের দাবনা? দিক্খিতা মেথেকে পথে বসতে হয় না—’ বলতে বলতে হঠাৎ উনি অশ্রুমনন্ত হঠে কি ভাবতে লাগলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন—‘হঁহতে! একদিন ওই একটোটা তুমিই ম্যানেজার হয়ে বেতে পারো, এমন বিনি আছেন, উনি আর ক’দিনই বা বেতে থাকবেন শুধ ও অবশ্যই হয়ে পড়েছেন।’

এরপর আর বেশী কথা হোলো না। অহুতা বিদায় নেবার ভক্ত প্রয়োজন করতই উনি বললেন—এবেলা থেকেই এখানে থাকেনা কেন?—‘এমন সময়ে টুল ওর দার কাছে এসে দাঁড়ালো। মেথেকেই মেখে মনে হোলো ভগবানর ঘন এক পরী সাগরতল থেকে উঠে এসেছে— ‘ওদোদী মেথোটি অহুতাব দিকে চেয়ে থাকে বললে— ‘টনি বুদ্ধি আমাকে পড়াবেন—’

অমিয়া হার বললেন—‘হ্যাঁ, মা—’

অহুতা মেথোটিকে আরও করে কাছে টেনে এনে

দুঁচোটি কথা জিজ্ঞাসা করলো, শেষে মন্তব্য করলো—‘হাঃ বেশ ভালো চতুর মেয়ে তো তুমি—’

অমিয়া হার ও টুলর অহুতাব অহুতা উপেক্ষা করত পাবলো না, অসত্য থাকতে হোলো।

টুল বললে—‘লোক পাঠায়ে আপনার বগাধ, জিনিষপত্রগুলো আপনার নিয়ে আসতে পারবে—’ অহুতা বললে—‘হরকার নেই, আমার তো কোনো জিনিষপত্র নেই—’

টুল ওর বুকের দিকে তাকিয়ে কি ডাবলে সেই মানে! অহুতা অমিয়া হারের মেথেরে দাঁকিয়া পেয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। টেলিকোন করে বৌপাকে বললে— ‘তোমাদের গলার কাটা এতদিন পরে নাসলো, এখানে আজই পেয়ে গিয়েছি—খাটা, খাটা আর মেখে পড়ানো, একটা পেট একরকম চলে যাবে—কারো কাছে হাত পাততে হবে না—আমার অলমেরে তুমি যা করেছ নিজেই যা যোনের চেয়ে তের তের বেশী—তোমাদের স্বপ্ন এ জীবনে ও ভুলতে পারব না—’

বৌপা টেলিকোনে ওকে ভুলনা করলো আর ওয়ের বাড়ীতে কিরে আসতে অহুতাব করলো। অহুতা বললে—‘ধন্যবাদ, তা আর হয় না, সময়েই তুমি এসো—’ কয়েকদিন পরেই অহুতার কাছে ম্যানেজার বৃত্ত সনানন্দ দত্ত এসেন। দেশের মেখে এমন্তে ওর ওপর বৃত্তের মেখেই আকর্ষণ বেশী হয়ে উঠলো। ঢাকার গল্প হুক হোলো— ‘অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস বৃত্ত বলতে বলতে আশ্চর্য্য হয়ে পেলেন। কমে আলাপ পরিচয় থেকে বসিষ্ঠতার সূত্রপাত হোলো। শেষে প্রকাশ পেলো: হরকালী ওর গিতা সনানন্দ দত্তের আপন মাসভূতো ভাই। ফলে সম্পর্কটা বন্ধীকৃত হয়ে পড়লো। কিন্তু অহুতা চেয়েছিল নিজে থেকে নিঃসঙ্গ করবে রাগতে—তা আর হোলো কই?

এদিকে শ্যাক্তিদান রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এগুন ভটিপতর হয়ে উঠলো যে স্বাধীর্ষকাল পরে হরকালীকেও কলকাতায় চলে আসবার উদ্যোগ পরী আরম্ভ করতে হোলো। বিশাল সম্পত্তি পতিতাক অবস্থায় বেখে ওঁকে চলে আসতে হবে অনিশ্চয়তার সূর্য্যবর্তের মতো—ভাবনা নিবিদ্ধ মন মূড়ে পড়লো বিধ উপায় কি? ঐব মেথানে

যত আত্মীয়স্বজন কলুতায় আসে—সবার্ত্তকে ক্রমাগত পত্র দিয়েছেন সাময়িকভাবে আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে—অন্যদিকে আত্মীয়স্বজনগণ সাধারণতঃ যা ঢাকা তিরে থাকে, এ খেমেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? সেবে সমানক বাবু একখানি পত্র পেলেন, তার ভেতর হরকালী তার সামাজিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষেই বিশদভাবে বিতীৰ্ণিকা কেবলেন আর সত্যকে বিউরে উঠছেন, কেন করে আর সেবে থাকার ব্যাপার।

সমানক বাবু পত্রখানি অহুতাকে দেখালেন। শুক নীচর থাকতে সেবে কুছ বললেন—‘তুমি তো যা কিছু বললে না’—

‘—কি আর বলবে বলুন, আপনাব আত্মীয় আপনাকে পত্র দিয়েছেন, আপনি তার উত্তর দেবেন, আমার কোন মন্তব্য কি লাগে?—সত্যকেন, কারণ তাঁর ওপর আমার যে সব অধিকার ছিল সে সবই তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, তাঁর কাছে থাকলে হইতো। খুন হোতে পারেন তিনি—কুছ হেলে বললেন—‘তোমার কি বাবা খাণাং হইতে?’ অতিমান হুয়েক মাও, হরকালীকে আমার গালাগা এনে আমার তোমারের হুতনের হু’গাত এক করে দিই—

অহুতা বহু আপত্তি করলে, বললে—‘ভাড়া ক’ও হোকা দিয়ে ঠিক মত কি বাবা যায়?’

কুছ বললেন—‘বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যুগে সবই সম্ভব—

সেব পথায় ওং কোন আপত্তিও কুছ ভুলেন না, ওং সন্তো সমস্ত যুগে লিখে তাঁকে কলুতায় আসতে লিখে ছিলেন। অনিচ্ছায় বসলেন—‘হরকালী বাবু আপনাব ওখানেই বা থাকবেন কেন? এলেই তাঁকে আমার এখানে নিয়ে আসবেন, তারপর যা করবার আদি করবেন—

এই যদীদলী মহিলাব যুবেব দিকে বৃষ্টিপাত করে অহুতা বিষমায়ুতা হোলো। ও বললে—‘বে দাদী আমাকে হত্যা অপরাধ থেকে মুক্ত করবার জন্য এক কর্দম ও ব্যার করেনি, রাজতম্বরের কাছে গাফুরা পর্যন্ত ছেরনি, নিজেব যবে নীতাহরণের উজ্জ্বল পর্ল বে দাদী মেখেছে গাফুরের মত কটিন হয়ে, একটা। পরমা হাতে না দিয়ে, বে আমাকে তাকিরে গিহেছে, যবে চুকেত বেহনি, আমাকে নানা ধুঁধোপের মধ্য গিহে সেবে আপনাব আম্বরে এসে জীবন বাঁচাতে হইবেছে, তাকে নিয়ে এখনও বলেন আমার বর ক’তে?’—

অনিচ্ছায় অহুতাব আরকিম যুবেব দিকে চেয়ে বললেন—‘দ্বি, ওসব কথা বলে কি না? তুমি উভম্বিকতা, দিকার মধ্যো। তুমিই তো বক্য করবে—কমাই নাটীর বর্ষ, সদিহুতাট তার অভবে একবা তুলে চলেবে কেন?—একথাব পর অহুতা; আর কোন কথা বলতে পারুলোনা; সেব পর্যন্ত ঐ পব নির্দিষ্ট একে মাথা পেতে ধরন করতে হোলো। ও বৃহলো সমাজ সংসারে বা কিছু প্রবেণ আর বজ্জন মাহুবেব আরতানোন মং—দৈবাকীন।

আশ্বত্থ শৰ্ম্ম

ঐশৈলেন্স নাথ বিবাস

গজাব ছাত্রা সেবা শূঁরণে করন বীৰ্যবাস—

আশ্বত্থেব আদারী আভর;

আকাশেব খাতালে

বিবরীর স্বপ্ন শুধু তালে।

অখানি অচেনা এক লকীতের লুহ

শব্দের ভরণে তোলা ব্যাধা জরা বিবাস যুব।

সম্বাকাতার সৌবন কাবা দিকপূর্ণ করি

লিখিত জীবনের আশ্বত্থ পর্ল

আজকের রাজি বেন তজ্জার বোরে,

আগে ভাবে চলে বাবে সৌবনের বেনা পোব করে।

উজ্জিত যোমাকের ছাত্রা পড়ে সেবকজা আকাশের গার

উর্ধ্বল হুর্দভলো বনে হব আরাব স্বপ্নবর,

বিবরীর স্বপ্নশৌবে এই এক নমুন নিমেষ

ভিরহিন স্বহ আনে নতুন আবেণ।

২৫০০ বৎসর পূর্বে ও পার

ঐতিহাসিক দে

২৫০০ বৎসর পূর্বে যুদ্ধের বহু ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনাক্রমে বঙ্গা বহু বুদ্ধের পরিচিতি। প্রত্যেক বছর তাঁর পরিচিতির দিনে ভাষ্যে এবং অল্পত পৃথিবীর নানা জায়গার বৌদ্ধা বিশেষ করে এই উৎসব পালন করেন। ২৫০০ বছর পূর্বে উপলক্ষ্যে ভারত সরকার এবং বিশেষ আয়োজন করেছিলেন—বিল্ডিং এবং ভারতের সমস্ত বড় সহরে কয়েক দিন ধরে উৎসব হয়েছে বিশ্বের টাকার বহু হয়েছে। বুদ্ধের পূজা, বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে।

বাড় আয়োজন ও আড়ব্বের কথা পাঠক-পাঠিকারা নিম্নের বর্ণনের কাগজের মাধ্যমে দিনের পর দিন পড়েছেন। কিন্তু এতলাগল বাহিরের কথা। এতলাগল লোকের অল্পত স্পর্শ করেছিল, বঙ্গা কঠিন। আশাযে এই ভাবেই এমন লোকের আছে, বাস্তবিক ভাবে-অমর ধর্মের অল্পতকে সীদ্ধিত করে—এটা মনে করেন উপলক্ষ্যের ব্যবস্থা দিয়ে অল্পতের বৈজ্ঞানিক চাপা যায় না। হতহাং তাঁদের পক্ষে দিনের দিন কোন্‌ বেশ কত বেশী আয়োজন করেছিল, তার হাথা বুদ্ধের প্রতি প্রচার বর্ধাৎ পরিমাণ করে যায় না। ইয়োতোপ গোটা বহায়েপ ত হীটান। বীত বলেছিলেন, কেউ তোমার এক পালে চড় মাগে তুমি তাকে অপর পালটি কিরিয়ে দিও। কিন্তু তাই বলে বুটান তাই অপর বুটান তাইকে কি ছুরি মারতে, এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা মারতে বিধা করবে? বুটের বাসী কোথায় পড়ে থাকে তখন। অল্পত বীতবুটকে নিয়ে অপর বেশে উৎসবের অল্পত নাই, এবং তার সবকিছুই ভাব-পতী।

বুদ্ধের এই দেশে তখন প্রচলিত করেছিলেন, তাঁর বাণী প্রবল এখানে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক নানা কারণে এখনে বোধহয় তখন তাই লোক টানতে পারেনি, নাই পালন। বৌদ্ধের বাণী কনগকে পতীহতাবে

স্পর্শ করে ছিল, এবং তাঁর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক হয়েছিল। সেই প্রভাব কি আর পূর্ণ হয়ে গেছে।

সমগ্র পৃথিবীতে অসংখ্যর আন্তর জনগণে। প্রত্যেক বড় জাতি কথোবকথার অল্পত শানিয়ে আশাযী আশাযে প্রতিবেশী বা দুর্ব্বলী কোন বাক্যের পায় আশাযে যেনে তাকে নিম্নল বহুত হয়ে। বৌদ্ধের পাতকের বহু পৃথিবীর পতিশালী জাতিগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে শুধু জানা নাই কোন দেশে কত অকৌহিনী নৈর আছে। আর জানা নাই ঐতিহ্যে কত পথার এবং কে বর্ধবুদ্ধ করে জন্মি হবে? কিন্তু এটা জানা আছে, আর আর ভারী কৃকক্রেত্রের সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সমগ্র অপর আত্ম কৃকক্রেত্রের পশ্চিম হয়েছিল। প্রতি পূর, প্রতি পরিবার জগতের সম্মুখীন যে কোন দুহুতে চলে পায়।

তাঁর বুদ্ধের শাস্তি ও যৈত্বীর বাণী আর বড় প্রয়োজন। বুদ্ধের বলেছিলেন, পক্ষের উত্তীর্ণত আনন্দ প্রকাশ করতে হবে। সে ত বুঝে কথা। বিজ্ঞের উত্তীর্ণত তাঁর সর্জনশ কভার ইচ্ছা যেখানে প্রবল সেখানে পক্ষের বলল আকাঙ্ক্ষা বহুপশাহত। কিন্তু বহু জাতিতে আসল সর্জনশ থেকে বকা করতে হলে বাহু আড়ব্বের বুদ্ধের পূজা করলে হবেই হবে না, তাঁর বাণীকে বহুপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে এবং কালে বাটতে হবে।

(২)

প্রায় হতে পারে, মানব জাতিতে প্রবল হতে বীতাবার দ্বারিত্ব কে কিরিয়ে ভারতবর্ষকে? তাঁর এ দ্বারিত্ব তার বহন করে সে জগতে কতটা শাস্তি আনতে পেরেছে?

দ্বারিত্ব কেউ যেমন। কিন্তু আর যদি বুদ্ধের আবার এই ভারতে কিরিয়ে আসেন, তবে তিনি কি করবেন? তিনি নিম্নল আবার তাঁর ক্ষমা, যৈত্বা, দ্বিহতা, উপেক্ষার বাণী বিশ্বজগৎকে শোনাবেন। আশাযে তিনি বলবেন, শুধু দ্বাষ্ট্র্য নয়, চরাচরের বাহ্যে প্রাণী, পাখিশালী, সমস্ত সৃষ্টির

আগে আমি ভুক্তি চাই না। 'বিনি সর্গজীবের, উদ্ভবের
পথ' ছুখতাপ দূর করবার ওর ব্যাকুল হয়েছিলেন, তাঁকে
কে নিবৃত্ত করতে পারে? বাইরের কোন ক্ষতচ্যার ঐর
প্রয়োজন হয় না। আর আবার চ্যারের তাৎ প্রাণী
পক্ষে যখন সর্গনাশ। অথবা উপস্থিত, তখন বুকের অমম্মান
ভারত ফেরন করে নিতর থাকে? তার হাতিষ, ব-
আরোপিত হাতিষ, এই কথা ঘোষণা করবার, বার বার
ঘোষণা করবার যে, যে বিশ্বের অম্মতের পূরণ, তোমরা
পরাশর হানাহানি করে বিলুপ্ত হয়ে যেও না।

এ বসন্তের বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে ছয় মাসের ৩৩
বুকেরের পরিমার্জন উৎসব পালনের কথা ভারত সত্যের
ঘোষণা করেছেন। এর ক্ষত অতপন হতে অর্থব্যয় করেছেন
ও করবেন। ভাল কথা। ভারত সরকার ও নৈরাজ্য
বার বার শান্তি বারি সেদন করছেন, লক্ষ্যসঙ্গে ঘোষণা
করেছেন এবং সঙ্গ্রহকারে পুণিবীর বিভিন্ন আতিকে
কাছাকাছি করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। আরও ভাল কথা:
কিছু বাস্তবের মন বদলবার ৩৩ যে পত্নীত্বের ও অন্তরতম
ঐবর্ষের প্রয়োজন তা কোথাও অয়োজন বৃদ্ধক

ভাগিক করতে পারি, কিন্তু সেট বৃহৎ অম্মতের ওরাজ্য
কি ভরতে পারে? সেট বাস্তবতা? কার ভাষা আছে বার
বার। বিশ্বনাথের উপহাসী মন তৃপ্ত হবে? বুকের
কত প্রতিজ্ঞ অম্মত মতো বিশদবক্তৃতা কত না মানে
ঐর বাণী প্রচার করেছিলেন, যা মনে বিশ্বাস তৃপ্ত লাভ
করেছিল, ধনীপরিষদের মন জগেছিল।

সুগতি বিখিয়ার

বাদিয়া লইয়া পল্লব লগা তার।

অথবা অম্মতের নীতের রাতে নিটুর শিশির থাকে'
একটি অকালের মূল লগা। হাতা ও প্রেমী কাড়াকাড়িতে
হালি বিনামূল্যে বৃদ্ধবের পারে মূলট অর্পণ করিয়া কৃতার্ব
হইল।

যতক্ষণ এই মন না ভারতে, ততক্ষণ 'যতই গুহ লাগেই
আয়োজনে' 'যতই চাপতে চরে উঠুক যেন' তোমার ধরে
হয়নি অম্মত সে কথা হয় মনে। বাস্তবিক, আত্মকে সত্য
চোল কাশি থাকিয়ে না, কিন্তু হৃদয়ের নিকৃতে পত্নীত্ব
উপলব্ধি করা সম্ভার, বুকের মায়াসের কি দিতে গেলে
ছিলেন, কি দিবে পেছেন—ওরই উৎসব সার্থক হবে।

গান

লতদল গোম্বাশী

গ্রিহ, তোমার ললাহ হালি
আমার চোখে তালে,
তোমার ছবি দেখি আমি
শিশির চেছা মাসে।

এই যে সুনীল আকাশে তার
মিষ্টি হাওয়ার বাজে সেতার

ফাঙন বাতাস গান গেয়ে যায়
আনন্দ-উজ্জ্বলে।

লোর পথে হাওয়ার ঘরি
বীথন-হাতা মন
তোমার লাজুক চোখে আমি
বুঁধব নিয়ন্ত্রণ।

বিলাস বেলা পথের বায়ে
চাইব না আর বায়ে বায়ে

মধুর স্মৃতির মত তুমি
হইবে আমার পাশে।

আলো

ঐন্দুমতী ভট্টাচার্য

নিজের ঘর সন্দের খুঁটিয়ে জানা। যেদিন মনিরাত্ত
মিছে কোলুকাটার এল সেখির ঘর সন্দের তাই স্বর্গমল
তাড়া কেই বা ছিল তার ভাল উড়ে বাগ্যা মাঝখানে।
গোঁজবার এতটুকু ছাউনিও নে!। কিন্তু শুধু ছাউনি নয়—
তবে বেগের অনেক বেশি কিছু মিথছিল স্বর্গমল।

বহর তিছিল বহর তাৎ—বিশ্রুত—তাই অহুবিধে
‘চন্দা’ মালছা, পরমাছাকে আদর দিতে। লোকেরা
কিছু খুঁধিরে—নেই—তুমি কি বর আর না বর তা যথবার
সব দায় আর কালের? তুমিই বলাতলে যাব যে ভাবেরই।
প্রথমে চোখ ইলাটার ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে। তারপর ফিল্ম
ফিল্মনিত। তারও পরে পলাকে খুঁড়ি মত হতো।
বাইরে বাইরে একেবারে গদন হেহ।

পচিল বহর বসের এতটু স্নেহেতে ভালো পচিবে
সেবার সোহাগে কুচি বহর মনে পড়া। জান্নাকে বিশ্রুত
তিছিল বহরের নয়। দুখাই বস্তুতে সেলে স্বর্গমলের সঙ্গে
এক ছায়েই শুভা। জন্মনিখিয়ারীম ভাবে বাস করতে দেখলে
তুমি আশিও চুপসু ক’রে উঠ। তবে? রাজ্যের
অভা অপরায়ের। ভাল মনের হিসেব নিকেল বায়ের
করতে হয় তারাই আনে এর ব্যর্থ। ঠাঁয়ের গদমধ্যায়
ওকথে তাই সম্মানিত হুখ রক্ষা করতে বাধ্য হ’তে হয়
স্বর্গমলকে, জান্নাকে।

গিনী, বুড়ী, তাইতি অনেকবই অথচ আশ্বাসী
হয়েছিল প্রথম প্রথম। জান্না খুঁটি পেড়ে বসবার আগে
বাতে ওপড়ানো যায়, ঠাঁয়ের গতি তো হ’তে পারত।
এনি প্রায়ই, তারপর গা লগা হয়ে পড়ে। কিন্তু
জান্নাও খুখ ছুটে কোন কথা এলম্বকে বলেনি কোনদিন,
স্বর্গমল তো নয়।

মুহুর্তের চ’পেত তাই বোম, সন্ধ্যা ঘনিষ্ঠ চ’পে
ছিল। দুজনই মতো, কিন্তু তা’ চ’পে—একটা: মুহুর্ত

‘না’ এর বেকার ঘর দুজনের মাঝখানে ছিলই—এক
সময়ে দুজনই সেটা রক্ষা ক’রে চলেত।

বিখ্যা, নিয়াজ। লগারহীন বোন্টী—কল্যা হলো
হলো মন একধিকে—আর জাছা বিস্মিত, কতজাতার
অল্ট টলমলে মন আর একধিকে।

বাগ্গে এসব কথা, এই পটকুখিতা অভয়ালে থাকে আর
বড় হ’লে ওঠে মনিরা।

স্নেহের মত সামনের বাড়ীর বৈভব সঙ্গে খেলতে
যানি আশ্ব মনিরা।

“মহ, বলে আঁকু যে চুপ ক’রে? খেলতে বাগ্গে
আজ?” অকিল থেকে এলে জিজ্ঞাসা করে স্বর্গমল।

“জিতা আঁকি ক’রে মিথছে আদর লগে।”

“আঁকি? ও বাগা? তা কখনটা কি গুনি?”

“ওহ না বাগ্গ করোছে”—অসমাপ্ত রেখেই বড় হ’লে
যায় অল্টপ্রাকলো মনর কঠ।

পরিহাস উজ্জল কর্তব্যর শুভ হ’লে বাহ স্বর্গমলের।
একমুহুর্ত চুপ ক’রে থাকে—জুজ ইঁটকে ওঠে
ওহ—কিছু সামলে দেয় পরমুহুর্তেই নিজে—হাঁহা
ক’রে বেলে বলে, “ইস, বোকা। স্নেহ, ওয়েত কি
হ’য়েছে রে? চুপচুপ করে, আদর লগলে খেলি আর”
—লেই অসীম আদর কোলে তুলে দেয় অল্ট,
“গরের বাড়ী গিয়ে খেলতে আছে নাকি? নিজের
বাড়ীতে খেলতে হয়。” জায়ে উঠতে উঠতে বস্তুত থাকে।

জান্না বাধ্য পের—“অকিল থেকে এলে আগে হুখ হাত
খোজ, চা খাও, তারপর।” সাময়িকভাবে মনিয়ার বহ
আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গমলের চাভখটি তাই বাধ্য পড়ে মনিয়ার
বাহবড় হ’লে।

মনিরাকে দুগী করার প্রায়ে স্বর্গমলকে কখনও খোত,
কখনও ফিরওয়ান, কখনও বাড়ীর বাজার লরকার কীহা

না হ'তে হয়! তবু কিছু বিহার কষ্ট ক'রে যানো কাজ।
কি থাকতে চায়! তাই আর যেন পুতুল, কাল ঘন বৈক্য।
পাকী, পরন্তু ঘোমুনা, নিত্য কমা হ'তে থাকে।

"বাঁধে খরচ যে কত কর, এই একমাত্র মেয়ের কষ্ট,
যে জননা।

"একমাত্র হ'লে কি হবে! ওনার বিক্রয় তো
কর না।"

মাথাব্যস্ত অফিসে গেলে মনিয়ার বক্তৃতা—তপুয়ে যার
কত কাজ—সেদাটি কৌড়াই, বোলে বোকা, বাড়ি, বাড়ি,
ভবিষ্যে তোলা! মনিয়ার কষ্ট হ'লে গেছে যাবের!
মনিয়ারে হ'লে বাব মাথাব্যস্ত—"আমার কত মলমলার
ক'রে জেগে, অফিস থেকে এসে যাবো।" কিছু জা কহতে
যার কতজন? শুড়ি পাথরের মালুর মন, পটলের বোলা
ভাঙা, কাকরের পাংল, হুগুরি চাটুনি, মার্বেলগুলির
পেগোলা, পাকা হাঁদুনি মনিয়ার হাতে বৈতরী হ'তে আর
কতজন?

ঘন ঘন বৌক নের ম'ণি। কটা বাকল—পাঁচটা বাকরে
আর কত বোকা! বাবা, পাঁচটা আর বাকলেই না! পাঁচটা
বাকলে মনিয়া কামা ডেকে, পাঁচটার কাকল মেয়ে,
চুল ঝাঁকিয়ে বেতি হ'লে থাকবে—"নোংরা, পেতী হ'লে
থাকি দুটোকে দেখতে পায়ে না মাথাব্যস্ত।" কতবার মাকে
কৈফিয়ৎ দেয় ভাল একটা জায়া বাকি থেকে বার ক'রে
মেথার আকৃতিতে মায়ের মন তেজাবার গুস্ত। "হ'য়েছে,
তোলাকে আর পাকাবুড়ির মত কথা বলতে বেনো।"
জাননা বাকার মেয়েকে—"মেয়েটার যদি একটু বুদ্ধিভি
বাস্ত—বাবার কত পরমা যে বাঁধে খরচ করায়।" লক্ষ্য
সঙ্গে না ভেবে পায়ে না দে।

লাগে পাঁচটার আসব মাথাব্যস্ত।

একটু বক্তৃতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মল্বে সে পাখা নিয়ে
বাঁধা করছে, জুতোর কিতে গুলে মেয়ে—মান করতে
বাঁধার মনর শাবান, পানদ্বারা হাতে তুলে দেবে।

কিছু এখান তো গুলে দিতে হয়। একটু বক্তৃতা হ'য়েছে—
গাভ বহর—বাবের কাছে একটু আদর্শ হা প'ড়েছে।

মাথাব্যস্ত অফিস বাঁধার পথেই মূল। লগে ক'রেই
নিয়ে বাঁধা হ'তে।

কিভাবে হয় কিছু একা, পাড়ার আর বাকল মেয়ের সঙ্গে।
অনুবিধা নৈী কিছু। কিছুদিন বেশ ভাল। কিছু
ভাবপনই মেয়ে আর মাথেনা গুলে।

"পড়া পারিল না বুঝি? হাঁবে, নিম্নবিদ্যা মেয়েকে,
মেয়েকে, বকছে? মা কিজালা করে।

"অনেক কুলিয়ে তালিয়ে মাথাব্যস্তই বার করে কথাটা।

"মেয়েটা ক্যাপার আবার।"

"ক্যাপার?"

"হ্যাঁ, বলে কার সঙ্গে ইতুলে আদিল, তোর মাথাব্যস্ত না
ছাই, আরও কত কি।"

আবার কুক কৌতুকার বর্ণকমলো তুলু হ'লে বার
যানিক। কিছু একটুখানি।

"ও, আমি তো তোর ইতুল ছাড়িয়ে মেথার ট্রিকই
করেছিলাম—কত বোকা হ'লে দেখিল ইতুলে গিয়ে গিয়ে—
বাড়ীতে পড়িয়ে—আমার কাছে বুজিল? বাড়ীতেই
তাল পড়া হয়।"

হুস্তাং লক্ষ্যের অবলম্বনই এখন পড়ানোর বাহিত হয়
অবলম্বনের। পড়াতে পড়াতে কিছু কখন মনরমনক হ'লে
হা, কি মরকার, কি মরকার এই সব জায়েনা নিবে?
পলে পলে মনমান, বাঁকাহাণি আর প্রহর বিভ্রম! অফিস
তো কাণে নিবেছি তুলো হ'লে থাকতে হয়। তার ওপর
কচি মেয়েটার ওপর এলব।

গাপ হয় থাকে মাঝে জানবার ওপর—যাবীও কিতোর
মাথা ভ'লে পড়ে থাকলেই তো হ'ত—নিম্নেতো বাঁধীতে
হ'লে—যত বক্তৃতাগুলি আমার মাথার ওপর।

মাসে মাসে কিছু টাকার বাবদী ক'রে নিয়ে মল্বে
কোথাও পাঠিয়ে লেবার কথাও মনে হয় মাঝে মাঝে।

এই তো আদর্শ—মল্বেই ললিত মিত্র কি মল্বেই
বাঁধী রাখল।" "মালা, তোমার মেরেটা মিল মিল কমে
হ'লে মনে হচ্ছে মেন। কে মল্বে প'ত্রিশ পেরিয়েছে।"
মল্বেই মনর বক্তৃতা মল্বেই মল্বেই।

মল্বেই হাত তাল প'ত্রিশ বের ক'রে উত্তরটা মিল
ললিত; পায়ে প'ড়ে। "মাঝে তাই, মনের কতক মল্বেই
মল্বেই। অল্বেই হ'ত। মাথাব্যস্ত মত শোভা বসাত।

শব্দ বৃদ্ধি বচন "হবে হ'বে" দেখে মাইরি। "আজও
তিব্বতের মত একটা বট—মুখ বংশাবাহক উপায় নেই।"

মরণের মত চেয়ে দাঁড়াওনা একটু—"তা বটে, বলে
নাশিমানের মত মরে। বটে তাই তাবাবই—তার সঙ্গে
সঙ্গেই আগার"—মুখের কাকতালী অসমাপ্ত বাক্যের অর্থ
"বিস্মৃতিই হ'বে ওঠে।" আসলে পাশের সকলের মুখেই
একটা একটা গভীর প্রকট হ'তে দেখতে পাওয়া স্বর্গকমল
কিছু কিছুই বসুধার উপায় নেই।

"বটে, বটকে তুলে কথা ?" মনের নিষ্ঠুরে দুশৃংখল
গুপ্তসমাস্ত্রের বেষ্টন-মহুগে লোকের দাঁত অকস্মিক ? কত
সৌন্দর্য রজনীর ঘ্যানের বেহী, কামনার হোমানিল—
যেন তার সত্ত্ব সত্যটাই অসংকট হ'লে মনে হয় স্বর্গকমলের
একটা ভাবতে তাহতে। পূজার বেহী থেকে চৌর্য্যতার
মোড়ে সহস্র লোকের পাশের দু'লে আর কালা-পাঁকে
গভীরগতি যার যেন বেহী গ্রাহিণী ? কিসের গভ, কিসের
গভ ? মৃত্যুশবের হাম আছে না'কি এই পৃথিবীতে ?
শ্যামলিঙ্গ, বসুধা—মানবিকতা হ'লি আর অজ্ঞানতা গভ।
"মারে বেবে মার" আশ্রয়নে বসুধার মত, মুখ
কুঁকুকে, ভিতের লম্ব ক'রে। পরের গভ নিঃশব্দ মাতিক্রম
ওঠতে পারে কেন সে ? কিছু ঠিকার দিয়ে দেবে, বাসু...
"কম বোড়ক দিয়ে ওঠে কেন বৃকটীর একটা ভাবতেও ?"
ভাষ্যক, ভাষ্যক—"মাথাবাহু, সীতাকে বনমাল দিয়ে
যেহে বসি এত কষ্ট, তাহলে বনমাল গিলে কেন ?" চমকে
উঠে তারকার স্বর্গকমল এ প্রহর।

"ভিতের কষ্টটা বৃদ্ধি কিছু নয় ? লোকের কথাটাই
ওক ?"

উত্তর দিতে পারেনা স্বর্গকমল—ক্যান্ ক্যান্ ক'রে
ভাকিয়ে থাকে—"ভিতের কষ্টটা বৃদ্ধি কিছু নয় ? লোকের
কথাটাই বড় ?" ব্যাঙের ভ্রাম বাজিয়ে বৃদ্ধি কুৎ ধড়ান
ধকাস ক'রে।

কড়ির ঘরে কুক মলকে একাক্ত আবেগে—"না, না,
ভিতের কষ্টটাই অনেক বড়—লোকের কথাটা কিছু নয়,
কিছু নয়"—বলে প্রাণ তার, তারো কুক আশা পলায়।...

মত বড় হ'বে ওঠে—মাথাবাহুর মনের মত নিষ্ঠুর
ক'রে গভ প্রহর। দেহের গভের স্বাধো, মুকটের

মাথাবাহুর গভ সাগর ওর শাভীর গটকু লম্বা মাথাবাহুরই
কড়ির প্রহর।

জাননা থাকে মাতে বগেনি যে জানে, "এত আকাঙ্ক্ষা
কিমন হাশা, পরের বাড়ী যেতে তো হবে ? তাহা কি
নাচবে তোমার মত এই বিজিতে নিয়ে ?" কখন যেমনি
স্বর্গকমল গভন করায়।

এবার জাননা অজ্ঞানতায় থেকে একটু বেসেই এগিয়ে
আসে।

"মাথা, এবার একটা ঘেঁষে ওনে যেটোর গতি কখনো"
সব মাথের মতোই বলে ও। "কেন, মত কি এতই বড়
হ'লোছে ? স্বর্গকমল তারেনি একটা কোন ছিল। কিছু
আজ তাহে সত্যিই তো ওর যিরে বেগুলা এখন বহর্য্য,
খুই বহর্য্য : একটি দু'শব্দ, শিক্তিত, চমককার ছেলে
বহর্য্য : কিছু তাহতে তাহতে আগে বহর্য্য অনেক
বাহেতেই মতো কুক কুঁকুকে গুহু হ'বে যার ও।

গভি কথা চলতে থাকে। মেহের দু'শব্দ, দেগাই
কোড়াক, গুহর্য্য জানে, বেগুলা খোঁজা যেটোরই তাহে—
সম্বন্ধ তো অনেকই আসবে এ আর বেসী কথা কি।

কিছু সেই প্রথম বিক থেকে বাহের মাথাবাহু আরও
হ'বেছিল আর ভেবে ওহে মাথা নিষ্ঠুর অথবা বহর্য্যগতি
হ'বে গেল বাহের, জীবা কোথায় বাহেন ? বাছেই—কোন
সম্বন্ধ জীবা কোটো বাসুতেই, কোনটা ভালো ভালো হ'বে
আবার কোনটা পেতে তুলুতুলে হ'বেও গেল ভেবে।

জাননা বিচারের মত নিজের অদৃষ্টক। কেন মতে
সত্ত্বের ভিতের মাটি কানকেও গভে থাকেনি, অজ্ঞানতা
হয়। সব ঘোষের ভাগি করে স্বর্গকমলকে—ভই যেন সেসে
আনতে দিয়েছিল গভ।

"সেবাসাম্বদ মাওটাই এমনি, কোথায় জেনে যেতো
তার ঠিক নেই" মতের গুপ্তগুপ্তি, ওনে এক লম্বা
জায়ে বহু—ভাগ্যিস মাথাবাহুর কখন যার না।"

মতের অপর্য্যাপ্ত ভাগ্য দেবার গভই যেন বিপদ উৎপাদে
মাথাবাহুরকে একাক্ত নিবিড় ক'রে যিরে চাকতে চায় ও।
অনেক কথাই মতে পারে এখন—বা গভে থাকে কাঁদনি
পার কিনা ! সেই বিভাব গভাখান—মুগের মেহের
উপাস—মতের : মতখানো বলে ক'রেও—মতের মত

যেখানে না পাব। কি'মিষ্টর পোকেতা! নানাধাতু
যেখানে ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে কি? কিন্তু যথার্থ
যেখানে কত লগ্নে তা যদি জানত। ও! “আর না,
না যেন কি। মায়াবাহকে ছেড়ে থাকুন কি করে?”
কিন্তু পুত্র মনের আনাচে কানাচে একটা বাপনা একটা
কামনা উঠি জ্বিকি যে নাগের এমন নয়। বিশেষতঃ,
বিশেষণ বা মুখে মুখে যেখানে নিজে সাধনের সুরজিতে
আনুগত্য কাপড়খানি বেলে যেখানে বধন আছে, তখন যেন
কিন্তু একটা পায়ের জন্ত বাতুল হয়ে ওঠে মনটা! কিন্তু
কল্পনাকে নিচোপে গুপ দেবার মত মন পড়ে ওঠেনি ও
আজও। সখী সাখী বিচীন পরিবেশে বস হয়ে ওঠা
মত।—

কিন্তু অতঃপরে বৃষ্টি মায়াবাহু প্রচেষ্টা আর জানবার
কামনা গুপ পরিগ্রহ করতে চলে। স্বর্গকালের অকিসেই
সব করে কদম ছেলটী—বা বাপ নেট। নিজের
অভিভাবক নিজ। দেখতে আসতেও চাইনি—স্বর্গকালের
গুপ কেম জানি ওর বড় বিপদ, এত ভক্তি! ওর মালা
কবাই নাকি মনে পড়ে ওর স্বর্গকালের দেখে। কিয়
না দেখে মনে তাই দেখতে এসেছে অতঃপরে অনেক
স্বপ্নানুভূতিতে।

—

জীবন-মৃত্যু

প্রবন্ধ

জীবনী জগতী চক্রবর্তী

মায়ামের জীবনী বিজ্ঞেয় করতে গিয়ে, প্রথমেই
মনে এর ধারণা—মৃত্যুতেই কি গঠে—জীবনের যোগ
সমাপ্তি? যদি তাই হবে, তবে কলুষ অশুদ্ধ জীবনকে
বাচিয়ে রাখবার এতখানি প্রচেষ্টা কেন চলে? জন্মভয়বাস
কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে লার্নিক কবির
ভাষায় বলতে হয়—

“যে কল না মৃত্যুর, অতঃপরে বসিতে,

যেহে সাধনো গোচরেনে চ'রে পাতে—বলে অর্ধ
মন্ত্র দ্বারের ঘরে অপেক্ষারতা—মায়াবাহু এসে নিজে যাবে।
মা পেছে কলধাবাহুর বাবনা কতে।

“এই যে বাঃ, চমৎকার!”—প্রশংসায় মুগ্ধিতে বহুর
জ্বিকি চাইতে চাইতে ঘরে চম্পক স্বর্গকাল—তার হাতে
পড়া নিখুঁত প্রতিমাটি, ছিল ছিল ক'রে প'ড়ে কুলে
হাতে প্রাণের সমস্ত হাড়েরি দিয়ে—তাইই মন্ত্র—অতি
জ্বিকি বাপলালারের টেনে মন্ত্র! একটা অমল্য আবেশ
এস ওর মনে—একটা সেরের উজ্জ্বল—সেই ছোট
বেলাকার মত একবার ওকে বুকে তুলিয়ে ধরবার কুসিয়ার
বাপনা সেহাওরে। এ আকাজ্ঞা এতানো বার না—কিন্তু
কিন্তু সমস্ত শরীর অমন চ'রে আসে যে, মৃত্যুর জ্বিকি
আর থাকেনা বিভ্রান্তভাবে—অন্যভাবে মাগের মতো
ভেঙে দেওয়া যায়না তে', ওর কারও ভোষে। আরও
জোরে চেপে ম'রে কেটেতে ওর বুকের মধ্যে—টটান গুল
বিহার ব্যক্তি জলে ওঠে স্বর্গকালের সখী বুক জ্বলিয়ে—
নিজের মনেই বেলে ওঠে সে—ভাটী বোকা তে', ভাটী
বোকা সে, এ মতটি: তেখিন না বুকে সে ছিল কেমন
ক'রে?

—

যে নরী মকপরে হারান যাবা

জানি যে জানি, তা'ও হয়নি হায়া।

হরীন্দ্রনাথ বলছেন—“মৃত্যুটা মায়ামের অবশ্যজ্ঞান যাত্র।
একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায়—গিয়ে পড়া।
যেমন জন্মের সত্যমকে গুন বল কতান। তেখনি
মহিষেয় কর্তব্যে ভক্ত মন মন মন মন প্রবোধন। জীর্ণ
ভাষায় ঠিক একই উক্তি—

"Sed no tear! oh sed no tear!

The flower will bloom another year

Weak no more! oh weak no more!

Young buds in the roots white core

দেশদ্বীপের সপারকে বহুবার বলেছেন—

All the worlds a stage

And all men and women

merely Players.

তবুও আবার হোষ্টে বুঝিতে সহজিহ্নের বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে এমনই কতকগুলি জীবনের চবি, যার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হয়—কলতের সবটুকু যেন বেঁকি! কেননা যে আশাহত জীবনের অবসান ঘটেছে দুঃখের অন্তরালে, সে জীবনের কল্পাস্বরসকে মনে হয় লাঘবের নিম্নক উপমা। যে উপমার আধ্যাত্মিক কথিত্য পেয়েছেন কায়ের সৃষ্টিকর্তা। দার্শনিক পেয়েছে তার চিন্তার গোহাট, আর আত্মপ্রেমের মত সাধারণ ব্যক্তির হৃদয়েও পোহেছে—মুক্তির লক্ষ্য জীবনের কল্পদৃষ্ট্যে চাপড়ে পা ফেলে যাওয়া প্রতিনিহিত অস্ত্র-পাত করে চলতে কালের নিশ্চলবে, আদি ভাবি তপসের কথা। যারা কলতের সর্বস্বার্থের লক্ষ্যে নাম লষ্ট করে—নিশ জীবনের সঙ্গে বহুদুঃখ পাড়িয়েছে, তারা না পেয়েছে মুক্তির লক্ষ্য, না পেয়েছে—জীবনকে সুস্থগণে চালাবার কপাট। তাদের জীবন বেড়াভালের আগে পণে দৃষ্ট্যাকশী শিখাউঠে—দৃষ্ট্যাক্ষণের দাবাদা বাড়িয়ে—অষ্টকান্ডিতে চড়িয়ে তুলেছে চকুবিধ। তাই এরা দৃষ্ট্যাক্ষণে মূগ্ধ হয়ে, দৃষ্ট্যাকে চিনেছে দানবরূপে। দৃষ্ট্যাকে এরা মুক্তি পায় না—পায় তবু প্রতিদৃষ্ট্যের জালা। তাই এরা কল্পাস্বরসকে বিশাল করতে গিয়ে বৃহতে পারেন—নব জন্মের প্রয়োজন তবু কতবিকৃত জীবনের ঘের টেনে যাঁয়ার। পাপ-পুণ্যের ভর সেই প্রসেধ, কিন্তু নবজন্মের ভর পায়। তাই এরা হোল দুবিরার আশাহত জীবন হল।

কবি, ডক্টর দার্শনিক, চিন্তানীলম্বা দৃষ্ট্যাকে পোষ করেন না, কেননা তাঁরা কল্পাস্বরসকে বিশালী তাঁরা দৃষ্ট্যাকে সমাপ্তি পেয়ে পানম—নবজন্মের সবকণের প্রেমে তাঁরা সহজিহ্ন দৃষ্ট্যে গিয়ে মনে অনিবারিত

তারের প্রিভকনে দৃষ্ট্যাকে আত্মার শক্তি কান্দা করেন। নিছক চা-হাওয়া করে আত্মাকে অনর্থক শীড়া যেন না। কিন্তু আত্মা সাধারণ হাওয়া। আত্মার মনে পড়ে আত্মার জানের লগে আদি কখন বানিটো। বেঁকে উঠেছিল—টিক সেই সময় একটা প্রিভকনে হারবার পোষ বগতে পেয়েছিল—বাধার অগ্রহাণিত দৃষ্ট্যাকে। যে 'দৃষ্ট্যে' বাবা মা! পেলেন—সে দৃষ্ট্যটাকে মনে হয়েছিল—কপতের একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন। চলমান জগৎ হঠাৎ বন্ধকে হাড়িয়ে পড়েছিল—যেমন করে মলমলভাত শিশু-মুগ্ধ হয়ে—আলোময় কপটো ঘেঁষে চক্রে যায়। সমস্ত প্রকৃতির হাতেন যেন খেমে গিয়েছিল যেমন করে সারা যিনের দৃষ্ট্যাক্ষণের অশান্তি থেকে এক দৃষ্ট্যে' মায়ের কোলে মুগ্ধের পড়ে। বিশ্বলগ্নাবের একটা পরিবর্তনই মল তপ আত্মার মত পোকাতুল হাওয়ায় কেবল তোলে—অধিকের অস্ত্র অশান্ত তাই আত্মা পোষের লগ্নে—চা-হাওয়া খেঁবে, সুলভা হার পাগল হয়ে বাই—কিন্তু লাঘবের সুল খুঁজে পাইনা। তাই আত্মা কলম কপতের পোষাক' মায়ের হল। আত্মপ্রেমের চেতনার লগে কিতার বেগোবেগ ঘটনা বলেই আত্মা অস্বাভাবিক—দৃষ্ট্য!

দৃষ্ট্যাকে দার্শনিকরা-বেতন পেয়েছেন বা পৃথিবীর যে অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যাঁয়ার অস্ত্র কল্পাস্বরসের আগ্রহ প্রদেব করেছেন—সেটা হোল সাধারণ থেকে জানের পথে পাতি দেওয়া। সেই জান বা চৈতন্তের বস্ত্র উৎসাহটন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। আত্মপ্রেমের উপনিষদে চৈতন্তকে ঈশ্বরের বস্ত্র বলে বর্ণে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর সকল জীবন সন্য—অস্বাভাবিক অবস্থার একটা করে পরিবর্তন ঘটে। যেমন প্রত্যেক হাওয়ায় উপলভ্য জীবনের পথ ঘটেছে—একটা পরিবর্তন। তেমনি এই মধ্য বেধ—পক্কুতে কিল্লিমান হয়ে—বীয়ে বীয়ে রূপ গ্রহণ করে অস্ত্র অবস্থার। এটা জেনেছেন—জানী দার্শনিক। হুতবাং কোন পবেষণার ভর চাই—জান—কল্পাস্বরস হলে প্রকৃত জান। যেহেতু কল্পকে জানিলে, হাওয়া সর্বত্র হয়। তাহলে জানতে চলে—যেহেতু বেধের অগ্রজান। যে জান হলে কপতের সব কিছুকে জানতে

পাঠ্য বাহ—অতএব সেই ব্রহ্মজ্ঞান কি? (বাণী
অভোগ্যম্ভ রচিত—মিতাত্ত্ব থেকে একটি গৌরাগিণি
ক্যহিনী—উগারয়ণ স্বরূপ নিয়ে উৎস তৎসংগত)

“পুণ্যে আছে—এক সময় বিবিসার বাজা গুনক
বিষেধক বন্ধ করতিলেন—সেই বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক
ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন সেই বন্ধে গুনক বিধে—এক
হাফার গাজী জান করতেন বলে সমস্ত করে—তাদের
পৃথ বর্ণনাও মুক্তি দিয়ে নিয়ে বললেন—আপনারিগেই যথো
দিনি স্নেহ, তিনিই এই গাজী গ্রহণ করল। কেউই
অগ্রসর হলেন না কাকে ও অগ্রসর হতে না যথো, অবশেষে
যদি বাজাঘন্টা-আপন পিথারের পোখান করে বললেন—
তোহা এই লকল গাজী আমার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এ
কথার অত্যন্ত ব্রাহ্মণেরা বললেন—ইনি আমাদেরই অপেক্ষা
কিমে স্নেহ তা বিচার করা থাক। এইজন্য দ্বি হল
গাজী নাহি একটি স্নেহের সত্য সত্যমান্য হয়ে—
ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন করতে লাগলেন; নানা বিধের
বর্ণনা উত্তর করে ব্রাহ্মণেরা তাকে বিজ্ঞ হতে বললেন
ও অত্যন্ত ব্রাহ্মণের সত্য বিচার আরম্ভ করলেন।
অবশেষে গাজী আবার বললেন—আমি আরও দুটি প্রশ্ন
করতে চাই—ব্রাহ্মণেরা যদি তার উত্তর দিতে পারেন—
তাহলে মুক্তবা একে কেউ পরাজিত করতে পারবেন না।
প্রথম তার বাণী এই সমস্ত বন্ধ ব্যত হয়ে আছে? এক
বিজ্ঞান তিনি কে? ব্রাহ্মণেরা দুই প্রশ্নের উত্তর করলে, গাজী
বললেন—হে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের একে কেই পরাজিত
করতে পারবেন না। কারণ ইনি স্বত্বকে চেনেছেন।
এই মানবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সেই ব্রহ্মজ্ঞানই হোল আত্মজ্ঞান! যে
আত্মজ্ঞানটি বাজা অগতের সব কিছুকে জানতে পারা
যায়। সে জানার যথো কোন যোগ নেই—যায়া নেই।
আছে শুধু তার স্বয় চেনানোবা। এই চেননা যোগই
ব্রাহ্মণের জিনিষে বিত্তে চায়—মৃত্যুর আসল ব্রহ্মপট।
মৃত্যু যাবের কাছে বীতম্ভ হুগ গ্রহণ করেছেন—তারা
জানেন শুধু মৃত্যু হোল—ব্রাহ্মণের সর্বপ্রাণী মানব। তার
কাল এল থেকে কালই বন্ধা নেই। শুধু ব্রাহ্মণের
আপা, ভয়সা, ভয়, পরাধরের সত্যসিও যথো যোগানে চেনেছে

সেখানে যার জীবনের অংশই হোল প্রকৃত পাণ্ডি। যে
পাণ্ডির পেছনে মানুষ, আত্মজ্ঞান হয়ে দুর্বার যথো
হুটে চলেছে—তার বিজ্ঞান নেই—বিজ্ঞান নেই।
কেবলই তার পাণ্ডির পেছনে ছোটা। এই ছোটাটি
যখন কর্তৃত্বের ব্রাহ্মণের জীবনে বিজ্ঞান যোগা
ব্রাহ্মণ—তখনই মৃত্যু আসে তার পাণ্ডির কোল
পেতে দিতে। কিন্তু সেইখানেই তার চিত্ত-অংশমান
বটেনা—অগতের তার পুনর্গমন বটে প্রতি জন্মেই।
শুধু তার মিতা নব করের প্রয়োজন। যেমন
সত্যসিও কর্তৃত্বের ব্রাহ্মণ পরিজ্ঞাত হয়ে—
ব্রাহ্মণের কোল কর্তৃত্ব বিজ্ঞান নেই—তেরনি ব্রাহ্মণের
দীর্ঘ কর্তৃত্বের জীবনের বিজ্ঞানঅংশই হোল—মৃত্যু
বিজ্ঞানময়ী ব্রাহ্মণেরা—দীর্ঘ পণ্ডিতে ব্রাহ্মণের অংশের
আপনি এসে ব্রাহ্মণ—তখনই ব্রাহ্মণ হুঁমে পায়—তার
বিজ্ঞানের কোলটিকে। তেরনি ব্রাহ্মণের জীবন পেয়ে
মৃত্যুও তার কোল। গুণনার যোগটি বিধে সত্য
অংশের এসে ব্রাহ্মণ—কোল পেতে যথো—দীর্ঘের
মৃত্যুর দীর্ঘ আপনন তা হো ব্রাহ্মণের জীবনে
একটা জীবনের পরিমিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি তার
লকল পরিমিতিকেই যেনে নেই—তবে এটাকে
•ব্রাহ্মণ মানতে কেন তার পার? অগতের যদি চরম কিছু
সত্য থাকে—তা হোল মরণ! যার সত্যতা লম্বা
উপলব্ধি—ব্রাহ্মণের জীবনের সব থেকেই এসে যায়।
ব্রাহ্মণের জীবনের মরণের সত্য, বিকল্প নিশ্চিত। ব্রাহ্মণ
লম্বাকে নিয়েই বেঁচে থাকে—মিথোটা ব্রাহ্মণের যোগ।
যে যোগ ব্রাহ্মণের জীবনের প্রতিমূর্ত্তে আসে আর এলও
তা করিক। কিন্তু ব্রাহ্মণের জীবন বিচারকে নিয়ে স্থায়ীতে
নিযে প্রবাহিত। যার প্রতিবেশ হোল—জীবন—অপ্রতিরূপ।
সেই বিচার জীবনে যখন চরমসত্য—মৃত্যুর অনিবার্য
আপা-ব্যগত—তখন সে সত্যকে জীবনের পোছাই দিয়ে
নিজের তব ব্যক্তির লাক কি চরম হুঁমকে যদি জাসবেল
আদিশন করা যাবে—তবে পাণ্ডির মৃত্যুকে নিয়ে কেন
তার? চরম সত্যতা নিয়ে যদি ব্রাহ্মণের জীবন পণ্ডিত হয়—
তবে সে পণ্ডিতের যথো মৃত্যুরেণ আপনন মিতাজুই ব্যক্তিক
—ব্রহ্ম মৃত্যুকে চরমবেশ যখন ব্রহ্মণের ব্রহ্মণ তাই থাকে—

দুখন মনে হয় দুতাই কেন ম'থেরে চরম প'শির পথ ।
 যে পথকে আশ্রয় করে হাটুয়ে—অধিক কীধনের ওয়ে পরাজয়
 আশা নিরাশার অবশান ঘটিয়ে পরবর্তী জীবনের পথে
 নতুন করে পা ফেলবে, যে পা ফেলার প্রথম ধাপে—

কল্পকণ্ঠিই হবে—নব জীবনের সোপান— সেট সোপান
 বেয়ে পুনরায় তাই নবজীবনের নবকর্ম শুরু হবে—এবা
 এই নব নব জন্মই হোল—হাজিরের চরম সত্য-অনুভূতির
 চিরস্থান বিচিত্র লীলা !

রবীন্দ্র-গদ্য-কবিতা আৱৃতি প্রসঙ্গ

ঐশচীন দত্ত

ছোটো শিশুর অনেক সময়ে বিভিন্ন গায়ে সজ্জিত
 করে এক রকম বিশৃঙ্খল আনন্দের অঙ্গুষ্ঠিত পাওয়া যায় ।
 কিন্তু কেউ যদি কোনো বুঝের অহরণ গায়ে সজ্জিত করে
 আনন্দ আৱরণ করতে চেষ্টা করে তাহলে তাঁকে সাধারণ
 লোক পাগল ছাড়া আর কোনো আখ্যা দেবে না । কারণ
 এ আনন্দ আৱরণের মাঝে নেই বিশৃঙ্খলতা—আছে
 উচ্ছ্বাসময়তা ।

একটু কিছু আনন্দ আৱরণকারীর সঙ্গম পাওয়া যায়
 বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে—মানুষ সন্নিহিতের মধ্যেই । একটু
 ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বৌদ্ধধর্মের গান
 কবিতা নাটক ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্টাচার চলছে ইতস্তত ।
 কেউ নিজের খুশি মতো গান হুব চড়াচ্ছে, কবিতা
 আৱৃতি করছে উদ্ভট চর্চা—নাটক অভিনয় কোরছেন
 অর্থহীন ভাবে । এর কারণ কি ? এ'রা কি বৌদ্ধধর্মকে
 গভীর আসন থেকে নামিয়ে আনতে চায় ? আমবা বলবো,
 না । এ'রা বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন
 না করেই আসরে নেমে পড়েন ; সে ভুল বা পরিবেশন
 করেন তা হাত্তরকর পথের এস পড়ে অনেক সময়েই ।

সম্রাট চুই বৌদ্ধ ধর্ম সভার আঘাত বোম্বারনের
 মৌতাপ্য হয়েছিল । সেখানে বক্তৃতা সভাও এবং আৱৃতি
 যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশন করা হয়েছিল বিভিন্ন শিল্পীর
 আয়োজনে । কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে যে ভিন্নিগতি বৃষ্টি
 আকর্ষণ না করে পারেনি সেটা হচ্ছে কবিতা আৱৃতি ।
 চীন শিল্পী বৌদ্ধধর্মের ভ্রাম্যমাণ কাথের অঙ্গরূপ "খানি"
 কবিতাটি সম্পূর্ণ বিপরীত চর্চা আৱৃতি করলেন । একজন

নিহক গল্প হিসেবে ওটা আৱৃতি করলেন । অন্তরঙ্গ শ্রীতি
 কবিতার সুরে অনাবৃত্তক হ'র চড়াগেল । আশ্চর্যের বিষয়
 মোতুদমলী উভয়কেই বাহবা দিল প্রচুর পরিমাণে ।

এখানে বলা প্রয়োজন দুজনের কেউই কবিতাটি আৱৃতি
 করতে পারেন নি সত্যক ভাবে । বহক কবিতাটির বৃত্ত্য
 ঘটিয়েছেন নিজেদের অজান্তে । হুতাং স্বাভাবিক ভাবে
 প্রব্রুত ওঠে, কোন এটি বিশেষ ?

এর কারণ সম্পর্কে এক কথাই বলা চলে যে, সাধারণ
 আৱৃতিকার বৌদ্ধ-গুরু-কবিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যে স্বেচ্ছায়
 থাকেন না । এমন কি অনেক সময়ে নিহিষ্ট কবিতাটির
 অর্থবোধ পথ্যস্ত না করেই আৱৃতি করেন ।

মনে রাখা প্রয়োজন, বৌদ্ধ গুরু কবিতা এক বিশেষ
 ধর্মের কবিতা । একাধারে গুরু । শ্রীতি কবিতার মতো
 সুরের সলোপ এর মূল্য বিবরণ নহ । আবার সুরের এই
 একটু ছোঁয়া এর চাই-ই, নতুবা গ্রাম প্রতিষ্ঠা হবে না ।
 মোট কথা, কবিতার সুর-বন্দন গুরু সেহে প্রবেশ করে
 একান্তা হয়ে পড়ে । কিন্তু এই সুর বাধনা হবে অত্যন্ত
 পরিমিত নিষ্কির ওজন । বৌদ্ধধর্মের বলেছেন
 "ধর্মের ঘেরি মধ্যে পথের বস ও পথের পথের পাতীপের
 সহজ আদান গ্রহান হচ্ছে, তখন খানি আশ্রিত করিনে ।"

গুরু পথের বসের সহজ আদান গ্রহান সত্যক হয়
 তখনই ধর্ম গুরু ও গুরু নিখুঁতভাবে একান্তা হতে পারে ।
 এই একান্ত পথের তপ আবার কোন একটী বিশেষকে
 প্রত্যাক করার না । গুরু ভাবলে গুরু, গুরু ভাবলে গুরু ।
 কিন্তু এককে হান দিলে অস্ত্রের অস্ত্রই নেই । দুই মিলে

এক হুই অর্থাৎ গল্প গল্প ছিলে যে তুমিই বসন্ত ভয় পেয়ে, সে গল্প শুনেই গল্প শুনে, আবার উঠাই। সুতরাং গল্প কবিতায় উভয়কেই বীকার করতে হয় এক আধাধা। আবার উভয়ের এই মূল অমিশ্র গদ্য ও গদ্যের পৃথক সত্যে শীঘ্র ছাড়িয়ে আর এক অনির্বচনীয়ের বেশ দৃষ্টি করে।

রবীন্দ্র গল্প কবিতা সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে যেখা থাকে এর উৎসে বেশ তরুণায়িত গল্প প্রাচীন পর্ব অসম্মান এবং ভাবাবেগের সত্য উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রত্যেকটি পর্ব শেষ সময় পরিমিত এবং পূর্ণ ভাবেই বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অল্প কবিতায় ইহা যত্নক্রমে সর্বদাই দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তভাবে ইহাই গদ্য কবিতার বহিঃস্থ রূপ। অন্তরস্থ রূপ সাধারণতঃ তিনটি বিষয় প্রত্যেক করায়—(ক) রূপ-কল্প (খ) রূপ-কল্প (গ) রূপ-কথা-কল্প।

রবীন্দ্র-গদ্য-কবিতায় রূপ-কল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি সামান্য অল্পবৃত্তি একটি তুচ্ছ ঘটনা—যেন, গল্প চলতি থাকেই মূল। কিন্তু এই সামান্যক অসামান্য করে তোলে গদ্য ও হৃদয়ের আন্তর্য্য প্রলেপ। একটি আন্তর্য্য হৃদয়কে চিত্রিত গতি দেয়। এই যে অলোক সামান্য রূপ এ বিষয়ে আকৃষ্টিকারকে বিশেষভাবে অনতিত থাকতেই হবে। এই রূপকল্প গদ্য-কবিতার আকৃষ্টিকার আকৃষ্টিকালে সবকে কেবলমাত্র সুরম্যনির মাধ্যমে ছাড়া আরেক আনতে সক্ষম করেন না।

রূপ-কল্প কবিতাগুলির আকৃতি আবার অন্তরস্থ। কেননা এই সমস্ত কবিতায় একটি রূপকের পর্ষায় অনেক ভয় ও ভয় ঢাকা থাকে। সেই অসম্মিত ভাব গদ্যের গদ্যে যে আকৃষ্টিকার প্রোভূতগণকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন তিনিই সত্যিকার গদ্যী শিল্পী। কেননা এই সমস্ত কবিতা কোনো একটি বিশেষ রূপ-এ আকৃষ্টিকার হয় না। আকৃষ্টিকারকে কবিতার কোনো কোনো ভাবগত সুরম্যনির প্রাধান্য দিতে হয়; আবার কোথায়ও নিম্ন গদ্যের আড়ম্বর গদ্যের তত্ত্ব পরিবেশন করতে হয়। নতুবা আকৃতি অন্তরস্থ

পদবীতির রূপ রূপ-এর কবিতা। রবীন্দ্র-গদ্য-কবিতার মাধ্যমে বহুসংখ্যক নানা বিষয়ের রূপকথায় অবতারণা করেছে। এই সমস্ত রূপকথায় কবিতাকে আকৃষ্টিকার যদি কেবল মাত্র রূপ-এর হিসেবে গ্রহণ করেন তবে আকৃষ্টিকার বিষয়ে তিনি কোন মূল পথে যাবেন না। আকৃষ্টিকার এই সমস্ত ক্ষেত্রে সুরম্যনির আপেক্ষিক রূপ-এর বেশি আশ্রয় নেবেন। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্চারণ অত্যন্ত বিতর্ক এবং সঠিক বর্ণনা প্রয়োজন। গদ্য-কথায় দাঁটে এই সমস্ত কবিতা আকৃষ্টিকার চোঁটা বিশেষভাবে সূক্ষ্মপ্রসঙ্গ।

মোটকথা, আকৃষ্টিকারকে রবীন্দ্র-গদ্য-কবিতার ক্ষেত্রে সুরম্য রাখতে হবে যে ইহাতে রবীন্দ্র-গদ্যের পরিমিত-কথনের বাহুল্য-বর্জিত রূপ বেলাল-মুনির মূল আলোর উদ্ভাসিত, কখনও গদ্যের ভাবময় ব্যান-মৌন, কখনও কুজু ঘাটের গুণিহীতে রূপ রূপের সজ্জা, আবার কখনও বা ব্রহ্মাণ্ডের দারালো বেলাল শীত।

সুতরাং আকৃষ্টিকারকে কবির mood সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে চোঁতেন থাকতে হবে। এই mood আবার বিশেষ বিশেষ কালের ভাগ্যিক পরিবেশের আওতাধীন। অনেক সময় কবির কোনো এক ভাব আবার বিভিন্ন "আঙ্গিকে প্রকাশিত। আকৃষ্টিকার এই সমস্ত চেতনা অল্পমাত্রায় করতে না পারলে তাঁর গদ্যে রবীন্দ্র-গদ্য-কবিতা আকৃতি পণ্ডিত্যের দ্বারা বিচলিত হয়। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্র গদ্যের "গদ্য-রূপ", গদ্য-এর ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে নানাবিধ মৌলিক বিচারের অবতারণার পূর্ব।

রবীন্দ্র-চেতনা তাই বিবর্তিত। প্রতিটি কবিতাই সেই এক উদ্দেশ্যে গদ্যমান। সুতরাং আকৃষ্টিকারকে চোঁতেন থাকতে হবে যে, "It has the power to evoke feelings far beyond what it describes or analyses" আকৃষ্টিকার তাই কেবলমাত্র "যত্ন, সুর ও কথার সম্মিলনে ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি না করে রবীন্দ্র-গদ্য-কবিতায় অন্তর্নিহিত যে তাৎপর্য্য—যে লাবণ্য তাহাই পরিবেশনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলে কবিতাবৃত্তি সূক্ষ্ম ও শাশ্বত হবে—শিল্পীর শৈল্পিক মান উন্নত হবে।

“কৃষ্ণকলি”

ঐক্যপ্রভা সান্নিধ্য



এক

সন্ধ্যায় অন্ধকারে বনে বনে ছুটে ওঠে অশ্রু কৃষ্ণকলি। তার গায়ে আত্মা হয়ে ছুটে আসে প্রথম অশ্রু। হাতের চপল হৃদয়ে বনের ছায়া তরে ওঠে কান্না। তার মধ্যে একটি, শুধু একটি নয় সজীবিত কৃষ্ণকলি। সে আনন্দ-উৎসবে মল মেয়েনা প্রতীক্ষা করে গাছ শেখের, একটি ফুল অক্ষপাণের। তার সেই মাথা সফল হবে কি কেউ জানেনা।

কৃষ্ণকলির গায়ে মাংসযজ্ঞের মধ্যেই তার গন্যের কীংকরাশন ঘটে। এই আত্মিক ছবৎনার কল্প পিতামহী বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃ কৃষ্ণ প্রতি মিতাহ বিবশ হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণকলির অগ্রগতি হৃদয় দৃষ্টিতে তিনি বিভ্রম ঘেঁষে থাকে টেনে নিলেন। এই ঘটনা একজন মনে মনে বহুত বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি পুরুষের সোহাগে বাবু। নবজাত স্ত্রীমা পিতৃটিকে সন্তোষে বকে তুলে নিয়ে নিম্ন কড়া তক্ত উপর তার কক্ষপাণের দাঁত দিলেন, এবং তার ভীক স্ত্রীমল মুখের পানে চেয়ে আশ্রয় করে রাখ রাখলেন “কৃষ্ণকলি”—ভাক নাম কৃষ্ণ। হীর পানে চেয়ে একদিন তিনি বললেন, “হৃদয় মত হৃদয়ী নয় বলে ওকে তোষা অনায়ে কোরনা। ও ঘেঁষে সাক্ষ্য বাজলেন, তাইতো ওর নাম রেখেছি, কৃষ্ণ।”

অগ্রদূর মুখে কদমারোহী বলল, “অত পত হুঁতিনে, ওকে আদার মোটেই ভাল লাগে না। অমর লক্ষী প্রতিহার মত যাবের ওই কালো মেয়ে। জাত যদি কপালখানী ভালো হোত ? কদমার মত লেখই ত মাকে খেলো। একথা আমি কিছুতে কুলতে পারি না।” “হিঃ হিঃ অমর কথা বলনা।” ব্যথিত কণ্ঠে সোহাগে বাবু বলল, “ও পিতৃ একজনও মৃত্যুতে একে হারী কর কেন?”

কদমারোহী নিকটরে ওর ওরোডে লালিত। কৃষ্ণ

পানে চেয়ে থাকেন, কিন্তু তার চোখে মুখে কোনও আশঙ্কর লক্ষ্য করা যায় না। কদমার সোহাগে পিতামহীর অমরবে, কৃষ্ণকলি কিছু করে পড়ে না। সে পিতামহ, এবং শিল্পীর বক কৃত আশ্রয় করে যিনে যিনে ছুটে উঠতে থাকে।

কৃষ্ণকলি পিতা তারবার সোহাগে পৃথিবীর প্রায় সকল ঘেঁষেই তার মুখে প্রতিষ্ঠানের পাখা প্রশাখা বিস্তৃত আছে। এই নৌর প্রতিষ্ঠানের পতন করেছিলেন সোহাগে বাবু। বর্তমানে বার্ডকোর কল্প তিনি, পুত্রের হাতে কর্তৃত্ব তক্ত করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে ঘুরে জোড়িত-বিলা: চলা করেন। পুত্র সোহাগে ও ছাউতে, পিতার সমস্ত কর্তৃত্ব নিম্ন হতে প্রাপ্ত করেছেন। কাজেই তাড়ার প্রাত্যহিক নিঃসারণীয় ব্যতিক্রম ঘটে প্রায় প্রত্যহই।

সেমিনও সোহাগে বাবু সকালে ক্যান্টিনেই থাকার কল্প প্রস্তুত হইলেন। শয্যাশায়ী কৃষ্ণকলি মা ওঁকে আশ্রয় করে বললেন, “মাঝে কুঁচি আর কামে বেওনা, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। কুঁচি আদার কাছে একই হলো।”

সোহাগে বাবু হীর সোহাগে পাতুর মুখখানিতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “পালন; আদার একদিন না গেলে কাজের অনেক কতি হবে, তাই কি, মাঝে সন্ধ্যায় আদারই আদার কিংবে এল সারাক্ষণ তোমার কাছে কাছে যগে থাকবে।” বিহার মুখে বাড়ি নেড়ে সন্ধ্যা কানান কৃষ্ণকলি মা। হীর পক্ষক্ষেপে পুত্র হতে নিজস্ব হয়ে পেলেন সোহাগে বাবু। সেইদিনই সন্ধ্যায় কীংক অন্ধকারে নির্জন বি. টি. রোড হতে সোহাগে বাবু কোর্ড পাকী ছুটে চললেন। কৃষ্ণকলির বাড়ি। পথের পাশে ক্ষুণ্ণ অষ্টাদশা ব্যক্তি অস্ত্রক্ষেপে নিবিড় অন্ধকার ঘন ঘন করছে। সেই দিকে চেয়ে কীংক

বাণ কোন মনে অমরমত হয়ে

স্বথাকৈ। একসময় তিনি তাঁরুণকে বেরিয়ে; শালবনের
মাঝে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দুই তখন তাঁটিরশল্যের
মধ্যে একটি প্রজাপতি প্রায় বসন্ত বরে এনেছে; এমন
সময় এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষকে তার নিকটই হতে দেখে;
সে তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল; “বিহু ও বিহু, কোথায়
তুমি?” ওয়ার নারায়ণ সম্বন্ধে ব্রহ্ম হেলে বললেন,
“ও নেই খুঁজি, আমিও তোমাদের হত বেড়াতে এসেছি;
হুঁমি প্রজাপতি বেরে, আর আমি বেরেছি, খুঁজ, হরিণ,
বনিন্দ্র, বাঘপানী, তুমি বেরে।” সে অনেক অনেক—

এমন বিচাট চেহারার দায়, এমন মিষ্টি কথা বলতে
পারে? হাতের প্রজাপতি ছেড়ে গিয়ে, খুঁজ অথাক
হয় তাঁর সৌখ্য মুখের পানে চেয়ে বসল। এমন সময়
তাঁটির শল্যের মধ্যে কি একটা জন্তু বসবসু করে উঠল;
ওয়ার নারায়ণ বললেন, “খুঁজি গোলাপ দেখে?” খুঁজ
এক লম্বা কঙ্কলের খার খেঁক তাঁর কাছ ঘেঁলে এসে
সঁজিয়ে ঝড় নেড়ে বলল, “হ্যাঁ সে দেখেছে”—তার তীব্র
চব লম্বা করে ওয়ার নারায়ণ সম্বন্ধে তার শিটে হাত
সরে বললেন, “গোলাপেরা চালাক আছে, লোকের সামনে
এরা বেরেয় না—আমার তীব্রত একটা মরা আছে;
আমার বড় লিকার করেছ”—সেই বৈশ্যে খুঁজের মুখ
খেক একক্ষণ পরে বাক্য স্মরণ হোল। সে বলল, “সত্যি
আমার দেখায়ে?” রাজা তার হাত সরে বললেন, “হ্যাঁ
দেখাবো, এস আমার সঙ্গে”;

খুঁজ কিনোটা আর ব্রহ্ম ওয়ার নারায়ণ, উভয়ে
নিভাত অপরিসীত কিছু বনের মাঝা উভয়ের মনে বেঁধে
বিয়েছে এক নির্বল যোগসূত্র। তারা পাশাপাশি পথ
চলেছে, খুঁজ অনর্গল কর্তে বলে চলছে, তার এই পল্লীগ্রামে
পাড়র বাড়ীর বোম্বাকর গর। বাড়র বাড়ীর পিছনে
দীঘির পারে সে জল আছে, সেখানে বর্ষাকালে জল
হবে। পাঁচালী চল নাকল, সে জল গননো বনের
মাগে জকোয়না। তখন সেই জলের মধ্যে ওয় জুপুং
বেলা, বড় বড় ছোটো গোলাপ, চল হুণ পথ করে খুঁজ
বেড়ায়। ওয়া রাগ করে বাড়রের গানে খুঁজিলে গা
নাকি পড়ে যায়। রাজা হেলে বললেন, “সেই কতটাই
সেই—সেই বরে এনেছি অনেক তীব্রত—খুঁজের বসন্তের

সীমা নেই। যে গোলাপকে ওয়া লাতে হাত তকাত্তে
হাঁড়িয়ে দেখতে তার পায় সেই তীব্র কণ্ঠকে ইনি
ধরছেন কি করে?” সে শরলে তার করে প্রর করলে;
“আপনি বাবুই পানীর বাগা দেখেছেন?” ওয়ার
নারায়ণের অত্যন্ত ভালো লাগছিল, এই নির্জন বনপথে
তার পল্লী অজিত্যক্তি প্রাণ করত। তিনি তাখালা
করে বললেন, “না তো, বাবুইর বাগা আমি তো বেগিনি?”
খুঁজ তখন উল্লাসের সঙ্গে বলতে লাগল, “আমাদের বাড়ীর
হাল্লাসের পিছনে হুণারী পাছে, অনেক বাবুই পানী বাগা
দেখেছে; কড়ের সময় তাখের অনেক বাগা দেখে যায়।
ওই বাগার বড়কুটার বাবুই তীব্র জটিল। কেই যদি ওই
বাবুইর একটিও জট না ছিড়ে পরিচায় করে খুলতে পারে,
তবে সে নাকি ওই বড় কুটার মধ্যে থেকে শোনার কাটা
পায়।”

রাজা হেলে বললেন, “সে কথা খুঁজি সত্যি না; বাবুই
পানীর বাগার জট না ছিঁড়ে যে তার বাবুই খুলতে পারে;
শোনার কাটা পানীর বাগাতা তার সত্যি আছে।” তবে
খুলতে কি কেউ পারে না?

খুঁজ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তিনি তার
হাতে টান দিয়ে বললেন, “এস না”—তার মন পতি লম্বা
বীরে তার হুণ পানে চাইতে দেখিয়ে তিনি দেখলেন,
খুঁজের গোলাপী গাল বেয়ে বড় বড় কুটারের অল পড়িয়ে
পড়ছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, “কি গো না, তোমার
জর করছে?” বাবুল কর্তে খুঁজি বলল। “আমার না
নেই, কিন্তু যাকে, আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে”—

ওয়ার নারায়ণ আশ্বত হয়ে বললেন, “ওঃ এই অন্য
কামা, কিন্তু খুঁজি লকলের কি মা থাকে? আমারও ত মা
নেই; আমি কিন্তু তোমার একটা নকুন মা দেখ। আমার
বাড়ী মায়ে তুমি?”

খুঁজি ঝড় নেড়ে বলল, “বিহু যদি বলেন, তবে বিহুর
দাবো”—তখন তাঁরা ভাবুর কাছে এসে পড়েছেন। রাজা
বললেন “এস না, তেতরে এস”—তাঁর ভিতরে প্রবেশ
করে হুণ কুলে, খুঁজি বিশ্বের হতবাক হয়ে গেল। ওয়ার
নারায়ণের আগে, একজন কর্মচারী খুঁজকে সমস্ত লিকার
গুলি দেখাতে লাগল—খুঁজের চেয়েও জল হস্তক্ষেপ

অধিরে পেচে, সে অস্বাভাবিক, হঠাৎ শুধু, চেয়ে চেয়ে দেখেছে
মৃত অস্তিত্বের বিকট অস্বাভাবিক। ওয়ার নাগায়ণ একজন
কৃত্যকে আদেশ করলেন, “এই মেয়েটির আত্মীয় স্বজন
নিকটাই নিকটে আছেন, তাঁদের এই তীব্রতায় আমার নাম
করে তাকে নিয়ে এস; আর পথের মাঝে বাধা হোল কি
না, ওরদার গিরে খোঁজ কর” —

লক্ষ্য হাতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। মনুপুর
পঞ্চের অরণ্য বিভাগের শালবনের মাথার অস্ত্রধারী
দুর্ধ্ব স্বকবক করছিলেন। নিভৃত বনজুনি সুস্থিত করে
একটি পাণ্ডিত্য অধিগ্রহণ করে থাকছিল, “চোখ
খেল, চোখ খেল” — ওয়ার নাগায়ণের কিশোর পুত্র
পঞ্চর নাগায়ণ, তীব্র অনতিদূরে, একটি বিলের ধারে বসে
মাছ ধরছিল। এই বিলের জল তে একটি ছায়াবিশিষ্ট
কটুকের তলার বসে, কলকলি তীরে তাই ও জাতবধূর
সঙ্গে গল্প করছিলেন। কৃষ্ণা বনের মধ্যে বসে কল
করত লক্ষ্য পাবে বুঝে বেড়াচ্ছে: এক সন্ধ্যা সে দেখতে
পেল, জলুর বিলের ধারের জলতীরে মনে একটা আলোক
লতার তাকের আলো, গাঢ় গাঢ় আলো: কল কল
আনন্দে সে উজ্জ্বল চোখের বিলম্ব দিলে।

পঞ্চর বলে ছিল তেলে বসেছিল; হঠাৎ একসময় উঃ
আঃ কাতরোক্তি শুনে সে পিছুম ফিরে দেখল, মনসা কীটা
জলের মধ্যে ঠাঁড়িয়ে একটি বালিকা, তার হাত পা টাটকা
করত এভাবে কীটার তলে আটকে গেছে। বেচারা
জলের মধ্যে থেকে বেরবার জন্য চেষ্টা করছে। তার
কল অস্বাভাবিক পঞ্চরের বড় মাথা হোল; সে হাতের
দ্বিগুণ ফেলে। মনসা জলের ধারে গিয়ে বসে কয়েক
তাকে কঠোর করে চেপে বসলে, “বন্ধু ওর পেয়েছিল
না” ? অস্বাভাবিক স্বকবক হয়ে অপরিসীম এই স্বপ্ন
কিশোরটির প্রতি কৃতজ্ঞতার কৃষ্ণা মন হল হল করে
উঠল। দাঁড়িয়ে থেকে বাধা কলকলি কৃষ্ণার অস্বাভাবিক
দৃষ্টি নীচু করে বসলে, “খাঃ, তার পাখো বের” ?

উজ্জ্বল হাতে আরও কিছু বিলম্ব তাকে লক্ষ্য করে
গিরে পঞ্চর বসলে, জুনি হাতা কল বন্ধ তালো মালো না ?
এক আলোয় একটা কলকলি পাখো হাতা টকটকে লাল
কলকলি কল মাতে, দেখতে যাবে ? “কৃষ্ণা উল্লসিতা হয়ে
বসলে, হী হাঃ” ? পঞ্চর কবকবক এমন লল এক এই

প্রথম পেলে। “হাঃ সে মনুপুর শিকারের কথা বিশ্বাস করে,
কৃষ্ণাকে নিয়ে চলল ওয়ার লক্ষ্যে। পথে তাদের গল্প
আর শেষ হয় না। পৃথিবীতে স্বকবক বোম্বাকব
অস্বাভাবিক আছে; তার লক্ষ্যে বোম্বাকব বসে আছে; এই
লব কিশোর প্রাণের পতীর প্রাণের অস্ত্রবলে। বসে লল
কলকলি লক্ষ্যে কল হলে পেলে, পঞ্চর বসলে, “খাঃ,
খাঃবের তীব্রতায়; সেখানে অনেক স্বকবক কল আছে” ?

কৃষ্ণার কৌতুকলি মন উঠলে নেচে উঠল, সে বসলে
“চল না খাঃ” —

পঞ্চরের লক্ষ্যে তীব্রতায় পীড়িত কৃষ্ণা লক্ষ্যে দেখল,
সেখানে তার দিগ্ধ, মনুপুর গাঢ়, বিহীন, দুর্ধ্ব ইত্যাদি
লক্ষ্যেই উপস্থিত রয়েছে। পঞ্চর লক্ষ্যে এত অপরিসীম
হাতিক দেখে মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে কৃষ্ণাকে কিল কিল করে
বসলে, “ওই যে মনুপুর গাঢ় হাতা, উনিই আমার হাতা” —

ওয়ার দেখে তীব্র লক্ষ্যে উঠলিত হয়ে উঠলেন।
কৃষ্ণার প্রতি কলকলি মন কলকলি প্রসন্ন থাকে না।
এখন আবার লক্ষ্যে হাতা ওয়ার বসে তার প্রতি তীব্র মন
আবর্তিত হয়েছিল তিনি কই হয়ে বসলেন, “না
বলে করে যেহেতু কোন্ জলের মধ্যে হাতা হতেছিল
কলি” ?

ওয়ার নাগায়ণ তাঁকে হাতা গিরে বসলেন, “আঃ
বকবক না; ছেলেমাড়ক, এমন ত একটু লক্ষ্য কলকলি ?
তিনি হাত ঠাঁড়িয়ে কৃষ্ণাকে কলকলি এনে বসলেন কলকলি
যেহে পঞ্চরের পাশে চেপে বসলেন, “এইটিই, কল আলো
ছেলে কৌতুকলি মন” ? ওয়ার নাগায়ণ হাত নেচে
বসলেন, “হী মা, এই আমার একমাত্র বিশ্বাসিত
লক্ষ্যে” —

“খাঃ বেঁচে থাক একলা একপা হয়ে বেঁচে থাক” —
কলকলি মন কলকলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখন লল
পঞ্চর পিতার লক্ষ্যে এলে অস্বাভাবিক কল বসলে, “খাঃ,
জুনি যে এত লক্ষ্যে করতে পাখো এ কিছুতে বিশ্বাস
করছে না” ? “তাই নাকি খাঃ” ? ওয়ার নাগায়ণ
লক্ষ্যে কৃষ্ণাকে কেলের কাছে টেনে নিলেন। তীব্র
মাথা আবার লক্ষ্যে নানা লক্ষ্যে বসলেন হয়ে উঠলেন।
দুর্ধ্ব একটু লক্ষ্যে প্রস্তুত; তাই সে ওয়ার নাগায়ণকে
শায়ে চূপ করে বসেছিল। কল কৃষ্ণা অস্বাভাবিক কলকলি

এলে, তাঁর কোলের মধ্যে এলে তেঁদের উপস্থিতি তেঁদের
এই ভুক্তে কমলা সৌ মনে মনে কোনও প্রকারে লুপ্ত
হতে পারছিলেন না। তাঁর তেঁদের মনে হচ্ছিল যাকার
কোলের মধ্যে তুকা না বলে যদি দুখী বলতো, তবোই যেন
মানাতো যেই। দুখীর বা ভুল, তাইতে পুনর্জিত হয়ে
যাকার যদি পুর শব্দের ভক্ত তাকে মানানীয় করেন, তবে
তাকে কমলাদেবী মোটেই বিখিত করেন না। কিন্তু
তুকাকে তাঁর এই প্রদানের মধ্যে নিতান্ত আবেগের স্বরূপ
মনে হতে লাগল। একদমের লজ্জার খেঁচাল হোল,
সেখানে লজ্জার বোঁট। ওঁকার নারায়ণ হলে বললেন,
“পাপসটা ঠিক বিলের ধারে গেছে, যাকার হবার ওর তাই
সব”—তুকা তাঁর কোল থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে বললে,
“আমি জানি বিল কোন্ দিকে; এখনি তাকে ডেকে
আনছি”—তার চকলতার কমলাদেবী তাঁর উপর আরও
কঠোর হয়ে উঠলেন।

এতিকে বিলের ধারে লজ্জার তখন কোলের দিকে চেয়ে
চুপ করে বলে ছিল “বিশেষতঃ ভিত্তি তার নানা প্রকার
কীল চিত্তের ভাবে সমাজের বড় হবার একমাত্র সম্ভাবনা।
কিহলে অভাব তাকে বলে বলে মনে না। কুৎস প্রসিদ্ধ
মশেই তার সমস্ত বিশ্ব নিম্নে রাখ।” কিন্তু তুকাকে সে
তার আত্ম এই পদ মনে উচিত হয়েচে যে, তার কোনও
সত্য নেই কেন? “তুকার মত তার যদি একটা বন্ধু থাকতো
তাহলে কেমন হতো? কিন্তু ও তখন একটা পড়েই
তুকারা চলে যাবে; আর ওর সঙ্গে দেখা হবে না; না
তাকে ভিত্তি নেই; কিন্তু ওর একটাও সত্য নেই কেন?”
এমন সময় কীভাবে কোল তরল পেরে সত্যিকারে ও দেখল,
সেখানে হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে তুকা। ও কিছু বলবার
আগেই তুকা বললে, “তোমাকে ওদিকে সকলে কত
বুঁজছেন; আর তুমি এখানে চুপ করে বসে রয়েছো।”
লজ্জার লজ্জার তেঁদের উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কোনও কথা
বলল না। কেননা তার মনের বিকল অবস্থা তখন কাঁচের
উঠতে পারেনি। তুকা তার একখানি হাত ধরে বললে,
“তোমার কি হয়েছে, চুপ করে রয়েছ কেন?”

লজ্জার মাথা নেড়ে বললে, “না, আমার কিছু হয়নি।”
এমন সময় তাঁর থেকে একটা পোকা এসে তাড়ি দিয়ে

বললে, “আর ‘ও বড়’ ‘কত’ হবেনা ছোটবাবু?” মাচ
শিকারের লজ্জারভক্ত তুকা নিজে ভুক্ত অঙ্গের হোল, তার
লজ্জাতে লজ্জাতে তুকা আর লজ্জার নীরবে পথ চলতে
লাগল। একদমের আঁত কঠে কঠ পড়িবার করে নিবে
লজ্জার বললে, “তোমার আঁত চলে যাবে?” তুকা অথক
হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, “হ্যাঁ, তোমারও ত
যাবে?” লজ্জার হঠাৎ অন্ধ বালকের মত বলে ফেলল,
“আমার কিছু ভাল লাগছে না”—তুকা তার মনের সত্যিকা
বেরবার কথা উপলব্ধি করতে না পেয়ে জুঁ কাঁপো চোখ
কঁক করে তার পানে চেয়ে রইল। কুৎস থেকে তখন বেলা
বাঁকে, তাঁর সামনে বড় বড় দুটা হাতীপুটে তাদের লম্বা
মালপত্র ওঠানো হচ্ছে। ক্ষতপথে তারা পথ অতিক্রম
করতে লাগল।

সেমিন ছিল পুনিয়া তিথি। পশ্চিম দিকভেদে বক্তৃতা
অন্ত যাচ্ছে; আর পূর্বদিকে লালবনের মাথার চক্রে উড়ে
চলছে। দুইটি অস্ত্রোদ্ভব বেগমার বিলের তল বক্তৃতা হয়ে
উঠেছে একদিকে, অপর দিকে চন্দ্রোদয়ের মাথের মাথের
অস্ত্রোদ্ভব মধ্যে কঠে উঠে, নানাপ্রকার লুপ্ত বক্তৃতা ফুলল।
প্রকৃতির সেই বিহব মিলন রাগে রক্তিত মুক্ত ভুক্ত পড়ে
পানে চেয়ে ওঁকার নারায়ণ তাঁর কঠ থেকে একটি মূল্যবান
কঠরাত্তর বুলে দুখীর কমলাদেবী কঠে পড়িবে দিবে বললেন,
অ্যাক্টের এই অভাবনীল মিলনকে চিত্তেরনীল করে রাখার
ভক্ত আমায় মায়ের গলায় পড়িবে সিল্প এই হার।
আমাদের এই বিহারের পিছনে নিশ্চয়ই একটা বক্তৃতা মিলনের
লজ্জাবনা রয়েছে কি বললেন?”

কুৎসজাতীয় কমলাদেবীর কঠ প্রায় কুৎস হয়ে এল।
জিনি ফললেন, “চৌকী মশাই আপনি মহৎ ব্যক্তি,
আপনার মনুষ্যের তুলনা নেই। আপনাকে আমার আত্মিক
কুৎসজাত্য জানাই, কিন্তু আপনার মনের ইচ্ছাটিও প্রকাশ
করে বললেন না?”

হাসিতে হাসিতে ওঁকার নারায়ণ বললেন, “পত্রযোগে
আপনারা শীঘ্রই সে লম্বাচার অবগত হবেন। নবতার
আঁত তব বিহার হই?”

প্রতি নবতার করে কমলাদেবীরা দাঁড়িয়ে রইলেন।
ওঁকার নারায়ণের বক্তৃতা হাতীরা হাতীরা এক মালপত্র নিয়ে
মুহুর গমনে নীরবে নীরবে বনান্তরালে দিলিয়ে গেল। কমলা
দেবীরা নীরবে নীরবে গিয়ে তাঁদের গোথানে আবেগন
করলেন।

[ক্রমঃ]

পৌর-গীতি

শ্রীকরদেব রায়

লীলা কীৰ্ত্তন সঙ্গীতের প্রবর্তক শ্রীশৈবায়কবেৎক কেশব কবিয়া এ দেশের কেবল পদ্যবন্দী নহ, অল্প নানা জেবীর গান রচিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের লংগীতের নাতক শ্রীকক; তাঁহার প্রেমলীলার আবেগেই নরনারীর প্রাক্তত প্রেবেব বধুব বশের গান চিন্তাবানীতে রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের গান সংসার বৈরাগ্য ও অনাসক্তির গান। বাংলায় গানে মৌকিক অপেক্ষা পারমার্থিক তত্ত্বট প্রাধিক্য লাভ করিয়াছে, ইহকীবন বা পুংকীবন বা গুহকীবনের কথা ইহাতে গৌণভাবে আনিয়া পড়িয়াছে।

এককালে বাঙাল্যদেশের সঙ্গীতের বাক্যকক প্রেম-লীলাই প্রধান উপকীয়া ছিল। কিন্তু তাহা বাঙ্গালীর স্বভাবক বহু ছিল না। বৈকব গান বীরে বীরে দৌরবে বধন তাহার নামক করিল, লাভা বাংলাদেশ সেবিন কীৰ্ত্তনে মাতিয়া উঠিল।

শ্রীশৈবায়কবেৎক গোচন হাল, নরচরিতাল প্রমুখ কবিয়া 'নরীয়া নাপক' কবিয়া জুলিয়াছেন। তাঁহার নাপকিয়া ভাব লইয়া, বিজুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার মধুর মধু লইয়াও কিছু কিছু গান রচিত হইয়াছে। এই ভূমিতে গুহ কীবনের কথা স্বতই আনিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতেও গুহ-কীবনের প্রাক্ত ঐক্যলীতেও স্থবই অন্তিত হইয়াছে।

শ্রীশৈবায়ক বৈরাগ্য অনলখন কবিয়া শ্রীকক চৈতক হইয়াছিলেন। পৌর-গীতিতে তাই বৈরাগ্যেব স্থবই নান্যভাবে প্রতিকল্পিত হইয়াছে।

বেবন, শ্রীককের মধুরালীলা বা বাৎকালীলা লইয়া গান রচিত হয় নাই, তেমনি পূরীভাবে তাঁহার লগ্যল কীবন লইয়া গান রচিত হয় নাই। পৌরমাপরী তাবের সাবক কবিয়া শ্রীচৈতকবেৎক নববীশের লীলাজকই চিত্রিত করেছেন। 'অভিভা-ভেবাতের-অভেব' বা 'পাদ্যাদান-অভেব' প্রচ্যেক শ্রীচৈতকবে তাঁহায়া 'দৌরচক্রিকা' গানে তপগান করেন নাই।

মুখনবীতীরে লয়া হাল ক'বিয়া নইবহু পতিতিত দৌরচৈ

৪

দৌরকর্ষ নিমাই টোলে কিতিতেছেন, তাঁহার লগ্যল খেত উপবীতের পোতা জুলিতেছে, অনন্থক কেশবগণি হইতে জলকণা কবিতেকে। চোখে তাঁহার প্রেম টপল তাব, মূখে মধুরালা; লাবা নবকীশের তকইয়া এই কক দেখিয়া শ্রীতি সিদ্ধ বিচ্যারিত নরনে চাটিয়া আছে। এই অন্তক কণই বাংলায় দৌর গীতিতে চিত্রিত হইয়াছে;

লগ্যল তাঁহার আর এককণ—রাঙা পাক খবলপাটের জোত পতনে, পাথের নখ ল্পর্শ কবিয়া কৌতা জুলিতেছে, পাথে ঝাকল, সোপাথ মধুর, চুলে টাপাফুল, লম্বুখের চুলে ফুটি ঝাঝ তাবতে কুম্মমালতীর মালা। সর্বক্ষে চবি-চম্বনের অগ্রলগন, কপালে খেত চম্বনের তিলক। লোচনলগদের গবে এই ককটি অকর হইয়া আছে :—

খবল পাটের জোত পথেতে রাঙা রাঙা পাক মিখেছে
চবন উপর জুলি বাটছে কৌতা।

ঝাকল সোনার মধুর বাজাটকে মধুর মধুর
কক দেখিলে লখন মুচাঃ

* ঝাকল ঝাঝ তাঁবের চুল তাব দিখেতে টাপাফুল
কুম্মমালতীর মালা বেড়া ফুটি।

চম্বন মাঝা পোতা গাথ বাজ কোলরে চলে যায়।

লপাট উপর জুবনমোহন হৌটাঃ

দৌরব এই অন্তক কক দেখিয়া নরীয়া-নাপরীতের গুহ কীবন জুজু হইয়া গেল, সংসারে অনাসক্তি আনিয়া উঠিল। ইহা ব্রজমাপরী তাবেরই অন্তহতি। নরীয়া নাপরীতাবেব গানও সেজন্ত বৈরাগ্যেতাই গান। এই বে নরীয়া নাপরীত বল তাবতে নরীয়ার কুলবহু নয়। নরহরি হাল, লোচন হাল, বাজুবেব ঘোষ প্রমুখ নরীয়া-নাপরী তাবের সাবক বৈরাগী কবিয়াই নরীয়া-নাপরীতের অভিনয় করিয়াছেন। সেজন্ত তাঁহাদের দৌর-গীতিতে গুহব যবেব কুল বধুচে মূখের লগান ব্যবহার করিয়াছেন :

হলুদ বাড়িতে দৌরী বসিল ধরনে।

হলুদবহন কোবাট'ক পড়ি গেল ঘনে।

মুখ প্রাণে মৈল হুই তলে প্রাণ টানে

ছন্দমানি মনে লো সেই চট্টকটানি প্রাণে ।

কিসের বাঁধন কিসের বাঁধন, কিসের চলু বাঁটা ।

দাঁখির ভলে বুক ভিঙিল, তলে সেল পাটা ।

টপিল সৌধাকতার লুহরিতে নারে ।

সোহেতে ভিঙিল বাটন সেল চারে খারে ।

সোচন বলে আলো সেই কি বলিষ আর ।

হুই নাই, হুই নব এমন অবতারে ।

ঈশ্বরের ব্রহ্মলীলায়ও একদিন অবদান হইয়াছিল, সৌন্দর্য্য ভাষাভেদে প্রেম ভাষে, যা বলাকা ভাষার চেহে ভাষে ভাষাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই । 'নলীয়া নাসব'ও একদিন বাধুও বাঁধা করিলেন, সুকিত বেশ পাশ হুঁতত করিয়া কোলিলেন, পট্টেই কোঁপিলেন পতিবর্তিত হইল, উজ্জল কমলীর গায়েব্ব হান হইয়া সেল । কবিসের এত যে কলাও করিয়া ভাষার তলেই বর্ননা, সে রূপ তিনি তেলাভরে পরিচয়্য করিলেন ।

নবকীরের লীলা সাক করিবে কোঁব টেলেন 'ঈশ্বক চৈতন্ত' । সাক নলীয়া নলী-দারঃ আর বিকুপ্রিয়াও লকে অঙ্গ যিলাইল, কবিয়া সে বেশনাকে অমর কবিয়া বাঁধিয়াছেন সৌধলসবলীতে ।

বাহুভেব ধোবেও পড়ে—

নিভাই কবিয়া আগে চলিলেন অতঃপরে

আইল লবাই দাঙিলুপে ।

হুড়ায়েছে মাথার বেশ, দৈর্য্যকে সন্ধ্যাসীও বেশ

বেখিয়া লবার প্রাণ হুবে ।

একত হইল কেনে শিরে বেশ মেখি বীনে

পরিয়াছে কোঁপিলে যে বাল ।

নলীয়ার ভোগ ভাঙি মাথেরে অমর করি

ফার বোলে কবিয়া লগায় ।

হুইতী কু বিকুপ্রিয়ায় লল হইল না কিছুই । তবু নবকীরের সেই পর্ব্বহুইয়ের আনিয়ার তাহাকে হুই হুই বরিয়া প্রতীক্য করিতে হইবে; হুইর পব হুই আদিবে নব নব উপাচারে ভালি শাঝাটয়া, হান হুই তাহারা কিরিয়া বাটবে । কতবার নব নব ক'ছন যিনে কোকিল ডাকিবে, পূর্ব্বচন্দ্রে সিদ্ধ ভৌমুকীও মাথাকলে আকাল

ডাকিবে ঘাইবে, পর্ব্ব নাহিবে, স'গাও'র বহিরা হাতুই ডাকিবে, লক্ষ্যেই পব লিখা কতপ্রকারী গুহে কিরিয়া আদিবে; কিন্তু তিনি আর কি'রবেন না । বিকুপ্রিয়ার বিরহের আর অবদান হইবে না ।

কবিয়া বিবহিষ্ট বিকুপ্রিয়ার জীবনে নিজেদের প্রাণের আঁতি, আকুলতা ও আনুভূতি আধোণ করিয়া 'বর্তমান'র পানগুলি লিখিয়াছেন—

বৈশাখে চলকলতা নুতন গাঘড়া

লিখা মৌত কলকলি কলনের কোঁচা ।

হুইর চলন অলেক লক লৈতা কানে !

সে রূপ না লেখি হুই জীবো কোন কীর্থে ।

(সোচন হাল)

প্রাণে বঁধাখাললে বিবহিষ্ট বিকুপ্রিয়ার ছন্ডিভা নটী-নখনের তাহার—

এ ছুরিলিখে শিখা সেপে বেপে কিবন্ত

চিহ্নত সোনার কাঁতিয়া

হাং অতঃপলী বৈকে বহব পেছ

এ হেন শিখাক বিকুপ্রিয়া ।

সৌধ লগাবলীতে কবিরের মাসরী ভাবের ভগিন্যগুলি লক্ষ্যীয় । নবহরিলাস বলিতেছেন—

নলীয়া বসন্তি আর না কবিব জুবিয়া বহিব তলে ।

জীবনে স্বপ্নে না ছাড়িবে সৌধলাস নবহরি তলে ।

বৈজয় কবিরের সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত এ লকল পরগুলি ভাড়াও কত যে বৈজয়ী হাউল ভাষার লীলাপান রচনা করিয়াছেন তাহাও লখ্যা নাই । এই লব 'Inglorious Milton'দের পানেক হুই লেখিনকার বদবাসীলের চোখের তলেই দার্য্য লগানে বহিয়া আসিচ্ছেন । লগাক-বিগাঙ্গী হাউলতা বৈজয়গোয় পানে নিমাইয়ের লগার জ্যাগেই চিহ্নটি নিজেদের মনে বাধুই লিখায়া নানাভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন ।

কেল সৌধ নন, নিভাইও আছেন । নলীয়া-লীলায় সৌধ একা লক্ষ্য নন, নিভাইয়ের লকে লক্ষ্যনেন ভাষার পূর্ব্বরূপ ; ঈশ্বরের লকে বদবাসীকে তো থাকিতেই হইবে । প্রাণ কবিঃ নিভাইকেও ভোলেন নাই :—

(বাউল কীৰ্ত্তন)

হরি বল বলবে তাই আত বেলা নাই

এই বেলা চল নিতাই এব খাটে।

ছেড়ে সব ছুটি নাটি, ওগা নাটি,

পক্ষ গিয়ে চরণ নিখাটে।

কেন মন কর সেবি, প্রাণের অবি,

শমন এল বীথবে ক'লে।

নিজাই দুই বাহু তুলে" আচঙালে,

তাকছেদের সব পাশি ছুটে।

পাশি জোর পাগের থোকা যে আঘায়ে,

আমরা হুঁতাই হলেম মুটে।

হ'লি মন কাণা খোঁড়া, পথ চিন না,

সোজা হ'বে যাওনা হেটে।

তাতে মাঝি কেনে ওবে ভগাই, ওবে নাগি,

হরিদাম বলতে ছিলেবে।

হরিদাম বলতেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল বে

যে নাম পাশির শব্দল, দখিরের মন (সে নাম

বলতেছিল বে)।

যে নাম তুলে পানীর পরাণ জুড়ায়, বলতেছিল বে।

কেবল যাক্ষেপেই নয় সুখ পূর্ববকের অধ্যাতনায়

কথিতও দৌধক্রমে আত্মার হইয়া নদীয়াতিস্থে বাজা

কবিরার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন—

দউর রূপ বেইখা হইখাছি পাগল

ঔষবে আর মানে না

চল সজনী বাইলো নদীয়ার।

(আবার) দউর কাঁটা বিধম কাঁটা,

ঠেকুলে কাঁটা থলান বায়

চল সজনী বাইলো নদীয়ার।

মণবদী-নীলকণ্ঠের মূগু পথক গোঁধেতি এইভাবে

একই দ্বারের বহিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে। সেদিনের সেই

নিশীথ রাতের প্রেমে পাগল নীলচল ব্যাতি অমূল্যবোধের

সেই তরুণ স্রাব্যবীর কথ্য বাসালী কথিতা এতদ্যে চলে, এতদ্যে

তাবে বলিয়া আশিও পের কথিতা উঠিতে পাবেন হাই।

শরৎচন্দ্রের অচলা

ঐতপতী মুখোপাধ্যায়

কীৰ্ত্তনের প্রাচীনিকতার মাঝে নারীর যে লক্ষ্য প্রকাশ তাহা তাহার ভাল মন্দের সমগ্রতা লইয়া সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে প্রথম পত্র সাহিত্যে। নারীকেই নারীর বস্তু পরিচয় ইহাই পত্র সাহিত্যে নারী চরিত্রের লক্ষ্যবীণ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সাহিত্যে নারীর মূল্যের একবার মাপকাঠি সত্যি। তিলমাত্র ছাতিগীন মোহনক প্রেমই তাঁর সাহিত্যে প্রেম। আত্মবীজনাথের

নারী সে "অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা।" বীজনাথ যৌবনপ্রেমকে তুচ্ছ করেন নাই; তবে তাঁর মতে যৌবনতনই যুগ্মব বচন তাহার মাঝে আছে উচ্চতর প্রেমের সজাবনা। শরৎচন্দ্র তাহা নবী ও চন্দ্রসূরীর নারীভুক্ত অধীকার করেন নাই। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন "যাক্ষেবের প্রকৃত রূপ আবহা পাই কোথেকে? তাহা সেতের আবরণ থেকে না অস্তরের আচরণ থেকে? ঐ

কীৰ্ণে আদি নারীও ও মহোত্তর পুত্রও করে গেলেও
বাধ্য হয়েছি। তাঁহার নারী চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য
চিরন্তন নারীত্বের কোমলতার অপ্রতিহত প্রকাশ।
অচলায় সহিত তাঁহার আবিকাশ নারী চরিত্রের বিশেষ
মিল নাই, কেবল এইখানে আনিয়াই অচলা নিরাক্ষর
স্বাধীন নারীগণের সহিত আনিয়া দিরাইছে। অচলায়
মাত্রে পরোক্ষ বর্ণিত সমাজের উত্তর অংশাদন নিশ্চিত
নারী জীবনের উপর বিধাতার কঠিন দণ্ড নাই। অচলায়
যে দৃশ্য তাহা বাতির হইতে আসে নাই আনিয়াছে অচল
হইতে সমাজ ছাড়িয়াও তাহার শক্তি পাঠ্যর উপায়
চিননা তাহার দৃশ্য পরিপূর্ণ তাহাতেই।

অচলায় জীবনের এই বিধাতার পরিণতির জগৎ বহি
বাহ্যকেও ধারী করিতে হইত যে সঙ্গপ্রথম দায়ী তাহার
দুঃখলক্ষণ। এই দুঃখলতা তাহার শক্তিতে যেমন বাস্তবিক
ছিলনা। তৎকালীন সমাজের মাত্রে প্রথম শিকার ও
বাতিরের আলোকপ্রাধা: নারীগণের মাত্রে অচলা একজন।
এই হিসাবে আমরা তাহার মাত্রে যে দুঃখ ও আত্মপ্রত্যয়
মাগা করি তাহার প্রকাশ কেবলমাত্র প্রথম পরিচ্ছেদে
আত্মপ্রকাশ করিয়াই অচলিত হইল। কর্মক্ষেত্রে
মাত্রে প্রত্যয় বর্ণনাত্রে দেখা গিল না বরং তাহার অন্তরে
বৈজ্ঞান্যমানতা তাহার জীবনে টাংগেজী বনাইয়া আনিয়া
মনের দুঃখ আসে দুই শব্দে—এক শিকা নিরন্তর বর্ণিত
চিন্তাধারা প্রসূত অসুখ মতবাদ হইতে, আর আসে দৃশ্য
ও নীতির প্রতি নিছক নিষ্ঠার মাত্রে; বাহ্য দুঃখতা
বিদ্যছিল দুঃখলক্ষণ মনে। শিকা হইতে, অচলা দুঃখতা
আহরণ করিতে পারে নাই আর তাহার মত দুঃখল
নারীর বাহ্য আশ্রয়স্থল সেই নিষ্ঠাকেও দে গ্রহণ করিতে
পারে নাই। অচলা ব্রাহ্ম বর্ণিনা নহে। তাহার বাহ্য
কোন ধর্মকেই সমগ্র জীবন বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারেন
নাই। প্রয়োজন সর্বস্বত্যা ত্বির আশ্রয় গঠনের পথের
বাধ্য। তাহারই প্রত্যয় অচলায় জীবনে পড়িয়াছিল।
৭টনা জ্যোত তাহাকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। অচল
এমনই তাহার মন নির্ভরশীল সে কেমন করিয়া শিকার
সমাজের সন্তান সম্পূর্ণ অস্ত্র পরিবেশে বড় হইয়া গঠনপ্রাণের
দণ্ডে জীবনকে মহিমের পরিপ্রভাভ রূপতাকে গ্রহণ

করিতে অগ্রসর হইয়াছিল তাহার বিশ্বাসের বস্ত। তাহার
মন এইট দুঃখল যে মহিমকে গঠন ভাবে ভালবাসা সন্তো
অটনাত্রে প্রাণের আবেগে তাহার মন জ্বলনের দিকে সূঁচিয়া
পড়িতেছে। সকল সমর সে বাধ্য হইয়া তাহাকে জ্বলনের
সহিত বনিষ্টতা করিতে হইতেছে তাহা নহে। যাকে
যাকে তাহার জ্বলনের সহিত আচরণ জ্বলনের নিরন্তর
পরিপূর্ণ আচরণ পাঠ্য বায়।

মহিমের নিছক নিয়মশক্তি তাহার জ্বলনের
মোহুলায়নতাকে আরও প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে।
শিক্তপূর্ণ মহিমকে অনুবীর প্রবাহের পাথে যে কাতর
প্রার্থনা আনিয়া অচলা নির্ভরতার সহিত প্রতীক্ষা
করিতেছিল তাহার প্রতি প্রক্ষেপ যাত্র না করিয়া মহিম
চলিয়া গেল। কোথায় গেল—কবে কিভাবে কিছুটা
জানার প্রয়োজন বোধ করিল না। একজন নিদিষ্ট
উপাধীন আর একজন পাইবার জন্ত আত্ম। একজন
আপন জ্বলনের বর্ণনাত্রে প্রকাশ করিতে নাগাত আপন
জন বাক্যের প্রতিভাত্রে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।
দুই জনের এই চারিত্রিক বৈষম্য অচলায় মনকে স্থির
হইতে দেয় নাই। এদের দুই জনের মাত্রে কেহ যদি
কিছুটা বাস্তবিক হইত তবে তাহাদের একজনকে লই।
অচলা জীবনে স্থির হইতে পারিত। জ্বলনকে অচল
প্রত্যা করিতে পারে নাই। আর বাহ্যকে প্রত্যা করিয়াছে
তাহার দুঃখের আবরণ ছিন্ন করিয়া তাহাকে পায় নাই।

মহিম উচ্চল ভাবপ্রবণ নহে তাহা আনিয়াই অচলা
মহিমকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সে যে তাহাকে জীব
হাবী বিদ্যা আপন করিয়া লইতে পারিবে না। স্ব
জ্বলনে তাহার সহজজ্বলিত প্রাণী হইবে না তাহা ছিল
অচলায় বাহ্যগত অতীত। রামপুর পুর্বে অধিকৃত
দুঃখের অচলা মহিমকে গমনাগমন দিল বিশ্রামকৃত করিবার
মানসে। মহিম তাহা গ্রহণ করিল না। ভালগল গমনা
গ্রহণ করিলেই তাহার সর্বস্ব বক্ষা হইল। "তাহার ভাল
মত স্ব জ্বলন সমস্তই তার একাধ" ইহাই বর্ণার্থ মহিমের
জন। অচলায় প্রাণজ্বরে সেওয়ার ইচ্ছা মহিমের
নিজস্বতার প্রতীক্রে আত্মতা খাইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া
পড়িয়াছে আর জ্বলন প্রাণ ভরিয়া রহিয়াছে। তাহার

প্রশোদ্ধ মন বিচার পথায় কবে নাই অচলা ত্যাগের
 ব্যথা বিবেকে তাতা অবজার শান না প্রকৃত প্রেম। তাহার
 মতে কীকি ছিলনা। তাই প্রবেশের ভালবাসা
 অচলার "বিজ্ঞানা সপায় সবল এতে অসৌন্দর্য্যবাকলেও
 কীকি নেই।" আবার অচলা বলিষ্ঠাকে সে যাহাকে
 তালিধানে নাই সেই তাহার সর্ব্ব্ব এই মিথ্যাই কি নকলে
 আনিয়া রাখিল।

উপভাস শেষে মহিম অচলাকে গ্রহণ করিয়াছিল।
 ইহা সময়ে যেন গ্রন্থ আগার যে অচলার মত স্তম্ভ পথায়
 গিতে পারে তার অমর কি আছে? মহিম আত্মত্যাগ
 করিতে পারে আত্মবিনিময় করতে পারে না। সে যেমন
 চিরদিন বলিষ্ঠাকে "বরকথা।" এও হয় ত তেমনি একটি
 বরকথারই পথায়তুল্য কাজ অচলা তাহার হস্ত ধারণ
 করিলে সে তাকে টানিয়া লইল। এ সুগার একাশে মৃত
 প্রবেশ করা কই? যদি সত্যি সে অচলাকে তখন
 ভালবাসিতে পারিতেন্তিল না তবে তাহাকে গ্রহণ করার
 মাঝেও অবত মধ্য আছে।

অচলার জীবনে ট্রাজেডিতে ঘটনা বিপর্য্য একটা মত
 বড় কাণে হইয়া উঠিয়াছে। তাই অচলার জীবন এই
 কল্প, মহিমেরও ছিল উপর দৃষ্টি, অচলার চিত্তেও
 মহিমের প্রতি ভালবাসা ছিল। আর প্রবেশও প্রথম হইতেই
 ব্যর্থ ছিল না। ঘটনায় দৃষ্টি নিঃস্রব অচলা ও প্রবেশকে

চরম অবস্থার পথে নামাইয়া দিয়া উভয়েও উভয়েও প্রতি
 করিয়া তুলিয়াছে তারমত, আর মহিমকে সরাইয়া দিতেও
 আবার বরতমর ভাবে ত্যাগকে আনিয়া আরও জীবনকে
 বিপর্য্য চকল করিয়া তুলিতেছে। অচলার জীবনের
 মতল লেখক বানাইয়াছেন মহিমের প্রতি প্রবেশের শেষ
 কথা "তোমাকে যে ও কত ভালবাসতো তা আদিক
 নুতিনি কুহিও নুতিনি ও নিজের মৃত্যুতে পর্য্যবসি। সেটা
 তোমার হারিত্রায় লাগে এমন কুসিমে উঠলো।" অচলাও
 এই আগুনাকে না নুতিতে পারাই তাহার জীবনে চরম
 দুর্তাণা ঘনাইয়া আসিল।

অচলার প্রবেশের পৌরণ্য, মহিমের মিথ্যাপ্রতি প্রবেশের
 প্রবেশের প্রচণ্ড পতিবেগ, ও সবচেয়ে বড় ঘটনা আত্মবিক
 বিপর্য্য অচলার জীবনকে নিঃস্রব করিয়া গিল। তাহার
 প্রবল ভালবাসা স্ত্রী ছাড়া মিথ্যার হাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া
 গেল, রাখিয়া গেল এক দুঃখিত জীবন। প্রবেশের পৌরণ্য
 আত্ম-প্রত্যাহারীমতা কেমন করিয়া জীবন চূড়ান্ত অভিশাপ
 টানিয়া আনিতে পারে, লোক ও অন্তর সকল অপ্রশাসন
 হইতে অচলার জীবনকে মুক্তি দিয়া পরমেশ্বর তাতা প্রস্তুত
 সহ্যেতা করিয়াছেন, পরমেশ্বর তাহার আশা অচলাকে
 পানী বলে স্থগা করতে পারিবা, স্রাব বলে কখনও
 যাত্রা।"

গানের ব্যথা

জিহবা দেবী

"এ সখী হামার দুখের নাই গর"—সাহা সহর যখন
 সুনন্দ উৎসবে বেতে আছে। জোড়ানার মণ্ডলী যাহার
 আন করা প্রকৃতি বেবী যতোই যখন মানবের ও মনের
 স্নানি বুঝে মুছে স্ত্রী বিশ্ব হোয়ে উঠেছে; এমন যিনেই
 তত্ত্ব যনের নকে ছিল হোয়ে বুঝে কাণের বাড়ী বেকর্ডে
 গেরে উঠলো—"এ সখী হামার দুখের নাই গর।" তত্ত্ব
 ও তাহে "এ সখী হামার দুখের নাই গর।" বিশ্ব

কেন? কেন তাহ এই ভাবলুতা? কেন সে পারে না—
 আর পাঁচ জনের মত হেনে পর কোরে কাটিয়ে দিতে
 সময়। আর তাই যদি সে না পারলো তবে কেনই বা
 সে পারলো না—সেই বিরাট অনন্ত পক্ষির কাছে আত্ম-
 সমর্পণ কোবতে! যাকে যাকে যখন আনন্দের তরাজোরে
 তাকে ডালিয়ে নিয়ে যায়, তখন কবিদের ক্ষর চরমে
 মনটা স্নানি হোয়ে ওঠে; এবং পক্ষ্যেই টাংগিতে

কত তার মন। বারবার তাই নিকটেক প্রসন্ন করে দে
এই কি স্বপ্ন? এই কি স্মৃতি?

যেন পড়ে এই তো! সোণের কথা! কত নাম তার
কত বন, আর তার সেই হৃদয় জুড়া লাগবে। ভাষা চেহারা
যে দেখতো সেই বানিকস্বপ্ন মুক্ত নয়নে চেয়ে থাকতো।
বাধা বা আঘাত কোরে তার নাম রেখেছিলেন "তরুণী"
নাম বাধা তার জীবনে সর্বত্রই ফোটেছিলো। লেখা
পড়ার সে অমূল্য মাসিকী ছিলো, কিন্তু পানো? পানোর
কিছুই নিয়ে সে যে হৃদয়ের জাল বুনে যেতো তার সেই
কথা। বাধার মুখ হোলে যেতো লকলে।

তারপর তার জীবনে এলো সেই সবুজ দিন।
বলেনের প্রাণে দুখানোভাষার ছিলো সন্নিবেশ আর তার
প্রধান ভূমিকাওই ছিলো তরুণী। উৎসব শেষে লকলের
অভিনন্দন নিয়ে যখন তরুণী বাধার মস্ত বাহু ভাঙে
গেটের দিকে যাচ্ছে এমন সময়ে বাধারী মীরা এগিয়ে এলো
সঙ্গে তার অতুল। মীরাই পরিচয় করিয়ে দিলো—তরুণী
এই লেখ কাকে নিয়ে এসেছি ইনি কামিনীর সূচীকান্ত
বাবুর ছেলে, নবীন বাবুদেও আমার বন্ধু! ভাব
পান শুনে ইনি মুখ হোলে তাকে অভিনন্দন জানাতে
এসেছেন। আর অতুল। ইনিই তরুণী দেবী বাবু ভগ্নে
গায়ে মুখ হোলে ভূমি অভিনন্দন জানাতে এসেছে। কিন্তু
কই! কথা হল?

অতুল বৃহৎ বেলে নদবার কোরে হলো সত্যি!
আপনার পান শুনে আমি অধিক হোলে গেলি—এত
হৃদয় পান আমি কোথাও শুনিনি। তরুণী লকল ভাঙতে
ছোট নদবার কোরে বোলেছিলো—লকলের ভাল লাগার
কতই তো পান পাওয়া তাই আপনারা ভালো লেগে
থাকলেই বাধার পাওয়া সার্থক। উত্তরে অতুল বলে কি
যে সার্থক তা বলা শক্ত পার্থক্য না মোতাদার?

এখন তরুণী বাধাভাষে মীরাই দিকে চেয়ে বসেছিলো
তাই আমি এগুনি বাধী বাব। বাধা যে কেন এলেন না
বুঝতে পারছি না, বলই সে অতুলকে একটি ছোট নদবার
কবেই বড়ের মত বোধিয়ে গেছেলো সেখান থেকে। বাধী
করেছিলো সেদিন বাধার উপর রাগ অভিযানে ফুলতে
চলতে ছোট্ট শিশুর মতই কিংবা!

বড়ীর সামনে গিয়ে মামা হজলের ডাকাতের পাড়ী
যেবে সে অধিক হোলে নৌতে গিয়ে যখন ঢুকলো বাধার
ঘরে, যেবে বাধা শুনে আর চাবপাশে ডাকাতেরা তিড়
কোরে বয়েছে বাধাকে বিরে। বাধা জোর কোরে গুকে
বাইরে নিয়ে আসে। কথা বেশ বোঝির কাছে। বোঝির
কাছেই সেদিন শু শোনে বাধার কথা। বাধার নীতি
সেদিন লকল থেকে শরীরটা বিশেষ খারাপ ছিলো অনু
গরই অল্পতোষে লকলের উৎসব বেধতে বাধার মত
কৈতী হোচ্ছিলেন। বোমি একটু পরৎ বেতে বিতে
এসে বেধতে পার তঁকে চেহায়ে অজান অবস্থার। তারপর
কদিন পরে চললো কখন-মাঝে টানাটানি। সেদিন
ডাকাতেরা বোলে গেলা। ওয়া ওি এরাওরা সেদিন
যেন তরুণীর মনের গুপ্ত থেকে পাশাপাশি তার নেমে গেলা।

তারপর—সেদিন লকলে যখন বাধা আঙে আঙে
গর লাগাযো শামনের ব্যালকনিতে চেহায়ে এসে
বসেছিলেন সেদিন যেন শু মুক্তির মিশ্রণ ফেলছিলো
বাধার, পাট্টা পালে তঁকে দিবে শু কাপের নীচে ছোট্ট
নরম বাসিন দিবে বাধাকে বসিয়ে, এক মাস পরম মুখ
বাইরে যখন শু কাচে বসে খবরের কাগজ পড়ে শোনোছিলো
বাধাকে এমন সময় নীচে গেটে এসে থামলো মীরাবের
পাড়ী। মীরা নামলো সঙ্গে একটি চলে। ছুটে নীচে
এসে মীরাই হাত ধরে চেহায়ে বসাতে বসাতে প্রস্তুত
দৃষ্টি মেলেন ধরেছিলো সে একবার মীরাই পানে শু একবার
জরলোকটির পানে, শু সেই প্রস্তুত দৃষ্টির উত্তরে মীরা
বেলেছিলো গুমা। বুলে গেলিন। সেই College days
দিন তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাস যে, অতুল
বোলে গুটে থাক! থাক! সেদিনের সেই লামান কথা
যেন না রাখার অপরাধ কি? বা বিশম উদ্ভব গেলা।

সত্যিই তরুণীর মনে ছিলো না অতুলকে। ভালো
কোরে সে চেষ্টাই সেখনি যে। আঙ ভালো কোরে চেয়ে
দেখলো লম্বা শোফারা চেহারা রঙ হলো চোখ মুখ
নাচ ভালোই, হ্যা ভালোই বলা চলে। অতুল
না হোলোও অনেকের তীক্ষে এ চেহারা রাখিয়ে যায় না
চিনে নেওয়া যায়। শু হৈলে বলে সত্যি! এ বিশম
কেটে গেছে হার স্মার গুণেই বাবে বাবে প্রণাম
জানাজি।

সীতা যাত্রা চোখে উঠে যত কাফানবুর কাছে তিনি যে ঘরের বন্ধুদের বঁকট ঘের কোবতেন তাই বৈ। এরাও কোবতো তীখে তক্তি এবং প্রভা। সেইমিনই এরা আলাপ করিয়ে দেয় অতঃপর সাথে বাবার এবং ক্রমে গঙ্গারও। এরপর এ এরপর নিখতির অলম্বা থিবায়েনই স্মৃতি বাবার তর্ক লগ্নে অতঃপর এবং অতঃপর লগ্নে তক্তকে। তারপর একদিন পৃথিব্যাক্ষর তার আসেন তক্তকে বেথতে এবং তার পদম্বল ও হয়ে যায়।

যেদিন এই বয়স নিয়ে আসেন অতঃপর, সেদিন সকলের সাথে সে ও আনন্দে উৎসুক হয়ে উঠেছিলো, ভেবেছিলো বড় লুপেই চলবে তাহলে জীবন ব্যাধা। তারা গড়ে তুলবে একটি আশ্রয় সংসার।

সে রাতে অতঃপর ওদের বাড়ীতেই যায়। বাবা: শাক্তা আনন্দের সঙ্গে চুকিয়ে বাবাকে ঘরে শুইয়ে এসে বসন ও ছুটিয়ে জমে চুকলো। তখন মাস: যৌতি ও কি এরাটা ছুতার উঠে গেলো। একা ঘরে দুজনই বানিক চূপ কোতে বাইরের সিকে চেয়ে থাকে।

সেদিন সুলল পুনিয়া! অতঃপর দুই চোখে একবার বাইরের প্রকৃতির শাস্ত্ররূপ ও তত্ব শাস্ত্র সূক্ষ্মবি বেন মিলিয়ে নিলো: তারপর বায় কোরে ছিলো একটি সূক্ষ্মর বাকী, বলেছিলো হেলে দেব তত্ব! আশ্বস্তের সিন্দে হরতো আশ্বস্ত উত্তিত ছিলো তোমাকে একটি হীরাং খাটী পরিবে দেওয়া, কিন্তু আমাশের বোঁড়া পরিবারের বৌ হলে তুমি এবং তার অনেক পৌড়ানী তোমার চোখে ঠেকলেও তার স্বক তোমাকে মানিয়ে নিজে হবে তাই আশ্ব বাকী পুনিয়ার মিন তোমার হাতে বাকী কেঁবে বিলাস এই কাননা করে "তবু আমাশ সাথেই নয় আমাশ সংসারের সাথেও বেন তোমার চিরজীবন বিভাকী থাকে। উক্তবে তত্ব তবু বেবেছিলে।

তারপর সুললেন বাগানে গিয়েছিলো যেদিনার আসনার উন্মাদিত বাগান সেদিন বন্ধই মনোরথ হয়েছিলো। বেড়াতে বেড়াতে দুজননে এসে কলস তলার কলছিলো, এই যে বহুল তলা এখনটা বাঁধিয়ে ছিলেন তত্বর যা। তিনি প্রায়ই এখানে বসে থাকতেন। তিনি যাচা যাযার পর কত রাতে বাবাকে একা একা লুপতে দেখেছে এখনো:

আজও তত্বর মার মত: মনে লগ্নে লগ্না মন শিবায় হুলচলিয়ে আসে, সে অত মনস্ত্র কোয়ে যায়।

হ্যাঁ কি বেন তার পর? অতঃপর একে বোলেছিলো গান গাইতে: বাগাওরা মন নিয়ে ও কোনো আনন্দের কানই তখন সেখানে পাঠতে পারতনি। বেবেছিলো— "এ নবী হারায় লুপেই নাই ওর" পাঠতে পাঠতে ও তত্বর ঘোরে গিয়েছিলো, চমক ভাগে অতঃপর ব্যথিত হয়ে "আজকে এ গান কেন তত্ব?" লজ্জিত বোলেছিলো সে।

তারপর এলো সেই শুভদিন: যেদিন ব্যাধা ও আনন্দের লুপে থাকলো তার মিলন হাশী। তারপর এলো স্বস্তর বাকী। প্রভাও বাকী ব্যাধীর বসনে তক্তি ঘেঁই। বাড়ী সকাশ থেকে স্টুটা এবং বাগাও হারায় তারপর নিয়েই ব্যাধ থাকেন, বাকীর সাকানো গোছানোর কোনো বালাই নেই। লুপেই পান অলম্বা সট আসলো এবং আশ্বস্ত বেথতা চলে আর লুপায় বাকীর প্রাণে বিস্তৃতের লামনে—কীর্জন এবং লুপায়তি হেথা ইত্যাদিতেই তিন ফেটে যায় তীর্থ।

বিবেক কতিন পর সেদিন বসন নিমিত্তিত্বের চলে বাগায় বাকীর টে হুগা একটি শাক্ত হোয়ে এলো তখন একদিন সকাল বেলাই অতঃপর লগ্নন শাক্তা গেলো দুই হেলে বাবাকে অভ্যর্থনা কোরে তত্ব পেয়ে ওঠে "ওরে সূক্ষ্মর মতি মতি, তোমার কি কিয়ে বরণ করি?" ছুটে এসে অতঃপর লুপ চেপে ধরে। বসে চূপ চূপ ওজনন: তখনতে পানেন। আবাক বিস্ময়ে তত্ব বেখে বাব কিত্ত তাহে গান পাওয়া কি এমন অজ্ঞায় কাহ। অতঃপর কিত্ত চমককার তাহে ব্যাপারটার ওজনকে উড়িয়ে দেয়। আবাকের বজায় তত্ব ভেসে যায়।

আর এক দিনের ঘটনা মনটা কি কারণে ব্যাপার হওয়ার ব্যাধ দেওয়া অগ্ন্যাদটা হুদে অনেক দিনের অন্ততাত অতঃপর স্মৃতিবে একটি ব্যাধাব্য ভেটা কোরতেই বাড়ী হীকতে হীকতে স্টুট এসেন—ও বৌবা! চূপ! চূপ! ব্যক্তিয়ানা বাহা তোমার পত্নের জীবন লম্বা হবে, জয়েছেন। হরতো বা একটি লুপাচ্ছেন চূপ কহো। চূপ অতঃপর কহেই ছিলো সে কিত্ত মনটা চূপ কহেনি। মন কেবলই বোলছিলো এ কোম:

বাঁধা? বাঁধা তো মাঝে মাঝে অকারণে শুভে ওও পানই
 জনতে চাইতেন। সেদিন আরও ভেবে দেখেছিলো তার
 বিয়ের বেকসল কই কেউ তো কোনো দিন তার পান
 জনতে চায়নি আর সেওতো বেকসল পান না পেয়ে বেশ
 আছে? আশ্চর্য!...! খতেরে সঙ্গে তত্ত্বর বেশী ভাগ
 সম্বন্ধে কাটতো। বাস্তবী যদি কোনো দিন কোনো
 কারণে ভাকতে আসতেন তাহলে বন্ধু বোলাতেন—যাও
 গিয়ে তোমারও গাটা ভাঁড়ারের কাছ কি গিয়ে হবে
 কিছু আমার এই কলীসারীর কাছ তোমার ছেলে গিয়ে
 ও হবে না। তাই আমি থাকতে থাকতে খেটিকে সব
 বুঝিয়ে গিয়ে যেতে চাই। বাস্তবী চূপ কোরে চলে
 যেতেন।

যাই সেক বুদ্ধ হুশে দিন কেটে বাজছিলো। লতা
 সিনের সন্ধ্যা রাতে অতন্তর আগেরে বস্ত্রের ভেলে খেতো।
 বাবার কাছে গিয়ে বললে বাবা এত সুন্দর কোরে বুঝিয়ে
 দিলেন যেহেতবে ভর্তুকা, যেন অনেক পানি যনের কোর
 কিত্তে আসতো তত্ত্বর। এমন কোরেই দিন কেটে
 বাজছিলো এখন সময় এলো দুই সন্ধ্যার ভায়ে দুহুপ।
 লতা পাড়িখোর যথো গিয়ে এলো আনন্দের বল কল্লোল,
 তত্ত্বর যেন অল্পস্ব কোরলো। একদিনেই বৈচিত্র্যময় জীবনে
 আনন্দের নতুন স্থান।

সকাল থেকে উঠেই চৈতঃ কোরবে হু ঠাকুমা
 দুপ করে না হু পাড়র সঙ্গে খবরের কাগজ গিয়ে তুর্ক
 বস্ত্রের বস্ত্রের তুর্ক না পেরে তত্ত্বর চলে টানবেন চৈতঃ
 শব্দ। নয়তো বা মাঝার কাছে গিয়ে টেটাবে ও মাঝীরা
 দেখেবাও মাঝার বাড়ি কামানোর বহর এক পাল বাড়ি
 অতঃ ওঁর বাড়ি কামানো শেষ হোয়েচে সেখানেও
 নীমালা কোরতে ছোট্ট ওহ। হাতো সকাল বেলা
 সকলে একত্রে চা-পায়ে হঠাৎ অতন্ত্ব বৈতঃ করবে এক
 চুপু চা করে কি বিজী চা! কি বিজী চা! দুহুপ
 মিটিমিটি হাসছে। কি ব্যাপার? না কখন তৈতী চারে
 একটু জন গিয়ে দিয়েছে।

যাইহোক আনন্দের যথো গিয়ে কয়েকটা দিন কেটে
 বাবার পর দুহুপের খোলা হোলো কীর্জন জনবে।
 'সঙ্গতের সামনে কোই কীর্জন হু কাছের কোনো

অস্থিবিধি ছিলো না সেদিন বেশ নামকরা কীর্জনের
 হল এসে ছিলো! লতার দুহুপ পান জনতে বাবার সময়
 পে একা কিছুতেই গেলো না। দুহুপের অতঃবে বাবা
 যোরে পত্তর মত মিলেন তত্ত্বর বাব-বাকীর ঠাকুর কালানে
 গনি জনতে বাবার।

সেদিন পাল ছিলো মাথু। কতের বিধে বিধি
 শ্রীযাদিকার কাহিনী জনতে জনতে দুহু হোয়ে পেছলো
 দুহুপ। পতিদের ভেলে পে কীর্জনের এ মাথুগতরা
 হুয়ের সঙ্গে সে পরিচিত ছিলো না তাই বাবে বায়েই তার
 চোখ দুটি মলমল হোয়ে উঠছিলো। দুহুপ কেবেছিলো
 খোল করতাল সহযোগে পানিকটা টেটানোর নাম বুঝি
 কীর্জন তাই সে অবাচ বিধয়ে জনছিলো শ্রীযাদিকার
 অপূর্ণ বহন ভরা কতের মিত্তি—“যোহি তেজি গো গিয়া
 যোহ পৈল বিলেশ। তাৎপর যখন কলানীশিখে ক্রাজ
 বিস্মিতী হুগে না পাত্তার যথা যেননা গিয়ে বাধ্যতুর
 কতের পেয়ে ওঠে—“এ লতা হামার হুগে নাতি ওহ” অখন
 বুঝি দুহুপ আর চোখের বল হাথতে পারে না;.....
 তাৎপর? তাৎপর দিন দুপু বেলো... যন মেতগাননে
 আকাশের মিকে চোরে তত্ত্বর ও মনে পড়ছিলো শ্রীযা
 বধা—যসঙ্গে কতকৃত্যর পে বাধবে যেন—বিস্মিতী
 বর্ধাবাদি অপ্রধার হুয়ে হুয়ে পান হোয়ে গেছে। প্রকৃতি
 মেতীই যেন শ্রীযা ভাবে তত্ত্ব।

এখন সময় হঠাৎ হবে চোকে দুহুপ বলে মাঝীরা
 তোমার বাবা তো যেহেতবে এক প্রকাণ্ড অর্গান দিয়েছেন
 কিন্তু কৈ কোনো দিন তো তোমার একটা পান জননা
 না? অর্গ্যানটা কি তত্ত্ব তত্ত্ব? তত্ত্বও হু বেসে জবাব
 দে পান জনতে তো কই চাতনা তোমরা? দুহুপ বলে
 পাড়ি জননা। কাল থেকে কি হোয়েছে পানের হু
 যেন বন থেকে থাকে না। পানি যনে হচ্ছে পানের হু
 জুবে বাড়ি। পাও না একপানা পান এখনই মে
 কালকের পানের সঙ্গে তোমার পানের কলনা কোরে।

তত্ত্ব হলে বলে তাহলে যে কালকের পানই পাইতে
 হয়! দুহুপ বলে তা না চলে যাহোক কিন্তু পাও। দুহুপের
 কথা উত্তর না গিয়ে শ্রীযাদিকারনী সারামতী বিপপ্রকৃতি

গুলডবা চোখে চোখ রেখে 'মরারের ভয়ভয়ংকি হয়েছিলো—
“লীলী হামার ছুবেব নাহি ওহা” কতকণ সে পেয়েছিলো
এবং মুহূর্ত তম্বর হোয়ে জনেছিলো তা কে জানে তবক
চেতেছিলো স্বভবের ডাকে ।

হৌমা । গুলব বাউকিপবা এ ব্যাকীতে চলবে না । আর
হুদুল আক বিকলেচা খেয়েই তুমি চলে যাবে এ ব্যাকী
থেকে । তারপর গিঠির বিকে চেয়ে বলেছিলেন—বেথলে !
এই ক্ষেত্রে তখন বোকাকে বোলেছিলো অর্গ্যানটা বস্তর
গ্যাকী কিরিয়ে দিবে আগতে তখন দিলেই হোতো । ব্যাকী
তথু বোলেছিলেন বোকা এলেই বোলবো ।

বোকাকে বোলতে হানি তার আগেই তহু বাবাকে
কোন কোয়ে দিয়েছিলো এখুনি লোক পাঠিয়ে অর্গ্যানটা
নিরে বাবার মস্ত এবং পরে যখন লেখা গোয়েছিলো বাবা
দাগ এবং যৌদি কাকর মেহাতেই ভাঙেনি আসল কথা ।
অতহুৎক সে ভাঙেনি কোনো কথা এবং অতহুৎক না ।
তহু কিছুতেই চেবে পারেনি কেন অতহু জানায়েনি এ
ব্যাকীতে পান পাওয়া নিষিদ্ধ । তারি অভিমান হোয়েছিলো
তার সে অভিমান আছে বোচেহনি । অতহুৎক হোয়েছিলো
তারি লম্বিত কলে বাবী স্রীর যথো ক্রমে একটা দুববই
রয়ে গেছে ।

তারপর ।—

তারপর তরী তকনি—তুলাবা গৃহিনী হোয়ে উঠলো ।
বিব্রাট লসারের শুক হারিত ও তার তদ্ব্যবধানে নিজে
বিষয় ডিঙা করার অবসর কই ? ছেলেবা কলেগে পড়ে
মেয়ে লীনা বড় হোয়েছে মূলে পড়ে । কদিন থেকে লীনা
বাধনা নিয়েছে পান শিববে বোলে কিছু তহু বস্ত হেরনি
ও বোলেছে তোমার দাড় মেয়েদের মূখে পান পছন্দ

কোরতেন না মা ! তুমি মন দিয়ে বাতনা শেনো । ছেলেবা
বলে—এ তোমার অস্ত্রাং না । ওর জমর হুম্বর পলা
আর দাড়ও তো বেচে নেই তুমি ওকে পান শিবতে
হাও ।

আজ সারাদিন ছেলে মেয়ের অহুহোহাঞিরে রাতে
কাকের শেষে করে বিদ্রাম নিতে এলে মেয়ে জীবীণ অস্ত্র
তখনও ছেলে ওকে মেয়ে বইট। নাথিয়ে চোখের চশমাটা
মুহুতে মুহুতে বন্ধে শোনো তোমার লেখ একটা কথা
আছে । লীনা আমাকে বড় ধরেছে তোমার মত করিয়ে
তব পান শেখার বাধা কোরে দিতে তুমি কি বল ?

তহু সেই এক উত্তর “না তা হব না ।” অতহু বলে
মেথো তহু ! বাবার তো পেটা একটা মূল্যস্বার ছিলো
বৈতো নহ । অতহু সে ব্যাপারটার মত আমি আজও
লম্বিত কিছু তাবোলে বাবা আজ বৈতে নেই তথুও সেই
মূল্যস্বারের ক্ষেত টেনে চলবে তুমি ? নানা ওকে পান
তুমি শিবতে পাও । এই বহলে পান বাধনা না বহলে
বাচবে কি করে ?

তহু বোলেছিলো পান না শিগে ঠিকই বেঁচে থাকবে
কিন্তু পান হারালে কিছুতেই বাচবে না । আর কিছুট
বোলতে পারেনি তথু তার স্বর কোরে চোখের জল করে
পড়েছিলো । অতহু উঠে এলে শিটে হাত বুদিয়ে লাহনা
দিতে দিতে বোলেছিলেন—তুমি আজও ছেলেমানুষ বর
গেলে তহু ! তারপর অতহু পড়েছিলো ঘুমিয়ে ।

ছোছোনার প্রাণিত প্রকৃতির বিকে চেয়ে তাই তহু
ভাবছে নেকি সত্যিই আজও ছেলেমানুষ আছে ? না
পান হারিয়ে এবং তার সঙ্গে জীবনের অর্ধেক আনন্দও
হারিয়ে সে অকালে বুড়োই হোয়ে গেছে ?



মহিলা সমাচার

ঐশ্বর্যোত্তিম চন্দ্র ঘোষ

সেয়ে অকী :

পাক্ষাত্যের ও ভারতের বন্দীরা অবাধ্যবাসনে পাই, বাঙালীর মেয়েকেও যোড়াক চকিতে দেখিবাঁচি, বাঙালীর মেয়ে যোড়ানোড় খেল, যোড়াক নোড় করার কিছু মেয়ে জ্বিক যৌবন নাই। হঠাৎ দেখিন কলিকাতার বোল্ডশৌক বেলার দেখি হিসেব বাকবন্ধনে নারী এক বন্দী 'ভকী' একটা যৌবনের প্রথম বাতী মাথ করিল। চারিদিকে খস খস জ্বিক উঁখিত হইল। ১০ বৎসর বৃদ্ধের ভয়েও পুলকিত তহিল। হিস খটক (বাঙালীর মেয়ে) শ্রীমতী বন্দী হইবে।

সাক্ষ্যকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্রী :

বিশ্ববিদ্যালয় (মধ্যপ্রদেশ) এস, ডি, মার্টিন কলেজের ছাত্রী কুমারী মিনতি চন্দ্রবতী সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষার বিতীহ তান অধিকার কথিত। মেয়েটির পিতা শ্রীভবরতন চন্দ্রবতী একজন পূর্ণবন্দীহ উদ্যত উকিল। মেয়েটির বয়স ১৯৩৭ সালে ঢাকা জিলায়।

সংক্ষেপে বক্তা নির্মলা ও প্রভা :

বোম্বাই নগর কেরল 'দিনেন্দ্রা টার' তৈয়ার করে না—বিদ্বী নক্ষত্র পতিতাও বাহির করে। এরা ছুন বোম্বাইতে নিবিল ভারতীয় সংস্কৃত সংশ্লেশনের অধিবেশন চলে। হালপাল ধরেকক মহাভাষ, ধারকা ও পুরীশ্রীঃ পঞ্চাচার্য্যায় ও বহু সংখ্যক সংস্কৃত পণ্ডিত মহাপঞ্চশের সভ্যতে অনর্গল ওভস্থিন সংস্কৃত ভাষার শ্রীমতী নির্মলা দেবী ও শ্রীমতী প্রভা দেবী রাধের বক্তৃতা বক্তার বক্তা শুনিয়া চমকিত হইল।

কুমারী নির্মলা দেবী বোম্বাইয়ের ইঙ্গভিক্ষিত কবি এবং শ্রীমতী প্রভাবতী রাধে বাঙালোদের বিখ্যাত লম্বা লেখিকা ও বিদ্বী বন্দী।

বিহারে কৃতি বাঙালী ছাত্রী :

শ্রীমতী মনিতা চৌধুরী বিহার ইউনিভার্সিটির ১৯৪৬ সালের বি. পটীকার সনস্করণ প্রথম শ্রেণীর প্রথম

ধরে পাণ করেছেন এবং অত্রাভ বিহার ডিগ্রীপদী যাক গেয়েছেন। তিনি ভাগলপুরের টি, এন, জুবিলী কলেজের ছাত্রী।

ধ্যাকাস' মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়া :

পূর্ণা ও বোম্বাইতে শ্রীমতী কান্তের প্রচেষ্টায় যে বৃহৎ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—তাহা আন ভারতের একমাত্র সরকার অধ্যোমিত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক দিন পূর্বে হইতে—১৯২৪র আগে পর্ষাক আই, এ, ও বি, এ, মানে বাংলা পড়ান ও পরীক্ষা হইত—এ তথ্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার শ্রীমতী লক্ষী ব্যাকাস' লেখককে লই ছুন বলেন। তিনি বলেন শ্রীমতী রামেন্দ্র চট্টাঙ্গি মহাশয় কলিকাতা হইতে পরীক্ষা পরিহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে ও ভারত স্বাধীনতা হবার পর বাংলা পড়ান পাঠ বৎসর স্থপিত আছে।

তিনি বলেন ছাত্রীদের মধ্যে বাংলা শিখিবার আগ্রহ ও উৎসাহ বৃহৎ আছে। যদি আমরা অধ্যাপক ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে বর্তমান সেশনে হইতেই বাংলা পড়া ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আই-এ ও বি-এ, মানে হইতে পারে। ইহা অধ্যাক ও রেজিষ্টার লই জনেই বলেন।

বোম্বাই নগরে প্রায় ১৮,০০০ ছাত্রের বাঙালী ক্রোড়পতি হইতে স্রাকতা পর্ষাক বাল করেন। পরিভাষের বিষয় তাঁহারা ও বাঙালার মনিবীরা বহুদে বাহিরে ও অ-বাঙালীদের বাংলা শিখিবার ব্যাপারে একেবারে উল্লাসী। নিবিল ভারত বক্তৃতা গ্রন্থার সমিতি বহু চেষ্টা করিয়া একটি "আন্তর্জাতিক বাঙালী শিক্ষা শ্রীঃ"—International Institute of Bengali স্থাপনে চেষ্টা করিয়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য পাইতেছেন না। হিন্দীভাষা বাঙালী স্বাধীন ভারতে অত্র ভাষাভাষী বন্দীরা বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ

বাঙ্গালী জনসাধারণ এ ভর লইলে বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষা
বিষয়ে সজ্ঞা পাইবে।

নাগপুরের বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব :

বর্তমান বছরে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীমতী
সেবা সান্বেল ইতিমধ্যে প্রথম স্নেহীতে এবং সুখী মঙ্
গুহ স্বাভিমান (পলিটিক্যাল সায়েন্স) এ এম-এ, পাশ
করিয়াছেন। শ্রীমতী বেবা বাগটী দ্বিতীয়ে এম-এ, পাশ
করিয়াছেন। শ্রীমতী পুশা সুখারী দ্বি-এম-এ, পাশ
করিয়া 'স্তর বিশীন কক বহু' বর্ণনাক পাইয়াছেন।

আমেরিকার ভারত মহিলাগণ :

এ যুগে ইয়োহোপা অপেক্ষা আমেরিকার শিক্ষা ও
সকরে ভারত মহিলাগণ অধিক সংখ্যায় বাইতেছেন।

আন্তর্জাতিক তরুণ কৃষক বিনিময় পরিকল্পনা অনুযায়ী
ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে হায়দ্রাবাদেও আতিথ্য
মূলতানো ও উচ্চর প্রবেশের পুশা বিএ মুকবাটী সকর
করিয়াছেন।

ভারতের বাসায়মতী শ্রীমতী হাকসুয়ারী অমৃত
কাউয়ের বাসকভাবে আমেরিকা। মুকবাটী সকর

করিতেছেন। তিনি উইলকমলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতী
শিক্ষাকেন্দ্র ও হাসপাতাল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।
তিনি কোর্ট ওকফালনার কাউন্সেলর সাহায্যে ভারতবর্ষ
ঊষ্য সৈয়্যারী কারখানাসিলর পুই সাহসের উল্লেখ করেন।
পাঁচ শতাধিক সভার অধিক এক চোয় সভার হাকসুয়ারীকে
সম্বর্ধনা করা হয়।

হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীণ
তথাকার আমেরিকাবাসী ছাত্রীদের সহায় কবিত্বক
বনীত্র নাথের তন্মাত্রাপ্রব উপলক্ষে কবির 'চিন্তামণি' নাটক
অভিনয় করেন। শ্রীমতী এলিন ডেভেনার্পেট চিন্তামণির
ভূমিকা অতি সফলতার সহিত অভিনয় করিয়া সকলের শ্রুতি
উৎসাহন করেন।

মেরোয়াই পকারেও চালনা করিবে :

অল্প রাষ্ট্রের অধর্গত নেলোর মিলার আভেক পকারেও
বোর্ডের ৮ জন সভ্য সমেই নারী নির্বাচিত হইয়াছে।
তাহারাই ১০।১২ খানা গ্রাম শাসন করিবে। এই
পকারেওর অধর্গত বৃতিত্রেও ভিগালের গ্রামে আভেক মুখ্য
মন্ত্রী গোপাল রেডি কল্পগ্রণ করিতেছেন।

বাঁকুড়া কংগ্রেস মহিলা সমিতির প্রীতি সম্মেলন

গত ৮ই জুলাই বাঁকুড়ার স্থানীয় এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল
হলে বাঁকুড়া কংগ্রেস মহিলা সমিতির একতী প্রীতি সম্মেলন
অবস্থিত হয়। এই সভায় সভ্যদের আদন গ্রহণ করেন
মাননীয় শ্রীকৃষ্ণা পূর্ববী সুখারী ও প্রধান অতিথির
আদন গ্রহণ করেন মাননীয় শ্রীকৃষ্ণা অপোকা গুপ্তা।
সুখারী হযা সেনগুপ্তার উদ্বোধন সনাতের পর
সমিতির সভ্যদের শ্রীকৃষ্ণা অধপূর্ণ্য বায় সমিতির পক্ষ
থেকে শ্রীকৃষ্ণা অপোকা গুপ্তার হওে বাসন্য গ্রহান
করেন। শ্রীকৃষ্ণা পূর্ববী সুখারী সভায় সমবেত মহিলাদের
উদ্দেশ্যে বক্তৃতা সেন। শ্রীকৃষ্ণা অপোকা গুপ্তা—সমাক
কল্যাণকর সমিতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা সেন। স্থানীয়

পাটপূর বিদ্যালয় ও শিরশ্রী অমৃত্রানের চারীগ্রন্য সভাপিত
হযা সভায় আদন বর্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণা উষা হালদার
হযা সভায় মহিলাদের কার্যে সঘর্ষে উপদেশ গ্রহান
করেন। শ্রীমতী শৈলমালা দে, চাকমালা গুপ্তা, ঊষা
ব্যানার্জী, মাধা ব্যানার্জী, ভিগরী গুপ্তা, উষা ব্যানার্জী,
বেবাস্বী সুখারী, বিমলবালা বায়, অণকপ্রভা সুখারী
প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলাগণ সভায় কার্যে মুচাকরুণ পবিচালনা
করেন। সভা সীতাদি পবিচালনা করেন শ্রীহাসুদেব
পর্দা। সক্ষে একতী প্রবর্ধনীর আয়োজন করা হয়। সমিতির
সভ্যদের হতশিষ্ট এই প্রবর্ধনীর বিশেষ আকর্ষণের বহ
ছিল। বহু বিশিষ্ট মহিলা এই সভায় যোগদান করেন।

সমাজ-সেবা শিক্ষা শিবির-১৯৫৬

সহকার্য শিক্ষা সপ্তমঃ সারথীঃ এক ঠাঁইয়ঃ
 পরিচালনা অফিসীঃ সপ্তমঃ মিলিঃ মালীমঃ সমিতিঃ
 পরিচালনাঃ ২০১১ বঙ্গিঃ ইন্সঃ গভঃ সমিতিঃ হইলঃ
 এক মাসেঃ ৩৩ঃ ৫৫ঃ মেঃ ১ঃ ১০ঃ ১১ঃ ১২ঃ ১৩ঃ ১৪ঃ ১৫ঃ
 "সহকার্য শিক্ষা সপ্তমঃ" পরিচালিতঃ ১ঃ ৫৫ঃ ৩৩ঃ ১১ঃ
 শিক্ষাঃ এই শিক্ষা শিক্ষা বোর্ডেঃ যোগদানঃ করেঃ
 এক সপ্তমঃ পরেঃ একজনঃ শিক্ষাঃ অফিসঃ ১৫ঃ ১৬ঃ ১৭ঃ
 দায়িত্বঃ বাধাঃ হয়ঃ ৫০ঃ ৩৩ঃ শিক্ষাঃ এবংঃ ১৫ঃ ১৬ঃ
 সমাপ্তঃ করেঃ।

সমিতির সভাপতিত্ব প্রিন্স হাফিজ চন্দ্র ঘোষ
আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯ই মে উক্ত শিবির শিখা কেবল
উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী কাণ্ডে প্রদত্ত ঘোষ শিবির
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। অনেক
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলা উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

આચાર્યક કાર્યાલય

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় শিক্ষা লাভের উৎস-
 লাভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাথমিক কার্যসূচী ২২তী
 কথা হয়। জ্যেষ্ঠ বয়সী হইতে সাত্তি ১০ বয়সী পর্যন্ত
 শিক্ষার্থীসকলে মানসিক কার্যে ব্যাপ্ত থাকিতে হয়।
 শিক্ষণ শিল্পের জ্ঞানপ্রাপ্ত কর্মী দ্বিতীয় শ্রমণী তত্ত্বাবধা
 প্রদান যিনি উত্তমের ক্রিা চােব শিল্প পরিচালনা করা হইবে—
 তা বুঝাইয়া শিল্প অধিনায়িকার অন্তরে শিক্ষার্থীসকলে
 ঐটি বিভাগে (প্রত্যেক বিভাগে ১০ জন করিয়া) বিভক্ত
 করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগে একজন নেত্রী নিযুক্ত হয়।
 বিভাগের নাম যেন—(১) লক্ষ্যবাহী (২) রাণী বাসমতী
 (৩) রাণী কুমারী (৪) মাতঙ্গিনী (৫) শ্রীতি গণ্যদার
 বিভাগ। ইহা হিন্ন বাসমতী—দ্বাদশ বয়সী ও আনন্দ
 বিভাগের নেত্রী হিঙ্গ বসমতী—প্রত্যেক অধিনায়িকারের
 বিভিন্ন বয়সের বাসমতী ১০৫৫:৫৫—৫৫:৫৫ হিনের বসমতী

[illegible]

ঐতিহ্যবাহিনের জাহাজে লিখে তার ব্যাখ্যা করা হয়। প্রত্যেকটি
মল পাশে কঠিন নিকটস্থ বসতিতে বাইরে বসতিবাহিনীকে
বাহ্যতে লিখা নাম করা যায়...তাহার জগৎ অধিনায়িকা
নিজে তাদের সঙ্গে বসে বসতিতে নিয়ে গিয়া লিখা কেন্দ্র
কি ভাবে বসিতে হয় ও চাহতে হয় তাহা দেখাইয়া যেন।

শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক কার্যসূচীর অন্তর্গত প্রথম
 প্রথম কার্য ও শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ নিম্নে দেওয়া হইল।
 ভোঃঃ প্রতিভা লব্ধা। তাল, প্রার্থনা ও আরাধনা সম্বন্ধে,
 আত্মিক উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জ্ঞানবান।

ବାକିମତ୍ତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟେ ଉଦ୍ୟମ୍ବଳ ଜ୍ଞାନ ନାନ,
 ଏକ କର୍ମୀତା ନିଜ ହେତୁ ସଂହତାନ, ତଦ୍‌ବ୍ୟଙ୍ଗେ ବାବାନ୍ୟା, ନାମା
 ନିର୍ଦ୍ଦୟା ଶ୍ରୁତି ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ
 ଲାଭ କରେ । ମୋହାବ-ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ମାତୃବିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା
 ଶ୍ରୁତି ଓ ଶ୍ରୁତିଟି ନିକାଶିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାୟେ ମତେହୁ କଥା ହୁଏ ।
 ସେହି ଶ୍ରୁତିଟି ବାହାରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପର ଯେ
 ସଂସାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କରେ—ନିକାଶିକାମିତ୍ୟକେ ତାହା କଥା ଓ
 କଥା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ । ସମ୍ବଳ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ସ୍ଥଳ ଓ
 ସର୍ବଜ୍ଞ ବାସାନ ଶ୍ରୁତି ବିଷୟେ କର୍ମୀତା ହେତୁ କର୍ମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ
 କରେ ।

শিক্ষা—সাহিত্য, নোট, খব, গুটি গঠন ও নোট-বিজ্ঞান, সার্বিক বিজ্ঞান, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও নারীর আত্মত্যাগ, বাবা ও বাগ্যক্রম মনোবল, প্রাথমিক চিকিৎসা, বোম্বী পরিচয়, নারীর চর্চা, ব্রতচারী, শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ওদ্ব্যবধানে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সমাজ সেবা ও বহুত্ব শিক্ষা—সমাজ সেবা ও
বহুত্বের শিক্ষাভাগ বিষয়ে শ্রীমদাস মুখার্জী ও গুণেন্দ্র শ্রী
দিকারীদ্বিগণের শিক্ষা দেন।

লিফটবোর্ডের এক একটি বিভাগ লিফটবোর্ড বস্ত্রী সমুদায়
 দ্বারা বিভক্ত। এখানে লিফট বোর্ড এবং বাথ, পরিষ্কার

পৃথিবীতে প্রকৃতি দ্বারা অলোচনা ও শিক্ষা দান করে।
একদলের প্রচেষ্টায় কথিত ৪৮ জন নিরক্ষরকে আকৃতিক
জ্ঞানদানে সার্থক হয়।

শিক্ষা শিক্ষা—শিক্ষাব্যবস্থাকে নিম্নোক্ত শিখা শিক্ষা
 বৈশিষ্ট্য ১৪ : ০ জন অভিভাবক শিখা শিক্ষাকার তত্ত্বাবধানে
 চাইটাইট, শ্রুতিশিখা, বীণ ও বেতার ১৪১ নানাবিধ শিখা
 টেবিল, খেলনা টেবিল, গড়ির কাচ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা
 দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব—পেট্রোবান্‌ এন্‌লেস
এসোনিয়রণের কহী শ্রীশান্তি বহন ব্রহ্মচারী প্রতিদিন
প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ক্রমে বেন এবং ভাঃ বিশ্বনাথ
মতল স্বাস্থ্য ও শরীর শালন বিষয়ে শিক্ষা দান করেন ।

ସାବଧାନତା ସହ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଅନୁମତି ସହ
ସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ସହଜ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟେ ୨ ଦିନ ମିଳିତ ହେଲା ।

আমোদ প্রমোদ—শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদনের ও
শিক্ষাপ্রদ সমন, চাৰাছিত্ত প্রবৰ্জন, চাৰাচিত্তযোগে বন্ধতা
এ নাটকভিত্তক প্রকৃতির বাবস্থা। অহা হুহ।

জন্ম—পেশিয়ার পার্ক ও ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট
 বৃহৎ ভাড়াট্টা উৎসব বর্ণনার শিকড়। ত্রিগুণক লইয়া গাওয়া
 হয় এবং তাছাড়া হৃৎকণ্ঠের কানীবাড়ী ও বেলুড় মঠ,
 কালীঘাটের মন্দির, মিউজিয়াম ও গিটেটেরিয়া মেমোরিয়াল
 পরিদর্শন করে,—শিবিয় অধিনায়ক। এঁদের সঙ্গে কথো
 পক্ষ স্থান পরিদর্শন করান।

হাজাতি প্রদর্শন ও হাজাতিতে বক্তৃতা—পণ্ডিতবর
এবং কলিকাতা পৌর প্রতিনিধির প্রচার বিভাগ হাজি
বায়া, কাজী উমর হাফিজ, ও শিবনীর বিয়ের সন্মান
চিত্র ২ দিন প্রদর্শন করেন। মহোদয় নমিণী নারী মঞ্চ
পরিষদের প্রচারক শ্রীমতেন্দ্রা লাল ঘোষ হাজাতিতে
শ্রীমতীমতী পূর্ববঙ্গে যৌবন ভাবনা, বয়স শিক্ষা বুঝবা,
পদীর পানন, প্রকৃতি বিয়ের ২ দিন বক্তৃতা করেন।

শ্রীমতী জয়া হাঙ্গের পরিচালনায় শিল্পের ব্যাংক
কবিতার ইতিহাস নামের "কল্যাণ" নাটকটি অতি সফলভাবে
অভিনীত হয়। শিবির শিক্ষার্থীরা "হামেশা গান"।
"দুর্গ" নাটকটির মিশ্রিত অভিনয় দ্বারা সফলকর আকর্ষণ
করে। শ্রীমতী বিজয়া মুখার্জী তাঁর বাগান ও কবিতা

[illegible]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জনসেবক, জৈতিহাসিক, বাহ্যিক
শিক্ষাবিদগণকে জ্ঞান ও মানব দান করিয়াছেন কৃতজ্ঞতার
সহিত তাঁহাদের নাম ও আলোচ্য বিষয়ে সন্দেশে উল্লেখ
করা হইতেছে—

ଡାଃ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଳଦେବୁ ଶତ୍ରୁଂ—ମହାଦେବୀର ନାମିକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ।
 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କଳ୍ୟାଣି ଉପାଧ୍ୟାୟ—ସାବିତ୍ରୀର ଇତିହାସ ଓ
 ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମହାଦେବୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ।

ଡା: କ୍ରିୟତା ମୂଳା ବୋଧ—ସଂସ୍କୃତି ପରିଚୟା ଓ ନିଜ ନାମନ ।
 କ୍ରିୟତା ମୂଳା ବାଧ—ପରିସଂସ୍କୃତା, ଅଜ୍ଞାନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର
 ଓ ସାମାଜିକ ନିଷିଦ୍ଧ ।

ପ୍ରିୟତୀ ବାଣୀ ବୋଧ—ସାମ୍ୟ ଓ ସାମ୍ୟାନ୍ତର ସଂଗ୍ରହ, ମାନ୍ୟବାଦିକ
ସାମ୍ୟବାଦୀ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଖାର୍ଜୀ-ବାବୁଜୀ-ସଂଗ୍ରାମେ ବରଦ
ନାଶେବ ଯାନ ।

ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁଙ୍କୁ ଫେର—ହାଜିରାହ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ସୋମା ଦାସ—ଭାର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତେ ନିକା ମହତି ।

ଶ୍ରୀମତୀ ନିରଞ୍ଜନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ—ନାଶିବ କହବା ଓ ନାସିବ ।

ପ୍ରିୟତୀ ହୁଏ ମୋ—ଏକତା ଓ ମହାତ୍ମା ମୋ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ଝିଅିଆ ବନ୍ଧୁ-ନାଗରିକ ଆଦିକାର ଓ ଶ୍ରୀମେହେରୀ
"ମହାଶିବ"

কুমার বিনোদ ঘোষ—মনোবিজ্ঞান ও সামাজিক শিক্ষা।

ଶ୍ରୀମତୀ ହରାମିନୀ ଦେବୀ—ଉତ୍ତମୀ ନିବେଦିତା ।

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରେମିତା ନାଗ—ପିତୃ ସମ୍ମାନ ।

ଶିକ୍ଷଣୀ ମୁଦ୍ରାଶ୍ରୟ ଯୋଗ—ହେଉଅ ଶ୍ରୀକବି ଓ ମିତ୍ର ।

ଶିବତୀ ମୌଳା ସହସ୍ରନାମ—ବରଦାସ ମାଧବ ଓ ଶାନ୍ତନୁ
 ପରିଚାଳିତ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମାତା ସାମାଜିକ ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନ୍ଦୋଳନ
କଠିନତା ତଥାବଦି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନବ ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ।

ଅବୋକ୍ତ ନମ୍ବର ନାବୀନୁଷ୍ଠାନ ସମିତିରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନିବାରଣ

সভাপতিশ্রী সত্যেন্দ্র প্রসাদ বসু মহোদয় উক্ত সভায়
পরিচালনার হাতিয়ত গ্রহণ করেন এবং অত্রান্ত্র প্রদান করিয়া
যাওয়া পিছির শিক্ষার আদর্শ ঘাষণা করা করেন। সাধারণ
সম্পাদিকা শ্রীমতী মনিকা গুপ্তা এই শিক্ষা পিছির
পরিচালনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করা করিয়া এবং যুগ্ম
সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মনিকা গুপ্তা ও বিদ্যালয়
সম্পাদিকা শ্রীমতী আশুতোষ কান্তার প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত
সভাসদ্যে দ্বারা পিছির শিক্ষা পরিচালনার সাহায্য করেন।

১০ই জুন অধ্যাপক শিক্ষাবিভাগে বিদ্যায় স্নাতক
ও বিদ্যায়ার হইয়া উঠে। এক মাসের ভিতরে তাহারা
পদোন্নতির সহিত বিদ্যায় স্নাতক ও শ্রীতির বন্ধনে
যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, বিদ্যায়ালীন বৈশিষ্ট্যকে শেষ পর্যন্ত
এবার পরিচয় পাইয়া যায়। সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে
এই অস্বস্তির দৃশ্য অপরিসীম। উক্তবর্ষের সন্তান, সন্তান,
মুখ ও কোমল হৃদয়ের পরিচয় সকলে চুপ, তাঁহারা
যে আদর্শ এই এক মাসে পাইল, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত
জীবনে প্রতিফলিত করিয়া যথেষ্ট ও সমাজকে স্বাক্ষর
করিয়া গিয়াছে তুলিয়ে এই আশা করি।

বঙ্গলক্ষী শিক্ষা ক্লাস

সরকারী শিক্ষা সঙ্কল্পের সাহায্যে এবং পরিচালনা
অধ্যক্ষী ১৯৫৫-৫৬ সনে অত্র ক্লাস ১০টি মহিলা সমিতিতে
আঞ্চলিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৫৬-
৫৭ সনের জন্য সরকারী সাহায্য সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত
মহিলা সমিতি সমূহে আঞ্চলিক শিক্ষা দান ও সামাজিক
শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—

১। চাকবহ, ২। নৈনহাটী সেন্টাল ক্লাব, ৩। নৈনহাটী
(বেলগুড়), ৪। বাঘাটী, ৫। বিবেকানন্দ, ৬। নোনাহাটী,
৭। গাভী কলোনী, ৮। হালদুই ইউনিয়ন, ৯। কাঁচড়াপাড়া
(বেলগুড় কলোনী) ১০। ভাড়াপাড়া (বেলগুড়),
১১। লালা বাগান, ১২। বর্ধমান সেবক সন্থ এবং
১৩। বাগড়া।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি সমিতিতেই নিম্নলিখিত শিল্প শিক্ষা
দেওয়া হইয়া থাকে। এই শিল্প বিভাগে বাগাড়া শিক্ষা
সভা করিয়া যথেষ্ট তাহারা প্রত্যেকটি বঙ্গলক্ষী। পরিচালনা

করিয়া দেখা গিয়াছে, এই সকল বঙ্গলক্ষী পুষ্টি সাধারণ
শিক্ষা লাভের কোন প্রযোগ পার না এবং সাধারণ শিক্ষা
কির কোন কাজেই অগ্রসর হওয়া যায় না। শিল্প শিক্ষার
সহিত সাধারণ শিক্ষা দেওয়া অপরিসীম হইয়া উঠিয়াছে;
কিন্তু আর্থিক অবস্থার দিক হইতে সমিতিতে শিল্প ও
সাধারণ উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।
সরকারের "বঙ্গলক্ষীর শিক্ষা" ব্যবস্থা মহিলা সমিতির পক্ষে
অত্যন্ত সাহায্য করিতেছে।

অত্র বঙ্গলক্ষীর জার বর্তমান বঙ্গলক্ষীর বঙ্গলক্ষীর
কর্ত্ত প্রয়োজনীয়তায় অর্থ সাহায্য সরকার হইতে পাওয়া
গাইবে, খুবই আশা করা যায়।

শ্রীকলোনী মহিলা সমিতি

সরকারী পরিচালিত বিকিউজী জাতিক্রান্তি বিতরণ
হইতে শোখার তৈরীর মজুরী বাবদ শ্রীকলোনী মহিলা
সমিতি মোট ৩৭৩৭ টাকা পাইয়াছে। অত্রাধ্যক্ষ শোখার
তৈরীর পারিভাষিক বাবদ সমিতির কর্মসিদ্ধিতে মোট
২৪৮১০ মজুরী দেওয়া হইয়াছে। কর্মীরা প্রত্যেকটি
পূর্ণবয়সের উদ্বাহার। উক্ত টাকা চাইতে সমিতির জন্য একটি
সেলাই কল, খুঁটি, কাঁচি ইত্যাদি কেনা হইয়াছে এবং
সমিতির পুষ্টি নির্ধারিত তত্ত্ব ৬০০ টাকা খরচ করা হইবে
হিহ হইয়াছে।

এই সমিতির অনেক কাজ অর্থাত্মে অপরূপ ছিল
এবং প্রতি কঠোর সমিতির কাজ চালান হইতেছিল। এই
প্রকার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং অগ্রগতিযোগ্য।

শ্রীরাধাপুর মহিলা শিক্ষাগ্রন্থ

মহিলা শিক্ষাগ্রন্থের পরিচালনার গত ১২ই মে পরিচালনা
সকল ৮৪ বর্ষকার শ্রীরাধাপুর বানলী দিনেশা বসু
"জগদান শ্রীরাধাপুর" জ্যাতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত শো
হইতে মহিলা শিক্ষাগ্রন্থের তহবিলে ৭৮০ টাকার ব্যয়
করা হয়।

মহিলা শিক্ষাগ্রন্থের টেনী প্রাপ্তা মহিলাপণ ব্যাংকে
উপার্জন করিয়া প্রযোগ পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে

একটি শিল্প তথা প্রকৃত ও বিকৃত কেবল দুনিয়ার উৎকৃষ্ট
এই চ্যাবিটী পোষ রাখা করা হয়।

এই চ্যাবিটী পোষা লাক্ষা অতিত করিতে উঠানমুখে
এল, কি, ও, অশাসনের সাহায্য কর্তব্যের পতিত যত
কথা বাইতেছে, যাননী দিনেয়া চলের কল্পনক এই 'পোষ'

কল্প কোন নাড়া নেন নাট, তাহাও কর্তব্যের পতিত
মরণ করা বাইতেছে, অতলা বালিকা বিবাসনের চ্যাবিটী
টিকিট বিক্রয়ে সাহায্য এবং কল্পনাবশের নিকট হইতে
যে সাহায্য ও সত্যকৃতি লাভের পিছায়ে তাহাও কর্তব্যের
পতিত উল্লেখ করা বাইতেছে।

আমাদের আসর

পট্টালিকা—ঐকমলা দেবী

বরষার ময় বাণী

প্রভাবতী ভট্টাচার্য

তৈজসের বাষষাহ শেষে আবারে কৃষিক ধর্মের বুকে
নেমে এসো মলমলী বনবা। আকাশ হ'য়ে উঠলো দেব-
মেঘর। শুভ হল বিজ্ঞানের সূত্রচূড়ি খেলা।

কিশোরী ছেয়েটি খেয়ান চলল। একদিন যৌবনের ডগা
ঝোড়ায় হ'য়ে উঠে উজ্জ্বল—যেমন গীতের শুভ
মহীভাগোতে কখন বান ভেঙে উঠলো, ভোড়ায় এসে
ভাসিয়ে দিলো এতল ওতল! মাঠ-ঘাট সব ভাসিয়ে গিরে
চকলা প্রোভাষিনী এয়ার চললো: অভিনাবে.....প্রিয়তম
শৃঙ্গের সাথে মিলন কাখনায়।

এ তথা যৌবনের অর্ধা সেই পথম পুরুষের চরণে
দম্পণ করে বেয়ার ভক্ত আবুল হ'য়ে উঠলো বেগমতীর
গ্রাণ। তার অঙ্গে অঙ্গে নেমে এল ভগ্নের বস্তা। সে
অপূর্ণ ভগ্ন-বাহুরিয়ার বাহুরবতী হ'য়ে উঠলো বনবী। সে
যৌবনের গ্রাণ-গ্রাণুর্থে গ্রাণবৎ হ'য়ে উঠলো পার্থিব
দলল বস্তা।

ছব্বের উজ্জ্বল ভরবে ভেলে চললো দ্বিধুগ্রিয়া—
ভূমিরে দিলো কত দত্ত কেত.....কত জননক। পথ
বিশল সে বুলে গেলো। তার গ্রাণের অন্ত আপা অন্ত
পথে তাকে নিয়ে থাকে.....কখনও বা বহুদল পতিতে...
কখনও বা বহুত্যাগ।

সারাটি বছর সে থাকে প্রতীক্ষায়! তারপর আবারে
প্রথম বিশ্বাস ঘেষবৃত্তি বিছাঝ দেখার হ'য়ে আনোরত
প্রিয়তমের লিপিকা। সে বাহতা শুনে, উট্টীর মলমলী
সবী বনানী গায়ে কল্প মূলে মলিকা। চ্যাবিটী
আনার সমবেতনা।

ভাগ্যের বাহল-বানী আসে তাকে নিয়ে ছেতে।
অগ্র সজল কঠে সে বলে—“দিক্‌নাথ, তোমার ভক্ত উৎসল
হ'য়ে উঠেছেন—আর সেও নয়, চল সখী।”

প্রাবল-ধাওয়ার মূহুরণ্মীতে চড়ে যাত্রা করে বিরহিনী
প্রোভাষিনী সুনীল শিঙ্গর অভিমুখে.....প্রিয় লক্ষণের।

পথে পথে তাকে অঙ্গদিতা পল্লী-বৃন্দ পল্লী-মল-মল
অভিনন্দন জানিয়ে বলে—জগো অভিনয়িকা তটিনী!
তুমি তেও কত বেগ-বেগান্তর পেরিয়ে যাবে-মহাসাগরে—
তোমার অভিনয়ের পথে বহি আমার প্রিয়তমের মেধা
পাও, তবে তাকে স্মৃতি—

“এ তথা বাগদ মাছি তায়র

দুস্ত দখির যোয়র।”

আগো যলো—

ভোমার গ্রিয়া প্রেমের পথ পথে গিয়ে বলেছে, বাহল-বন
একটি বাসতে ভক্তগ ঘন সে বাসে। তোমার ভক্ত গিয়ে

তাহে বুঝিয়ে বলো সখী—হাটের বেশ হাটল-হাটলে
সবদী দপনে শুক হয় মিলনালিঙ্গন.....সুধর নিলে
সখার ভরে তোমার বিচ্ছেদ-ব্যাকুল। বিনীত ক্রিয়ার
তোমার নামে অঙ্গ-বারা। চলে যায় তার উজ্জ্বল বক্ষরন।
অপাখে বিবাহকুল স্বয়মের মর্মবানী নিয়ে অশান্ত বকে
যেই চলে মিলন পিয়াসী জ্যোতস্বিনী.....পরিধানে

তার সুরত আঁচলার মেঘকণের পাড়ী—হাতে কল্মশ
করে বিজ্ঞানের চুম্বক। কণে বসন্ত সাতলহরী—তার
সাথে মোতা পাঞ্জে বনানীর সেওয়া উপহার কথক-কুলের
মালা। কর্ণে সুমলিনীর সূতল—হতে যেতগন্ধের গন্ধ।
পারে বাসলের নুপুর—নিধিনি বেসে চলেছে বিষ্ণু-বিষ্ণু...
বিষ্ণু-বিষ্ণু!!

রাগাঘর

আমতী বীণাপানি দুজী

১। চিড়ের পোলাও

উপকরণ ও পরিমাণ—

১/২ সের চিড়ে, ১/০ পোয়া দি, ১/০ সের চিনি, কিসমিস ১/০ পোয়া, বাগাম আধ চটাক, পেতা আধ চটাক, বেঙ্গু আধ পোয়া, বড় এলাচ, চোট এলাচ, লবঙ্গ, দাড়িচিনি, কিলকী বং, তেজপাতা, মালা ও ভাংফল একটী।

প্রস্তুত প্রণালী—চিড়েগুলি প্রথমে পরিষ্কার করে বেড়ে বেড়ে নিতে হবে। তারপর শুকনো করে আর দাড়িতে হবে। সে তাক চিড়ে গেল যেনে কড়ার দি দিয়ে আর পরম মসলা, তেজপাতা, মালা সুতানো, ইত্যাদি দিয়ে দি পরম হলে চিড়েগুলো ছেঁকে দিতে হবে। এখন এতে মালাবাটা, জিরেবাটা, ছন, চিনি, কিসমিস, পেতা বাগাম, কিছু বেঙ্গু, কিলকী বং ইত্যাদি দিয়ে মাজুন। পাঁচ মিনিট নাক্ষত্র পর পর মল দিন। চিড়ে শিঙ হবার মত মল যেনে।

২। ফুলকপির ডাঁটার বট

প্রস্তুত প্রণালী—ডাঁটাগুলি বেঁচে পাতা কেসে দিয়ে টুকরো করে কেটে শিঙ করে দিন। তারপর ঝল বাড়তে দিন। মালা, জিরে, বনে, লকা, লসু, ছন, মিঠা

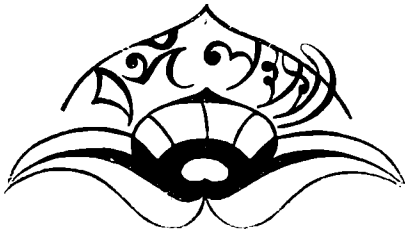
একটি দিয়ে বেশ করে চটকিয়ে ডাঁটাগুলি মাজুন। কড়কগুলি বাড়ি ছেঁকে শুভো করে রাখুন। কড়াতে তেল দিয়ে লকা, জিরে কোড়ন দিয়ে চটুকরো ডাঁটাগুলো ভাজুন। ১১ মিনিট ভাজবার পর তল দিন। মলটা তকিয়ে গেল আর আটার পোলাও পরম মসলা বাটা দিয়ে নাবিয়ে রাখুন। এটা খেতে বেশ সুখার হয়।

৩। গাব পাতার ঘণ্ট

প্রস্তুত প্রণালী—পাতাগুলি বেশ করে হুটিয়ে নিয়ে লিঙ্ক করুন। তারপর ভাল কাঠিয়ে বনে, জিরে, লকা, মায়া, নারকেল কোড়, বড়িভাড়া, ছোলা ভিজানো, ছন, মিঠা ইত্যাদি পাতাগুলির সঙ্গে চটকান। এভাবে কড়াতে তেল দিন। তেল পরম হলে চটকানো পাতাগুলি ঘিঁষে নাক্ষত্র রাখুন। কিছুকাল নাক্ষত্র পর একটু আটা শুভো দিয়ে নাবিয়ে কেনুন। এটাও বেশ সুখোচক।

৪। লাউয়ের বিচি ভাজি

প্রণালী—পাকা লাউয়ের বিচিগুলি শিলে বেশ করে বাটুন। তারপর—পরিমাণ মত কাটা লকা বাটা, ছন, মিঠা, লবিয়া বাটা, পেতা বাটা ইত্যাদি দিন। পরে ঐ বাটাগুলি দিয়ে নাক্ষত্র রাখুন। বেশ সুস্বাদু হলে নাবিয়ে কেনুন।



আমাদের দুর্গোৎসব ঐজ্যোতির্পরী ঘোষী

আমাদের বাংলাদেশের এই দুর্গোৎসব—এই মহাযাত্রা চতুর্থাৎ সপরিবার পূজার অপরূপ উৎসব কতকালের কত দিনের পুরানো ইতিহাস, বলা কষ্টের। চতী বা সপ্তপতি পাঠ পূজা চারভাবের প্রারম্ভই হচ্ছে কোন না কোন আকারে,—যা চতীকাণ্ড বিভাজ্য কঠোর নানাভঙ্গ; কখনো দুর্গা নামে সিংহযারিনী স্মৃতিতে, কখনো ঘোড়া মন্তিকা নৃসিং ও কঙ্কালমাসিনী পিব-পবাদনা রূপে, কখনো মহিষ-মর্দিনী রূপিনী, আধার ঘটরূপেও পূজা গ্রহণ করেন।

কিন্তু সপরিবারে দামী-দুর্গ-কথা নিয়ে মাতৃ-তপিনী মহামায়া পূজা, এমনভাবে তিন দিন ধরে অনেক উৎসবের মতো অলঙ্কারের মত এমন পূজা কিন্তু কোন প্রাচীনতাই নেই, কলতে পারি—বস্তুতঃ জানি। অজ্ঞ প্রাচীন যাত্রার একাকিনী, মনোমানে পূজিতা। সবসময় প্রতিষ্ঠা করা ঘোষী; কোথাও অষ্টোত্তম স্তুতি, কোথাও বিলাসময়ী, কোথাও বাসুদেবী বিগ্রহী অথবা স্তুতি, ধীরে নিত্যপূজা হয়, কিন্তু নৈমিত্তিক উৎসবের পূজা সাধারণতঃ হয় না। বাংলাদেশের এই দুর্গা সপরিবার মহামায়া পূজার প্রাচীন

মনে হয় কোন প্রাচীনতাই নেই। আমাদের অজ্ঞানি মেঘের মতো যদি, "সপরিবারে দুর্গায় নমঃ" এতলা চতী প্রথম নয়। বেশি, পূজার ধ্বংস, কিসমতী বলে, এই অজ্ঞানবোধের দুর্গাপূজার অস্তিত্বের তত্ত্বাংশে 'ভগবান' কাম্যক্স প্রবর্তন করেন কখনো কখনো-বিজয়ের সংকল্প করে। তার আগে বাসুদেবী-দুর্গাপূজাই আদি পূজা ছিল। পূজাতন প্রথাকে অনেক সময় নতুন প্রথা অতিক্রম করে তার স্থান বেশী করে অধিকার করে নেয়, এতো আমরা প্রাচীন মেঘতে পাই। যেমন, অনেক দেশ বিলাতী নৃবর্ষ পালন করেন নিজেদের নতুন বছরের জটিল হিসাবের হাজারো না গোছানোর মত। কয়েক সেইটাই জাতীয় বর্ষ ও উৎসবভঙ্গি দাঁড়িয়ে গেছে। (নব্য জীন ৮)

আমাদেরও সেই অজ্ঞানবোধের বহাধারার পূজার উৎসবও এখন প্রাচীন ও প্রথম স্থান নিয়েছে। কিন্তু শুধু বাংলাদেশেই এটা সাক্ষরীণ ও জাতীয়ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অজ্ঞ দেশে এভাবে মাতৃগা অস্তিত্ব তন্য। সপরিবারে তো মাতৃ মাতৃর সংস্কৃতি, নানা

লক্ষী, সত্বনী কোথাও দেখা যায় না। হাজরান, পশ্চিম ভারত, উত্তর ভারতে হিমালয়, পশ্চিম ভারত, সর্বত্রই চৌধুরার পূজা হয়, প্রায়ই প্রতিপদ থেকে বন্দী অবস্থি 'নবরাত্রি' নামে বন্দন ঘটে করেও একদিন দিনে সে পূজা ও ব্রত শেষ হয়। কিন্তু সে শুধু কত্রি, রাত্রিপূজা ও হাজা মধ্যভাগের অন্তঃস্থানী চৌধুরার পূজা। লোকলের পক্ষ বিজয় বাসনার আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য সে পূজা। এই পূজার বেনী যাত্র উপলক্ষ্য, অন্তঃস্থানী লক্ষ্য। নবরাত্রির নব্বিন সার্বজনীন উপলক্ষ্য থেকে ব্রত একাত্তরে অন্তঃস্থ পবিত্র্য ও সংস্কার করে বড়বড়পট্ট বৈদ্যের পূজা হয়। বিজয়্যার দিন সেই পূজার মহাপ্রয়াগে হাজরানচৌধুরার নানা অস্ত্র নিয়ে ও নানা বান-বারানে কৌলিক প্রণয় বিজয় হাজার সমাপ্তি। তাতে যেনা আছে, উৎসব আছে, কিন্তু জনসাধারণের আনন্দময় পূজা নিষ্ঠা উপলক্ষ্যময় পূজাগুলি ভোগ্যগাম্য উৎসব নেই। সে হ'ল রাত্রিপূজা কত্রি বা বীর সন্তানবায়ের পক্ষতরের আকাঙ্ক্ষা চৌধুরার চামুড়া মতের উপলক্ষ্য। জনসাধারণ, ব্রাহ্মণ, বৈজ্ঞ, পূত্রবৈদ্য নানা জ্ঞানী নানা জ্ঞানি শুধু উৎসবের সর্বক মাত্র। তাগের বৈদ্য দৃষ্টিতে খটে পটে কোনদিন মায়ের সর্বজন ও হয় না, বিলম্বিত হয় না। তাগা শুধু মেলা যেহে করে কেহ, যে হেলে মেলা হয়। যেখানে মেলা নেই, সেখানে কোন উৎসব নেই।

আগেই বলেছি, এই দুর্গোৎসব কতদিনের পূর্ণাঙ্গ, বলা লক্ষ্য। তত্ত্ববিদ্যার আনন্দময়ীত্বের ও গল্পে পড়ি— কালীপূজার কালী কালীমূর্তি: প্রবর্তক তিনি। বিভাবে মায়ের দৃষ্টি পট্ট ও হলে, তাহ জ্ঞান তিনি নানা পাত্র নানা তত্ত্ব পড়ত টিক পাচ্ছিলেন না, তখন একদিন সকালে উঠে একটি কালো বস্ত্রাশ্রয় পূত্রতরকে নিয়ে বড়ীর প্রাঙ্গণে বৃষ্টি দিতে বসেন। তাঁকে ঘেঁষে সে লক্ষ্যের দিকভেটে বা-হাজে মাথা কানড় ফুলে বেবায় চৌরী করে, অস্ত্র হস্তটি পোষয়দিত। তকীটা টিক বেন বরাত্ত দুস্তায় বস্ত্র বনে চল তাঁর চোখে। এক কথায়, তকীটি সবস্ত্র তাঁর চোখে লক্ষী কালী নরিক চৌরী ভাবে মাকে অপূর্ণ লক্ষ্যভাবে উদ্ভাসিত চল।

সেই থেকে কালীমূর্তির এই ভাবেই প্রতিমা গড়ায় এতলন হয়, মনুষ্যকণ্ঠে মূর্তিপাখ্যায় বহানয় রচিত "লক্ষা-লাপে" পড়ি (১ম পত্র)।

কিন্তু বালাবেশে এই দুর্গাপূজা যে কতদিনের, কে জানে? কে বলতে পারবেন? যদিও ঘরে ঘরে বছরদিন ঘরে কুলপ্রদায়ক এ পূজা হয় বটে, তবু এ দুর্গে নতুন দৃষ্টিতে নতুনভাবে মাতৃদুর্গাকে দুর্গোৎসবকে বৈদ্য কল্যাণ কান্তের মস্তুরে প্রণয়। যেন ও দুর্গা মেঘতা ও পৃথিবী সেখানে এক হয়ে গেছে। সন প্রদর্শন বাহিনী চৌমুগপেয় কৌলিক পূজার প্রতিমা বেন অপূর্ণ যেনজননী জগজ্জননী হলে বৈদ্য দিলেন দেশের লোকের চোখে। তাহা আগে কখনো এমন করে অগম্যতার এমন সর্বময়ী, সর্বজনীন, সর্বজনপিতা তন বেগতে জানত না। তাহা বেগল মায়ের সর্ববাসিনী যেনকলময়ী জগজ্জননী তন, লক্ষ্য লক্ষ্য বস্ত্র বেননা ও বহু অগম্য নতুন করে জগপট্ট করতে দিলেন—'বহু-মাতৃবহু'। তাহি লক্ষ্য কলমকাজ বেলন 'কত নাচ পোঁ মা' মহাতাবয়ী মহামায়া কলমকাজকে কি নতুন ভাবে দেখা দিবেছিলেন?

এই আশ্বষের দুর্গোৎসব। আশ্বষের কতকালের আগমনী বিলম্বিত গানে, কতকালের তত্ত্বাধনায়, কত সাধকের কত গুণতায় মাকে আরেক নতুন রূপে আশ্বষের চোখের সামনে এলেন আশ্বষের দুগুণী মাতৃদৃষ্টিবী যেন এ জগদময়ী, চিত্তবী, সর্বজনীনরূপে—বা ভাবতবর্ষের কোন বেশেই নেই। অস্ত্র দেশে পূজার এমন করে সার্ব-জনীন ভাবে ব্রাহ্মণ পূত্র লক্ষ্যের সমান অবিভার্য বৈদ্য যেনকলম বৈদ্যের বৈদ্যের আগমনী গান ভিখারী বাউল লক্ষ্যের ফুলে লোকে পোনে। যে পূজার বিলম্বিতের পব লক্ষ্য বর্ষ লক্ষ্যভাবে অতিবাহান আগমন-প্রদান করেন, এই আশ্বষের বালাবেশের দুর্গোৎসব। সেই জগজ্জননীকে প্রণয় করে কথা শেষ করি—“হিন্দি বহিষাতি মহামায়া চামুড়বাসিনী-রূপে” পূজিতা, কিন্তু তবু পত্রাপত্ত বীনার্ত্ত পবিত্রাণ পবায়ণে সর্বগম্যার্থ হয়ে বৈদ্য নারায়ণী নবোদ্ভূতে।

ভীষণী বর্ণনামণ্ডো দেবী অহুনিষিত

উগ্রভোগ্য ইত্যাদি যে অগ্রভোগ্য শক্তি পরিবেষ্টিত
 ইত্যার্থে ক্রিতি, অণু, ভেদ, যত্ন, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য ও
 বসীরাশুরক এই অষ্ট। ইত্যথা ব্যাচ্যে বেদেন কথিয়া
 আছেন এতদ্ভাষ্যে হুগ অর্থাৎ জগৎকে যিনি হারণ করেন
 অর্থাৎ পরহরঃ। ঐত্যাংকে চিত্তা কহিলে স্বর্গ, অর্থ, কাম,
 মোক্ষ লাভ হয়।

অধ্যাপক ডক্টর ত্রিষীতা বিমল চৌধুরী

কারণের বিষয়বস্তু জানাধি উপস্থাপন করত বা বিচারিত
নীতি সমূহের অস্তিত্ব কোথলে পরিজ্ঞান, নায়েই 'হাচ'

পৰিকল্পিত। ইহাতে যাহা, কতক্ৰমে, শাস্ত্ৰ-বিজ্ঞান-
 লব্ধি-লব্ধ-প্রতি-দেহ-প্রতি-। যদিও কতিপয়-প্রতি-
 তাহার-মত, যাহা-। যাহা-। যাহা-। যাহা-।
 লব্ধ-সর্ব-কালের-। উৎস-।
 তাহা-। যাহা-। যাহা-। যাহা-।
 ইহা-। যাহা-। যাহা-। যাহা-।
 যাহা-। যাহা-। যাহা-। যাহা-।

क।मोहाहि कप।मोहयपकप।मो उययय क।मो ।

ଶୋମାଳୀ ବସନ୍ତାଳୀ ଋତୁର ମାଳୀ ପ୍ରସାଦ ବରମାଳୀ ।

অর্থাৎ—যিনি কালীর নাসের কপালমুখে নৃত্য করিবার
মস্ত-উৎসৃষ্টি' বাৎস' করিয়া সোপান নাসের করতালীর সনে
নৃত্যের হইয়াছিলেন সেই পাশপানন বনমালী আত্মবিশ্বে
পবিত্র করুন।

(୧) ସୁନା ମଂଜୁଡ଼ ଶୁଦ୍ଧ କାସାଲ(ନା) ଲବଣ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ।

ଅନ୍ତରାଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ୧ ମାସିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଟି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି
 ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ—

ਅਰਥੇ ਕਿ: ਜੇ ਹਲਕਾਭਾਵਲੀ ਗਤ: ਜਲੇ ਸੁਖ: ਚਲੇਵਾ:

किं वा शल्यमिवाकृता वदन्ति नो ? इत्यत्राकृता निधिः ।

জীবন্তে অবশ্যে মহত্ব ফলং বুটোঃ স্থিতং কোটরে

किं किं नाश्रितं पालनाय महते कष्टेः परमोऽर्थः ।

ଅର୍ଥାତ୍—ଜଣେ କି ଆମର କଲେଜର ପରିଚାଳକ ନୁହେଁ

জোড়ে ধারণ করিয়া রক্ত করিতেছেন 'না' কলম
 কি অঘোরে শস্যভূলা হইলেও চ্যাত্ত বৈদ্যকে
 আলম্বনে বহন করিতেছেন না? ওরূপ কি তাগড়
 যীবাণ করিয়াও যথার্থ অগ্নিকেই বর্ষণের বাহিরা
 হইতে রক্তের দ্রুত আশ্রয় গর্তে ধারণ করিতেছেন
 না? ইহা হইতে জানা যায় শব্দ বাহারা আশ্রিত
 বায়ুশোভা তাহারা আশ্রিত শোষণের দ্রুত দ্রুত কই নহ
 কথিবা থাকেন।

कवि त्रेश्वरचन्द्र शुभ्र

ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧ୍ୟମ

১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে
২৪ পরগণা জেলায় অর্থাৎ ইতিহাসে গুপ্তবংশে
বসতি স্থাপন করেন।

তখন বাংলা সাহিত্যের সমগ্র মুখ বেশী মনোনিবেশী
হয়ে ওঠে। কাব্য, সাহিত্য, যোগস্বাদ্যের বন্ধন-পানে
মুগ্ধ হইল। অর্থাৎ সাহিত্যে তখন মনোনিবেশের মুখ
ওঠিল। অর্থাৎ মনোনিবেশের মুখ ওঠে। অর্থাৎ
মনোনিবেশের মুখ ওঠে।

এই সময় কবি ইন্দ্রকুণ্ড তাঁর কাব্যসম্ভার নিয়ে বাঙালার কাব্যসাহিত্যের প্রাচণ্যে প্রবেশ করলেন।

কবি ঐশ্বরকৃষ্ণের পারিবারিক অবস্থা খুব বদলায় ছিল। এখানে তিনি একটু একেবারে প্রকৃতির ছিলেন। তাই

লোপাংড়াও তিনি ঘেঁষে শিখতে পাবেন নি,—এক ঠাণ্ডা
 কাবারচনাতেও তেমন অগ্রসর হবেন নি।

তাই ঈশ্বরভক্তের কাছে। তবেই প্রাচীণ ঝালমেও, প্রকাশভিত্তিক হয়ে তেমন আর্থিক বিদ্রোহ ও আর্থিক চরিত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে ঈশ্বরভক্তের কাছের প্রকাশভিত্তিক তেমন দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও তিনি যে একজন ব'লি বঙ্গোদীকণি ও পত্ন্যবধি ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না।

স্ব বাঈ জিনিষের প্রতি তাঁর গভীরতর আকর্ষণ টীকে
বাঈ বাঞ্চানীকবি করে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত
করেছিল। স্বয়ংক্রিয় ঈশ্বরভক্তের কবিক্রিয়াকার সদা-
গোচর কর্তে গিয়ে যলেন্দ্ৰেন্দ্র—“কবি ঈশ্বরকে গুণ
বাঈ বাঞ্চানী কবি। নৃশূন্য, দেহহীন, নবীনকে গুণ

দৌহিত্রনাম লিখিত কবি; ঈশ্বরচন্দ্র বাহাদুর কবি—তিনি ব'ঙ্গালী সমাজের কবি। তিনি যশের কবি, তিনি সৌন্দর্যের কবি, তিনি কলকাতা সহরের কবি, তিনি বাংলায় গ্রামের কবি।

এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়—অন্তে তাহাতে বড় বড় পান না।

তিনি স্বভাবকবি। তাঁর রচনায় আত্মবাদের চোয় মাথুণ্য দেখি।

বড়িষট্শ্রেয় এই সমালোচনার মধ্য বিধে এই কথা বৃকতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন স্বভাবকবি।

স্বাভাবিক তাই স্বভাবকবি না হলে কখনও তিনি বড়সের শিল্প কলকাতায় এসে, অস্থায়ী হয়ে পড়েন। মশা-মাছির উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে ঘুবে ঘুবে রচনা করলেন—

“হাতে মশা, মিনে মাছি—

এই মুখে কলকাতায় আছি।”

ঈশ্বরচন্দ্র যে খাঁসী বাহুব ছিলেন এবং মেহী ভিনিষটা আদৌ পছন্দ করতেন না—সেই স্বভাববিশিষ্ট। তাঁর কবিত্ব-প্রতিভায় যেন এক হয়ে মিশে গেছে।

তাঁর নিজের অনন্যীয় কৃত্যের পর—তাঁর পিতার দ্বিতীয়-বার বাৎসর্যগ্রন্থকে তিনি মনে নিতে পারেন নি। বিদ্যাতাকে তাঁর মনে হয়েছিল ‘মেহী’ যা। এই মেহির বিরুদ্ধে তিনি হীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবনেও এই খাঁসী আত্ম মেহির বিচার করতে গিয়ে তিনি হুদী হতে পারেন নি। তিনি একজন বন্যী স্বভাবকে স্ত্রী বলে মনে মনে ধরন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা তাঁর বিবাহ ছিলেন অল্প এক কন্ডার মধ্যে।

বহু দুর্গামকিক তাঁর মেহী বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি দুর্গামকিকে গ্রন্থ করলেও, স্ত্রী রূপে স্বাক্ষর করে নিতে পারেন নি।

এমনই খাঁসী বাহুব ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র।

এই মেহিক প্রতি বৃণা তাঁর কবিত্বপ্রতিভায় বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই বৃণা থেকে এক অস্ত্রাঘের প্রতি শ্রেয় ও অবিচারের প্রতি প্রতিবাদ থেকে তাঁর বাদ কবিত্বাত্তলি কল্পনাও করেছে।

এই বাদ-কবিতাট ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বপ্রতিভার সূত্র-বৈচিত্র্যের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য—এই বাদ-কবিতা তিনি প্রচুর রচনা করেছেন—তার মধ্যে ‘সংস্কৃত সম্পাদক’, ‘মেহী প্রাণব-পতিত’, ‘সংস্কৃত-পত্র’ প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক স্বকীয়শক্তির পরিচয়। ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদককে কবি বলেছেন—

“এ যেনেতে আছে বস সম্পাদক সারা

সকলেই আশাঘের সড় তাই—হায়া

তোমরা সকল মতে সবার প্রধান

রাজ-জাতি, রাজপ্রিয়, রাজবৎ মান।

বাহিরেতে ধোণনোয় বসুধে সারা

ভিতরেতে ঘিনু ঘিনু পাকঘরা কাহা।”

‘সংস্কৃত-পত্র’ কবিতার কবি বলেছেন—

“ওগো যা চিত্তোন্মিত—কর গো মান্য, কর গো মান্য

তোমর ছেলে বেন মোহের, চোখ বাড়ে না, বাড়ে না।

এরা ধরে ধরে বিচ্ছে পেতে আবে ভগবতীর চান।

ওমা, সকল গুরু হুঁরিয়া গেলে দুহু খেতে আর পায়ে না।

এই বাদ-কবিতাগুলির মধ্য বিধে একবিধে কবির কৌতুক-জনোচিত শিল্পপ্রতিভার এবং আত্মক তিকে শ্রেয়ের যে কল্যাণ প্রকাশ পেরেছে তা বঙ্গদাম্পত্যের সম্পদ-বিশেষ।

তবে তাঁর এই বাদ ও কৌতুক-কাব্য সম্বন্ধে অনেকের মত, এগুলি অসীল সাহিত্যের দূষণ।

এই অসীলতা সম্বন্ধে বহিঃসূত্র বলেছেন—

“অনেক সময় ঈশ্বরচন্দ্রের এই অসীলতা কোথ থেকে উদ্ভূত।”

এই অসীলতা ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান ঘোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে Bowdlerize করিতে গিয়া আমাদের তাঁহার কবিতাকে আরও নিতান্ত কথিয়া কেহিয়াছি। যিনি কাব্যরসে বদ্বাধ রসিক, তিনি আশাঘের নিম্না করিবেন। কিন্তু এখনকার বঙ্গালী লেখক বা পাঠকের বেতন অথবা, তাহাতে কোনরূপ অসীলতার কিছুমাত্র অসীলতা রাবিতো পারি না। ইহাও জানি যে, ঈশ্বরচন্দ্রের অসীলতা প্রকৃত অসীলতা নহে—বাহা ইচ্ছা-মিত উদ্ভীর্ণনার্থে বা গ্রন্থকাব্যে দৃষ্টান্ত কল্যাণের অস্তিত্ব-বাক্তির দ্বারা লিখিত হয় তাহাট অসীল; আর বাহার

উদ্ভেদ্য শেস্তপ নদ, কেবল পাণ্ডকে তিরিঙ্কত ও উপহসিত
কথা ঘাটার উদ্ভেদ্য, তাৎপা ভাষা কঠিবিক্ত হইলেও তাহা
অসীল নহে।”

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যকে একাছই সমর্থনযোগ্য বলে
মনে হয়।

ভাড়াড়া সাহিত্যে কি অসীল আর কি অসীল নহে,
তার বিচার সকল সময় নিবেশিত হতে পারে না। কেননা
অসীল ও সীল সাহিত্যের নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই।
বিভিন্ন মত্বের বিভিন্ন কঠির উপর সাহিত্যের সংজ্ঞানির্ধার
নির্ভর করে।

আমার মনে হয়, ঈশ্বরগুপ্তের স্নেহাত্মক কবিতাগুলিকে
স্নেহাত্মক কাব্যের পথায় ফেললে কবির কাব্যবিশ্লেষণের
পথার্ঘ্য বিচার হয়।

এই যত্ন অর্থাৎ বসন্তক কবিতা ছাড়াও—কবি আরও
অনেক কবিতা লিখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—“ঈশ্বরগুপ্ত শপাল হাছার ছত্র
কবিতা রচনা করেছেন। অবশ্য এই পেক্ষত বহুর পরে
তার সব কবিতা পাঠ্য। স্বপ্ন হয়নি। যেগুলি মুদ্রিত
হয়েছে, সেগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়—তিনি নানা
বিষয় কবিতা রচনা করেছেন।

যেমন—পারমার্থিক ও নৈতিক, সামাজিক ও যত্ন,
রসাত্মক কবিতা, শ্রুতিবিক্রম, ভক্ত্যর্থন, বিবিধ, শত্ৰুতলা,
অরুণামঙ্গল, কাব্যকানন, যনসামঙ্গল, রসদহনী ইত্যাদি
নানা বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের সকল বিষয়ের কবিতাগুলি আলোচনা
করলে তাঁকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারা যায়।

একটিকে তিনি যেমন ঈশ্বরপ্রাণী ছিলেন, আরেক
টিকে তেমনই অশেষশ্রেণিক ছিলেন।

তার ঈশ্বরে প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস পরমার্থ ও নৈতিক
কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।
কবি বলছেন—

“কান্তর ফিফর আমি তোমার সন্ধান।

আমার জনক তুমি আমার প্রধান।

যার যার ভাবিতোছি, কোথা ভগবান

একবার তাহে তুমি নাহি দাও কাণ—

কবিতাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছন্দের মাসুখো অংশপর।
এ ছাড়া ‘সাম্য’ কবিতাও তার একটি সুন্দর কবিতা।

নৈতিক কবিতাগুলির মধ্যে সংসঙ্গ, আত্মপর, ভনী,
শত্রুশত্রী, ভগবত, জানী গ্রন্থশত্রী, মাসু বাতলা কাব্য-
সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের বৈশেষ্যগ্রন্থের কবিতাগুলি বাংলা
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এক কথায় বলতে গেলে তিনি
প্রথম জাতীয়ভাষায় কবি।

ইংরেজ ভারতবর্ষে অধিকার করবার পর থেকে ভারত-
বর্ষের স্বাধীনতার পুণ্য যত্নের সন্ধানগণে জেগে ওঠে। এক
টিকে এই স্বাধীনভাষায় যেমন জাতীয়ভাষায় সাহিত্য
কৃষ্টি করেছে, আর একটিকে তেমনই জাতীয়ভাষায়
সাহিত্য স্বাধীনতা আত্মজ্ঞার জাতিকে উদ্বোধিত করে
তুলেছে। কবি ঈশ্বরগুপ্তের অশেষ কবিতায় জাতি
স্বাধীনতালভের আত্মজ্ঞার উদ্বোধন হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি লিখলেন ‘জাতকথা’ কবিতায়—

“জাতকথা কবি মনে, দেশ দেশবাসীপনে

শ্রেয়স্পূর্ণ নহন যেদিয়া

বস্ত্রতপ অহে কবি, দেশের সুখের ঘর’

বিবেশের ঠাঁরুর বেশিয়া।

এ ছাড়া দেশাত্মবোধ সবচেয়ে আরও অনেক কবিতা
তিনি রচনা করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত বাংলাসাহিত্যে সামান্য
আবেশ কীট হোল ‘প্রভাকর’ পত্রিকা প্রবর্তন ও সম্পাদন।
এই পত্রিকা সম্পাদনার ভেতর দিয়ে তিনি জাতীয়স্বার্থের
যেমন সহায়তা লাভ করেছিলেন, তেমনই প্রকাশ্যেও পেয়ে-
ছিলেন। প্রভাকরের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাচীন কবিতায়
অগ্রদূত কবিতা, পরাধীন, দান ও জীবনী প্রকাশ
করতেন। রামপ্রসাদের জীবনী তার লুপ্তপ্রায় কালীকীর্তন,
কৃষ্ণকীর্তন, ভারতচন্দ্রের জীবনী ও পরামর্শী তার ‘প্রভাকরে’
প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া তাঁকে প্রদ করাতে হয়েছে
ও বেশবিশেষে দুরে কোড়াতে হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত প্রকৃত
দেশপ্রেমিক ও কবি—তাই তিনি বাংলাসাহিত্যকে স্বাধীন-
তার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

“চিরন্তনী”

ঐশ্বর্য দেবী

সত্যই চমৎকার! এক বোটার দুই কুলের মত সুন্দর
সবল নিজের মত মন নিয়ে তারা দুজনে সংসার আরম্ভ
করল। কিংবা সত্যি সত্যিই ভালো ভালো। আই, সি,
এস পাল করেছেন সে। যা তাদের সৌন্দর্য্য—অনেক
দুঃখ কষ্টের পর যেন আবার মনোবলে মনুষ্যের আশা
বোঝা গেল। যাপ পেছেন শিশু অবস্থায় কিংবাগকে রেখে
সামান্য বিদ্যাইই বজায় রেখে, অনেক কষ্টে বড় ভাই সংসার
চালানোর কিয়ানের পক্ষের খরচ তাঁর হেবার সামর্থ্য ছিল
না। এ সময়ে সাহায্য করলেন ভগ্নদীপতি। নিজের
থেকে বরেন পড়া তুমি ছেড়েন। কিংবা, যা লাগবে আমি
যেব আমিও তো তোমার কাছেই। আশা সে কথা
ভাবতে গেলে কিংবাবের চোখে ভাল ভাবে আসে। পরে
ভগ্নদীপতি ঐ পক্ষের খরচ কোথায় থেকে চলেছিল
সেখানে টিউশনি নিয়েছিলেন। সব সামর্থ্য করে সত্যি
সত্যিই কিংবাগ কৃতিত্বের সঙ্গে যাপ করেছিল। প্রায় ওমান
ইনকারম্যাচ অফিসার হয়ে প্রায়ইই সুন্দরী সৌন্দর্য্য
বিয়ে করে প্রথম সংসারী হয়ে এল সে কোলকাতায়।
সৌন্দর্য্য সত্যি সত্যিই সৌন্দর্য্য। বনী বজা হয়েও সে যেমন্টার
বাহিরে বরণ করে নিল স্বামী পরবর্ত্তিনী হয়ে। কলকাতার
বিলগ মাকে মাকে মননকে প্রসূত করে। বহুই হোক
ভাবের কতই যা বরণ। কিন্তু স্বামী পরবর্ত্তিনীর প্রতি
কষ্টের মনন করে তারা সে লব বোধ থেকে হয়েই ছিল।
একদিন দুজনের মাথ হল তারা নীহার ডা খাবে। দুজনে
কত করল কত করল। তাদের মনোবলে এ খরচইই কম
নয়। কাজেই তার মূল্য তাদের কাছে প্রচুর। কি হওয়ার
সাক্ষী পরবে সৌন্দর্য্য টিক করে বিলো কিংবাগ। আর সৌন্দর্য্য
বলে বিলো কি হকম হাট পরতে হবে কিংবাগকে।

একই বাড়ীর হাটে আমরা থাকি। সম্পূর্ণ ডির বৈদ্য
হলেও তারা আমার তুমি যা বলেই জগতে; না, ভাল
বাসতে বাসতে মতই। তারা পাড়ার আর আমি বাসালী।

তবু তাদের অতঃপর আমাদের আশায়ে বাসবানি করতে
পারেনি। তুমি পল্লব নব মায় বনীপ্র নাথের কথিত্যও
সৌন্দর্য্যে কতদিন কৃত্যেছি। যেহেতু সত্যি সত্যিই
বুদ্ধিমত্তা। সেখনি কথিত্যের বন ও মণ্ডার সে টিকই
প্রাপ্য করতে পারত। তার এই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ্যের লব
চেয়ে দুই হস্ত কিংবাগ আরি বনন তাকে বলতুম—সৌন্দর্য্য
খুব ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে, কিংবাবের মনোবলে মনুষ্যের
উচ্চল হয়ে উঠতো। সে দুই হয়ে বনতে—টিক বাত
আমি তো বুদ্ধি আছি।

সেদিন যে ওয়েব নীহার ডা খাবার কথা তা আমার মনে
ছিল না। দুপুরে বসার পরে বলে আমি বই পড়ছি হঠাৎ
নাথের আমন্ত্রণে চেয়ে চেয়ে সৌন্দর্য্য খুব শেখে নামছে
সিঁকি বিয়ে। আমি শুধু হেসে আবার বইয়ের মন মিলুয়।
সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ কিংবাবের আবির্ভাব, স্বাক্ষরী—সৌন্দর্য্য
কাহা? আমি বলুয় সে তো অনেকদিন বেবিয়ে গেছে।
কিংবাগ ব্যস্ত হয়ে বেবিয়ে গেল। তার প্রায় আশ বকী
বাহেই এল সৌন্দর্য্য, বলল—স্বাক্ষরী কিংবাগ আশা?
আমি বলুয় সে তো একই আশেই তোমার খুঁজছিল আবার
খল গেল। সেবে যা বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞাত বাবিয়েছে সৌন্দর্য্য
বক্তি। সৌন্দর্য্য বিজ্ঞাতটি ছিল তারি বাবিয়েলী।
বনন তখন সে বেন বস্ত হয়ে। সেই বক্তি বেবে সৌন্দর্য্য
বনন নীহার পেছলো তখন হাটে বেবে গেছে অনেকদিন।
পথের বক্তি বেবেও সৌন্দর্য্য মনে বিলা ভাগেনি, সে সময়
উজীর হয়ে গেছে। নিজের সেই বক্তি উপর নির্ভর করে
সে বনন নীহার, তখন বলে বলে অপর্য্য হয়ে কিংবাগ বাড়ী
কিরেছে সৌন্দর্য্যই সম্বানে। এই ভাবে গুটি কিশোর
কিশোরী কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত আসে টানে
যোগাযোগ করে বত যা প্রান্ত হতেও পরম্পরের অভিমানেও
কয়েক টিক ততই পড়ার হয়ে। কিংবাবের পাশের ক্র্যাটেই
থাকতো তার এক সত্যের ও লববনী প্রোজ। সে

অনিবারিত কাজেই একটু চাকরী হলেও তার অর্থেয় কিছুটা প্রাপ্ত হইল। সে সব শুনে বেগমো বিমল—

বুঝলো কবেই আবার দীর্ঘায় থাকতা সম্ভব নয়। এবারে অত বড় লম্বে থাকা লক্ষীর গুরুত্ব বুঝলো যে যেন সে বেয়ের লক্ষীর হয়েই তাও লম্বে থাকায় নয়। অনেক ভেবে চিন্তে সে এসে আবার বয়ে—চলুন দাদীমা কাল সন্ধ্যা মিলে কোন এক হোটেলের খাওয়া খাঙ্ক গবেষ নিশ্চয় হয়ে যাবে ব্যাপারটার। আমি বহুই তোমো বা বাবা আবার কখন হৈ চৈ পোষায় না এ বলে।

হঠাৎ সেই দিনই দুপুরে বসে আবার কলিক। প্রসঙ্গকে বহু—আজ আর তোরা দাদনি হোটেলের চা খেতে। উনি কোর্টে, আমার লীকটা তত ভালো লাগছে না। প্রসঙ্গ তো ব্যাভ হবে ডাক্তার ওষুধের ব্যয়টা কোরে। তারপর বয়ো আমি একটু উপহার থেকে খুঁজে আসছি। আমি ডাবলুম চা-টা খেতে পেল হুত ? কিভাবে ভিলেন কলুম কোথায় পেলনি ? প্রসঙ্গ বোলে দৌরী জীকে পাগিয়ে দিলুম বিজ্ঞকে দিয়ে। আমি বহু কোথায় ? ও বয়ো আর আমারের স্ট্রিটার বাবার কথা ছিল না ? কথাছিল কিংবা অফিস থেকে লোমো বাবে আর আমি এখন থেকে দৌরী জীকে নিয়ে বাবে কিংবা বেচারা আশা করে বলে থাকবে ? তাই বিজ্ঞকে দিয়ে এক ট্যাঙ্ক করে পাগিয়ে দিলুম। আমিই তো কবেই নেমস্তর করে দিলুম ? আমি বহু কিংবা যে ওবার নিয়ে বাবে তা আমার বজি না কেন ? তা হলে কবেই যেতে আমি বারন কর্তৃক না—আবার না বিজ্ঞাট বাবে।

লক্ষী হু হু এমন সময় কিংবা এসে বস করে আমার খাটের ওপরে বসে পড়ল। বোমো তখন এক উত্তেজিত যে ভূত্ব হুটখাটায় ব্যাপ কিছুই তার লক্ষ্য হল না। খুঁবে ভেবে আর কোমো ডাক্তারকা খাঙ্ক প্রসঙ্গ ? হাম তো বৈঠকে বৈঠকে বস গিয়া তোমলোককো বানেকা খাঙ্ক, নেই স্ট্রীটা বে ? প্রসঙ্গ বোলে ‘দৌরীজী নেহি গিয়া ? কিংবা বা বোলমো তার সন্ধ্যা এই যে বেচারা যেন কাপের পর কাপ চা খর্জাব দিলে এখারে এখের দেখা দেই সে বোলমো না আমি যে কি খাঙ্ক তা নিজেই বুঝতে পারছি না আমার চোখ শুধু দৌরীকে বুঝতে ? অনেক করে আমার অন্তরে

ব্যাপার বলে প্রসঙ্গকে তো ঠাণ্ডা করে। এবারে দীর্ঘ একা কিয়ে এল সে বোলমো দৌরীজী তার মাঝার লম্বে কোথায় বেড়াতে গেছে। ব্যাপার আরো জটিল হয়ে উঠলো বিভিন্ন অজ্ঞতার বনিয়ে এল কিংবাগের বনে। দৌরী যখন কিংবাগে তখন দৌরীর বৃহত্ব দৌরী জুগল—অনেক কষ্টে বা বৃহত্ব তাতে দৌরী প্রীত্যার দিয়ে বিজ্ঞকে বললে কিংবাগে খোজ করতে। বিজ্ঞ বেচারা কানা একটা কোবে সে আর কত ভালো বেগতে পারে ? আশ্চর্য্য ভালো খাঙ্কি বলেই তাকে বেগতে প্রসঙ্গ ভালো বেগতে পার বলে নয়। আর বৃষ্টিও তার বেগের অলপায়ে কম। সে বেশ বিদেশ খুঁজে হাতিব সায়েবের লম্বে—আর জান নেই যে কলকাতাটা টাটকা বা দাদব নয়। প্রসঙ্গ হোটেলের সে গিয়ে থাকে ভিলেন কংগেছে যে কিংবা সাব হায় ? বহু নিশ্চিন্তে বলেছে নেহি হায়। সে সেই খবর জানিয়েছে দৌরীজীকে, এমন সময় সেখানে দৌরীর এক ঘামাও লম্বে দেখা। দৌরী তাকে বলেছে তেতরে কিংবাগে খুঁজে বেগতে। মাঝ বেচারা তারে আদর্শকে প্রায় চেনেই না। দীর্ঘ বহু আগে বিয়ের তাতে একবার দেখেছিল। সে খুঁবে এসে বয়ো—না দেখতে পেলুম না তো ? এই কথা শুনে দৌরী কিয়ে এসেছিল—বাসা তাকে তার নিজেই ব্যাপার নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে শৌছে দিয়েছেন। পরদিন সকালে উঠে ভনি বিজ্ঞাট। দৌরী বানবাগে চলে যাচ্ছে তার বোনের কাছে লাভবিয়ের জন্ত। আর কিংবাগে জুটীর বহুখাঙ্ক করেছে সে বোলমো কাঙ্ক হে। কোকতে পারবো না শুধু শুধু অফিস খাঙ্কা কেন ? আমি বহুই তবে কুনিং খাঙ্কনা কেন বানবাগ, কিংবা নিশ্চয় হইল বৃহত্ব এটা দৌরীর প্রতি অভিমানে।

তখন প্রায়ই বাস চলেছে জুটীর বিজ্ঞাট নেই। প্রসঙ্গ জুটী নিয়েছিল আর একটা পটীকাব জন্ত। এখানে বিমল হু কিংবাগে নিয়ে। সে নিজেও কিছু কর্তে পাচ্ছে না আর অপব্যবহৃত কিছু করতে নেহে না। জি বেনীও বলেই হোক বা অত্যধিক মলম বলেই হোক জুটী লম্বে তার একটু কম। কখনো এলে বলতে, “দাদীজী দৌরীকা প্রেম বলবৎ নেহি তার হাম তো কতি উল্লেখ কোকনে নেহি লেক্তা ট্যাঙ্কি” কখনো প্রায়ের আকাশের মত

বধোদ্যুত হয়ে রয়েছে কিম্বাদের ঘন। ঘনে পড়লো
নিভেতেই ছোটবেলার কথা—কত তুচ্ছ ঘটনা কি বড় হয়েই
না বেধা বিস্তৃত তখন। কিছ সত্যি কি তুচ্ছ ? কে
জানেন!

চিরন্তন ছিন্ন করে দিলো কে খেন কড়া নাড়ছে যেখি
যেহের পুত্তর বাকী থেকে পাট্টিয়েছে সবার ঈলিপ।
বিকলে ঘনে হল প্রশান্ত আর কিম্বাদকে বলি বেতে।
তাহাড়া কিম্বাদের যা ঘনের অবস্থা নেহাৎ নেহাৎর বলেই
বহি বেতে খপে। বেতে খপে এক ঘিষাট—পুরুত্বা ও
প্রশান্ত ঘনের আনন্দে বধীর বিচুড়ী সচরণে ঈলিপ নাছ
খেবে চলছে। এখারে কিম্বাদের অবস্থা কীর কীর।
তুখ নাছ বেবে হুগু ততটা হল না কাহণ দৌরী যাহ বায়
না—কিছ তাহণর ঘন পেব পাতে সন্দেশ বিলুপ—বে বড়ি
বহিন পাট্টিয়েছে তখন তার সত্যি সত্যিই চোখে ওল।
আমায় বড় বেয়েকে দৌরী বড়ি বহিন খোলোতা। ভালোও
বালোতা ঠিক ধোনের মতই। সেই বড়ি বহিন সন্দেশ
পাঠালো আর দৌরী কি না বেতে পেলো না। কুহ হয়ে
কিম্বাদ বলে উঠলো সন্দেশটাও বহি বড়ি বহিন সকালে
পাঠালো তো দৌরী বেতে পেলো। পরিচাল করে তরল
কর্মে প্রশান্ত কল্লে চাই কি ঘন যেতার ভালো হল
ধানবায় হাওয়াও বহু হতে পাখতো। কিম্বাদ কিছ ঠাট্টা
বুললো না দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেলে বললে—হোনে ভি সেক্তা।
এরপর সে সন্দেশ বুবে তোলায় সামর্থ্য কিম্বাদের হল না।
সন্দেশ পাঠেই পড়ে বইল।

পরিচাল সত্য পড়াই আর হল কিম্বাদের। তার পাঠ
হিন বেহে আর। অপর ভাকারও খেবার না ওগুও খায় না
চুচাপ ভবে থাকে। একদিন বিকলে তার কুশল জানতে
গিয়ে যেখি সে চিঠি লিখে দৌরীকে। আমায় বেবে সে
ভারী খুসী হয়ে কল্লে বলে বলে—আজ্ঞা মাইকী আমায়
অনুৰ তনে আর কি দৌরী থাকতে পারবে ? এ চিঠির
উত্তরে সে নিষেই চল আসবে নিশ্চয়। তাকে সাধনা
খেবার জন্ত আদিও বহুদ—নিশ্চয় তাতে কি কিছু
সন্দেশ আছে ? আনন্দের আভিপ্রেত কিমান উঠে বললো

বাটের ওপোর, বহুদ—বহিন আমি তাকে আসতে বলি নি
হুহিনের জন্তে আনন্দ করতে পেতে কল্লে না—লিখেছি
সামান্য অনুৰ তুখি ব্যাং চোখো না কিছ যা আপনি
জানেন না ওর কি রকম নরম ঘন। আমায় একবার আর
হয়েছিল ও তাহনার সারাবাত খুশায় নি।

কিছ এখনই কিম্বাদের হুগুই দৌরী ঠিক দিনেও
কিম্বা না তার বতলে চিঠি এস বে এখানকার সেকে
ফলস্বায় বাইচু খেলা আছে আমি বেবে তবে কিম্বা না।
এ চিঠির পর বৈধ্য বরা কিম্বাদের পক্ষে সত্যি সত্যি পক্ষ।
সে বললো আমিও লিখবো এখানেও লেখ আছে তবে
বাইচু খেলা খেববার জন্ত নব আমায় খুবে হওয়ার জন্ত।
হায়াবিরে পড়লুদ আমায় কি কবে এ শাপলকে লাম্বাই।
প্রশান্ত বিস্তৃত হয়ে অমবরত কিম্বাদকে দীতার নিত্যম প্রেম
হাঃহঃ ও প্রোটোনিক লাক হুগুতে লাপলো। পূরীক।
তার লাম্বায় উঠলো। কিম্বাদ কিছ সব তনে মাথা নেড়ে
বললো—চুপ করে তোমার বাক্যে বকবকানি—ও বকম
হয় না, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বোলো না। আমায়
দিনে দিনে কিম্বাদের সখ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুদ আর সত্যি
কথা বোলতে কি ঘনে ঘনে দৌরীর ওপোরের হাপ চঞ্জিল
সে হতভাগা ঘের কী বলে দৌরীর অনুৰ তনে চুপ করে
বাইচু খেলা বেতেই বলে ওইল।

তাই দেখিন কিম্বাদ ঘন বললো আজ্ঞা মাইকী বলুক
কায় কল্লে আছে। আমি অকপটে দৌরীর খোদই
খীকার করলুদ। কিছ আশ্চর্য কাও কীম্বাদ বেহে আশ্চর্যিক
ভাবে আমায় সমর্থন কোরলো না বং প্রশান্তর নিত্যম
প্রেম লখছেই সে খেন খেনো আশ্চর্যহিত ঘনে হল।

দেখিন লম্বাবেলো আমি হাম্বায়র থেকে কিংবে যেখি
উনি কোট থেকে কিংবেছেন আর কিম্বাদ ওর পালে বলে
ওকে খোজাচ্ছে আমায় খেন ওখের জন্ত খেনী না তাবি—খুদ
সহকেই এটা বিটে বাখে প্রথম একটু হাম্বাবানি কাম্বাকাটি
হয়ে সব ঠিক হয়ে থাকে। কাহণ একি সন্তব বে কিম্বাদ
হাপ কবে থাকবে দৌরীর ওপোর ? না দৌরী পারবে
কিম্বাদের ওপোর হাপ করে থাকতে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

ঐন্দ্রবতী ভট্টাচার্য্য

পোষাকপরিচ্ছদ পরিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্য নিবারণ।

ঐশ্বর্য বহন বাহি মানব-মানবী আশ্রম ও ঐচ্ছিক দৃষ্টি করলে, তখন কিছু তাঁদের পোষাকের প্রয়োজন ছিল না। শরত্যাগের প্রলোভনে গড়ে জ্ঞানবুদ্ধির ফল দ্বারা পরই এল লক্ষ্য। তাঁদের মনে, আর নিজেদের আবৃত করা দরকার এই বোধ।

কিছু লক্ষ্যনিবারণ করা চাড়াও পোষাকপরিচ্ছদের অল্প প্রয়োজন আছে বৈ কি! বর্ণোচ্চানে বাসরত আমি জনকজননী সে প্রয়োজন ছিল না—সে হচ্ছে শ্রুতির প্রচণ্ড গাণ্ডি নিবারণ—চিরন্তন-বিরাভমান শ্রীমন্তপ-নিরস্তিত সে উল্যানে না থাকলে জানবুদ্ধির ফল দ্বারা বস্ত্র পূর্ণেই যে আশ্রম ও ঐচ্ছিক বস্ত্রের ভিত্তি ব্যতুল হয়ে পড়তে হ'ত তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায়।

তারপর ভুলতে পাওয়া যায়, বর্ণোচ্চানের পরদাট হুহুয়াখীর্ষ, বসন্ত বা বস্ত্রের প্রবেশ নিষেধ সেখানে—কাঙেট পোষাকপরিচ্ছদের বিশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারেরও প্রয়োজনও হয়নি ব'লেই নরপদ আবৃত করার কথা মনেও হয়নি আশ্রম ও ঐচ্ছিক।

তারপর আসল ও ঐচ্ছিক সেখানে একদেবদ্বিতীয় অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করার ভেত্রে নেই সেখানে পোষাকপরিচ্ছদের কথা মনে ওঠাও সম্ভব নয়। ঐচ্ছিক যদি একমাত্র নারী না করতেন ঐশ্বর্য, আর আরম্ভে একমাত্র পুরুষ, যদি আরও হুঁচায়জন নারী ও পুরুষ থাকত বর্ণোচ্চানে, তা হ'লে পোষাকপরিচ্ছদ আসত না, ভেবেছেন? যেহেতু হুম্বর থেকে তব, তব করবার ভিত্তি আগ্রাণ চেষ্টা না ক'রে পারতেন না ঐচ্ছিক, আশ্রমও। তার ভিত্তি প্রয়োজন হ'ত স্ত্রীমতায়—যে বদখানি পারে পোষাকপরিচ্ছদ আর অঙ্গবস্ত্রের আশ্রয় গঠন করতে।

কিছু বর্ণ, বসন্ত। বস্ত্রের মত তার অ'ধমান-অ'ধিন

করার। লক্ষ্য আপনই এনেছিল, অর্থাৎ ঘর্ষে থাকতে থাকতেই; যজ্ঞো আশ্রমের মত মত এলো শ্রুতি, বসন্ত, বসন্ত, প্রতিযোগিতা। পোষাকপরিচ্ছদকে তখন আসরে নামতেই হ'ল। তাই লক্ষ্যনিবারণের উদ্দেশ্য বসন্তেই হ'লেও পোষাকপরিচ্ছদের প্রয়োজন প্রাথমিক: তিনটি—তাপনিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, বিজ্ঞপন।

যাত্রাকার ভিত্তি সেহেতু এমন একটা পরিমিত তাপের প্রয়োজন—যা পারিপার্শ্বিকের তাপের থেকে একটু খেঁদে হুম্বরদীর গায়ে তাপের পরিমাণ হওয়া চাই ৯০-৬ ফারেনহাইট—বা দু' তাপমাত্রা থেকে এ তাপ অবিক—তারপর প্রতিনিরস্তিত বেধ থেকে নানা উপায়ে তাপ নিঃসৃত হয়ে বাতায় ফলে নির্ভাবিত পরিমাণ তাপ বেধে থাকতে পারে না। তার উপর চর্মেও কিছু তাপ নিঃসৃত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে; কেননা যেহেতুজনের অবিজ্ঞাতভাবে যে যাপাধিক ক্রিয়া চলেছে তার ফলে অনেক আশ্রম: দৃষ্টি মত তাপকেও একটি আশ্রম: বলা চলে। তার ফলে তাকে বের ক'রে দিতে হয় সেহেতু।

অথবা বেশীমাত্রার অথবা অনিষ্টমিত তাপকে নিবারণ করার জন্যই পোষাকপরিচ্ছদের প্রয়োজন। অল্পএব পোষাকপরিচ্ছদ এমন বস্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত হবে, যে বস্ত্রের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা উৎকৃষ্ট নয়। তাপ-পরিবহন ক্ষমতা: উৎকৃষ্ট সেই বস্ত্রের যে বস্ত্র একাংশে উত্তপ্ত হয়ে নিষেধের মতো সমস্ত অঙ্গে তা বিকীরণ ক'রে দিতে পারে। এই ধরনের বস্ত্র দ্বিবে পোষাক প্রস্তুত হ'লে সহজেই বেহেতু তাপ বাইরে ছড়িয়ে পড়বে। এতে বেধ আশ্রয়গণ পূরন রাখা সম্ভব হবে না।

সেহেতু যে বস্ত্রের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা অধিক নয়, সেই বস্ত্রের পোষাক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাইরে তাপ চর্মে পোষাক ক্ষমতা এর সম্বন্ধসংলগ্ন, কাজেই সেহেতু তাপের মত আশ্রয়গণ কাঙ্ক্ষিত।

পোষাকশিল্পক্ষেত্রে বস্ত্র নির্মাচন করার সময়ে উপযুক্ত বিবেচনের বিহীন নুঙ্গি বেধে আরও কতকগুলির গিত অস্ত্রই নুঙ্গি হাওতে হবে।

আমাদের ধারণা, পুরু কাপড়ের পোষাকে শরীর অধিক গরম থাকে, সেজন্য আমরা শিশুরের কত বিশেষত্বঃ বস্ত্র পুরু পারি তত পুরু কাপড়ের পোষাক তৈরী করি। কিন্তু এ ধারণা ভুল। তাপ-পরিবাহণে একটু 'স্বপ্ন' বস্ত্রের, তাপ-পরিবাহণে বন্ধ পুরু বস্ত্রের অপেক্ষা অধিক যাকরীয়।

তাই শীতকালে শিশুরের লব্ধজন্য ক'রে একগলা বস্ত্র চাপিয়ে তাহের হাত পা নড়াচড়ার পথাক উপায় বন্ধ ক'রে দিয়ে আমরা নিশ্চিত হই তাঁতা লাগছেন। তবে, কিন্তু একটু বিচার বিবেচনা ক'রে যদি বস্ত্রনির্মাচন করি তাহ'লে বেচারাধের আর মেহের সন্তর্কতার মাঝে এক অত্যাচার লক্ষ্য করতে হয় না। জামা পরার নামেই একটা তীব্র উৎপাদন হয় অনেক ছেলের—এই বস্ত্রাংখী করার ফলেই। আমরা তাকে বাককত গিয়েই নিশ্চিত হই, নড়া খ'রে টেনেছি'চুড়ে 'বদ্-বেধা' ছেলেকে শাংতা ক'রে, আর কিছু তারবার কথা মনেও আসে না আমাদের। আঁট'সাঁট বা ঠাস-যোনা কাপড় তৈরী পোষাক ও অস্ত্রতাহকে বস্ত্রচলাচলের ও বর্ধমানীয় মেয়ের বর্ধনে ব্যাঘাত ঘটাবে তো বটেই, তা, ছাড়া বায়ু-তাপ-পরিবাহণে অগুটু ব'লে আঁট'সাঁট বা ঠাস-বুনিয় বস্ত্রনির্মিত পোষাক অপেক্ষা তিনা ঠাঁক ঠাঁক বুনিয় বস্ত্রনির্মিত পোষাক অধিক তাপসংরক্ষক। ঠাস বুনিয় বেচনিস্থত বর্ণের বাণীকরনের অসুস্থল নয়। সেজন্য ধবায়, দ্রাষ্টিক প্রকৃতিজাত পোষাক ব্যবহার করা একেবারেই উচিত নয়। আঁট'সাঁট পোষাক মেহের অস্বাস্থ্যকর আনে। 'কিনার' মেধাধার মোহে অবত যেরেরা লাজকাল এই খরপের পোষাকই পছন্দ করে। উপর থেকে এর ফল বাই দেখাক, ডিতের অত্যন্ত কতিকর—এ কথা সর্বথা মনে রাখতে হবে।

বেশী বাল্য অবধি বাঙালী মেয়েদের স্কু পরানোর রকম লক্ষ্য চাকতে গিয়ে যে কতিকর জামা পরতে হয় তাতে পছন্দের অধি ক্রমাগত তেপে থাকার ফলে বিতৃষ্ণতারের হতে তো যাওই, নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবারও যথেষ্ট অসুবিধা

হয়। তাছাড়া বাঙালিক লক্ষ্যবশতঃ কোলকু'না হয়ে যাবে মেয়েরা যথো হ'বে। এটিকে বিশেষ নুঙ্গি দেওয়া সরকার।

শিশুরের পোষাকে, বিশেষ ক'রে বুকের কাছে রাকোর হুচি ছাড়ো করে তারার অস্ত্র হাফা রাখা ঠিক নয়—পূর্ণাকিরণ যাতে প্রচুর্ষ পাওয়া যেতে পারে সেজন্যতাবে হাত-পা অনাবৃত রাখাই বিশেষ। আর, জামার তার সর্জন্য সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া বৎকার। অনাবৃত অঙ্গ রোমের তাপে উত্তম্ব হাওয়াবে বলে অনেক বা শিশুর জামা পরাবৃত হাত লম্বা ক'রে থাকেন—নিষেধও অনেক সময়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বায়ু ও পূর্ণাকিরণ শিশুর বেধগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। তাপসংরক্ষণ যে পোষাক দয়াযত। করে সে পোষাক শিশুর পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় এইজন্য যে এই পোষাক বেধে তাপক্ষ্য অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে—যার বলে শিশুর বেধ গঠনে ও বর্ধনে সে তাপ তৎপর হয়।

বুকের বেধ তাপ উৎপাদনে অগুটু, সেজন্য তাঁদের পোষাকও এইজন্য হওয়া চাই, উপরন্তু এদের বেধের বেশী অংশ আবৃত থাকাই বিশেষ।

পূর্ণাকিরণের প্রত্যবে চামড়ার তপন অপরিশীল ব'লে পদাচাকাটা, হাতকাটা, জামা পরা থাকোর অসুস্থল অঙ্গ সকলের পক্ষে।

জুতো পরিধান ও প্রয়োজন পরদুপল লাবকনের রকম—পূর্বে লোককে যাতায়াত কম করতে হ'ত, মেয়েদের তো একেবারেই নয় বলতে গেলে। কবেই জুতো না হ'লেও চলতো। পা'কে অকত রাখার জন্তে তো বটেই, যাতায় নানাবকর বর্ণাধি নিষেধ সম্পর্শে আদার হাত থেকে পা বাঁচাবার অস্ত্রও প্রয়োজন জুতোর। তাই জুতোর কাম বেছে পা'কে বকা করা। কিন্তু আজকালকার দিনের শুধু ট্যাণের কারিগুরি-করা পোকালী-অনাবৃত স্লিপার বা জুতো সে কাম কতখানি করে, তা তারবার বিবধ—পা'য়ের তলাটি কেবলমাত্র রক্ষিত হয় বটে।—বাই হোক, জুতোর চামড়া বা ববার নির্মাচনের সময় বেধতে হবে, যাতে সেগুলিতে অগু'ল্য কুপ থাকে—যাতে দেহনিস্থত যামের বাণীকরনে কোন ব্যাঘাত না বটে, অথবা বায়ুচলাচল ঠিক

যত হয়। তখনই যখন ঐটি মনে যেমন চলারকারও
অবস্থায়, পাথরের গঠনও তেমনি বিকৃত হবার সম্ভাবনা।

সুই না ক'রে দুই-দুইবারের মধ্যে তেঁও শুষ্ক হওয়াব্রেকের
সহায়ক হয়।

আমাদের দিক দিয়ে গোষ্ঠাকপরিচ্ছদ নির্মাণের সময়
এই সব বিকৃতি ঘেঁষতে হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ এ সব কথা
প্রায়ই আদর্শের মনে থাকে না। যারা লক্ষ্যনিবাহী না
করলে নয় অর্থাৎ কার্যক্ষেপে "যাহা পায় তাহাই" স্থাবর
বালকের মত" পরিচালন করে, তাহের উপায় নেই; কিন্তু
অবিকার্য লোক গোষ্ঠাকপরিচ্ছদটাকে বিকৃতিগত অর্থ
হলেই জানে—ঐক্যে যেখানে, কতি যেখানে, ব্যাপারের
অভিন্নত্ব যেখানে ইত্যাদি নানা 'যেখানে'র চমকে অপ্রক
জান ক'রে যেখানে বিকে যেমন লক্ষ্য তাহের, তেমনি লক্ষ্য
নির্ভেদে কত ভাবে, কত কোণে লক্ষ্যের চেতন: যায়—
সেই প্রচেষ্টায়। কতিপয়ত লক্ষ্যলক্ষ্য সত্যই দৌলদার
বর্জিত হয়, কিন্তু লক্ষ্যলক্ষ্য সকলের থাকে না, কতি বা
দৌলদারবোধ। লক্ষ্য লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রে দৌলদার

লক্ষ্যনিবাহী ও লক্ষ্যলক্ষ্য-এর দিকটাই শুধু যে
বিকৃতিগত দিকটা বার মিলেও চলে না—কেন না মান-কাল-
পাত্র অল্পসংকেত বিকৃতি একটা বড় অংশ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত
প্রকাশনের ব্যাপারে। আর শুধু বিকৃতিগত লক্ষ্য ইত্যাদি
উচিত নয়।

আলোকচিত্র লক্ষ্যলক্ষ্য নিয়ে (নিশেষ হয়ে যেয়েযেহ)
অনেক প্রবন্ধই রচিত হয়েছে—তাহে লক্ষ্যলক্ষ্য বিকৃতিগত
দিকটাই প্রকাশন: হয়েছে বা হচ্ছে ক'লে অবিবোধের পর
অভিযোগ করা হচ্ছে। তা নিয়ে বলতে গেলে আসে
আর এক প্রবন্ধ। তাই শেষ কথা হচ্ছে এই যে, সব বিকৃতি
বোধই থাক। তাই লক্ষ্যলক্ষ্য, পরিমিত আর কতি পরিমিত।

লক্ষ্যনিবাহী, লক্ষ্যলক্ষ্য ও বিকৃতিগত—লক্ষ্যলক্ষ্য
পরস্পরের মধ্যে লক্ষ্যলক্ষ্যিতা করলে কতিপয় বিকৃতি বলবার
থাকবে না।

রাখি

ত্রিসতীয়েবী মুখোপাধ্যায়

বহুশ্রম অপেক্ষা করার পর বৈধা বন প্রায় শেষ সীমায়
পৌঁছেছে, সেই সময় সেভী সেন ঘরে প্রবেশ করলেন।

সেভীটার ঘরে তাকিয়ে লক্ষ্যের দৃষ্টিতে আগত মহিলা-
কটির পানে তাকিয়ে হাতের ক্ষুদ্র কবলটা দিয়ে আলতো
ভাবে মুখটা মুছে লক্ষ্যের উপবিষ্ট বাণীর পানে লক্ষ্যলক্ষ্য
দৃষ্টিতে তাকালেন।

ঊর্ধ্ব আগমনের সংকেত লক্ষ্যেই বেশ একটু লক্ষ্য হতে
পড়েছিল। কিতাবে কথা আরম্ভ করা হবে, আসে
যেহে টীক করে এসেও ঊর্ধ্ব তাহতকী যেহে বাণী বেশ
একটু লক্ষ্যলক্ষ্য করলে।

একটু ইতস্ততঃ করে বাণী বললেন—আমাদের এখানে
আলোর উৎসের কথা তে: আগমনকে চিহ্নিত—

বাণী দিয়ে সেভী সেন বললেন—প্রত্যয় আমায় কাছে
এত রকম আলো-বাহুর চিহ্ন আসে যে তা পড়বার সময়
কবে শুষ্ঠা আমায় লক্ষ্যে আসল। আমায় স্কেটটারী
হয়তো যে বিকৃতি কিছু বলতে পারেন।

বাণী স্কেটটারী বাণী শেষে হতে গেলেও বললেন—
আমাদের যে সমিতি আছে, তাতে—

হাতঘড়িটা যেহে নিয়ে সেভী সেন বললেন—আমায়
সময় অত্যন্ত কম, তবু আগমনের ৭৭ মিনিট সময় বিলি—
বা বলবেন, লক্ষ্যলক্ষ্য বহু।

অগমনে বাণীর মূখ আরম্ভ হবে উঠলো। অগম
হলে নিজেহে লক্ষ্য করে বিনয়ের লক্ষ্য বললেন—লক্ষ্যলক্ষ্যেই
বলতে চাই; আমাদের যে সমিতি—

কোটা তে উৎস তুলে দেউ পেন হুত কংলেন—সমিতির উদ্দেশ্য ?

বার বার বাণী গেয়ে আর কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সমিতির কথা চেয়ে সে ঘোরে ঘোরে বললে—যেহেতু সাধারণ কথাই সমিতির উদ্দেশ্য। যে সব যেকোনো অর্থ, তথ্য যাতে হাতের কাছ দিয়ে যাবলকী তে পারে কিংবা গরীব ঘরের যেকোনো—যাবের পরমার অত্যন্ত বিবেক হচ্ছে না, তাহলে সাধারণ কথাই সমিতির উদ্দেশ্য। অনেক বাণী-বিশেষ তেতর আদ্যেতর স্পষ্ট হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আপনাতর কাছে এসেছি—যদি আপনাতর আদ্যেতর পেছনে এসে দাঁড়ান, তাহলে—

ওর বক্তব্যে বাণী গিয়ে সেউ পেন বললেন—আপ কখনে, ও সব যাতে কাজে পলাই নই কখনে আমি প্রস্তুত বিই না। হুজুগে যেতে সময় এং টাকা নই করার মত বখেই সময় এং টাকা আবার নেই।

—আমরা টাকা গিয়ে সাধারণ করতে চলছি না। আপনি—

সেউ পেন ভিত্তিতে চেয়ে বিয়ে বললেন—কোন ভক্ত সাধারণ করতেই আমি প্রস্তুত নছি। এই সব সমিতি-টমিতির প্রতি আমার কোনও উচ্চ বিশ্বাসও নেই, সহায়কুতিও নেই। আপা কবি আপনাতর কথা শেষ হয়েছে।

এর পর আর কোন কথা বলা স্বীকৃতি নয় বুঝে বাণী গলে বাইরে এং দাঁড়ালো। আবক্ত বুঝে বললে—অসুখ ব্যবহার। ছিঃ, শিকিতা বিহুধী বলে অসুখের আভে, অসুখ কি ব্যবহার !

সেউ পেনের ব্যবহারে সমিতির বেবেবা হতাপ হলেও বাণী হোল না। সে হলে সভানেত্রী বাণী ব্যক্তে বললে, তাহলে এবারকার উৎসবে কে শ্রী-সাইত করবে ?

সারা ভিত্তিতে বললেন—বা ভনসুখ, এর পর আর করার কাছে যেতে তত্বা হচ্ছে না।

বাণী বললে—পেন। বাণী-দি, আমাতর বাণীশালের স্ত্রী সেউ যাবে কাছে বেলে কেমন হয় ?

—তুমি কি জেপে গেলে, বাণী ? তিনি আমাতর এই সব ছোটখাট বাণী-র সময় নই করবেন কেন ?

—মহা, সেউই না কি বংলেন সেউ পেনের কাছে যা অপমানিত হাংছি আমতা, এর পর নতুন করে আর কি হযো। তুমি আর আপতি কোর না।

—অজ্ঞা, বেশ যাক, কিন্তু—

—আসে থেকে কোন করে সময় ট্রিক করে জবাব দাও। আর দাওয়ার ডাকার সঙ্গে বাণীশালের আলাপ ছিল, সেইটুকু তত্বা করে দাও, তাহলে।

বাণীও আগ্রহে বাণী আর বাণী ছিল না। সময় নির্দিষ্ট করে সে একাই পেন সেউ যাবে কাছে। তার অসম্মিত ব্যবহারে বাণী মুগ্ধ হয়ে পেল।

যেহেতু শিক্ষাসুখ যে কোন কাজেই তার আগ্রহ ও সহায়কুতি যেন বাণী সহায়কুতিই থাকে আমতর জানালে—তাহলে সামনের উৎসবে সভানেত্রী হবার জন্ত।

সেউ বার হলে বললেন—কিন্তু বলতে হবে না তো ? বাণীও হলে বলল—আপনি গিয়ে বললেই আমাতর অনেক কাজ এগিয়ে যাবে।

সেউ যাবের সম্মতি পেয়ে বাণীর উৎসাহ ছিল বেড়ে গেল। তাহলে ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করার জন্তে সহায়কুতি পদাঙ্কনের নিয়ন্ত্রণ জানানো হোল—সেউ পেনও থাক গেলেন না। বাণীশাল-স্বীকৃতিসহী হওয়ার তিনি এ নিয়ন্ত্রণে আপাই স্থির কংলেন। যেন হোল, এই সম্মান প্রার্থে প্রাণ ছিল—যাক, তবিয়েতে আবার ডাক এলে থাকেন—স্থির করে, সমিতিতে উপস্থিত হয়ে যেহেতু—তারার আনুগতিক সহায়কুতি অনেকই উপস্থিত হয়েছেন।

যখনসবে সেউ তার উপস্থিত হতে, একটি ছোট বেয়ে তার পলায় যাবা পরিচয় মিলে। বাণী তার হাতে একগাছা বাণী বেয়ে প্রণাম করে বললে—আজ 'বাণীবন্ধন' উৎসব, এই দিনেই আমাতর সমিতি প্রথম আনন্দ হয়েছিল সকলের কুচক্ষুর তেতর দিয়ে।

সেউ তার তার তামলে সভানেত্রী এক সম্প্রদায়কর কাজের জুড় প্রণাম করে বললেন—আমতর তেতর এখন হুজুগতাবে একটি সমিতি যে ক্ষেত্রে উই নীতিসম্মানের কল্যাণকর কাজ করতে পারে, তা নিজেব চোখে না দেখলে তার বিশ্বাস হোত না। বাণীশাল-র তেতর সম্মানকরতর পুরই অভ্যর্থনা, বিশেষ করে মেহেরের হাংগা ; তাহা কোন

কাজ-লব্ধভাবে নিত পাবে না, সহযোগিতাও করতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে সমিতির মাধ্যমে মেয়েদের কোন উপকার করতে গেলে সন্দেহই থাকে, নিকট এর ভেতর ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। তাই এই সমিতির সম্পাদিকা ও সভানেত্রী বোধ্যতা এবং সভ্যদের সহযোগিতা যেবে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাড়াই, আনন্ডিত হয়েছি তার স্রেমে অনেক বেশী। আমি আপা করি, আশা রাখা সভ্য উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা সন্দেহই সমিতির প্রতি সহায়-কৃত্ববিশিষ্ট থেকে সাহায্য করতে বিধা করবেন না।

উৎসব-সেবে লেভী সেন এগিয়ে এলেন বাণীর কাছে। তাঁকে বেধে বাণী সভ্যকে বললে, এই যে আপনি এসেছেন! আমি তো ভাবতেই পারিনি, আপনি সমর নষ্ট করে সভ্যকে বোধ্যমানি করবেন।

লক্ষিতভাবে লেভী সেন বললেন—সেমিনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখিত। মেয়েদের স্বাভাবিক এমন প্রকার সন্দেহভাবে কাজ হতে পারে, তা আমার দায়িত্ব ছিল না, তাই আমি.....

বাণী বললে, তাতে আর কি হয়েছে? সেদিনের কথা অমরা মনে রাপি নি—তাহাজ: লেভী তারকে আদর।

আমাদের ভেতর পেয়েছি, কাজেই বোন দুঃখই আর আমাদের নেই।

লেভী সেন বললেন—আপনার কাছ থেকে বুঝছি, কোন জিনিসকেই তালিমগোব দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। ছোট থেকে যে জিনিষ, যে কাজ বড় হয় তার গোড়া হয় নক্ত—তাই আপনার সমিতির প্রতি আমার সহায়কৃতি বখশে বইলো।

ডিনি প্রশ্নান করতে উত্তর হলেন। বাণী তাঁর হাতের দিকে লক্ষ্য করে বিশদভাবে বললে—এ কি, ওরা আপনার হাতে বাণী বেধে ঘেঁষে নি?

ডিনি মুহূর্তান্তে বললেন—আমার আলতে একই ঘেঁষে গিয়েছিল...

বাণী ব্যঙ্গ থেকে একটি বাণী বের করে তাঁর হাতে বেঁধে দিয়ে লক্ষ্য করে বললে—আপা করি এ বাঁধন কোনদিন খুলবে না।

লেভী সেন বাণীর হাত নিজের হুঁতাতের ভেতর ধরে মুহূর্তে বললেন—না বাণী, কোনদিনও খুলবে না। আর বাণীবন্ধনের দিন যে বাঁধন তুমি আমাকে বাঁধলে, আমি বেন তাঁর মধ্যস্থ: রাখতে পারি।

উপেক্ষিতা পল্লী-কবি

ঐশ্বর্য দেবী

(১)

প্রায় বৈশ্বকৃত বর্ষ পূর্বে পূর্ববঙ্গের বসন্তসিংহ জেলায় দেবকোণা বহুব্রাহ্মণ এক পল্লীতে এক মহিলা-কবি আবির্ভাব হয়েছিলেন। সে সময়ে ত্রীশিকার আলো স্বকল-সংগেও নিপতিত হয় নাই। সে সময় পল্লীর এক নিতৃত স্বামে নিয়মসালে এই মহিলা-কবির উক্ত সভ্যই বিশ্বাস কর। তিনি জ্ঞানগাইন নামে পরিচিত ছিলেন। 'সাইন' শব্দটি 'পাদিকা' শব্দ চাইতে উদ্ভূত। হুলাও একটি ছোটখাট ছিল—এর প্রাধান্য গাভিতা ছিলেন তিনিই। তাঁর স্বয়

কীর্তনের বল নম:সুত্র পরিবারে। তাঁর পারিবারিক জীবন বড়ই সমৃদ্ধ। বিবাহের কিছুদিন পরেই তাঁর স্বামী নিকটিই হন—কণ তিনি তাঁর তরী-পুত্রের আশ্রয়েই সাবাতিয়ন অন্তিবাহিত করেছেন। কিছু স্বামী বিশেষ কীর্তিত আছেন মনে করে লখবার বেশে মুক্তায় পূর্ণ পথায় কাটিয়েছেন। নিকটিই স্বামীর প্রতি তাঁর তর্কি স্বতন্ত্র ছিল, তা তাঁর বচনায় মধ্যেও পরিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্বাসমাজের নিয়মেরে স্বপ্নেও তাঁর জ্ঞান স্বর্জনের শৃংখা অল্প ছিল না। তিনি গুরু

শাঠাণ্ডে ঘোড়াগুটি বাংলা লেগাশড়া শিখেছিলেন। পটল-
বেগা খৰ্গজ্যামি পাঠ করে তার মৰ্শ লগেছেই তিনি উপ-
লব্ধি করতে পারছেন।

স্বামী তাঁকে ছেড়ে গেলেও তাঁর মন তেজে পড়ে নি।
তিনি খৰ্গজ্যামি ব্যাপন করে জীবিকার সংস্থান করতে প্রবৃত্ত
হন। তাঁর সন্নিবীহের নিয়ে একটি কীৰ্ত্তনের বল কয়েকজন
—এই কীৰ্ত্তনকে ময়মনসিংহ জেলায় 'গোপিনী কীৰ্ত্তন'
বলা হত। ময়মনসিংহ জেলার বহুকুল লোকসেই বাড়ী
ময়নাগুঠানে এই কীৰ্ত্তন অপরিহার্য ছিল। ইহাতে যে
আর হত, তাতে হুলা ও তাঁর সন্নিবীহের ভাবগোছাণের
গাথা হয়ে যেত। শোনা যায়, ময়মনসিংহের কোন
জমিদারপত্নী হুলায় গানে লগত হয়ে থাকে নিম্বর জমি ও
বাড়ী হান করেছিলেন।

হুলা কেবল সুপাখিকট ছিলেন না, শব্দ-রচনাতেও
তাঁর হস্ততা ছিল প্রচুর। তাঁর রচনার অনিচ্ছাসেই বৈষ্ণব
শাস্ত্র অল্পমাত্র তত্ত্ববুলক পণ্ড ও আধ্যাতিক। আশ্রয়
তেনেছি, ঐক্যের মন্থগাথার ত্রুণতাপের খোঁজাফিতে
পতিবিষয়ের কলম পর তাঁর করে দুর্ভ হরে উঠত।
হুলা কল্লোলী বাড়ীতে পশুপুত্র্য পেষণে প্রোতাপের বৃত্ত
করতেন। নাহাণে তেব ও বিতংগী পদের পয়ত
ত্রিপদীর পদ্যতে হুলা অচিহ্ন লগাটরি সংযোজিত কক্কো
গেয়েছেন। হুলা বেংগেবীর বন্দনার লগিত নিরুচ্ছিন্ন
পতিকে বন্দনা করে লিখেছিলেন—

স্বামীর চরণ বন্ধি উচ্ছিন্নক হইয়া
কিংশে গেলা, আর না আইলা কিরিয়া।
যেখানে সেখানে থাক, যোর প্রাপপতি
কোমার তরুণ যেন থাকে যোর মতি।
বা হবার হইয়াছে, কপালের লেখা
মরণের দিনে নিশ এ হাসীরে যোবা।
বাধ্যত্বক বন্ধিলায় মধুর বুঝাখন
ধীর নামের কীৰ্ত্তন করিব এইখানে।
বৈষ্ণব ঠাকুর বন্ধি, বহাও সাগর
কৃপা কর প্রভু যোবে, আমি যে পায়র।
হাড়ু লাগের পায় বন্ধি, লুটাইয়া বহা
হাতে খরি যে যোবে শিখাটিল লেগাপড়া।

কি জানি বন্দনা আমি, কি বা জানি গার
কৃপা করি মানবকা কর তপস্বান।
চণ্ডালিনী বলে প্রভু, না করিও দৃশ্য
ঐক্যেণে দিও হান হুলায় প্রার্থনা।

ঐক্যের মন্ত্র বর্ননার প্রণয়ণ এইরূপ :—

কৃপক অইনী তিথি, নকর বোহিঙ্গী
জতলর জনমিলা কৃক শুণমনি।
জাহ্নবানে নিগাফালে কল-করাগোরে
হইল তরুণ তপ, দৈবকীর যবে।
সেবন করে তখন পুণ্য বহিষ্ক—
ঐক্যেগাটী সেবেবীর আনন্ডিত হন।

গোষ্ঠবাস্তা বিবাহক পদাবলীতে ঐশ্ব্য হুলায়—অম্বতানীকে
উদ্বেশ করে কল্লেহন—অম্বতানীর বাৎসর্যসের দিকনে
যেন হুলায় মাতৃবেগ চিরজ্বন আন্তান ও শোনা যাচ্ছে।
পতি-পরিভাষা ও লগান-বক্তিতার তত্ত্ব হুলায় গোষ্ঠালীয়ার
বাৎসল্য ভাবরণে পূর্ণ হোয়ে উঠে :—

সাধে কি গোপাল তোরে যেন নিতে চাই
হাফালের জীবনখন, তোমার কানাই।
মবিলে পদাণ পাঠ, গোপালের জুগে
আনি না গোপাল তোরা কি বা বহু জানে।

এত গুনি' অম্বতানী লগার গোপালে—
হান তাগিছে বাসীর মনোর অলে।

হুলায় রচনা কোনও গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি, এমন কি
কোন পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় নি; লোকমুখে প্রচুর সন্মত
ও পর কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে। পঞ্চলি বাদিঙ্গী
সহযোগে স্মিত হওয়ন আকরিক সমতাও মর্জিত বক্তিত
হয় নি, তবে বেশ বিভাগের পূর্জ পর্যন্ত বিহ্বল বৃহে বাব-
লিক অচিহ্নানে যে লগল সন্মত স্মিত হত, তাতে হুলায়
চিহ্নিত গানের সংখ্যা অল্প ছিল না। এই লগল সন্মত
সংগৃহীত হলে হুলায় রচনার একটা পূর্বতপ পাওয়া যেত।
কিন্তু সে আশা আর নেই। হুলায় অল্পকৃষি ছিল বাগাঃ
প্রথম বহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর বাড়ীর অনতিদূরে—একই
মহত্ম্যায়। চন্দ্রাবতীর রচনার অনেকাংশ সংগৃহীত

হয়েছে। কিন্তু হুগা একপ্রকার উপেক্ষিত। হার্টে রয়েছেন। গ্রন্থি কবি-পাঠক বিভ্রমনার্থেই আচাধ্য। মহাপ্রাণ হুগার কাব্য সংগ্রহে ঘনোষ্যেই হয়েছিল—কিন্তু মহাপ্রাণ তাঁর সে আশা পূর্ণ করতে হেন নি।

হুগার জীবন বৈশাখপূর্ণ; ভূতাত্ত্বিক জীবন এক নূতন আদর্শে অল্পপ্রাণিত হয়েছিল—পারিশাখিকতার মাঝে তাঁকে সংগ্রাম করেই এই জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। যে পতিবশে তিনি লালিত, যে বরণে তিনি নিরামিতা; যে সমাজের কঠিন বাঁধনের মধ্যে তাঁকে মুক্তির সঙ্গ্রাম করতে হয়েছে, তাহা কবি-জীবনের পক্ষে অসম্ভব কি না তাহা বিচার্য; কিন্তু তাঁর অধ্যয় উপহার ও আদর্শ নিষ্ঠাই তাঁকে লক্ষ্যবলে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি এখন সাহিত্য-

ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। হ'তে পারেন, কিন্তু এক সময়ে তাঁর কণ্ঠ ও কবিতা-ছন্দ মাত্রকে দিয়েছে আনন্দ, দিয়েছে তজ্জির আবেশ। আদর্শে সেদিনের কথাই যেন করে তাকে প্রণতি জানাই। তিনি বঙ্গ কুমুদেব দ্বারা একটা সৌম্য-বস্ত্রী স্থানে সৌরভ বিস্তরণ করলেও বাংলা সাহিত্যে কি তাঁকে বিস্তৃত হ'তে পারে? একদিন চন্দ্রাবতীও ছিলেন বর্তমান রূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে, মহাননিঃসঙ্গিতকার অনেক কবিই ছিলেন সাহিত্যময়ণে অপরিত। কিন্তু যোগা অল্পসংখ্যার নিকট তা থা পড়েছে। এমন দিনও হয়ত আসতে পারে, যেদিন বাংলাসাহিত্যেও হুগা-পাইন স্বীকৃতি পেতে পারেন।

প্রদ্যাম্পাদেষু

ত্রিশতমল গোবানী

তুমি যোগ্যোষ্ঠ যাকি হিসেবেই মন, পতীর প্রতিটি শোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মনুর যেক্টে বাসনগিবার অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি পথোপকারী, লগা-লগ্নী ও বহুবলস; তাঁর অস্বাভিক ব্যবহার, মীন-মহিষের প্রতি অসীম মমতা প্রকৃতি ভগ্নের কল্প তিনি সকলেরই প্রকার পাড়। তিনি গোপনে যে কত হান করে থাকেন, তার ইংগা নেই।

বাসনগিবার মত এমন একজন জগের যাকির সান্ত্বনা লাভ করে সকলেই পবিত্র। তিনি 'তরুণ সজ্জ' প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান উপদেষ্টা। পাড়ার পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে তিনি যেটা অস্বের ঢেক বেটেই কাছ হন নি, জুয়া এবং জুয়াপা জুয়াধনী উপহার দিয়ে জন সাধারণের অস্বৈর কৃতজ্ঞতাভাজনও হয়েছেন।

জুয়ার পাড়ার বাবতীর সভাপতিত্বিতে তাঁকে সভাপতি হতে হয়। বহীঃসম্মোৎসবে তিনি নিজের পাড়া ছাড়াও বিভিন্ন পতীর দ্বারা-লাইব্রেরীতে সভাপতিত্ব করে বেড়ান। গাভীরা, নেতাজী, অংবিদ্য, নরকলের জুয়া-

দিনেও তাঁর ডাক পড়ে। নববৎ, বাণীমতা বিশ্বল প্রকৃতি উৎসবে তাঁকে আভিযপতাকা উজ্জীন করতে দেখা যায়। হুগ-কলেজ-বেলার মাঠে তিনি সাহিত্যোৎসব বিস্তরণ করেন, বনমোৎসবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, জু-মান বজ্জের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন, নতুন দিনেমা-ডবনের স্বাভাব্যতা ন করেন। সার্কুলারী হুগোৎসব, জুয়াধনী, সবতীপুজার তো তিনি একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।

এবার বহীঃসম্মোৎসবের কিছুদিন আগে থেকেই কিছু বাসনগিবার অত্যন্ত স্থিতিমান দেখা গেল। দৃষ্টিভাষ তিনি কাহিল হয়ে পড়েছেন, যেন হন। পাড়ার ছেলেরা একদিন বলবেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি তাবের সঙ্গে বললেন বটে, কিন্তু তাঁর কাব্য রচনা আকর্ষিততার দ্বারা বুঁদে পাওয়া গেল না।

বলের পাড়া বাসিক এবার গোজাফুরি জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা, আপনায় কি হয়েছে, বলুন দেখি? আপনি আচ-কাল আমায়ের জায়েও আসেন না, আমায়ের কোন কাজেই আমার আগের মত উৎসাহ দেখান না। আপনি সঙ্গীত এখন বিমর্ষই বা থাকেন কেন?

সামসত্তিয়ার সৌধনিবাস ফেলে বললেন : আমার কথা ভেঙে দাও ভাই। বুড়ো হয়েছি, আর ঠেং-ঠেং করতে ভাল লাগে না, চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

অভয় বলল : বুড়ো তো আপনি আর নতুন হন নি, আঁখি ছোটবেলা থেকে আপনাকে বুড়োই বেধে আসছে। এতদিন যখন আপনার উল্লাহ-উল্লীণার অভাব হয়নি, তখন এই সাতদিনের মধ্যেই বা সে অভাব বেধে গিল কেন? না বাহু, আপনার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, আঁখিও পোশন করে যাচ্ছেন।

তিনকড়ি বলল : পঠিনে বোলেগের আর বেশী বেশী নেই, আঁখিও এবার সাতঘরে বসীজ্ঞানসম্বল পালন করবার মনস্থ করেছি; নাচ, গান, আঁকুড়ি, মাটিকে আঁখি কচিকচর পায়ে লেটানি নিবেদন করতে চাই। কাজেই, আপনার সহযোগিতা, উপদেশ-নির্দেশ না পেলে আঁখির আঁখিই ঘাটি হবে। আজ্ঞা শ্রু, কোন মাটিকটী গন্ধে ভাল, বলুন তো?—ভাঙ্গবর, না পুঁজবর?

সামসত্তিয়ার অঙ্গরস ঘেঁজাও বললেন : আমি জানি না, বাও। তোমাংহে ঐ উৎসবে আমি থাকতে পারব না, আগেই ঘানিবে রাখছি। পুরীটা বজ্ঞ রাখার যাচ্ছে, তাই ভাবছি পিগ্নিই পুরী রাখ।

সাদিক আঁখির ঘরে বলল : আপনাকে পুরী যেতে দিচ্ছে কে? পুরী যাওয়া মতলব আপাততঃ ভাঙুন, বাহু। আঁখির সহযোগিতা প্রতিটি রূপে এবার সন্নিবৃত্তভাবে বসীজ্ঞানসম্বল পালন করতে হাতী হয়েছে—সহযোগিতা ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা। তাছাড়া, আর একটি মনস্থর যোগ দ্বয় পোশেন নি। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বসীজ্ঞানসম্বল লম্বোচ্চ আঁখিক ছবিও যোগ্যতার মধ্যম এখন এই সহযোগিতা, তাঁকে আঁখি 'বসীজ্ঞান' সম্পর্কে একটা জীবন মেবার লজ্জা অগ্রহণ করব, ভাবছি। আপনি কি বলেন, বাহু?

সামসত্তিয়ার সহযোগিতা বললেন : তোমাংহে মনস্থর আমি বুঝতে পারছি। যেন কোথা না বেন, তোমাংহে বাহু নাকে ভেল ঘিরে যোগ্য। শুধু জাণ যোগ্য করে নর, ছবিওপন্যবকে সত্যপতি করবার জন্তে আমন্ত্রণ জানান হবে, সে খবরও আমি পেয়েছি।

অভয় বলল : পারেন না বেন? আঁখি তো ভীত পোশন করছি না। ছবিওপন্যবক মত একজন পণ্ডিত-ব্যক্তি যদি বসে করে সত্যপতির আলন অঙ্গরস করেন, সেটা আঁখির পৌত্তাগ্যই বলতে হবে।

সামসত্তিয়ার প্রাচ্য কিঞ্চি হয়ে বললেন : তবে আঁখি কি! তোমাংহে পৌত্তাগ্য নিয়েই যেতে থাক। সত্যপতি যখন যোগ্যকতবেই ফেলবে, তখন আর আঁখিকে কেন? আমি তোমাংহে সত্য-পণ্ডিতের মধ্যে থাকতে চাই নে, তোমাংহে আঁখিকে যেটা হাও।

এতক্ষণে সামসত্তিয়ার রূপের কামর ওয়া বুঝতে পারল। তাঁকে সত্যপতি কথা হয়নি বলে তিনি মূর হয়েছেন। একজন্ম সত্যপতির আলন যিনি এতকাল মনস্থর করে আসছেন, অকস্মাৎ হানুচুৎ হওয়ায় তিনি রূপে রূপে তেজে পড়েছেন; তাঁর মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক।

তিনকড়ি বিনীতভাবে বলল : আপনি আঁখির প্রতি বিজ্ঞ হবেন না, বাহু। আঁখির সহযোগিতা প্রতিটি সত্য-পণ্ডিতের আপনি এতকাল সত্যপতির মত এলেছেন, তবিত্তেও করবেন—সে বিধে আঁখি নিঃসন্দেহ। কিন্তু ছবিওপন্যবক মত লোককেও সত্যপতিতে পাওঃ ভাগ্যের কথা। তিনি যখন বসে করে আঁখির এই সহযোগিতা করছেন এবং সহযোগিতা প্রত্যেকটি যখন তাঁকে সত্যপতির আলনে যেতে ইচ্ছুক, তখন আপনি আর আঁখি করবেন না। আপনি বসে করে আঁখির সহযোগিতা করবেন না। আপনি বসে করে আঁখির সহযোগিতা করবেন না। আপনি বসে করে আঁখির সহযোগিতা করবেন না।

অভয় বলল : আপনার সত্যপতিতে যোগ্য আঁখি বসার থাকে তারও বাহু হতেছে, বাহু। আপনাকে কথা হয়েছে প্রাচ্য আঁখি। সত্যপতির চেতনের পাশে আপনায় চেতনা পাওয়া থাকবে; একই সাইন্সের ফলেই আঁখি আপনায়ের উত্তরের পণ্য পণ্য হতে; আপনায়ের ছবিওপন্যবক কোনই পার্থক্য থাকবে না।

সামসত্তিয়ার পানিকটা মনস্থর হয়ে বললেন : প্রাচ্য আঁখি হতে হবে আঁখিকে? হ্যাঁ, তোমাংহে যখন এত করে বলুন, তখন আমি আর আঁখি করব না, সত্যপতিতে তোমাংহে সহযোগিতা করব।

হাদিকতা চলে যাবার পর হাদগতিবাহুব হঠাৎ মনে হ'ল—তার রাজী হওয়া উচিত হয়নি। তাঁকে অপমান করায় তরুই সহরের লম্বাটে উঠেপড়ে লেপেছে। তা না হলে তাঁকে সতাপতি না করে গ্রামান অতিথিই বা করা হইল কেন? ছবিকেশববাহুবকেও হোঁ ওয়া গ্রামান অতিথির আসনে বসাতে পারত! হাদগতিবাহুব এবার নিষেধ প্রতি কঠোরক ভাগ হল। তিনি ছালাগের মত এক লম্বাটে ওষের প্রত্যয়ে বাকী হলেন? হিঃ হিঃ! আর একটু জাপ দিলে তারা তাঁকে সতাপতি করতে বাধ্য হত।

সতাপতি আর গ্রামান অতিথি! ওয়া বতাই বলুক, ছোটোয় মধ্যে পার্থক্য নেই, ছোটোই সমানজনক নয়; তবু হাদগতিবাহুব মন কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। পার্থক্যই বাকী না থাকবে তবে তাঁকে এই পক্ষে ওয়া হল কেন? এ বড়মহা, পজার বড়মহা!

গ্রামান অতিথির চেয়ে সতাপতির পরটাই বেশী সম্মানের। সতাপতি সভা পতিচালনা করেন, তাঁরই কথার একেবারে এক নাচ-পান-আত্ম-বিকৃত্যে যাবার নিষেধের কোমলতা দেখায়, হাত-ভালি পায়। গ্রামান অতিথিকেও কিছু বলতে হয়, তার নির্দেশ আসে সতাপতির নিকট হতে। এককাল সতাপতিও আসনে বসে, বহুক্ষণের এসেছেন হাদগতিবাহুব, এখন এসে বড়মহা পড়ে তাঁকে তরুই তামিল করতে হবে! এ অসহ্য! যুবনুঁকে তাঁর পক্ষে এ অপমান সহ করা কঠিন। অতএব, হাদগতিবাহুব উত্তেজনার অধির হয়ে পড়লেন। কি করলে তাঁর সম্মান অক্ষুর থাকে, পাগল হাত দিয়ে বলে তারই উপায় চিন্তা করতে লাগলেন তিনি।

একটা উপায়ও তিনি খুঁজে পেলেন অরণ্যে। বোটা বকম বরক করতে হবে, তা চোক। তিনি শুভা জাভা করলেন। ছবিকেশববাহুব উত্তিত শিক্ষা বিত্তেই হবে, সতাপতি চরকার লম্বা মিটরে যেমন বাছানদের; একেও হাতে হাতে বুঁকে দেবেন, বাইরে থেকে সতাপতি আসলে কি চুপ্তি কোণ করতে হয়। কিন্তু যুব চ'নিয়ার—কেউ খেন যুবায়েরও তাঁকে লম্বা করতে না পারে!

শুভা-সর্গার বোটারিগের সঙ্গে তিনি যোগদানে দেখা করে অনেকক্ষণ পরামর্শ করলেন। বোটা সিং তাঁর উপদেশ মত কাজ করবে—প্রতিক্রিয়া দিল।

(৩)

হাদগতিবাহুব নির্দেশমত বোটা সিং তার বলবল নিয়ে হাদগতিবাহুব হাজির হবে বোমা বোটারিগ-ইটাটাটকেন' হুঁকে জমজমাট সভাপত্য করে বীরবর্ণে শলাঘন করল। সভার উৎসাহকাতা আবিষ্কার আবহু হলেন। গ্রামান অতিথি অবশ্য নিরাপত্তেই আসেন। সতাপতির আঘাতটাই মারাত্মক; তাঁর মাথা কেটে গেছে, হাত-পাও অক্ষত নেই। ঘটনার গতি যে এমন আকস্মিক পরিবর্তন হবে, হাদগতিবাহুব তা অশ্রুও ভাবতে পারেন নি।

সভা আবহু হবার পূর্বদৃষ্টেই উৎসাহকাতার বেলাল হল—বাইরে থেকে তিনি এসেছেন, তিনি এই সহরের সম্মানীয় অতিথি এবং তাঁকেই গ্রামান অতিথির আসনে বসানো উচিত এবং সেইটাই বীতি। হাদগতিবাহুবও মনের খেঁচ কেটে যাবে একা তাঁর সতাপতির আসনও অক্ষুর থাকবে।

মনমনের অল্পতোষে হাদগতিবাহুব হাসি-হাসি মূখ করে সতাপতির আসনে বসলেন বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোটারিগের বল সভাপত্য করে চলে গেল। অবশ্য বোটারিগেরও হাদগতিবাহুব সোম দিতে পারেন না; কারণ, ববীপ্রজ্ঞাশ্রবণের সতাপতিকে মারাত্মক জখম করতে হবে—বোটারিগের সঙ্গে তাঁর এই চুক্তি হয়েছিল; সে চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বোটারিগ; হুতবা: সে নির্ধারিত।

বিবীহ পাতিগ্রন্থ নবনবীর উপর শুভাওর এই জখম আক্রমণের বিলম্ব সহরবাসী তুহুদ আশ্বাসন স্রুত হয় গেছে। কি করে শুভাওর জখমবর্তমান উৎপাত নিবারণ করা যায়—প্রকৃত অধিবশনে তাঁর উপায় নির্ধারণ করা হবে।

হাদগতিবাহুব বর্তমানে সহর হালপাতালে মধ্যপাতি, তাঁর সর্গারে যোগে রাখা। তিনি হুহু বনে বাকী ফিলসে পর প্রকৃত অধিবশনের দিন স্থির করা হবে।

হাদগতিবাহুবকেই এই সহর সতাপতিতে করতে হবে। বলাবাহুল্য, তিনি রাজী হয়েছেন।

বোধন

ঐক্যপ্রভা ভাষ্য

নহায়াহা মহাবিকা মহিমান্বিতী রূপে

যত' তীর্থে অদ্বৈতম শক্তি বস্তু পাত্রে ।

এল নীলাঞ্জনা তানপূর্ণ পত্র ভ্রাম বীণে,

আনন্দের চিন্তার সত্তার বস্তু মল্যটে ।

এল অর্ঘ্যস্ত উদ্ধারিত উষা

এল নিগন্তের নীলে নীলে

উৎসাহিতা অনন্তের কুণা ।

এল তুমি শব্দের হৃদিত নিম্নে

চুপ জাগা বিমুক্তির চৈতন্য সম্প্রদেয় ।

তোমার ব্রহ্মাণ্ড লোক নিত্য সৃষ্টিয়ে,

থিকে থিকে উদ্ধারিত শক্তি সমগ্র

আকাশে, বাতীতে তলে বিজ্ঞানের ভর

তীব্রের ভয়ভয়ে বৃত্তা অস্ত্র সন্তোষ সুকার ।

বাহুধর শুভবুদ্ধি জ্ঞান কর মেধা

নিবৃত্ত সংগ্রামবীর উদ্ভাস অসীম ।

বাহুধর বাহুধর প্রেম তাত্ত্বিক ধারণে বিনা,

আন্তরিক বক্তব্য এ পৃথিবী বিমুক্ত বহির ।

তবু সৃষ্টি স্বপ্নের নিপুন কৌশলে,

বাহুধর প্রাণে জাগে চৈতন্যের কল্যাণ প্রদীপ ।

কোনও এক স্তম্ভরূপে পরম্পরে নহে উজ্জীলে,

মেঘে পৃথী আলোময় প্রথমই মৈত্রীময় বীণ ।

বোধনের পূর্ণ ষটে প্রজ্ঞিত মাক্ষিক্য অধাৎ,

দীপের লবন তলে, মাহুধর অক্ষমলে,

বিলে মেঘা নিপেছে অশ্লীষ ।

শারদ ঔষধী এল বিবশুজা। লখনা প্রতিম,

পেখা হতে নেন এল, পৃথিবীর মকবকে

উৎসাহিতা মনস্ত অগাধ ।

ক্রন্দনী

বন্দে আলী মিয়া

হাতের শীতানা হতে

কিহে এলো আলোকের গান

একটি লম্বা তায়

চোরে আছে উষর প্রভাতে—

কালের বাত। হুক

—থিকে থিকে তার অভিবান

আকাশের ছায়া পথে

লোকে লোকে নিদীপ সজাতে ।

দিনের রূপালি শাবী

কিহিহাতে হাতের কুলা

তোমার প্রবাল বীণ

এসেছে কি একটি নাবিক !

আমার সিংহাসন

—বিশা তার সাগরে কুণার

চলেছে অনাবি পথে

কুলাহা বৃহৎ শবিক ।

তোমার পাখা ঘন

আজ তার কিবা পরিচয় !

এখনো কাঁধেছে সোনা

ক্রন্দনী বিহর বিদূর ।

তুমি কি মেঘে না ঘরা

মেঘেই না প্রাণের লক্ষ্য !

দীপনের বীণা হতে

ওঠে নিশি বোহাগের স্বা ।

হাতের কাফেলা চলে

কাঁধেরে অহুত ভাষায়

প্রাণের প্রদীপ নিখা

জেগে আছে চির অনিবার—

আমার একটি শা

কাঁচা বগো কালের পাতায়

একনা মূল্য হতে

টুটে বাবে কঙ্ক পাখা ।

বক্ষা নারী

ঐনরেজ দেব

বক্ষা নারীর নরেনর পানে
দেখোছো কি চেয়ে কেউ ?

দেখোছো কি সেবা কী খেন পতীর
বিবাহের তাইটে কেউ ?

হাসির আড়ালে স্বরে বাঁধি জন,
বাধা কঁদে ওঠে সুখে ।

ললাটে কণোলে বেহনাব রাস
দেখোছো কি জানি সুখে ?

অবশ্য বুকে বসন্ত ঘেঁই
বাঁজায় ফুলের বাঁশী

নাচে কাঙ্ক্ষন আকাশের কোলে
সতীতে উদ্ধাসি ।

প্রজাতন্ত্রে আলো লাগে চোখে ভালো
সে'রু'নি স্বপ্ন বোনে

দেখোছো উখন ব্যাখুলা বক্ষা
লক্ষ্যে গৃহ কোনে ?

অজ্ঞেয় তার কি বেগন তার
স্বতন্ত্র কি জানো কিছু ?

জানো কি কেন সে ভিত্তিছে কেবলি
আলোয়ার শিষ্ট শিষ্ট ?

সুস্থমে স্ব'চি না মেল কোনো দিন
স্ববর্তির লক্ষ্যে,

লবল বর্ষ বৈতন নিয়ে
বুধা সে ফুলের প্রাণ ।

বহুবীন তার জীবন পাজ,
লজ্জায় কোথা যনে ?

একটি কোমল কচি প্রাণ দাসি
কাঁবে সে লক্ষ্যোপানে ।

ছুটি চোখে তার জু' হাছাকার
কোটোনা স্বর্ণ কবি

মননী হ'তে যে পায়নি তাহার
শঙ্কনা কোথা কবি ?

রজনীগন্ধা

ত্রিযোথিকা দেবী

স্বস্ত্র খেমে গেছে রজনীগন্ধা বনে
পঙ্কন হংগেছে হঠাৎ আঘিতে শাক,
ঐ যে পবিত্র চলেছে আপন সনে
পথ চলাতে কি হয়েছে আঘি সে আঘ ৮

বস্তু দ্বারা খুলে গেছে আঘ বাটে
পথের বাধাটা হ্রস্ব হ'তে বাধ হ্রস্ব
কীর্তনের স্বত স্বকীর্তন ভ্রামল তটে
কেন-উজ্জ্বল ডেউগুলি ঘরে পুখে ।

লব্ধ বাগেবা স্বরে স্বরে পড়ে আছে
আমার তব জানালার কাছ ঘেঁসে
স্বরের বাঁধনটা কেন এলে মোর কাছে
স্বব গিয়ে ঘিয়ে কেত চলে যায় পেয়ে ?

স্বরে পড়ে আছে রজনীগন্ধা কেন ?
মোর বাতায়নে সানিগুলির কাছে,
জন্ম শোভন স্বব-স্বকীর্তন কেন
মোর কাছে এলে কোন্ ভিক্ষা সে বাতে ?

লব্ধ হংগে উজ্জ্বল তট'পরে
লীল গঠন চিত্রণ ঘনগাভা—
তারি মাঝে মাঝে যেত ফুল ঘরে ঘরে
কোন্ সে দ্রুপের জীবনবাঁহিনী পাঁখা ?

তবু

কল্যাণ ভূষ

ভালবেলে তবু আগ নাই কাতে, হরতো কয়েক স্থা—
তবু সেই মোর অবস্র পৌত্তর ।

চিরজন অহুধার, অনির্মাণ অক্ষা প্রতীক,—
বা চেয়েছি, বা দিয়েছি, বা পেয়েছি—নব,
পঞ্চল অমৃত হোক—বিধাতার ভালবাসা দিয়ে ।

প্রেমের উজ্জ্বল বীণ নিবাসো না গ্রন্থ ।
কে বলে পাইনি কিছু ? প্রেম, প্রীতি অমৃত লবঙ্গ—
স্থগা করে ? তুচ্ছ তাহে, কিছু সে তো বস্তু !

অভিজাত স্তম্ভরী

ঐ অপরূপ ভট্টাচার্য্য

নয়নের ছায়া ফেলে ফেলে যেন এলে স্বপ্নের পরী !

সৌন্দর্যের প্রমত্ত তরু... মেঘসজ্জার মাঠে ।

অভিনের কুল তেবেছি তোমারে যবে এলে ঘোর কাছে
অভিজাত স্তম্ভরী !

আনার কলির আনুকাণ্ড কোথা গড়ে গালে কেটে কেটে,
তোমারে খুঁজেছি কতকাল ধরে, কত পথ হেঁটে হেঁটে ।

অম-লাবনি রেখার রেখার অতনব আবেগে
অজুতব করি পেয়েছি অনেক কথা ।

না-যশা বাণীর মধুরিমা লয়ে যন রেখে দিতে যনে
সাক্ষি কি বেধে না প্রেম-লাবণ্যলতা ?

শারা ছুনিচার সেয়া স্তম্ভরী বেধেছি অনেক খুঁবে
যেক রোতে মজ—বেড়ইন-পিনিরেতে ।

পান্ডার হোতে কস্তাভূষাণী—দিলগিট, হোতে দুই—
বহু রূপসীর হাতছানি বিধে তাক তনি বেতে যেতে
ধাড়ায়েছি বহুবার ;

জ্বালি-বরণা বরণাবীর আননের মত আর—
স্বন্দর কিছু আঝো তেরি নাই নিখিল বিশ্বলোকে ;
আমার কবিতা কেলে ওঠে তাই তোমার হরিণ-চোখে !

বিলাস-দোলায় অজুরে কেন কাঁপে অকবিতা আশা ?
লালগার স্রোতে উদ্গার হুনি জীবন-জোয়ারে তালে ;
পেলো যারা তব বৃষ্টি-প্রণাম, খুঁবে মরে আঁপে পাসে—
দুঃশাস কাঁপে তাবা ।

কমল-ধূঁড়ির মিষ্টতা তব চোখে-সুখ-বুক রত,
ছুটি বক্তিস ওঠে পুলক-বেশা ।
কোটা কুহ্মের জ্বলার ডেউ অবিহত বেন বর
প্রথম তোমারে পথ-নিরাশার বেধা ?
বহুজনযেব লাখনার তুমি পেয়েছ অসীম রূপ,
যেতাব এ বে পথম বিমূর্তি, পূজার গন্ধ-দূপ !

মোহনহরে ঢাকা কোনারিক-বতিত অগস্ত্য মনলোভা—

পদম আপার আতুলতা লয়ে গোপনে হাসনা আপে ।

স্বপ্নের অপর বৃষ্টিয়ে বৃষ্টিয়ে বিহ্বল অজুরালে,
তুমি কি বেবেছ প্রেম-কপলের পোতা ?

কাঁহো সন্ধ্যা-সুখাভাষা তব পথানে কি ডেউ তোলে ?

কাঁহো কবিতার চন্দ্রের নিতম্ব ?

সুখের হাণিতে যনের বেধনা, কেমনে বাজুব তোলে ?

যিহে নির্জনে শবিত আলাপন ?

বশন-পাখার কত বিহঙ্গীবা কয়েছ কুহ্ম বীরে
তার ডেকে পেছে মত্ত ঘনানীর আলো-আধারের মাঝে
ত্রীড়া-হস্তিম তরীটি তব কেন হেরি এলে কাছে
কেন চাকু কিংব কিংব ?

নিশি-আশ্রয় করেছি কামনা ; প্রেমের অতিথি তব—
একটি কুহ্ম তুলে আম্মনে বেবেছে খোঁপার ভঁড়ি ;
সৌধত তার চড়াবে এশেছ পাগল করিতে মূক্তি
শায়মোৎসবে সব ?

বিদ্যুৎ কহিবা কিভাবে কি মোহে, যন বিধে যন ছুঁয়ে ?
তোমার রূপের লীলালীতে বিভাবরী
লাঞ্জে কিংব বাহা । তুমি কাছে এসো ।

শেকালি কহিছে তুঁথে,

ছব্ব কুহ্ম এসো অমৃত তরি ।

কত রহস্যের রূপের আঙনে জলে গেল কত বর ।
তুঁপে আঙনে কাঁপ দিতে গ্রাণ ব্যাকুল নিঃস্বর ।
তাইতো তোমার প্রেমের শিখার শূঁড়ে যেতে চায় কবি,
ভিতরে তোমার আয়েদগিরি, বাহিরে তুমি যে ছবি !
কর মোরে প্রেমধনি,
মোর মৌন-বধন জালার হোক এবে অস্থান ।

নির্জন সাক্ষর

ঐশ্বরীল ডট্টগাথ্য

তোমার স্বাক্ষর স্বাক্ষর; যেমনের বুকে ফোটা। কুল
আমাকে কখনো যদি নির্জনে অথবা তুমি হাত
প্রতিজ্ঞাকে ভালবেসে, কখনো কখনো প্রতিজ্ঞার কুল
যদি পশুপক্ষের পুষ্পকে আমাকে লাগাত
তোমার ঘ্যানের বনে, তাহলে সে শিল্পের সংসার
সংকল্পশোভিত এই ভক্ত সোরে তোমার আঁধার

তোমার হেঁদে হানে মত্ত মন যদি দুই হয়
এই বিশ্ব বিশাখার মূলগিত কর্কশতানে,
বাউল বলজ যদি আসে ব্যক্ত স্তম্ভের বিস্তার
জ্বলের হেঁদে জ্বালো নীল নীলগিরির আঁজানে
তাৎপরে সুস্থ-কস্তা নন্দ-মৌল সে নীলগিরির
ভাঙ্গত বাজির বুকে তুমি পাখ শিরোন তায়।

যদি সে বাজির স্বপ্নে শৌর-বেত স্তম্ভের মৌনতা
আর তুমি পূজার্ত্তে রক্তনগদ্যে ফোটা কথা।

একটি রাতের কথা

ঐশ্বরীল ডট্টগাথ্য

কখনো যদি স্বপ্ননথার নতুন ছবি স্বাক্ষর
একটি কথা বেবেছি বলে আকাপ ছিল নীল,
আলোর ছোঁয়া হাওয়ায় বোলা পেয়েছে এক বিল,
তোমার সাথে এখানে বেধা কখনো কুলো নাকো।
হঠাৎ তুমি ভেবেছ এ তো গোপনে বলা ভালো
কি-আনি যদি এ কথা নিয়ে কোথাও কণাপাতি
জলে, তাহলে রাতের আঁড়াল হবে তো জনাতানি
পরমে বাঙা হবেনা তখন বৃদ্ধ প্রজাতী আলো।
যদিও তুমি এ কথা ভেবে করছ আভিমান
তবুও পোনো সে বৃদ্ধ রাতের অসুখ স্মৃতি-মাথা
তোমার নরম হৃদয়ের ছোঁয়া গোপন করে রাখা
জ্বলবীনে প্রতিটি দিনে তোলে বেধনা পান।
যাবে কি কুলে। সুখেলি-খেঁচা রাতের নিয়ালার
অভাবী মনে স্থগাতো নাকি বিয়েল জোছনার।

তবু

ঐশ্বরীল ডট্টগাথ্য

বহুব্রহ্মে লভ্যেৎ স্বতঃ স্তম্ভি শাক্ষীস্বয়ং
আকর্ষিত্ত্বমিত্যং হতে, গান পেয়ে চলে যাই হতে
বিষাঘের অবকাশ নেই। নিশ্চয় পুণ্ড্র,
চেটন্যের সঙ্গিন তুমি; গ্রামে বাজে জ্বর-নুপুং।

এত যে স্বাক্ষর চেট উত্তরোত্তর জ্বলের কোণে
গ্রামের লিপাশা বাড়তে, বুঝা কার গান জাগে মনে
কেনেছে সেই কি আঁজো লভ্যেৎ স্তম্ভি জলে নেই
মাটির আঁধার; প্রেম ও স্তম্ভি বসে কিলু নেই।

তবু আছে, অতল সাগরতলে নতুনদের স্বাক্ষর
বিষাঘের ব্যথা বুকে জীবনের অন্ধকার বাস
হেঁদে যাই লোনা জলে। হেঁদে তুমি মাটির আঁধার
নরম এ বাসুচের পড়ে তুমি জীবন অগাধ।

দুঃখ-রাতের প্রদীপ

ঐশ্বরীল ডট্টগাথ্য

দুঃখের রাতে,
যে প্রদীপনামা তুলে দিয়েছিল হাতে
হাথ ভগবান।
যাত্রাপথেই নিতিবা দিচ্ছে তাহা
আহা!
আর কি জাগিয়ে আলো
আমার এই শূন্য আভিনাতে।
মাটির প্রদীপ বুলিতেলে গেলো মিশি
খোঁজাঃহুঁ তার হ'রে নিলো তার-পক্ষী
আকাশের মিশি মিশি।
বহু-অনন্যী তাহারে নিয়েছে বুক
মাটির শিশু বুকের পড়েছে
লব্ধ বাসের তলে—

স্মৃতির মহাশবে!

তাইতো ভ্রামল ভ্রমণানে রই চেয়ে—
মনে হয় তাতে স্মৃতি তার অসহ্য ছেয়ে।
রজনীর তার-চক্রে-শোভিত পদন
ভাপায় বাণিত হিরাং হাওয়ার
হৃদয় স্মৃতি স্পন্দন!

অফিস অর্ডার

জীপোর দত্ত

১

মি: লেন বহালি হয়ে গেলেন যকংখলের কোন এক মাথা অফিসে—আর মি: কর্ণকার এলেন তাঁর স্থানে। কর্ণকারীরা সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। কারণ, তিনি হলেন কড়া মেজাজের লোক। অফিসের কাজের সঙ্গে নিরাম পুখলার প্রতিটি তাঁর ভীতু দৃষ্টি।

সুখার বোল একটু আচ্ছাদ্য। অফিসের কাজের চাপে এখানে এখানে ঘুরে বেড়ানো তার অভাব। মি: কর্ণকার এটা পছন্দ করেন না।

একদিন বড়বানু কানাকা প্রণামকে তাকে কিশোর করলেন,—সুখারবানু গিটে থাকেন না কেন?

এরূপ প্রশ্নের দৃষ্টান্ত রচয়িতা তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি আনতেন—কর্ণকারীরাও রত্নমুণ্ডের কড়া। তিনি নিজেই। খোঁড়া ভিড়িয়ে যাগের গুণের মজর হানের নজির তিনি কখন যেখেন নি। সংস্যা এই প্রশ্নের তিনি আনুতা আনুতা করে অব্যাহত হলেন—ও স্ত্রীর একটু পাগলাটে—কিছু কাম করে ভাল। গেছে বোধ হয় অলটল থেকে!

মি: কর্ণকার ও কবার কুললেন না। পাড়ীয়া সহকারে বললেন,—আপনি নিশ্চয়ই গোপন করছেন। এ কাজের দায়িত্ব—পাগলা গাভর নহ। আমি শুধু কাজ দেখতে চাই। নিয়ে আনুন অজ্ঞ।

কানাকা প্রণাম ছুটলেন তার সন্ধানে। সিঁড়ির ওলার তার মধ্যে বেগা হয়ে গেল। একা আনয়নে তিনি সিগারেট টানছিলেন বেশ মৌক করে। চোখাচোখি হতেই সুখার বানু হাতটা লুকিয়ে ফেললেন।

মি: কর্ণকার ভোমার ভাকছেন,—কাম দেখতে চান—এখনি চলে এল। বলে কানাকা প্রণাম যেমন এসেছিলেন, তেমনি ক্ষতপক্ষে চলে গেলেন।

সুখারবানুও নূন ভকিরে কণ্ঠ হয়ে গেল। বাস্তবতার সঙ্গে আধাখাওয়া সিগারেটটা ফেললে চাপ দিয়ে মিচিরে

কলে লকেটের ঘণ্টা নিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়লেন।

মিনিট না কাটতেই চাপরাঙ্গী সেলাম দিল,—সাব খোলাস্তা হার।

সুখারবানুর নুত চিপ চিপ করে উঠল। তিনি পাতে ঘুরে উপস্থিত চলেন মি: কর্ণকারের সামনে। মি: কর্ণকার নূন তুলে তার আপঃসত্ত্বক দেখে মিলেন। পড়ীর স্বরে আবেগ করলেন,—সকাল থেকে 'হা' বা 'কায়' করেছেন নিয়ে আনুন।

সুখারবানু হাথা চুলাতে লাগলেন। নূন তার ক্যাফানে হয়ে গেল,—নুকে হাতু'ডর বা পড়তে লাগল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? হান, নিয়ে আনুন। যমকের ঘুরে বললেন মি: কর্ণকার।

কাম সফলেও হিক যিগের করি না স্ত্রীর। একেবারে টিকিনের পরে শেষ করে দি।—ভক্তিত স্বরে বললেন সুখার বানু।

মি: কর্ণকার হাথা নাড়লেন। বললেন,—সকালে কবার হস্ত কাজ তাঁরলে আপনাব থাকে না কলুন।

শুধু হাসি রেলে বললেন সুখারবানু,—তা—এক স্বকম না থাকারই দামিল।

আচ্ছা, বান।—যলে মি: কর্ণকার কানাকা প্রসামকে ভাকলেন। বললেন,—নুতলায়, ঠাক এছেল। সুখারবানুকে ভেনপ্যাচ ভিগাটমেটে ট্রান্সকার করে দিল।

কানাকা প্রণাম আকাশ থেকে পড়লেন। কুললেন,—কি বলছেন স্ত্রীর? 'হু' একজন বেকী ঠাক না থাকলে কাম চালাব কি করে? কানাই ভো! লোকের লেনেই আছে!

লে পরে দেখা: রাগে। এমন আমি বা বল্জি তাই করুন।—মি: কর্ণকার আবেগ করলেন।

অফিস অর্ডার বেটিয়ে গেল। সুখারবানু কানাকা নিয়ে বসলেন।

কেন্দ্রপাথে কাকের চাপ বেঁধে—এর ওপর লোক কদ
কাক শেষ করে বাতী কিংবে এখনকার কণ্ঠচরিত্রের বাত
হবে বাত। কুমারদ্বার সাধনে চারদিক অন্ধকার হবে
পেল। তার দ্বারা বৌ বৌ করে খুঁজে লাগল।—লাউটার
ছুটি আসা তাকে ত্যাগ করতে হবে।

বেলায় বাতী ও দিনেরদ্বার লাউনের সঙ্গে আসল বিচ্ছেদের
কল্পনার তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। অকিঞ্চিৎ কোলাহল
বনে সুস্থের মধ্যে বেধে পেল। তিনি বসিত করে সেলেন
নিষেধের মধ্যে। যে কোন উপায়ে এই অকিন অর্থাৎ
প্রত্যাহার করতেই হবে তাঁকে।

তিনি ছুটি সেলেন মিঃ কণ্ঠকারে কছে। একটু
ইতস্তম্ব করে বললেন,—এবারে যত করা কখন প্রায়।
সিট ভেঙে আদ্য কখন নড়বে না। আমাকে এখানেই রাখুন
অন্তর্য করে।

তার এ আকৃতি মিঃ কণ্ঠকার তানে মিলেন না।
বললেন,—চূপচাপ বলে থাকলে ত হবে না, কাজ করতে
হবে।

এই বান্ধে তো কাজ দিতে পারেন, প্রায়।—কীভাবে
কীভাবে হবে বললেন কুমারদ্বার।

মিঃ কণ্ঠকার তার কথার কর্পাত করেলেন না।
বললেন,—অপরে যে কাজ করতে হবে পাচ্ছে না, আপনি
সে কাজে ভর পাচ্ছেন কেন? আপনি কি অযোগ্য? তা
ভাড়া আদ্যের অকিন অর্থাৎ আদ্যই প্রত্যাহার করা যায়
না। পরে হিরেচনা করা যাবে।

কোতে গুণে কুমারদ্বার বাতী কিলেন। স্বীকৃতির
সমস্ত সুর হারিয়ে গেল কেবলার পরে। চাকুরী জীবন
পরের কুমারের জীবনের চেয়েও নির্দিষ্ট ঠেকল তাঁর কাছে।
বিভ্রা অজ্ঞান জীবনের প্রতি। হিঁড়ে কেলেটে চাইলেন
নিজেকে টুকরো টুকরো করে। এরূপ চাকুরী চলে বৃত্তা
অনেক ভাল।

না ভাবলেন,—যাবার এনেছি।

উত্তর সেলেন,—দ্বীপে বাতাপ—আজ যাব না।

হা যেমন এসেছিল, তেমনি কিংবে সেলেন।

কুমারদ্বার পরে হবকা বসে কেলেন—আলো মিলেন

নিতিয়ে। পতীর অন্ধকারে নিষেধে বিছানার কোলে
মিশিয়ে ছিলেন।

• • • • •

পরের দিন। মিঃ কণ্ঠকার সঙ্গে এগেছেন অকিনে।
নটা বাজে মিঃ টেলিকোন বেধে উঠল। মিসিচাওটা
চাঙে মিলেন তিনি।

“হ্যালো—হ্যাঁ, আমি কণ্ঠকার। বলেন কি?” স্বাক্ষকে
উঠলেন মিঃ কণ্ঠকার। টেলিকোনে কথা চলতে,—“আম-
হত্যা করেছে কুমারদ্বার?—না, না, আমি এম্ব কিছুই
জানি না।—কোন অকিন অর্থাৎ বার হরনি—কি বললেন?
আমাকে বারী কয়েক বৃত্তাও যত্নে! ও—কি পরতান?
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি আমন—পুলিশ লড়াবেন না আমাকে
—সেখবেন অন্ধকার করে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপন অকিনে—
নমস্কার!”

যেয়ে তান হয়ে সেলেন মিঃ কণ্ঠকার। কল্পিত হতে
মিসিচাওটা বখানানে যেখে গিয়ে ছুটলেন কালি ভিগাপ-
যেটে। কোন কণ্ঠকারী বা চাপরাশি এখনও আসে মিঃ
নিজেই কালি থেকে গুট বিনের অকিন অর্থাৎ বখান। বের
কবে, হিঁড়ে কুচি কুচি করে তাকপনের ভাটবিনে কেলে
দিয়ে এলেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে তিনি চির মাহবে
রূপান্তরিত হয়ে সেলেন। তাঁর মুখ চোখ বলে পেড়ে,—
চোখের কোলে কালি জমে উঠেছে। পকেট থেকে ক্যাল
বার করে মুখের দানটা মুছে কেলে প্রাতীকা করতে
লাগলেন,—পুলিশ ইলপেটেরের আসার অপেক্ষার।

সাত নটা বাজল। কামাখ্যাবার এলেন। মিঃ
কণ্ঠকার তাঁকে ডাকলেন। তাঁর গলার বর দ্বাখা।

আপনি কি অম্ব?—কামাখ্যাবার মিলেগল
করলেন তাঁর কর্ণবরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে।

মিঃ কণ্ঠকার বিলিভ ভাবে চাপা গলার উত্তর করলেন,
—না, না,—যানে,—দ্বীপে টিক আছে। কুমারদ্বার হঠাৎ
আম্বহত্যা করেছে—এখনি পুলিশের লোক আসবেন
খোঁজ বসে নিতে। কিছু মিলেগল করলে—সম্পূর্ণ অকীকার
করবেন। আমি কালবে অকিন অর্থাৎ ইতিমধ্যে নটা
করে হিরেচি—এক মিলেগল বলে সেলেন তিনি।

কামাখ্যাগ্রামস্থ পুষ্কর হ্রদে গেলেন—এই প্রদেশেও গেলেন।
শোক লম্বা কর্তে তিনি বললেন,—আশ্চর্য্য! করল—
বলেন কি!

মি: কর্ণকার অস্বস্তি হইতে বললেন—ও যে এত দারিদ্র্য
আবিষ্কৃত করে জানব বলুন—নতুন এসেছি।

সাত্বে মণিটা হাজল। কামাখ্যাবাবু কালে ঘন নিজে
পারছেন না। উৎকর্ষের সঙ্গে বলে উঠলেন।

কর্ণকারীতে অফিসের উদ্ভি হইতে গেল, ইতস্ততঃ ভ্রমণ-
কালিতে স্থগিত হইতে উঠল হালধাটা। কেহ বা কালে, কেহ
বা অকালে মনোনিবেশ করে বলে আসছেন। সীট ছেড়ে
যাক কেউ মজতে সাহস পার নি, কখন কার ভাগ্যে ট্রান্স-
জার অর্ডার এসে পড়তে পারে! নতুন অফিসারের নতুন
গাপট।

লগ্না কামাখ্যাবাবু লক্ষ্যেই আবিষ্কৃত হলেন। কামাখ্যা
বাবু ও মি: কর্ণকার—উভয়েই চকিত হইতে উঠলেন।
কামাখ্যাবাবুকে উদ্দেশ্য করে কামাখ্যাবাবু অত্যাশ্চর্য্য
করলেন :
কামাখ্যাবাবুকে বস্তাব্যবস্থার কথা নিজেই না—হলছেন,
তিনি কোন অর্ডার পান নি।

মি: কর্ণকার লক্ষ্যে উঠে এলেন। কামাখ্যাবাবু আড়-
চোখে তা দেখে নিজে কামাখ্যাবাবুকে তিরোজন করলেন :
কামাখ্যাবাবু কখন আসি, বলুন।

মি: কর্ণকার চোখপাকিরে উঠলেন,—আপনার এই
কাম।

কামাখ্যাবাবু মাথা দুটোতে লাগলেন।

কামাখ্যাবাবু হাসলেন।

মি: কর্ণকার বলে চললেন—জানেন, আমার হাট
দুর্ভাগ্য। আর একটু দলে হাটফেল করে বসতাম।

কামাখ্যাবাবু হেসে বললেন : থাকলে সত্য, এবারের
মত শুধু কমা করুন। বোধহি ত, ও একটা আশ্চর্য্য।
নাও কামাখ্যাবাবু, তুমি যেখানে কাম করছিলে, দেখানোই কর,
কি বলেন আর।

মি: কর্ণকার হুপ করে উঠলেন। এক পেগাস জল

খেয়ে চোখের আশ্রয় নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কেটে গেল—
অস্বস্তি এবার চোখে উঠলেন। অত্যাশ্চর্য্য করে কামাখ্যা
বাবুকে বললেন : আপনাকে যেহে পাঠ বলে কমা কর-
লাম, তা না হলে—

কামাখ্যাবাবু নিজের পুরানো কাগজের ফিরে এলেন।
সহকারী এক দৃষ্টান্তে তাঁর দিকে তাকালেন।
তিনি ইঙ্গিত করে জানালেন—পরে বলব।

কে হোডের

জাম্বুর্বেদীয়া

মহাভূমিরাজ

কেশ তৈল

হুগল ওয়াশিংটন
আমার অমুখ্য মায়া



ভাল্লুক

(একাত্তর নাটক)

একটন চেকব—অনুবাদ শ্রী অরতি দত্ত

চরিত্র

এলিনা ইতানোথনা পোপোতা: যুৎতী, বনৌ ভমিয়ারেব
বিবদা পত্নী

গ্রেসেরী টিপানোভিচ আর্বার্ট - মধ্যবয়সী প্রতিবেশী ভমিয়ার
দুকা - পোপোতার বয়স ভৃত্য

[স্থান :- পোপোতার বসিবার ঘর। পোপোতা
সোফায় ভাবে একটি ছবি 'ক' তাকিয়ে আছে ও
দুকা কথা বলে যাচ্ছে।]

দুকা—এটা কিছ উঁচু নয়.....আপনি একবারে
নিজেকে মেঝে কেলয়েন। পাড়ক, চার্শিংগা সবাই সেছে
কল হুতোভে, এতোকই আনক কয়ে, এমন কি হালামে
বেডালটাও খুদী কন পোক ধরে, কেবল আপনি সংগ্রহিন
এই ঘরে বসে অছেন, বেন এটা একটা আশ্রন। আর
এক বছর হতে চল, আপনি এইভাবে নিজেকে বন্ধ করে
যোগেছেন।

পোপোতা—আমি কোনদিন আর বাইরে যাব না।
কেনই যা যাব? আমার জীবন তো শেষ হয়ে গেছে।
তিনি আজ তাঁর কবরের মধ্যে আর আমি এই চায়
কোলের মধ্যে নিজেকে পদাধি ফিরেছি। আদ্যো জন্মদেই
মৃত।

দুকা—মিকোলা মিহাইলোভিচ যারা গেছেন, কি করা
যাবে, ভসবানের ইচ্ছা, তাঁর আশ্রিত শাস্তি হোক আপনি
তাঁর অস্ত্র শোক করছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু চিরকাল
আপনি শোকবোধ পাবে কীভাবে পারেন না। আমিও
দিল্লিকে হারিয়েছি—কি করবো? মাসবানেক শোক
করলাম, কঁদলাম, আর তাই তার পক্ষে তরুণ। এখন,
কখন লাভাজীবন যদি দিতর কথা তেরে কীভাবে মৃত্ত করি
তাহলে বড় ব্যর্থতাটি করা হবে না কি? (দীর্ঘশ্বাস)
আপনি প্রতিশোধের অসংলগ্ন পরোচন। আপনি কোথাক

যান না, কাউকে ডাকেন না। আদ্যো মাকড়সার মত
বাস করছি, আলো দেখতে পাই না। কখনো কোথাকেন,
এ সব বলছি বলে। ইচ্ছার আমার ভক্ত্যা পোপোকে
হুট্টা করে দিলে। এখন নয়, য় ধারে কাছে বেলাবেনা
করার মত শোক নেই, লাগা কেলো ভক্তি পথামাত্র শোক।
রিব্লেতে মনুস সেনাহল এসেছে - তারের কণ্ঠচাতীরা বেশ
মুগ্ধকর দেখতে। বেশলে চোখ ফেরানো যায় না।
প্রত্যেক ভক্তবার রাক্তিরে নাচ হয় আর বোঝই সৈন্তদের
বাত বাজে। মতি। আপনার অস্ত্র বসল, এত সুন্দরী,
পালে গোলাপ মুলের বস্ত্রে অংগাস। আপনি একটু
যদি আনখে বোশ দিতেন। শৌখণ্য অস্ত্রনিদের। আর
হল বছর পবে আপনি দৈমিক কণ্ঠচাতীহের মধ্যে মনুদী
ঘরে নাচতে চাইবেন। কিন্তু তখন আর সময় থাকবে
না বড় মেতী হয়ে যাবে।

পোপোতা—(বুড়তার সঙ্গে) আমি বলছি তোমাকে,
আর কখনও এ বয়সের কথা আমার মাথনে যোলোনা।
জুনি দাদো যে মিকোলা মিহাইলোভিচের মৃত্যুর সঙ্গে
সঙ্গে জীবনের সব অর্ধই আমার কাছে ফুরিয়ে গেছে।
আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে চিরজীবন এই শোকের বেশ
পর্যো ও আর কখনও বাইরের আলো দেখবনা।
কখনো আমার কথা? তাঁর আশা সেখুক আমি কত
তাকে ভালবাসি - আমি জানি যে তোমার কাছে অজানা
নেই যে কত সময় তিনি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছেন
এখন কি আমার কাছে অবিখ্যাপীও হয়েছেন কিন্তু আমি
চিরজীবন তাঁর শ্রুতির প্রতি একনিষ্ঠা থেকে দেখাবো,
আমি কত তাঁকে ভালবাসি। মৃত্যুর পরপার থেকে তিনি
দেখবেন আমাকে, জীবনে যেমন দেখতেন

দুকা: অমন কথা বলবেন না। যান বাপ্পনে একটু
বেড়িয়ে আসুন, নয়তো চলুন টাউন কি গ্যারেন্টার

লাগাম পরাতে বলি, 'হোড়া' চড়ে 'পাড়' পড়ানোর কেষে
আনুন।

লোপোস্তা—৫: (কামা ।

লুকা-৬ কো ? কো হলো ? চণদান আশনাংকে
 আশীর্বাদ করুন ।

শোশোতা - (কাঠার হুর) তিনি চৌবিকে এত ভালবাসতেন। তিনি কোরানদিব্দ ও দ্রাসতে সব সময় খোঁজার চক্রে যেতেন। কি ভালই না খোঁজার চক্রেতে পারতেন। খোঁজার চকর শোখকে কি সুন্দর ঠাঁকে বাদামো, তোষার মনে পড়ে? চৌবি, চৌবি জকে বেশি করে হাত লিখে বোলে।

সূত্র—আজকে ইয়া (জোরে বরফার ঘণ্টা বেধে উঠলো)

পোলোভা (কৈপে উঠে কে ওখানে? বলে দাও,
আমি কারো সঙ্গে দেখা করবো না।

नृका—वा दण्डन (अज्ञान)

পোগোতা- (ছবির দিক তাকিয়ে) তুমি যেহে
মিকোলা, আমি কেমন করে তোমাকে ভালবাসতে ও
কমা করতে পারি, আমার ভালবাসার কেবল তখনই
বৃদ্ধি হবে যখন আমরা দু'জনের মিলন ঘেঁষে যাব।
(কাঠার স্বর্য হৈদে) তোমাকে কি লজ্জা হয় না? আমি
এত লজ্জাও বোধীলা তুমি তোমার; আমি নিজেই বন্ধ করে
রেখেছি, ডিরকাল তোমাকে বৃত্তি নিয়ে থাকবে, কিন্তু
তুমি তোমার লজ্জা হয় না, হুই হলে? তুমি আমাকে
প্রভাষণ করতে, আমার সঙ্গে কথা কহতে, আর লজ্জার
পর লজ্জার আমাকে একা ছেলে চাল বেতে

(চিহ্নিতভাবে লকাবে প্রবেশ)

জুকা—আজ্ঞে একজন আপনাকে বুঝিয়েন। তিনি
আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

গোপোতা—কিন্তু তুমি কি বলোনি যে আমার স্বামী
 মৃত্যুর পর থেকে আদি করে। সত্যে যেটা কহি না।

সুখা—আনি বলেছি—বিক্রি তিনি কখনও করতেই
চাননা, বলেছেন কাগজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ମୋମୋଟା—ଆସି ଦେଖା କରବ ନା !

पुनः—आदि २५ कणः दण्डि—विष्णु मण्डलम्

পাল্যপাল দিতে দিতে, খাড়া হয়ে স্তম্ভের চলে এসে।
এখন আবাব ঘরে শীতিলে আছে :

পোশাক-পরিচ্ছদ (বিশেষভাবে) বেশ, হেতুকে নিয়ে
একো... কি অস্বস্তি (লুকার প্রস্থান) এই লব সোকো?
কি বিষয়ই যে আহার করে। সোফটা আহার কাছে
কি চার? তখন যে আহার শক্তি নষ্ট করতে আসে?
(সীলবাঁদ) না, বা সেখানি আনকে আসবেই যেতে হবে।
ইয়া-আসবে...

(**ଜୁକା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷଣ**)

স্মার্ত- (হুকার প্রতি) বোকা, বড় বেদি কথা
নদো, গর্ভত ! (পোপোডাকে দেখে, লজ্জার লগে)
হুগাশা, আপনার কাছে উপস্থিত হতে পেরে লজ্জান্বিত
হ'লাম। আবার নাম প্রেরণী ঈশানেনিচু স্মার্ত,
অমিয়ার ও সৈন্তলদের অবদরপ্রাপ্ত কর্ণচরী। বিশেষ
প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি।
(করতর্কনের পর হাত বাড়িয়ে দিল)

পোনোতা (হাত না প্রহণ করে) আপনি কি
 জান ?

দ্বার্দ-আপনার কলীর কামীর সঙ্গে আমার পরিচিত
হবার সুযোগ হয়েছিল। বৃহস্পত্রে তিনি আমার কাছে
এক বাবার হুশে তবল খারতেন। আমায় কাল
মহাভারতের ক'রে একটা বক্তব্য শ্রুত জন্ম বিবেচনায়
আমি তাই আপনার কাছে এসেছি, আমার প্রাণা টাকটাক
হিসে দিন।

পোপোভা—এক হাঙ্গা হুশো ক্রবল। আমার স্বামী
আপনার কাছে ধার করেছিলেন কেন ?

স্বাৰ্ণস্ব—তিনি আবার কাহ্নেবে ছাত্র কিনতেন।

বোম্বো—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে, লুকার প্রতি) হুস-
 ছেরোনা, লুকা, চৌবিকে বেশি করে ছাড় দিত।
 (লুকার প্রস্থান) যদি নিকোলা মিথ্যাইলোক্তি আপনাকে
 কারে বল করে থাকেন, তা আমি নিশ্চয় শোধ দেব।
 কিন্তু আজ আমার কণা করতে হবে, আমার কাছে
 বাড়তি টাকা নেই। গতকাল শব্দ থেকে আমার নামের
 জিহবে, আমি তাকে বলে ছেলে আপনাকে টাকা মিলিয়ে
 দিত। কিন্তু এখন আপনাকে ইচ্ছা-মুহুরী টাকা দিত।

পারলো না। বিশেষ করে আমার খামোছানুতর পর আক
টিক লাগে মাপ পূর্ণ হলো। আমার মনেও এই অংশের
টাকা কড়ির কথা ভাবতে পারছি না।

স্বর্গত—এবং আমার মনেও অবস্থা এই যে, আমার
কাল দুই দিতে না পারলে আমি একবারে কর্তব্যক পুত্র
হবে। আমার সন্ততি নিশ্চয়ই উঠবে।

পোপোতা—পরতন আপনার টাকা পাবেন।

স্বর্গত—আমার আছেই টাকা চাই, পণ্ড চাই না।

পোপোতা—কমা করবেন, আক দিতে পারবেন না।

স্বর্গত—এবং আমি পরত পণ্ড আপেকা করতে
পারবো না।

পোপোতা—কিন্তু আমি কি করবো—যদি আমার
কাছে টাকা না থাকে।

স্বর্গত—আপনি পণ্ড চান, আপনি টাকা দিতে
পারবেন না?

পোপোতা—না, পারবো না!

স্বর্গত—হু—এই আপনাকে সব কথা?

পোপোতা—ই—আমার সব কথা।

স্বর্গত—শেষ কথা—টিক?

পোপোতা—টিক!

স্বর্গত—আপনাকে বখাওই বকবো। আমার মনে
হাসবে (কাঁদে নাড়িয়ে) তবু লোকে আশা করে বৈ আমি
চুপ করে থাকবো। এখনি এতদূর আতঙ্কিত কর্তব্যের
সঙ্গে বেধা হয়েছিল, বসলে 'এসবটা ঐক্যবোধিক সব সময়
তোমার বেধাও এত মনোনে চড়ে থাকে কেন?' যদি
লোকে একটু বুঝতো না চটে উপায় কী? আমার
এখন টাকার বিশেষ প্রয়োজন। গতকাল জোর কেলার
বোড়ার চড়ে বেরিয়েছি, প্রত্যেক খাতকের কাছে গেছি
কিন্তু একমুখ টাকা দেয়নি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে তরানক
জাত হয়ে ঘুরিয়ে গড়েছিলো, তরানক জানেন কোথায়,
কোন এক মহাই থানার, মফের পিপের ঘরে। অবশেষে
চল্লি হাইল ঘুরে এলাব টাকা পাবার আশায়। এসে
ওনছি আপনাকে মনেও বিশেষ অবস্থার কথা। না চটে
পণ্ডা বড়?

পোপোতা—আমার বোধ হয়, আমি স্পষ্ট করেই
বলেছি যে আমার মনেও ফিলে আপনি টাকা পাবেন।

স্বর্গত—আমি আপনাকে নাহেবের কাছে আসিনি,
আমি আপনাকে কাছে এসেছি। নরতানের সোমাই,
কমা করবেন কথাটা, আপনাকে নাহেবের সঙ্গে জামার
কিনের সন্দর্ভ?

পোপোতা—কমা কোরবেন আমি এই বরনের কথা
বা চড়া গলা শুনেও শুনতে পারি না। আমি আপনাকে
কমা আর শুনেও জানি না। (জটবেগে প্রস্থান)

স্বর্গত—সোনো কথা—'মনের বিশেষ অবস্থা' হামো
লাত হান আসে পরত পণ্ড হয়েছেন। কিন্তু আমাকে দুই
দিতে হবে কি হবে না? জিজ্ঞাস করি আপনাকে দেবো
কি দেবোনা? এখন আপনাকে হামো হামো পেয়ে,
আপনাকে মনের বিশেষ অবস্থা, আর এইসব বড় যাচ্ছে
কমা আর আপনাকে নাহেবের কোথায় যেন পেয়ে, কাছাকাছি
হাক! এখন আমাকে কি করতে বলেন? কি মনে
করেন, মহাভারতের সাধনে থেকে কি বেগুনে করে উড়ে
যাবো নাকি? নরতো চান কি—আমি বেগুনে দিয়ে
মধা টুকি? প্রস্তুতিতেও কাছে পেলাম, বাড়ি নেই।
ইংরেজিস্তি পালিয়েছে আর জন্মজন্মের সঙ্গে এখন কসড়া
'হলো, যে আর একটু হলে লোকটাকে জামালা দিয়ে
কলে দিয়েছিলো আর কী। মাজুগার পেটে বাবা আর
এই মহিলার মনেও 'বিশেষ অবস্থা'। এক বেটারও
জামাকে টাকা দেবার ইচ্ছে নেই। কারণ আমি অতি
বড়, একটা অপরাধ, তবেই হাতে গলা মোমের বড়।
আমি এবার সঙ্গে অতিবিক্রম নও হয়েছি। ঠাঁড়ও
বেগাছি আমি যে কি, বেগাছি সবাইকে। কেবল
একটু মনুষ্য কলম, আর আমার সঙ্গে কীকি চলবে না—
বতসব। আমি এখানে থাকবো—বতসব না টাকা বের
কবে। বড়...আমি আক তরানক রেগেছি, আমার
তেতরটা সব সঙ্গে কাঁপছে, এমনকী বেন নিশান দিতে
পারছি না—হু—কে আছে। (টাকার)। (জুকার প্রবেশ)

জুকা—কি চান?

স্বর্গত—কিছু লাগে আমাকে, চল কি যা হর।

(জুকার প্রস্থান)

স্বর্গত—বিচাওটা! দেখো। লোকটার চাকার
 প্রয়োজন, গলার খেন কাঁপির দড়ি ফুলছে, কিন্তু মহিলা
 টাকা যেবে না কারণ যদি খেনের ঠাণ্ডা চাকার ভিত্তি কথা
 তাৎপর্য মনের অবস্থা নয়। বিভিন্ন বস্তু। এইখানে
 আমি ভবনও স্রোতের মতো কথা বলতে ভালবাসি না।
 বহু ব্যক্তির পিছের ওপর বসতে রাজি আমি কিন্তু
 স্রোতের সঙ্গে কথাই আমি নেই। তবু কেমন যেন
 নীত নীত করছে। মহিলাটি এমন চট্টরে গিয়েছে
 আমাকে! এই কাবানসীওপিকে দুই থেকে দেখলেই,
 কেবল হাসের চোটেই আমি ঘামতে আরম্ভ করি। হাসের
 চোটে পারের শির টেনে ধরে, গাছামোর মতো টোঙাতে
 ইচ্ছে করে।

(লুকার প্রবেশ)

লুকা—কতীর শরীর খাপ, কারো সঙ্গে দেখা
 করবেন না।

স্বর্গত—বেসিয়ে হাত।

(লুকার প্রস্থান)

শরীর খাপ, দেখা করবেন না। ভাল কথা—দেখা
 করার ব্যবস্থা নেই—যতক্ষণ না টাকা পাই, বলে বইলাম।
 এক সপ্তাহ শরীর খাপ হয়, আমিও থাকব এক
 সপ্তাহ; এক বছর হর আমিও বইলাম এক বছর...
 মহাশয় আমিও মদ করতে জানি। এ মদ্য ঐ বিববাব
 বেশ বা গালের টোল দেখে ফুলছে না। ও সব টোল
 চের দেখছি। (অন্যদিকে গিয়ে টেবিলে) সিমিয়ন—বোড়া
 ফুলে ছাওয়া আমরা এখন যাব না। আমি এখানে
 থাকবো। আজারলে বলে ছাওয়া বোড়ার ছাড়া হিতে।
 বর্ধক! বোড়ার বা পা যে লাগাবে শুদ্ধির হায়ে।
 (নকল করে) কিছু নয়—কিছু নয় তোমাকে দেখাচ্ছি!
 (আবার থেকে দূরে গিয়ে বিরক্তিকর। ভয়ানক
 গরম পড়েছে, কেউ টাকা দেবে না, বাস্তবের দুই হরনি তার
 উপর আবার এই শোকগ্রস্ত মহিলা ও তাঁর ‘মনের বিশেষ
 অবস্থা’। মাথাটা ঘুরছে—একটু লোহন হয় ‘ভদ্কা’
 বাগড়া ব্যবহার। (চীৎকার) কে ছাওয়া!

(লুকার প্রবেশ) লুকা—কি জান।

স্বর্গত—এক পাও হত্যা। (লুকার প্রস্থান)

ও! (নিজের দিকে তাকিয়ে) কি ছেড়াবাই হাঁচে
 আমার, দুশোর পা ভিত্তি, মৃত্যুর কালা, তখন হরনি, পারে
 বড়োর চুকুরো—মহিলাটি অন্যভাবে আমাকে শুভা বলে
 ধরে নিতে পারেন (বাই ফুলে) কারো বলবাব ধরে
 এবিধে প্রবেশ করা অসম্ভব। কি আসে যায়? আমি
 তো এখনও জীবিত হয়ে আসিনি। এনেছি পাণ্ডামার ধরে
 আর পাণ্ডামারের কোন বিশেষ পোষাক নেই—

(লুকার প্রবেশ)

লুকা—মহাশয়—আপনি বড় বাড়াবাড়ি তুল্ল করছেন

স্বর্গত—(বেশ গিয়ে)—কি বললে?

লুকা—বলছিলাম কি এই আমে কিছু না—

স্বর্গত—কার সঙ্গে কথা বলছো, দুই বন্ধ করে থাকো।

লুকা—(অবস্থা) কি ভয়ানক লোক। দয়া জালাতনে
 পড়া গেল। এ যে একবারে লজ্জান এসেছে।

(লুকার প্রস্থান)

স্বর্গত—ঐ ভয়ানক দেখছি। এত বেগেছি

পাশা পুদিরীকে দুলা করে শুদ্ধিরে ফেলতে পারি। কেমন
 যেন লাগছে (চীৎকার) কে ছাওয়া?

পোপোভা (চোখ নিজের দিকে নাড়িয়ে) মহাশয়!
 কিছুকাল ধরে আমার এই নির্জন অরণ্যে মাছের পলা
 শুনতেই আমি তত্ব নই, তাছাড়া চীৎকার আমি যেটে
 লহ করতে পারি না। আমার বিশেষ জরুরোগ, আমার
 শক্তি নষ্ট করবেন না।

স্বর্গত—আমার টাকা দিয়ে গিন, চলে যাব।

পোপোভা—আমি সহক কথা বলছি, আমার কাছে
 এখন টাকা নেই। পরন্তু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

স্বর্গত—বিশেষ শব্দের সঙ্গে আমিও সহক কথা
 বলছি, আমার টাকার ব্যবহার আমি, পরন্তু নয়। আজ
 যদি আমাকে টাকা না যেন, কাল আমাকে পলায় হুঁচি
 হিতে হবে।

পোপোভা—কিন্তু কি করবো আমি, যদি আমার কাছে
 টাকা না থাকে।

স্বর্গত—তারলে আমাকে টাকা দেবেন না?

যেবেন না?

পোপোভা—কিন্তু পাণ্ডামার:

স্বাৰ্ঘট—সেখানে আমি এখনে বইলাম, বতহিন না টাকা পাই ততদিন থাকবে। (বেগ পড়ে) তাহলে পরন্তু টাকা কিচ্ছেন? বেশ, পরন্তু পণ্যও বলে থাকবে, ঠিক এমনি করে—(সাক্ষির উঠে) জিজ্ঞেস করি আপনাবী কাল আমাকে সুখ দিতে হবে কি না? না কি আপনি মনে করছেন, আপনাবী সঙ্গে ঠাট্টা করেছি।

গোপোতা—অনুগ্রহ করে চেঁচানো না, এটা খোঁজার আত্মবল নয়।

স্বাৰ্ঘট—আমি আত্মবলেও কথা বলছি না, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, কাল আমাকে সুখ দিতে হবে কি না?

গোপোতা—মহিলাও সামনে কতাবে ব্যবহার করতে হয়, আপনি ভা কানেন না মনে হচ্ছে।

স্বাৰ্ঘট—হ্যাঁ—আমি জানি মহিলাও সামনে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।

গো—না আপনি কানেন না। আপনি অতি রুদ্ধ, অত্যন্ত লোক। ততলোক কখনও মহিলাও সঙ্গে এভাবে কথা বলে না।

স্বা—এ আমার কি আস্ত? কথা। আপনি কি তবে আমাকে আপনাবী সঙ্গে কথা বলতে চান। কদাচী তাহার নাকি (বেগ দিয়ে নকল করে) *Madam, je vous prie...* আমি বড় সুখী হয়েছি, আপনি টাকা কিচ্ছেন না, আমাকে কথা করুন আপনাকে বিরক্ত করলাম! কি সংস্কার দিন আমাকে! আর মোকাবেলা আপনাকে কি সুখেরই না মানিয়েছে! (অভিব্যক্তি)

গো—এটা রুদ্ধতা ও মোটেই চতুর নয়।

স্বা—(নকল করে, খেপানোর মূৰে) রুদ্ধতা, চতুর নয়। আমি মেরেবের শায়ে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানি। মহাশয়, আমার সমস্ত আপনি যত চড়াইপাখি দেখেছেন তার চেয়ে বেশি আমি মেরে দেখেছি। মেরে মেরে তিনবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বারোজন মেরেও আমি প্রত্যক্ষাণ করছি আর ম'জন আমাকে করেছে। এমন সমস্ত ছিল, এখন বোকার মত অনেক কাজ করেছি, মুখের চেপেছি পায়, মধুমা' কথা বলেছি, কানী পো'গা'ক

পরেছি, মত হয়ে বহু অভিব্যক্তি করেছি মেরে পড়েছি, কষ্ট পেয়েছি, চাফে' হ'লে তাকিয়ে হা হতাশ করেছি, বিষম হয়েছি, মুখে ভয়ে সেছি উল্লাসেরে পাগলের মত ভালবেসেছি আমারে হাকু। তোতাপাখির মত স্ত্রী স্বাধীনতার উপর অনর্গল বকেছি অর্ন্তেক কল্লি ভালবাসার পেছনে বরং করেছি কিন্তু এখন আমাকে কথা করতে হবে, আমাকে আরও কথার তোলাতে পারবেন না, আমার বখেই হয়েছে। কালো চোখ, অহুয়াসতর চোখ, লাল টোট, টোলপড়া পাল, চাফের আলো, কিসকিল কথা, রুদ্ধবাস, মহাশয়, আমার কাছে এসেবের মূল্য চূপস্বপ্ন নয়। আমি আপনাবী কথা বাহ যিনি কিন্তু মেরে মেরেই ততস্বী কি হুজা নিশিশোনে কষ্ট, হলদামরী, হিংস্রুটে ও মিথ্যাবাহী। তাহা গলিত, ছোটকনা, নিষ্ঠুর, তরানকতাবে মুক্তিবিহীন এং মুক্তির বিষয়ে (মিথের বাণা দেখিয়ে) আমার স্পষ্ট কথা, কদা কোরবেন পেটিকোট পরা মেরে হারানিকের চেয়ে একটা চড়াই পাখিও বেশি বৃদ্ধি রাখে। এমনি একটি কাব্যমরী হ'লে তাকিয়ে দেখুন কিন্তু মনে কাগজ, মুখের চেন বদল, মেরী প্রতিমা, বেগে মুক্ত্য আমাকে অ'চরণা হয়ে যায়। কিন্তু তার মনের মধ্যে উঁকি মেরে দেখুন—মেঘবনে একটি অতি সাধারণ সুখী। (সুখের চেয়ার চেপে থায় আত্মবল হলো) লক্ষ্যেরে আমার হাস হবে এই কথা ভেবে যে এই সুখীরটি করুন। কখন যে তালাদায় তাঁর একচেঁটা অধিকার। আমারে হাকু—কোন মেরে বহি তার কোলের সুখেরটি হুজা আর কোন জীবিত প্রাণকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে তাহলে আমাকে বাণা নিচের দিকে হুলিয়ে ঐ পেরেই টাকিয়ে রাখতে পারেন। ভালবাসার পড়ে মেরেও কেবল ঝাঁকতে ও ঝোঁপাতে পারে। পুরুষ যখন কষ্ট পেয়ে, স্বাৰ্ঘ ভাণ করে, মেরে তখন ঝাঁকল হুলিয়ে মেরে বোকার আর পুরুষটিকে আরও কষ্ট নাকে হুজি দিয়ে বোঝাবে তার লক্ষ্য ঝাঁটে। আপনাবী হুজা'য়া মেরে হয়ে মেরেছেন তাই নিজেই মেরে স্বভাব বুঝতে পারছেন। ভাল কথা, আপনাবী লক্ষ্যেরে বোঝাই, মল্ল মেরি আপনি জীবনে কখনও কোন মেরেই একপ্রকারে মেরে মেরে কাটতে ভালবাসতে দেখেছেন?

যেমননি। কেবল বৃত্তি ও ক্ষুদ্রণ ঘেরিয়া ছাত্রী অস্থবাস
যেখানে পারে। আপনি বৎস দুটো খিওলা বেড়াল বা
নাশা কাশাখোঁজা পাখি দেখতে পাবেন কিম্বা গ্রেবে
নিষ্ঠাবতী ঘেরে দেখবেন না।

গোপোতা—কমা করবেন আপনার অভিমতটি কি ?
তালবানীর কার নিষ্ঠা আছে ? পুরুষের নয় নিষ্ঠার।

স্বর্গত—আলংকৃত, পুরুষের নিষ্ঠার।

গোপোতা—পুরুষ (বাসভরে হেসে) পুরুষের আছে
গ্রেবে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ! এ একটা নতুন কথা কটে।
(আবেগের সহ) একথা বলার কি অধিকার আপনার
আছে ? পুরুষের আবার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ? সত্যি
কথা বলতে হলে আর পর্দার মত পুরুষ দেখছি তার
মধ্যে সর্বদেয় বিনিষ্ট ছিলেন আমার পরলোকগত বামী।
আমি তাঁকে সমস্ত ধনদ্রাব্য দিয়ে তালবানীস্থান বা কেবল
অন্ত বসনে চিত্তাশীল নেহেরাই পারে : আমি তাঁর
কাছে আমার জীবন, যৌবন, স্বপ্ন, মনস্ব দখলি হলে
দিয়েছিলাম, এতটুকু ব্যক্তি না রেখে : আমার জীবনের
শাশন ছিলেন তিনি, আমি তাঁকে পূজা করতাম,
তিনি ছিলেন যেন দেবতা : আর আমি তাঁর পূজারী
কিছু কিছু কি মনে করতাম। এই বিশিষ্ট পুরুষটি
জীবনের প্রতি পক্ষে অতি মর্জিতভাবে আমাকে ছলনা
করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে হোতাভক্তি প্রেমপত্র
পেলায় এবং তাঁর জীবিতকালে, এখন তাৎপত্যে ব্যাপ
লাগে, তিনি পত্রাভের পর মর্জিত আমাকে একা ফেলে
রেখে গলে যেতেন। আমার চোখের সামনে অস্ত্র ঘেরের
সহ্যে গ্রেম করতেন। আমার অর্ধ তিনি ক্ষেত্রভাবে ধরত
করতেন, আমার তালবানীকে উপহাস করতেন, তবু নয়
ক্ষুদ্রণ আমি তাঁকে নিষ্ঠাবর তালবানী। আমি এই চার দেওয়ালের মধ্যে
নিজেকে কবর দিয়েছি। বতরিন বীতব, এই গোবের
বেদী হবে আমার একমাত্র গোবাক

স্বর্গত—(উপহাসভরে হেসে) শোকবৎ ! আপনি
যে আমাকে কি হেতুছেন জানি না। আমি যেন বুঝি না
কেন আপনি এই কাসো বাসনা পরে, চার দেওয়ালের

মাঝে নিজেকে কবর দিতে চান। ইয়া সত্যি, এটা এত
রহস্যময়, এত কবিরমূর্তি ! বহুদন মৈত্র শিক্ষাদেয়
কোন মুখক ছাত্র বা বুদ্ধিমান কবি যদি আপনার বাড়ির
পাশ দিয়ে যায়, সে আপনার এই জানালার দিকে
তাকিয়ে থাকবে, এখানে সেই রহস্যময়ী দারী থাকে, সে
বান্দীর স্বর্গ নিয়ে চার দেওয়ালের মাঝে নিজেকে কবর
দিয়েছে, হ, ওদর চালাকি আমার জানা আছে।

গোপোতা—(বেশ উঠে) কি কি শাশন আপনার
জানাকে একথা বলার ?

স্বর্গত—অপনি তো নিজেকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছেন
কিছু কই মুখে পাউডার লাগাতে তো ভালোনি।

গোপোতা—কিছু, কি হুগাহার আপনার ?

স্বর্গত—অনুগ্রহ করে জীবতার করবেন না। আমি
আপনার নায়েব নই। সত্যি কথা মুখে উপর বলতে।
আমি নেহেনাত্ব নই ও পুঁড়ির পেঁড়িরে কথা বলতে
অভ্যস্ত নই। অতএব জীবতার করবেন না।

গোপোতা—আমি জীবতার কবিনি, জীবকায় করছেন
আপনি। অনুগ্রহ করে আপনি বিহার হোন !

স্বর্গত—টাকাটো দিয়ে হিন, চলে বাড়ি !

গোপোতা—আমি আপনারকে টাকা দেবো না।

স্বর্গত—ইয়া হিতে হবে।

গোপোতা—না, অগমনকে অর্থ করার ক্ষমতা এক
পল্লাও-কোনা ! চলে যান আপনি।

স্বর্গত—আমি যখন আপনার বামীও নই, গ্রেমিকও
নই তখন আমার ক্ষমতা বিবেচ করে এই নাটক করার
কোন মানে হয়না। (বেশ পড়ে) আমি পছন্দ করিনি।

গোপোতা—(রাগে প্রায় গলা বন্ধ হয়ে আসছে)—
বন্দত শাশন হলো !

স্বর্গত—ইয়া হলো

গোপোতা—আমি চলে যেতে বলেছি—

স্বর্গত—আসে আমার টাকা বিন (দমত) উঃ
তানাক মেটেছি আমি, জীবন ব্যাপ হচ্ছে।

গোপোতা—আমি এমন অন্তর্য লোকের মধ্যে কথা
বলতে চাইনা, বরং করে বিহার হোন। (বেধে)
হাংবেন না তাহলে ?

জর্জ—না :

গোপোতা—না—

হার্ণ—না :

গোপোতা—বেশ : (বকটা টিপলো) লুকার প্রবেশ ।

লুকা—(হার্পিসের দিকে এগিয়ে) মহাশয়, যখন

যেতে বসে হচ্ছে তালোমাহুখটীর নত ঢলে যাবে
আপনার উচিত নয় !

হার্পিস—লুকিয়ে উঠে চোপবাণ্ড কার লুকে কথা
বলছো ! তোমাকে আমি মাগেই টুকরো করে ফেলবো !

লুকা—(লুকে হাত দিয়ে) হায় ভগবান ! ওকা
করো (চেয়ারে বসে পড়ে) উঃ আমি লম্বা, নিখাল
চলতে পারছি না !

গোপোতা—ডাঙ্গা কোবায় ? টাংকায় ? ডাঙ্গা, ডাঙ্গা
পেলপিডা ডাঙ্গা !

লুকা—উঃ...ওব সব লস কুড়োতে গেছে । হাকিয়ে
এউ নেই । আমার মাথা ঘুংচে, চল

গো—(হার্পিসের প্রতি) লস করে বেরিয়ে যান

হা—লস করে, ভরসায়ে কথা বলুন ।

গো—(পা টুকে, চোঁচিয়ে) অগনি একটা ধর, অমতা
চলুক ।

হা—কি ? কি বললেন অমাত ?

গো—বলেছি আপনি একটা ধর তাহুক ।

হা—(গোপোতার দিকে এগিয়ে) কমা কয়েন, 'কি
অধিকারে আপনি আমাকে অপমান করছেন ?

গো—হ্যাঁ আমি আপনাকে অপমান করেছি, কি
হচ্ছে তাতে ? আপনি কি তাৎছেন আমি আপনাকে
ভয় করি ?

হা—আর আপনি কি তাৎছেন যে আপনি একটা
ওখাকবিত্ত কায়দারী বলে, অল্পেলে লজকে অপমান
করবার অধিকার আপনাদের আছে ? তাৎছেন তাই ?

লুকা—হায় ভগবান চল ।

হা—শিঙল ।

গো—আপনি কি তাৎছেন যে আপনাদের হাতের বড়
বড় বুটো বেখে আর আপনি ঝাঁড়ের মত টিপতে পারেন
ওলে, আমি আপনাকে ভয় করি ? তাৎছেন তাই ?

হা—আমাকে কত অপমান করবে, ও আমি সহ
করব না, তা যেহেতু যত পরদিনী লড়াই হোক না কেন ।

গো—তাহুক, তাহুক, তাহুক ।

হা—অজ্ঞকে অপমান করলে কেবল যে পুত্রকেই ভাব
লস মূল্য দিতে হয় এ তুল খাবার খর করার সময় হয়েছে ।
যেহেতু যদি লমান অধিকার চায়, বেশ, সব দিক দিয়েই
তারা লমান ব্যবহার পাবে ।

গো—কম বুদ্ধ চান, টীক আছে ।

হা—এখন

গো—হ্যাঁ এই বুদ্ধের, আমায় জানাব করেকটা শিঙল
আছে—আমি এখন দিয়ে নিয়ে আসছি । (তাড়াতাড়ি
বেরিয়ে নিয়ে আবার ফিরে এসে) আমার কি জানখই হবে
ঐ নির্দল মাঝার ভেতর দিয়ে ওলি ঢালাতে । (প্রস্থান)

হা—আমি শুকে একটা মূর্তির মত মেয়ে কেলবো ।
আমি হোকবাও নই, কাবোতরা মূর্তিও নই—ঐ সব
কাবামটী লতার কোন ওহুতা নেই আমার কাছে ।

লুকা—(মাগেন হাট্টি পড়ে বলে) মহাশয়, বুড়ো
মানুষের প্রতি চম্পা করুন চল যান এখন থেকে ।
আমি তো শুয়ে মরতে বসেছি, এখন আবার আপনি
ফলমুখে নামতে চান ।

হা—(লুকার দিকে না তাকিয়ে) ফলমুখ ! হ্যাঁ
এতেই বলে লমান অধিকার । স্বাধীনতা, মেয়ে পুত্র
লমান লমান । শ্রেষ্ঠ নীতির ব্যতির এত ভদ্রিতেই শেষ
করে হবে । কিন্তু কি মেয়ে থাকা । (নকল করে)
'নির্দল মাঝার ভেতর দিয়ে ওলি ঢালাবো' । কি দারুণ
মেয়ে, বুধ লাল, চোখ জল জল করেছে । এক কবার
মাঝার ফলমুখের আস্তানে রাখি ! লতিয়া এখন মেয়ে
তো স্বীকরে দেখিনি...

লুকা—মহাশয়, চল যান এখন থেকে । আমি যোগ
আপনার করে প্রার্থনা করবো ।

হা—মেয়ের মত মেয়ে—এমনি মেয়েই আমি পছন্দ
করি । লতিয়ারের মেয়ে, মাঝার লতানে বেয়ে নয় ।
একেবারে আঙুল ব্যর্থতা ভরা মেয়ে । না, এখন মেয়েকে
মেয়ে কেলতে হবে, তাৎছেন তাৎছেন তাৎছেন ।

লুকা—(কঁচক) লস করে, চল যান ।

হা—আমায় সব মেয়েটা লস করে, গেছে ওহুতা

যতো। দাশে ঘটিও চৌল পড়ে। তবু আমার ওকে ভাল
লগেছে। এমন কি ওর টাকা রেড়ে হিডেও আমার
আপত্তি নেই। আর আমার বাপ চলে গেছে চমৎকার
যেয়ে।

পো—(পিতল হাতে নিয়ে ঐবেশ) এই নিম্ন পিতল
কিছু আরক্ত করার আগে আপনাকে দেখিয়ে দিন কি করে
ছুঁতে হয়। আমি কখনও পিতল ছুঁতিনি।

মুখা—তখনই বলা করুন, তখনই বলা করুন।
আমি দিয়ে আমি ও পছন্দকে খুঁজে দেখি। কেন যে
আমাদের এই বিপদ হলো। (ঐশ্ব্য)

মো—(পিতল পরীক্ষা করে) হেতু, নানা ধরনের
পিতল হয়। সবচেয়ে মজা যখন বকবে পিতল আছে—
সেগুলি ধর্মীয়ারের তৈরী। এ হলো। শিব ওয়ালমের
তৈরী তিনটে শুনি পর পর যায়। চমৎকার পিতল। হাম
নক্ষই জ্বল ততো হবেই। এই তাৎবে পিতল ধরতে হয়
(সমস্ত) কি গোপ, আচ্ছা, কি গোপ! এ যেতে পরীয়ে
আগুন ধরিয়ে দেয়।

পো—এমনি ভাবে?

মো—হ্যাঁ ঠিক আছে। এইবারে একটু উঁচু করে ধরে
তাক করুন মাথাটা পেছন দিকে একটু ফেলান। হাত
সোজা রাখুন ঠিক আছে—এইবারে এই আঙুল দিয়ে,
এইটো টিপুন ব্যঙ্গ হয়ে যাবে। এখন মনে রাখতে হবে,
যোটেই উত্তেজিত হবেন না এবং লাগতে তাক করবেন,
কেননা যেন হাত না কাঁপে।

পো—বেশ, করার মধ্যে গুলি করা অনুবিধে। বাগানে
চলুন।

মো—বেশ, তবে আমি কিছু নুড়ে গুলি ছুঁতে হবে।

পো—এ আবার কি কথা, কেন?

মো—ভাষণ—কারণ, আমার ইচ্ছে।

পো—হ্যাঁ এখন এভাবে চান, তবু পেয়েছেন? আ,
না খুঁজি পালাতে পারছেন না। ভালো মানুষটির মত
পেছ পেছ আহুন। বতকশ না আপনার কপালে পড়
করছি, ততকশ আমার এক পশকের মতও শক্তি হবে না।
ঐ কপাল বা আমি দুটক দেখতে পারি না। হ্যাঁ এখন
তাতলে এড়াবার চেষ্টা করছেন

মো—হ্যাঁ, তাই।

পো—মিথ্যা কথা—ঠিক করে বলুন, কেন আমি মন
আপনি।

মো—কারণ কারণ আপনাকে আমার ভালো
লগেছে।

পো—(রাগতবে হেসে) হ্যাঁ ভালো লগেছে। বলাব
দায়ন কত, ভালো লগেছে। (হরহা দেখিয়ে) আপনি
যেতে পারেন।

মো—(নীতবে পিতলটি টেবিলে রেখে টুপি তুলে
হরহা পর্যন্ত সেলো, কথা না বলে উঠবে উঠবে প্রতি
তাকালো। ইত্যন্তঃ করে পোশোভার দিকে ঈর্ষ্যে)
তাই—এখনও কি আমার উপর বাপ করে আছেন?
আমারও তত্বানক রাগ হচ্ছে কিছু দেখছেন না কি করে
বোকাই ব্যাপার হচ্ছে হেতু, দত্তি কথা বলতে সেলে
ব্যাপারটা এই বকম। চীৎকার করে এটা কি আমার
সেধ, যদি আপনাদের আমার ভালো লগে থাকে।
(জোর মতোই ধরার ভেত্রে গেল) তবু হোক কি পলকা
জিনিষ আপনাদের। আমার আপনাকে ভাল লগেছে,
বুঝতে পারছেন? আমি আমি আপনাকে প্রায়
ভালবেলে দেখছি।

পো—ঐখানে থাকুন আমি আপনাকে বুঝা করি।

মো—ভগবান—কি মেয়ে! এমন মেয়ে আমি জীবনে
দেখিনি। আমি গেছি, একবারে গেছি—ইহুদের মত
কলে বলা পড়েছি।

পো—সব যান, নরতো গুলি করো।

মো—গুলি! আপনি জানেন না, ঐ অপূর্ণ চেখে
ছটির লাকন, ঐ তেলভেটী মোলায়েম হাতে বরা অস্ত্রের
গুলিতে মরতে আমি কি জানক পাযো। আমার মাথা
বারাণ হয়ে গেছে। আপনি এখন মন ঠিক করুন,
কারণ একবার আমি চলে গেলে, আর আমাদের দেখা
হবে না। আপনাকে মন ছিন্ন করতই হবে। আমার
ভাল পরিবারের জন্য, আমি সং সোক, আমার বছরে মন
হাজার জ্বল যায়। আমি নুড়ে একটা জ্বল ছুঁতে তা
গুলিতে পাঁতে পারি। আমার খুব ভালো ভালো মেয়ে
আছে। আপনি কি আমার ছাঁ হবেন?

পো। স্বপ্নাতরে পিঙ্গল অংকশালন করে। বঙ্গদুঃখ
আমি আপনাকে অংকশালন করছি।

মা—আমার মাথা ধারণ হয়েচে। আমি কিছু
বুঝতে পারছি না। (চৌৎকার করে) ওহে স্তনছো—মস।

পো—(চৌৎকার করে) শড়াই বাক্য

স্বার্থিত—আমার মাথা একবারেই ধারণ হয়ে গেছে।
আমি একটা অন্নবস্ত্রী ছেলের মত, বোকার মত এসে
পড়েছি। শোণোতার হাত ধরতে, শোণোতা টেবিলে
উঠলো। আমি তোমাকে ভালবাসি। (হাঁটু পেড়ে
বসে আমি তোমাকে এত ভালবেসেছি বা এর আসে
কখনও বাসিনি। আমি বাবোজন থেকে প্রত্যাখ্যান
করেছি ম'জন আমাকে করেছে কিন্তু তারপর কাউকেই
আমি তোমার মত এত ভালবাসিনি। আমি একবারে
নরম হয়ে গেছি এই তো আমি এখানে হাঁটু পেড়ে বসে
তোমার সামনে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি—অন্তি লজ্জার
বিষয়। আমি পাঁচ বছর প্রেমে পড়িনি, প্রতিজ্ঞা
করেছিলম আর কখনও পড়ব না : এখন হঠাৎ একবারে
আকর্ষ প্রেমে হারতুই গচ্ছি। আমি বিবাহের প্রস্তাব
করে, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ কি না? চ'ওনা
আমাকে? বেশ, পরকার নেই। (উঠে তাকাতাড়ি
দেওয়ার দিকে এগিয়ে গেল)

পো একটু শাঁড়ান।

মা (ধেনে) বেশ।

পো—না, কিছু নয়, আপনি চলে যান। একটু
শাঁড়ান না, না চলে যান! যাক সে না যাবেন না।
উঃ আপনি যদি বৃকন্তন আমি কি তীব্র প্রেমের, দুঃ
প্রেমের আমি (টেবিলের উপর পিঙ্গলটা ছুড়ে দিয়ে)
এই তদ্র্যাক ভিনিবটা হয়ে থেকে আমার আত্মলঙ্কো
অবন হয়ে সেল। (বাসের উপর ক্রমাৎ ছিঁড়ে ফেলে)
বেশ, কেন দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে? বেহিয়ে যান।

মা—বিদায়।

পো—হ্যাঁ, হ্যাঁ যান—(চৌৎকার করে) কোথায়
যাচ্ছেন? শাঁড়ান...না, না আপনাকে যাওয়াই ভালো।

উঃ কি ব্যাপ্য হয়েছে আমার। আমার কাছে আমবেন না,
কাজে আমবেন না।

মা—আমি কি কম বেগেছি নিজের উপর। আমি
একটা ইচ্ছার ছেলের মত প্রেমে পড়েছি...এই বছরে
হাঁটু পেড়ে বসেছি তাবতেও গা কেমন করে.. (গভীর
ভাবে) আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার একটুও এ
অবস্থার পড়ার ইচ্ছা ছিল না। আগামী কাল আমার
মুখ ফেবার বিন, যান তোলা মুক্ত হয়েছে এখন আমি
(শোণোতার কোথর ভড়িয়ে গঠে) আমি এর অল্প কখনও
নিজেকে জমা করব না।

পো—আমার কাছ থেকে সরে যান। পায়ের ওপর
থেকে হাত সরায়ে নিন। আমি আপনাকে ঝুগা করি।
আমি আপনাকে

(চীৎকার চুপন।)

হাতে কুঠার নিয়ে লুকার প্রবেশ। পেছনে নান:
রক্তমের লাঠি নিয়ে মালি, সহিশ ও কয়েকজন প্রতিক্রি
প্রবেশ)

লুকা—(উভয়কে আলিঙ্গনাবৎ দেখে) হার তগদান...

পো—(সব গিয়ে, নিজের দিকে চোখ রেখে শোনাও
লুকা। চৌতিকে আঁখ ঘেন ঘেটেই ছাড়ুন! ফেওরা হয়। =

• বাসিয়ার প্রসিদ্ধ লেখক ও নাট্যকার একজন
চেকস্তের 'The Bear' এর অনুবাদ।

ক্ষণপ্রভা ভাঙ্গড়ীর কবিতার বই

নীলাম্বু

মূল্য—২৮

প্রাণিস্থান :

সিগনোট বুক শপ

নব ভারত পাবলিশার্স

কলকাতা-১২

আনন্দময়ীর আগমনে

ঈশ্বরাকান্ত দে

১

অনেক দিন আগে, তখন যাত্রা পাশ করে বেরিয়েছি, আশাভর নিশ্বাসে গ্রামে বাবার সুখোপ আমায় হয়েছিল। গ্রাম বেড়ানোর বিরক্তিমূলের সেই গ্রামে কালিরেছিলাম এবং আশেপাশের করেফটি গ্রাম বেঘনাত সুখি হয়েছিল। সেই সময় বাঙ্গালীর তিনটি বিশেষ চোখ লক্ষ্য। সেই তিনটি ছাড়া আর কোন বিশেষ নাই বাঙ্গালীর, এ কথা বলা আমার অতিপ্রায় নয়, তা অংশই বলে রাখি। কিন্তু এই তিনটি লক্ষণ এমন যে, গ্রামে হোক, শহরে হোক, যথেষ্ট হোক, পরকণে হোক, দর্শন, কথা যায়। তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- (১) দুর্গাপূজা ও কালিপূজা
- (২) হুটবল খেলা
- (৩) বিয়েটার করা ও দেখা

পূজার ব্যাপারটা বাঙ্গালীর নিজস্ব ও একচেটিয়া। ভারতবর্ষ আর কোথাও হুই পূজা নিয়ে এত আড়ম্বর দেখা যায় না। এখানে সবাই সাজে নয়। বৈষ্ণব ও বক্ত বর্ষের লোকের সংখ্যা অসংখ্য নয়। তবু সারা বাংলা দুর্গাপূজার মেতে ওঠে, আত্মকাল কালিপূজাতেও। বাংলা কেন, বাংলার বাইরে যেখানে বাঙ্গালী আছে, সেখানেই এই অলঙ্কার।

আর হুটবলের খেলাও দূর জনপ্রিয় খেলা বাঙ্গালীর আর কিছুই নাই। বাঙ্গালীর ছেলে ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন সব খেলাই ভালবাসে সব খেলাতেই নাম করেছে। কিন্তু সামান্তর গ্রামে গিরেত মেখেছি এক বা অধিক হুটবল খেলার মাঠ রয়েছে। সব চেয়ে সজা ও লক্ষ্য খেলা বলে বাঙ্গালী এটা নিয়েছে বলে কথাটা উড়িয়ে দিলে চলবে না।

ডবে দুর্গার বিমিনটার জনপ্রিয়তার একই মশা পড়েছে। একদিন সুখ ডিক্সন লক্ষ্যে বিয়েটার ঘর ছিল—সব আছে, বাম্বোবন নাকি সেখানে ঠাঁড়িয়ে তাঁর বক্ততা দিয়েছিলেন। আত্মকাল বিয়েটারের আয়সাতা গ্রাম করেছে শিনেমা। অপর অংশ যেন আয়সা নেই

যেখানে শিনেমা ঘর নেই। গ্রামেও। হাফডার নৃতন উপনিবেশে শিনেমাও বক্ত আয়সা ছেড়ে বিতে হয়েছে। ভক্তবরের ছেলেমেয়েরা শুধু শিনেমা দেখতেই বৌকে নি, পরন্তু শিনেমাতেও বেরেছে। সে শহর শহরই নয় যাতে ছবি-ঘর নেই।

যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম, তার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই, অন্তত আমি তা বুঝে পাই না। কিন্তু এই এসকল 'আনন্দময়ীর আগমনে' বেচারী গৃহস্থ ও গৃহস্থ বন্ধুর কি অবস্থা হয়, তাও বলা ভাল।

২

অজ্ঞেয় কি হয় আমি না, আমার তা বুঝে বুঝে করতে থাকে। আশনার পাড়ার কথা পূজো হয় বলতে পাবেন? আমি বাবোজারী কথাই বিশেষ করে বলছি। এক পাড়ার প্রত্যেক হল অপর হলকে ধরেছে হাজার ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, তার প্রত্যেক হল প্রতি বৎসর গত বৎসরের চাইতে বেশী খরচে হিকে বৌকে। প্রতি বৎসর অনেক নতুন বাবোজারী পূজো হয়। কিন্তু এ টাকা ও যোগান গৃহস্থ-পু। টাকা আশার হয় নিষ্ঠা কথার, অথবা দমকে। কিন্তু ও-ছই সমান। আমি বলতে চাইলাম, এও এক রকম উৎসাহিত। কথাটা কটু শোনাবে, কিন্তু সত্যি।

সাতার দিক থেকে বাবোজারী পূজার সমালোচনা না করেও বলা যায়, কলকাতার বা অন্তর এখানেই পূজার কোন ধরকার নেই। যদি ধরি এক কলকাতার ৩০০ পূজা হয়, আর শুধু ৩০০ টাকা খরচ হয়। বলে যদি ৩০০ টাকার কোন বাবোজারী পূজো হয় না। তাহলে এই গহরেই বছরে ৯০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এই টাকা যিরে কত না ভাল কাজ করা যেত। আমায়ের মতী প্রহর জ্ঞে সেন যশার বাবোজার বেশবানীকে বলেছেন, পূজার খরচ কমাতে।

আমি বলি এই: উত্তর, হকি, পূর্ব, পশ্চিম কলকাতার একটা বক্ত পূজার তেল হোক। সব টা ৩০ তুলে এক এক প্রত্যেক ৩০০ টাকা হোক। একবার ১০০

কায়দার টাকা হিতে হলে লোক দুনি মনে বেশি টানত। কিন্তু দ্বিতীয় কথায় ১৯১০ কায়ায় যেখানে পুতোর ব্যবস্থা করা হবে সকলের সুবিধার জন্য এবং কেন্দ্র থেকেই চর্চা করা হবে। এতে পুতোর খরচ ছাড়া বেশ-পুতোর অনেক কাজের জন্য বরতও হুঁড়ে বেতরা সম্ভব হবে। এখন

কি, প্রতি বৎসর পুতর দেবারক ছোট ছোট কাজে বণিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

এছাড়া লাঞ্জেণে বয়স পড়েই তেবে যেখানে বসি। আদাই কিছু হবে না জানি। কিন্তু কালের আসে চিন্তা চাই। সেই চিন্তাশীলদের কাছেই আমার প্রথম নিবেদন।

মহিলা সমাচার

ক্রিয়োত্তিবেচন বোধ

ভারতে প্রথম মহিলা ডেসুটী কমিশনার

শ্রীমতী মিস লরলা বার্না: আই-এ-এস শিম্ভার ডেসুটী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ২০ বৎসর মাত্র। তিনি ভারতে প্রথম ডেসুটী কমিশনার অর্থাৎ তিলা মেম্বারিট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতন ডি. ফিল

বর্তমান বর্ষে সমাপ্ত হইয়াছে ১৯১১ সতর তারিখ মার্চ ১০-১১ তারিখ উপস্থিত ও পঞ্চম ও অষ্টম পত্র লইবার জন্য উপস্থিত হন। ক্যালেন্দার মানবীর সভাপাল শ্রীকবীকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতির করেন। ডাঃ জন মাধাই, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন ক্যালেন্দার মহাশয় সমাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী নীহারকণা মল্লভার, শ্রীমতী প্রতাপদেবী দেবী আর্ট এবং বিজ্ঞানে শ্রীমতী অশ্বিনী চৌধুরী ডি. ফিল উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী সন্নোজিনী বেন্ন মহাপ্রতাপ

কমর মারী সমাজের এক তেজী সভা সেবিয়া মিসেস কে, সি, মের বুদ্ধিতে নীল হইল। তাঁহার বয়স ১৮১৮ সালে, বৃদ্ধা ১৮ বৎসরে, ২৬শে জুলাই ১৯৬৬ সালে তারিখ জিরোয়ান হয়। তিনি ১০ বৎসর পূর্বে কয়েকসেব বিশিষ্ট সেবা সম্প্রদায় চাকরিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। এক বৃষ্টিপাতের প্রথম ফুলের বিলাসিতা কমিশনার কি, সি, মের দ্বীপে গঙ্গা নদীতে পবিত্র প্রান্তর সভাপতি সভাসেবের বহাদুরী স্বয়ং নাথ রায় চৌধুরী বোহান। তাঁহার সামাজিক কার্যের সত্যিহেতু ওই ইংল্যান্ড সরকার ডি. ই. (১৯১১) ২৬ টি উপস্থাপিত উপস্থাপিত

পান। তিনিই প্রথম মহিলা কমিশনার কয়েকসেবের তথা ভারতের বিভিন্ন নিয়োগ সভায় অদৃষ্টের উইম্যান হইয়াছিলেন।

যে যুগে বাংলার নারী গৃহের বাহিরে সভা সেবার আশ্রয়িতা করিতে পারিতেন না, এখনই মিসেস কে, সি, মের ডেডেক্স, পঞ্চাশ মিশ্রাই, সভা সেবিয়া আদি জনসেবার নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি যোগ্য চুক্তিতে, সাতটি ইংল্যান্ডের আবার নিযুক্ত পরিয়া মাথায় কাগজ দিয়া কুটন কুটনিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী

এম-এ

বরণা তটাসায়া ইউ: বর্ষ (সম্মত ১ম) কমলাই বর্ষ (মহিলাসেব মধ্য সর্বাধিক নবর এর জন্য) বেনজর গোখারী বর্ষ (সম্মত ১ম) মল্লভের ব্যাভি (সম্মত ১ম) ও সিদ্ধের রোগ্য পঞ্চ পাইলেন।

ভারতী তটাসায়া-বর্ষ ১ম ইউনি রোগ্য, কমলাই বর্ষ-২ম ইউনি বর্ষ, ভারতী রায়-ভূমলে ১ম ইউনি বর্ষ এবং সুবীরা রায় বর্ষ।

এম-এসসি

মিলীয়া মল্লভার ও ভনী রায়-ইউনি রোগ্য পঞ্চ। বীরা রায়-বোটারীতে ১ম-ইউনি বর্ষ, ব্রহ্মবোহন বর্ষ পঞ্চ এম-এসসি সর্বাধিক নবরের জন্য, বোটারীতে ১২এর জন্য অধিক কুমার মিত্র পঞ্চ পাইলেন।

বোম্বাই বেন-সম্মত ১ম ইউনি বর্ষ এক এম-এ ও এম-এসসি মধ্য সর্বাধিক নবরের জন্য পঞ্চ।

বি-এ

শ্রীতা মুখোপাধ্যায় (প্রেসিডেন্ট) : ইংল্যান্ডে ১ম, নপোল বর্ন ম্যানকলী বক্তব্যকী বর্ন, প্রেসনার যোষ বর্ন, পরমতারা রৌপ্য পথক পাইয়াছেন।

সোফিয়া রৌপ্য (প্রেসিডেন্ট) : বাংলাতে সর্বাধিক নথর পাইবার বক্ত বর্ণিত দিন রৌপ্য পথক।

অর্ণাণ্য দেবী (কলকাতা) : সংস্কৃততে ১ম বক্তব্যতে প্রায় হুমার সর্বাধিকারী পথক।

উমা ভট্টাচার্য্য—নেটাল কিলকলীতে যেরেবর মধ্যে ১ম বক্তাবি পথক। হুমার মুখোপাধ্যায় (সংস্কৃত কলেজ) পথকবি পথক।

শাফনা সেনগুপ্ত (শিট) : অতিরিক্ত বাংলা দইয়া মহিলাবের মধ্যে ১ম বক্তব্যতে হুমার : দেবী ও মারলা হুমার দেবী রৌপ্য।

অরতি মুখোপাধ্যায় (বেথুন) : সংস্কৃততে অন্যরে ১ম ব্যাতিব চক্র বমু রৌপ্য।

জিরো স্কেনলী বাস্তবকী : রেবর্গ : বি-এ, পরীকার সর্বাধিক নথর প্রায় মহিলাব পরমতারা বর্ন ও বাস্তবনি রৌপ্য।

কুমা মুখোপাধ্যায় (রেবর্গ) : পরমের অন্যরে ১ম বক্তব্যতে গিরারীচা মিত্র রৌপ্য।

মহু সিনহা : নমু কলি :— প্রইলা রৌপ্য রাণা মুখোপাধ্যায় বর্ণনে আনারে প্রতাপ চক্র বক্তব্যবর বর্ন বর্ণিত পথক পাইলেন।

বি-এসলি

মুম্বাভা যোষ (প্রেসিডেন্ট) : যেরেবর মধ্যে বিজ্ঞানে সর্বাধিক নথর পাওয়ার বক্ত বাস্তবনি রৌপ্য।

ভজা যোষ (প্রেসি) : বাস্তবনি বক্তব্যবর রৌপ্য পথক।
এক-বি :

রাণা বক্ত রাণ—ভাকারী পরীকার যেরেবর মধ্যে সর্বাধিক নথর পাওয়ার বক্ত "রাণা পথক" পাইলেন।

বাংলা পতীকার অবলালী ও ভারতীয়
মহিলার কুতিব

বিধল ভাবত বক্তব্য প্রায় : সমিতির পুঁইত "মাত" ও "মহা" পরীকার অনুষ্ঠান ও অতিরিক্ত মহিলাবের

কুতিব : ১৫ই জুলাই পরীকা প্ররণ করা হয়। শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য এম-এ, এবং ভাঃ প্রীতমবর ব্যানার্জি বি-এস-ডি, এম-এল-এ পরীকা প্ররণ করেন, আত পরীকার :—

শ্রীমতী ইলা দেবতা বি-এ (গুজরাতি) : মিসেস এডিথ ভ্যান হলেন (আমেরিকান কনসেলর পতী) হুমারী ইন্দিরা ঠাকুর (বুবাতি) ৬৪ স্থান অধিকার করিয়া মুহুর পতি, "মিত্র মুখাতি", "নলিনা বালা বহু" পথক পাইয়াছেন।

মিসেস অচাধ্য (কানাডা) : মিসেস এম পদ (ইংরেজ) হুমারী বেল দার্ড (যৌধনী) উত্তর হইয়াছেন।

মহা পরীকার :—

মিস্ প্যাট্রন বক্ত (পার্সী) : এবং মিসেস কুইনী উইলসন (চাইনেজ) ভূতীয় বিতরণ উত্তর হইয়াছেন। মিসেস উইলসন "বেঙলার" উপস্থিতি : বক্ত "মহা" বক্ত পথক পাইয়াছেন।

বাংলা গানের ও কুতাঃ বক্ত : শ্রীমতী ভজা মুখসেন (তামিল) এবং শাক্তা প্রাক্তন (তামিল) অতিজ্ঞান পত্র এবং বর্ণমিত্রিত থাইতান পথক ও ২১, মুক্তার পাইয়াছেন।

২৬শে অক্টোবর সমিতির ১২শ সম্মেলন সভার নবোক্ত অনুষ্ঠানে মহামন্ত্র "ভাণ্ডার" শ্রীমতীকৃত্য চক্রবর্তী সভাপতিব করেন এবং দেবী রাণ মুখাতি মুক্তার, পথক ও অতিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন। গুজরাতি মারহাটী, তামিল, এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানরা বাস্তব অনুষ্ঠিত ও পান করেন। দেলীম গ্রাড বিবিদ্যালয় ১২ থানি বাস্তব। মুক্ত প্রায়ন করা হয়—মাতাম নবোক্তিকা বিবিদ্যালয় পথক প্ররণ করেন।

লীলা প্রাইম :—

বর্তমান বর্ষ কলিকাতা বিবিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী চিত্রিতা বক্তকে তাঁহার উপনিষদ মুক্তক-এর বক্ত "লীলা প্রাইম" প্রায়ন করা হইয়াছে। বাংলা ভাষার বহিলা দেবিকাবের এই মুক্ত দেওয়া হয়।

হিন্দু ও পাটনা বিবিদ্যালয়ে বাংলায় বক্ত পথক

মিছিল ভারত বক্তব্য প্রায় সমিতি প্রবর্তিত বাংলা ভাষার বি-এ পরীকার "প্রিয়বা দেবী বর্ন পথক" পাইয়াছেন হুমারী মীরা বেঙলারী এবং নিঃ ভাঃ বক্ত "মহিলা" পথক পাইয়াছেন শ্রীমতী মীরা মিত্র (পাটনা উইলসন কলেজের ছাত্রী) দেখা যায় বাংলাব বক্তে যের "ই বাস্তব" ভাষার বক্ত উক্ত করেন।

সরোজ নলিনী নারী মঞ্চল সমিতি কলিকাতা

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৮টায় স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে সমিতির সহ সভাপনত্বী শ্রীমতী নীলম্বরা চক্রবর্তী ভাষ্যের পতাকা উত্তোলন এবং স্বাধীনতা লাভের শব্দিক ইতিহাস আলোচনা করেন। সমিতির সকল বিতাদের অপর উক্ত অঙ্গুষ্ঠানে যোগদান করে। তাহার একটি পীতিনাটা দ্বারা সকলের আনন্দ বর্ধন করে।

সূত্র বন্ধ

সরোজনলিনী সমিতির কাউন্সী মেম্বেরা গ্রাফ তবনে অঙ্গুষ্ঠিত "সূত্রবন্ধে" যোগদান করে।

মাতৃ ও শিশুসকল কেন্দ্র

সেন্ট্রাল সোসাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সাহায্যে সরোজনলিনী নারী মঞ্চল সমিতিতে ১৯৫৪ সনের ১৫ই আগষ্ট মাতৃ ও শিশুসকল কেন্দ্র খোলা হয়। মাননীয় স্বাধীনতা ডাঃ অম্বা ধন কৃপাপাণ্ডায় উক্ত কেন্দ্র অঙ্গুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। উক্ত মাতৃ ও শিশুসকল কেন্দ্রে মহিলাদের চিকিৎসার জন্য একজন নারী চিকিৎসার অতিজ সের্তী ডাক্তার ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য একজন অতিজ ডাক্তার নিযুক্ত আছে, এতদ্ব্যতীত একজন নার্স, একজন অ্যাং, একজন কম্পাউন্ডার ও অফিসের কাছের জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। রাণী মেধিবার সদর প্রত্যাহ সকল গটা হইতে ১টা। প্রতি সপ্তাহে সোম, বুধ ও শুক্রবার শিশুদের ও মঞ্চল, বৃহস্পতি ও শনিবার সীলোকলের দেখা হইয়া থাকে।

উক্ত কেন্দ্রে গত এক বৎসরে বহু প্রযুক্তি ও শিশু চিকিৎসিত হইয়াছে তাহার মাসিক গড় হিসাব নিচে প্রদত্ত হইল :

আগষ্ট, ১৯৫৫	শিশু	মহিলা ও প্রযুক্তি	মোট
	২০	১৯	৩৯
সেপ্টেম্বর	১০	১০	১১০
অক্টোবর	১২৪	৩২	১৫৬
নভেম্বর	১১৫	৫১	১৬৬
ডিসেম্বর	১	৪২	২১৪

শিশু মহিলা ও প্রযুক্তি মোট

জানুয়ারী ১৯৫৫	২১২	১৫	২২৪
ফেব্রুয়ারী	২০২	১৪	২১৬
মার্চ	৩৬৬	৬১	৪২৭
এপ্রিল	৩১৮	১২৩	৪৪১
মে	৪৫৬	১৬৪	৬২০
জুন	৪০৩	২২৬	৬২৯
জুলাই	১০২	২৪১	৩৪৩
আগষ্ট	২১০	১১২	৩২২
১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত	৩৫১১	১০১৩	৪৫২৪

ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগ

রাণী ও শিশুদের মধ্যে প্রত্যাহ সকলে ছাত্র বিভাগ করা হইয়া থাকে। গত এক বৎসরে প্রত্যাহ গড়ে ৫০ জনকে ছাত্র বিভাগ করা হইয়াছে। ইউ, সি, আর, ডাব্লিউ প্রতিষ্ঠান হইতে উক্ত শিশু ও ছাত্রসকল কেন্দ্রে ওর বিনামূল্যে ছাত্র পাঠ্য বইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে পাঠ্য ১৪ গাউণ্ড বাটের অপর ছাত্র প্রযুক্তিদের বিভাগ করা হইয়াছে।

কল বিভাগ

ছাত্র রাণী ও শিশুদের মধ্যে মাকে মাকে কল বিভাগ করা হয়। গত ১লা বৈশাখ ও ১৫ই আগষ্ট তারিখে কল ও ছিটাই সকল রাণী ও শিশুদের মধ্যে বিভাগ করা হয়।

সাহেবপুর সমাজ কল্যাণ সমিতি

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

সেন্ট্রাল সোসাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ডের সাহায্যে সরোজনলিনী নারী মঞ্চল সমিতি পরিচালিত সাহেবপুর সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রে গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়, উক্ত অঙ্গুষ্ঠানে সরোজনলিনী সমিতির মণ্ডারন সম্পাদিকা শ্রীমতী মণিকা গুপ্তা প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন।

সকাল ৮টায় "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত দ্বারা ভাষ্যের পতাকা উত্তোলন। তার। উপস্থিত সকলের মধ্যে

তল ও মিষ্ট বৈভব করি তল, অপরূপ উদয় একটি
পতার আয়োজন করা হয় সমাজ সেবিকা শ্রীমতী বেলা
গোনাভি সমাজ মঙ্গল কার্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।
শ্রীমতী মণিকা ওয়া সমাজ সেবায় কাজে এতদ্ব্যতীতই
করুণী কর্তব্যে বহিরাগত আশ্রয়ার্থীকে বালিকা। বয়স
মিকা, হস্তশিল্প শিল্প ও বাংলাদেশী সংগঠনের
আয়োজনাদি বিষয়েও তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। ছোট
বালক বালিকারা আশ্রিত নৃত্য ও গান দ্বারা সকলের
মনোহর করেন।

সরোজ নলিনী নাতী মঙ্গল সমিতির সভাপতি শ্রীমতী
বেলাগী সৌম্যবীর তত্ত্বাবধানে উক্ত সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র
পরিচালিত হইতেছে।

মহিলা সমিতি পরিচালনা

এসার বিভাগ কর্তৃক নিম্নলিখিত মহিলা সমিতিসমূহ
সুদৃঢ় পরিচালনার প্রয়োজনে নির্দেশ এবং পরিচালনা করা
হইয়াছে।

চাকর, বোনা সূতা, পাখী কল্যাণ, র সূতা, নৈয়াটী,
বেলগে, নৈয়াটী সন্ধ্যা সূতা, বাবাকপুর, শ্রীমতীপুর
রাহতা, কাচড়াপাড়া, কাচড়াপাড়া এবং বাহতা।

কার্য নির্বাহক কমিটির সভাপতি শ্রীমতী সমিতি
সৌম্যবীর ও শ্রীমতী সৌম্যবীর সভাপতি ১৯৮৭ সালের
তারিখে এসার বিভাগের কর্মী সৌম্যবীর সৌম্যবীর
সমিতি রাহতা মহিলা সমিতি পরিচালনা করেন।

কেজুর মহিলা সমিতি (হোমসী)

পতিবধব গ্রন্থে বর্ণিত কমিটির সভাপতি শ্রীমতী
হোমসী (কেজুর) বসন্ত বাটতে শ্রীমতী হোমসীর সভাপতি
শ্রীমতী বিজয়া হোমসীর সভাপতি কেজুর মহিলা সমিতি
পরিচালিত হইতেছে। উক্ত মহিলা সমিতি পল্লী গুরু
বহির্বিষয়ক কার্যেও ব্যস্ত হইয়াছে। এসার
বিভাগের কর্মী শ্রীমতী লাল হোম উক্ত কেজুর মহিলা
সমিতি পরিচালনা করেন। বর্তমান বৎসরে কেজুর মহিলা

সমিতি সরোজ নলিনী
হইয়াছে।

একটি সমিতির সমিতি হইতে

বয়স্ক শিক্ষা ক্লাব

বর্তমান বৎসরের সেন্টেম্বর মাস হইতে ১৯৮৭ সালের
মার্চ মাস পর্যন্ত সরকারী পরিচালনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত
মহিলা সমিতি সমূহ সরকারী শিক্ষা পরিচালিত হইতেছে।

- ১। অজমপুর, ২। হস্তশিল্প কলিকাতা, ৩। কেজুর
- ৪। শ্রীকল্যাণী।

এবং ১৯৮৪ সা. লব্ধ গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিতভাবে আবণ্ড
১২টি মহিলা সমিতিতে বয়স্ক শিক্ষা ক্লাব পরিচালিত
করা হইতেছে।



শ্রুত!

আমরা বিলা বিলাক
কিনা। এমন বিশেষ
কিনা। এমন বিশেষ
কিনা। এমন বিশেষ
কিনা। এমন বিশেষ
কিনা। এমন বিশেষ

**মুখ্যজী
জুয়েলার্স**

কল্যাণের হাট, কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-৪৬১০

আমাদের আসর

পটচিত্র—শ্রীকমলা দেবী

রান্নাঘর

শ্রীমতী বীণাপানি কুমারী

১৮. ভেজিয়েল রান্না

প্রথম প্রণালী :— কিছু কচি কুমার ইত্যাদি ইত্যাদি করে কেটে তার মধ্যে ঐ রকম দুটো আলু, বীট, গাজর ইত্যাদি সবকিছু একত্রে দিচ্ছি করে নিম্ন। রান্না তত্বের সঙ্গে আলু, কাঁচা গাজর, নাগবেলকুড়ি, কিসমিস, চিনা-বাহার, হুণ, চিনি, আদাখটা, লড়াখটা, জিরেখটা, অন্ন হিং ও গরমমশলায় ভাজা দিয়ে অন্ন মধ্যে 'কিমা' করে নিম্ন। এবার দিচ্ছি আলু খোল করে, তার মধ্যে কিমার পুর দিয়ে রূপের আকারে গড়ন। তারপর গাঢ় বেগুন-গোলাপের মধ্যে ঢুকাই অথবা দু'টি ভেজে চড়িয়ে তালুন।

২। পোঁপের হালুয়া

উপকরণ ও পরিমাণ :— একপেয় পোঁপ, ঘি ও গুটাক, আড়াইপোতা চিনি, আংগোয়া কিসমিস, পেস্তা, বাগদ ইত্যাদি।

প্রথম প্রণালী :— পোঁপগুলি ছুটে দিচ্ছি করে নিম্ন, পরে ভালভাবে চটকে নেবেন। এবার তেলগিতে কুড়িটা ঘি ও আদা লবণ, এলাচ, দাড়িচিনি ও ঐ চটকানো পোঁপটা দিয়ে ভাজতে বাতুন। বানিখটা তাহা হবার পর চিনি, কিসমিস, পেস্তা ও বাগদ দিয়ে নাতুন। তারপর বাতী ফিটা দিয়ে, বাগিখটা নেড়েচেড়ে বাগিয়ে কেতুন। এতে তেল বেগুন না।

৩। বৌবের পায়েল

উপকরণ ও পরিমাণ :— একপেয় ভকনো বৌবে, চার পেয় গুণ, তিনছটাক চিনি, একপো কিসমিস, একপো বেছু, আংগো পেস্তা, আংগো বাগদ, বড়-এলাচ, ছোট-এলাচ, কিশকীং।

প্রথম প্রণালী :— প্রথমে গুণ ঘন করে ভাল দিয়ে নিম্ন। তারপর গুণের মধ্যে উপকরণগুলি দিয়ে পাঁচ-ছয় ঘিনিট নাতুন ও বৌবেগুলি বিন, বৌবেগুলি বিহার পর ছ'তিন ঘিনিট নেড়ে বাগিয়ে কেতুন। সাধারণ গোলাপের মধ্যে দিতে পারেন।

পুস্তক পরিচয়

“উড়িয়ায় কল্যাণ”—শ্রীমতী দেবী কর সম্পাদিত, এক মহিলা সমাজের জীবনের আত্মত্বাঙ্গের মহিলা বোধনা লবিত পুস্তিকা। শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর জীবন সত্যার উপনীত হইয়াছেন, অস্তরের অনাবিল বেগ দ্বারা তিনি নারী সমাজের কল্যাণ কাহনায় মিকেকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—তাই তিনি সকলের নিকট দায়ের চাইতেও বড় “বড় না”। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রাচুর্যের স্ব। প্রাচুর্যের তিনি ভালবাসেন, বাংলায় কলকাতা তাঁহার বড় প্রিয়, তবলি কর্তব্যের আত্মানে

তাঁহার বড় প্রিয় বাংলা দেশ হইতে হুঁরে থাকিয়া নারী সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বসন্ত হুমারী বিধবা আত্ম উড়িয়ায় মহিলাদের যে একটি আত্মপ্রকাশ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে তাহা শ্রীমতী হেমলতা দেবীরই জীবনের বীর্ণ কল্প, সাধনার ফল, তিনি কবি—কবি নামেই সত্য ও সত্যের পূজারী, অল্পের বাহিরে উড়িয়ায় একজন কলকারী যে সেবা ও কল্যাণের আত্মপ্রকাশ বাহির হইতেছেন, তাহা বাংলায় নারীদেরই পক্ষে বিধবা তিনি লভ্য হউন, ভগবান তাঁহাকে সুখ ও কর্তব্য বাতুন, এই প্রার্থনা।